3

This belongs to
Bhakti Vikas Swami

সরস্বতী-জয়শ্রী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সরস্বতী-জয়শ্রী

বৈভব-পর্ব্ব—প্রথম খণ্ড

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীরূপানুগবর অষ্টোত্তরশতশ্রী
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-ঠাকুরের অনুকম্পিত
'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সঙ্কলিত

১৬নং কালীপ্রসাদচক্রবর্ত্তী-ষ্ট্রীট্, বাগবাজার, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক, কটক-রেভেন্সাকলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক
মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল এম্-এ ভক্তিসুধাকর-প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশিত—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী
গৌরাব্দ ৪৪৮, বঙ্গাব্দ ১৩৪১



ঢাকা, ৯০নং নবাবপুরস্থ মনোমোহন প্রেসে
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

"চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরিগু্রুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥"

—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১ম শ্লোক

নিবেদন

গ্রন্থ-প্রকাশে ক্রমভঙ্গ

শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশীর্ব্বাদ, সতীর্থ ভ্রাতা ও সজ্জনগণের কৃপা, সেবানুকূল্য ও শুভেচ্ছার ফলে "সরস্বতী-জয়শ্রী"র বৈভব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। "জয়শ্রী"র 'শ্রী'-পর্ব্ব লোকলোচনে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বেই আমরা ক্রম ভঙ্গ করিয়া বৈভব-পর্ব্ব প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি-তিথিতে (বাঙ্গালা ১৩৪০, ২১শে মাঘ; ইংরাজী ১৯৩৪, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী) সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু—

"আপন ইচ্ছায় জীব কোটিবাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা হইলে তবে ফল ধরে॥"

ভুবনমঙ্গল অবতার দর্শন সৌভাগ্য-সাপেক্ষ

যেখানে অনিবার্য্য দৈব-কারণ বা স্বতন্ত্র ভগবদিচ্ছা গ্রন্থের সম্পূর্ণতা-সাধনে বিলম্ব ঘটাইতেছে, সেখানে মানবের অহমিকা-পূর্ণ পুরুষকার পঙ্গু ও অসার। সেবা-বিমুখতা ক্ষীণ ও সৌভাগ্য পরিপক্ক না হইলে ভুবন-মঙ্গল অবদান-সমূহের অবতার লোক-লোচনে প্রকাশিত হয় না।

সতীর্থগণের উৎসাহ

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"—এই বাক্যের সত্যতা সম্পাদন করিয়া নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন আমাদের সেবা-পথের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেও পূজ্যপাদ সতীর্থগণের কৃপা ও উৎসাহ আমাদের ন্যায় পঙ্গুর হৃদয়েও গিরিলঙ্ঘনের আশাবন্ধের শক্তি-সঞ্চার করিয়াছে।

মঃ মঃ শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভুর প্রদত্ত বিবরণ

মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্মৃতিপট হইতে যে-সকল আচার্য্য-চরিত-কথা কৃপা-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাই "জয়শ্রী"র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথমে প্রকাশিত হইল। তিনি শারীরিক বিশেষ অসুস্থতায় দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিয়াও আমাদের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন।

তাঁহার অসুস্থতাভিনয়ের মধ্যে কেবল-মাত্র স্মৃতিপট হইতে ঐ সকল প্রসঙ্গ আমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় হয় ত' ইহাতে কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ ক্রম-বিপর্য্যয় লক্ষিত হইতে পারে। তাঁহার বিবরণীর শেষাংশে তিনি ক্রম-নিরূপণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত কতিপয় অপ্রকাশিত লিপি, প্রাচীন কাগজ-পত্র, 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা ও গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের আদিম ইতিহাস

এই খণ্ডের প্রথম হইতে ১৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত তাঁহার কথিত আচার্য্য-চরিত-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা ১৩১৮, ইংরাজী ১৯১১ সাল হইতে বাঙ্গালা ১৩২৯, ইংরাজী ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আদিম ইতিহাসের একটি অকৃত্রিম সজীব চিত্র পাঠকগণ এই বিবরণে পাইতে পারিবেন।

মঃ মঃ শ্রীমৎ কুঞ্জদা'র প্রদত্ত বিবরণ

মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিকট হইতে আমরা যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাইয়াছি, তাহা এই খণ্ডের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইল। ইহাতে ইংরাজী ১৯১৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন সময়ের কএকটি প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৭ পৃষ্ঠায় ঐ বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইল।

আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুর প্রদত্ত বিবরণ

উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জর প্রভু আমাদের প্রার্থনানুসারে যে লিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই খণ্ডের তৃতীয় পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইল। বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইবার পূর্ব্বের কএকটি ঘটনাও প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বিবরণরূপে ইহাতে সংযোজিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ অধিকাংশ স্থলেই দিনপঞ্জী-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ১৩১৭ সাল (চৈত্র) হইতে ১৩২৫ সাল (আষাঢ়) পর্য্যন্ত কতিপয় প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই বিবরণ নিবদ্ধ হইল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিপাদাগ্রণী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আমাদের বিশেষ প্রার্থনানুসারে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে যে বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাই চতুর্থ পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালা ১৩১৬ সাল (চৈত্র) হইতে বিভিন্ন সময়ের কতিপয় প্রসঙ্গ ইহাতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ১৯৭ পৃষ্ঠা হইতে ২০৮ পৃষ্ঠায় ঐ সকল প্রসঙ্গ সংযোজিত হইল। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের প্রেরিত বিবরণ

'গৌড়ীয়' প্রকাশের সময় হইতে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩৩২ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত আচার্য্যের যে-সকল ভুবনমঙ্গল প্রচারাভিযান হইয়াছে, তাহাই এই খণ্ডের ২০৯ পৃষ্ঠা হইতে ৩৬০ পৃষ্ঠায় পঞ্চম পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইল। 'গৌড়ীয়' হইতে আহৃত বিবরণ

'গৌড়ীয়' প্রকাশের পূর্ব্বে যে-সকল আচার্য্য-চরিত-প্রসঙ্গ চারিটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যেও সকল স্থানে সুষ্ঠু ক্রম রক্ষিত হইতে পারে নাই। এই গ্রন্থ আচার্য্যের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি-তিথিতেই প্রকাশ করিবার একান্ত সঙ্কল্প থাকায় এবং পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ক্রম-বিপর্য্যয়ে বিবরণ-সমূহ প্রাপ্ত ও সংগৃহীত হওয়ায় আমরা এক বিবরণের সহিত অপর বিবরণের ক্রম সর্ব্বত্র রক্ষা করিয়া তাহা গুম্ফিত করিতে পারি নাই। তবে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ প্রদত্ত বিবরণের মধ্যে যথাসাধ্য ক্রম রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ক্রম-বিপর্য্যয় ঘটিবার কারণ

প্রথম খণ্ডে **"অষ্টোত্তরশত শ্রী"** এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে **"অষ্টোত্তরশত বৈভব"** বা অধ্যায়-সমূহে আচার্য্য-চরিত্র-কাহিনী গুম্ফিত করিবার পরিকল্পনা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ছত্রিশটি বৈভব অর্থাৎ সমগ্র বৈভবের একতৃতীয়াংশ পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইল। সমগ্র গ্রন্থ-বিভাগের পরিকল্পনা

এই সংস্করণে যে-সকল উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে আচার্য্য-চরিতের নিঃশেষিত উপকরণ, আমরা ইহা বলিতে পারি না। আরও ইতিহাস পরবর্ত্তিকালে সংগৃহীত হইলে পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে প্রকাশিত হইতে পারিবে। উপকরণের অসম্পূর্ণতা

বৈদ্যুতিক মুদ্রাযন্ত্রের দ্রুতগতির সঙ্গে-সঙ্গে সম্পাদক-সঙ্ঘ ও প্রুফ্-সংশোধকের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রুফ্-সংশোধনাদি কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়ায় গ্রন্থের নানা স্থানে নানা প্রকার ত্রুটী, বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা, ভাষাদোষ, ভ্রম-প্রমাদাদি থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এজন্য আমরা সদাশয় পাঠকবর্গের নিকট অতি বিনীতভাবে আমাদের ত্রুটী স্বীকার ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

ত্রুটী-স্বীকার

মুদ্রাকর-প্রমাদ ও ভ্রম-সংশোধনের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা যথাস্থানে সংযোজিত হইল। গ্রন্থ-পাঠের প্রারম্ভেই পাঠকগণ ঐ সকল স্থান কৃপা-পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন। হয় ত' কোন কোন স্থানে বিশেষ বিশেষ ঘটনা, প্রসঙ্গ ও ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ প্রভৃতি অনেক বিষয় অনবধানতা-বশতঃ পরিত্যক্ত হইতে পারে; পাঠকগণ কৃপা-পূর্ব্বক তাহা যথাসময়ে জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমতি লইয়া আমরা উহা গ্রন্থ-কলেবরে সংযোজিত করিতে পারিব।

অসম্পূর্ণ ভ্রম-সংশোধন-পত্র

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ-সন্নিবিষ্ট ঘটনা ও প্রসঙ্গ-সমূহ যথা-সাধ্য যাথার্থ্য সংরক্ষণ করিয়া বর্ণন করিবারই চেষ্টা হইয়াছে। উহাতে কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা প্রতিষ্ঠানকে তাঁহাদের স্ব-স্ব অধিকার-বহির্ভূত করিয়া দেখাইবার কোন দুরভিসন্ধিমূলা চেষ্টা বিন্দুমাত্রও হয় নাই। 'স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ''—এই মূলনীতি শিরে ধারণ করিয়া প্রোজ্ঝিতকৈতব ভাগবতধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্বই এই গ্রন্থে অনুকীর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহারা এই মূল উদ্দেশ্যকে অন্যরূপ বুঝিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটেও আমাদের যুক্তকরে প্রার্থনা,—তাঁহাদিগকে যদি আমরা অজ্ঞাতসারেও কোন প্রকার উদ্বেগ প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন তাঁহারা আমাদিগকে নিজ-গুণে ক্ষমা করেন।

অকৈতব ভাগবতধর্ম্মের যথাযোগ্য স্থান-নির্দ্দেশই উদ্দেশ্য,—পরচর্চ্চা নহে

সাধুবাদ-জ্ঞাপন, ধন্যবাদ-প্রদান ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ প্রভৃতি কার্য্য 'নিবেদন'-লেখকের প্রধান কর্ত্তব্যের অন্যতম। বর্ত্তমান

ধন্যবাদাদি জ্ঞাপন-সম্বন্ধে

'নিবেদন'টী সমগ্র গ্রন্থের মুখবন্ধ নহে বলিয়া আমরা সেই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যটি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিলাম।

এই গ্রন্থের প্রুফ্-সংশোধন-কার্য্যে পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় শারীরিক বিশেষ অসুস্থতা-সত্ত্বেও যে অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি স্বাস্থ্য বা ভোজন-বিশ্রামাদিকে বিসর্জ্জন করিয়া একান্ত-ভাবে গুরুসেবার আদর্শ ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মঠস্থ ও গৃহস্থ সতীর্থ ভ্রাতৃগণ স্ব-স্ব যোগ্যতানুযায়ী প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে এই গ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। প্রুফ্-সংশোধকের আদর্শ সেবা ও সতীর্থগণের আনুকূল্য

ঢাকা-মনোমোহন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয় নানাপ্রকার কার্য্যভারের মধ্যেও গ্রন্থটি পরিপাটির সহিত মুদ্রিত করিতে ক্রটী করেন নাই। ঢাকা-ইউনিয়ন-প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দে ভক্তিবোধ মহাশয় সচিত্র 'জয়শ্রী'-গ্রন্থের যাবতীয় চিত্র বিশেষ ভক্তি ও আগ্রহের সহিত নিজ-ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারিগণের যত্ন ও সেবা

আচার্য্যের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের অনুরাগী যেখানে যত সজ্জন প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইবেন, সকলের অকপট কৃপা ও আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিয়া আমাদের প্রভুর আবির্ভাব-ক্ষেত্র ও প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মান্তিকে অবস্থান-পূর্ব্বক ভক্তিবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথিতে জয়শ্রীর বৈভব-পর্ব্বের প্রথম খণ্ডের 'নিবেদনে'র উপসংহার করিতেছি। উপসংহার

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ, শ্রীপুরীধাম
শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী, শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৮
বঙ্গাব্দ ১৩৪১

শ্রীগুরুগৌড়ীয়দাসাভাসাধম
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ
'গৌড়ীয়'-সম্পাদক

বিষয়-সূচী

প্রথম বৈভব *

কাশিমবাজার-সম্মিলনীতে ও স্মৃতিসভায় প্রভুপাদ

(ইংরাজী ১৯১১ সালের ডিসেম্বর—১৯১৮ সালের জানুয়ারী)

দ্বিতীয়-বৈভব

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ

(১৯১৮ সালের মার্চ্চ)

তৃতীয়-বৈভব

পরিব্রাজকাচার্য্য-লীলায় প্রভুপাদ

(১৯১৮ সালের জুন)

---

* প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ বৈভব পর্য্যন্ত শ্রীমদনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর লিখিত বিবরণ।

† বিষয়ের পশ্চান্লিখিত সংখ্যাগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা-জ্ঞাপক।

চতুর্থ-বৈভব

কলিকাতা-থিওসফিক্যাল্-সোসাইটীতে স্মৃতি-সভা

(১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর)

পঞ্চম-বৈভব

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সূত্রপাত

(১৯১৮ সালের নভেম্বর—১৯১৯ সালের জানুয়ারী)

ষষ্ঠ-বৈভব

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

(১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী)

সপ্তম-বৈভব

প্রচারাভিযান

(১৯১৯ সালের মার্চ্চ—জুন)

অষ্টম-বৈভব

গোদ্রুমে বিরহোৎসব ও সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা

(১৯১৯ সালের জুন—সেপ্টেম্বর)

নবম-বৈভব

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন ও প্রচার

(১৯১৮ সালের মে—১৯২০ সালের এপ্রিল)

দশম-বৈভব

কুমিল্লায় কাশিমবাজার-সম্মিলনী

(১৯২০ সালের এপ্রিল)

একাদশ-বৈভব

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব ও পরে

(১৯২০ সালের মে—সেপ্টেম্বর)

দ্বাদশ-বৈভব

গ্রন্থ-প্রচার, গৌড়দেশ-ভ্রমণ ও পরিব্রাজক-বিপণি প্রেরণ

(১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর—১৯২১ সালের মে)

ত্রয়োদশ-বৈভব

কীর্ত্তন-উৎসব-প্রবর্ত্তন, প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপন, লুপ্তসেবা-উদ্ধার

(১৯২১ সালের আগষ্ট—১৯২২ সালের মে)

চতুর্দ্দশ-বৈভব

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ-প্রতিষ্ঠা ও উৎকলে শ্রীনাম-প্রচার

(১৯২২ সালের জুন)

পঞ্চদশ-বৈভব *

শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষকের আচার্য্য-দর্শন

(১৯১৫ সালের নভেম্বর—১৯১৮ সালের জুন)

আত্মধর্ম্ম ও দেহ-মনের ধর্ম্মানুশীলন ১৩৩ ; শ্রীল গৌরকিশোরের বাণী শ্রবণ ১৩৪ ; শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও বাণী শ্রবণ ১৩৪ ; বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত রূপের প্রতি অশ্রদ্ধা ১৩৪ ; শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট-লীলা-প্রকাশের পর তদীয় সমাধি-প্রদান লইয়া ভোগময় বিতর্ক ১৩৫-১৩৬ ; প্রভুপাদের নির্ভীক সত্যবাণী ১৩৬ ; প্রাকৃত-সহজিয়া-মত-নিরসন ১৩৬ ; প্রভুপাদের স্বহস্তে বাবাজী মহারাজের সমাধি-প্রদান ১৩৬ ; বিষয়ীর নিমন্ত্রণ ও প্রভুপাদের আদর্শ ১৩৭ ; কুঞ্জদা'র শ্রীমায়াপুর-বাসের অভিলাষ ১৩৭ ; সত্যগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক ১৩৭ ; প্রভুপাদের বিপ্লবী বাণী ১৩৮ ; কুঞ্জদা'র হরিকথা-শ্রবণ ও দীক্ষা-লাভ ১৩৮ ; কৃষ্ণনগরে ভাগবত-প্রেস্ ১৩৮ ; দৌলতপুরে ১৩৯ ; উড়িষ্যা-যাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতায় ১৩৯

ষোড়শ-বৈভব

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন-প্রতিষ্ঠা ও প্রচার

(১৯১৮ সালের নভেম্বর—১৯২০ সালের মে)

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন ১৪০ ; ভক্তিবিনোদ-আসনে প্রথম মহোৎসব ১৪০ ; নামাপরাধের বিচার ১৪১ ; নাম-কীর্ত্তনের প্রণালী ১৪২ ; নামাপরাধের কথা কি অশাস্ত্রীয় ? ১৪২-১৪৩ ; অহৈতুকী হরিসেবা ও বিষয়বুদ্ধি ১৪৩ ; বৈষ্ণবাপরাধের ফল ১৪৪ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ ১৪৪ ; ভূপেন্দ্রনাথ বসু ১৪৪ ; শ্রীমদন বাবু ১৪৫ ; ভক্তিরঞ্জন শ্রীজগবন্ধু ১৪৫ ; শ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষতা ১৪৫। শ্রীযুক্ত সখীবাবু ১৪৬ ; শ্রীমান্ প্রমথনাথ ১৪৭ ; অকৈতব হরিকীর্ত্তনই মূলবস্তু ১৪৭ ; প্রভুপাদের নিরপেক্ষ শাসন ১৪৭

সপ্তদশ-বৈভব †

শ্রীগুরুবর্গের কৃপা ও বিবিধ শিক্ষা

(১৯১১ সালের মার্চ্চ—জুন)

নড়ালে শ্রীভক্তিবিনোদ ১৪৮ ; শিশুকালে প্রভুপাদ নড়ালে ১৪৮ ; আচার্য্যগণের সন্ধান-লাভ ১৪৯ ; পরমানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমন ১৪৯ ; পরমানন্দ প্রভুর প্রথম শ্রীমায়াপুর দর্শন ১৫০ ; শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম দর্শন ১৫০ ; সত্য-সঙ্কল্প প্রভুপাদ ১৫১ ; জীবোদ্ধারক প্রভুপাদ ১৫১ ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ ১৫২ ; বহির্ম্মুখ-বঞ্চক বৈষ্ণব ও প্রভুর কৃপা ১৫৩ ; মহাভাগবতের বাসস্থান সাক্ষাৎ গোলোক ১৫৩ ; গৌরকিশোর প্রভুর চরিত্র ১৫৪ ; প্রভুপাদের কৃপা ১৫৪

---

* পঞ্চদশ ও ষোড়শ-বৈভব শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর লিখিত বিবরণ।

† সপ্তদশ হইতে ত্রয়োবিংশ পর্য্যন্ত সাতটি বৈভব শ্রীমৎ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জর প্রভুর লিখিত বিবরণ।

অষ্টাদশ-বৈভব

বালিঘাই-বিচার-সভার পূর্ব্বে ও পরে

(১৯১১ সালের আগষ্ট—১৯১২ সালের জানুয়ারী)

উনবিংশ-বৈভব

অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য-চরিত্রের বিবিধ প্রসঙ্গ

(১৯১২ সালের জানুয়ারী—সেপ্টেম্বর)

বিংশ-বৈভব

সত্যবাণী-প্রচার, মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন ও রাঢ়দেশ-ভ্রমণ

(১৯১৩ সাল—১৯১৪ সালের জানুয়ারী)

একবিংশ-বৈভব

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশ, প্রভুপাদের 'সজ্জনতোষণী' ও 'অনুভাষ্য'

(১৯১৪ সালের জানুয়ারী—১৯১৫ সালের জুন)

দ্বাবিংশ-বৈভব

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকট-লীলা, কৃষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেস্ ও বিবিধ প্রসঙ্গ

(১৯১৫ সালের নভেম্বর—১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী)

ত্রয়োবিংশ-বৈভব

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট লীলার পরে

(১৯১৭ সালের প্রথম ভাগ—১৯১৮ সালের জুলাই)

চতুর্ব্বিংশ-বৈভব *

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পূর্ব্বকথা—আচার্য্য-চরণ-দর্শন

(১৯১০ সালের মার্চ্চ)

---

* চতুর্ব্বিংশ ও পঞ্চবিংশ-বৈভব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত বিবরণ।

পঞ্চবিংশ-বৈভব

সরস্বতী-স্নেহ-সম্বর্দ্ধিত 'ভক্তিপ্রদীপ', সন্ন্যাস ও প্রচার

(১৯১০ সাল—১৯২০ সালের নভেম্বর)

ষড়্‌বিংশ-বৈভব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব ও 'গৌড়ীয়'পত্র

(১৯২২ সালের আগষ্ট—সেপ্টেম্বর)

সপ্তবিংশ-বৈভব

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ

(১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর—অক্টোবর)

অষ্টাবিংশ-বৈভব

চতুর্থবার ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ

(১৯২২ সালের অক্টোবর—নভেম্বর)

ঊনত্রিংশ-বৈভব

কুলিয়ায় বসন্ত-গান, "অপরাধভঞ্জন-পাট" ও বিবিধ প্রসঙ্গ

(১৯২৩ সালের জানুয়ারী—মে)

ত্রিংশ-বৈভব

বিবিধ প্রচার-প্রসঙ্গ

(১৯২৩ সালের মে—নভেম্বর)

একত্রিংশ-বৈভব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য-প্রকটোৎসব বা ব্যাসপূজা

(১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী)

দ্বাত্রিংশ-বৈভব

বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-সম্বন্ধে কুতর্ক ও বিবিধ প্রচার-প্রসঙ্গ

(১৯২৪ সালের মার্চ্চ—এপ্রিল)

ত্রয়স্ত্রিংশ-বৈভব

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী বিস্তার

(১৯২৪ সালের এপ্রিল—জুলাই)

চতুস্ত্রিংশ-বৈভব

বিভিন্ন মঠে ও বিভিন্ন প্রদেশে হরিকীর্ত্তনোৎসব

(১৯২৪ সালের আগষ্ট—১৯২৫ সালের জানুয়ারী)

পঞ্চত্রিংশ-বৈভব

শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা

(১৯২৫ সালের জানুয়ারী—এপ্রিল)

ষট্‌ত্রিংশ-বৈভব

আচার্য্য ও বিবিধ প্রসঙ্গ

(১৯২৫ সালের নভেম্বর—১৯২৬ সালের মার্চ্চ)

চিত্র-সূচী

গ্রন্থে ব্যবহৃত সংক্ষেপের তালিকা

অঃ	=	অন্ত্য	প্রঃ খঃ	=	প্রথম খণ্ড
আঃ	=	আদি	বৃঃ	=	বৃষ্টি
খঃ	=	খণ্ড	বৈঃ	=	বৈভব
গীঃ	=	গীতা	ভঃ রঃ সিঃ	=	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
গৌঃ	=	গৌড়ীয়	ভাঃ	=	ভাগবত
চৈঃ চঃ	=	চৈতন্যচরিতামৃত	মঃ	=	মধ্য
চৈঃ ভাঃ	=	চৈতন্যভাগবত	মঃ ভাঃ	=	মহাভারত
চৈঃ শিঃ	=	চৈতন্যশিক্ষামৃত	মঃ মঃ	=	মহামহোপদেশক
ডাঃ	=	ডাক্তার	মঃ মঃ	=	মহামহোপাধ্যায়
দঃ বিঃ	=	দক্ষিণ বিলাস	মোঃ ধঃ	=	মোক্ষধর্ম্ম
দ্রঃ	=	দ্রষ্টব্য	লঃ	=	লহরী
ধাঃ	=	ধারা	শাঃ পঃ	=	শান্তিপর্ব্ব
পঃ	=	পরিচ্ছেদ	সং	=	সংখ্যা
পঃ বিঃ	=	পশ্চিম বিভাগ	সঃ জঃ শ্রীঃ	=	সরস্বতী-জয়শ্রী
পূঃ বিঃ	=	পূর্ব্ব বিভাগ	সঃ তোঃ	=	সজ্জনতোষণী
পৃঃ	=	পৃষ্ঠা	হঃ ভঃ বিঃ	=	হরিভক্তিবিলাস
প্রঃ	=	প্রবন্ধ			

সরস্বতী-জয়শ্রী

প্রথম-বৈভব

কাশিমবাজার-সম্মিলনীতে ও স্মৃতি-সভায় প্রভুপাদ

"পাঠক শাস্ত্র-ব্যাখ্যার ছল দেখাইয়াছেন, বস্তুতঃ গোস্বামি-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন নাই, ইন্দ্রিয়-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। ভাবুক "গৌর গৌর" বলেন নাই, "টাকা টাকা", "আমার টাকা" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন মাত্র। উহা কখনই প্রচার বা ভজন নহে, সত্যধর্ম্মের আবরণ-মাত্র ; তদ্দারা জগতের অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই।"

—পরমহংসবর শ্রীল গৌরকিশোর

[শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টী, আচার্য্য-মনোঽভীষ্ট-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভগণের অন্যতম, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে অতুলনীয় সহজ পণ্ডিত, গুরুসেবার উপমানস্বরূপ, কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শ-বিগ্রহ, অসৎসঙ্গবর্জ্জনে ভীষ্মপ্রতিজ্ঞ, অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলবিভূষণ, আচার্য্যের অন্তরঙ্গ ও পরমপ্রিয় মহামহোপদেশক শ্রীমৎ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ তাঁহার স্মৃতিপট হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরিত-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ইতিহাস-সমূহ প্রদান করিয়াছেন।]

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম দর্শন-লাভ

আমি তখন বহরমপুর-কলেজে পড়ি। বহরমপুর হইতে কলিকাতার হাটখোলায় আমার মধ্যম ভ্রাতার নিকটে গিয়াছিলাম। এ সময় ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ কলিকাতায় আগমন করেন। ভারত-সম্রাট্কে দর্শন করিবার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সম্রাট্ দর্শন করিবার সৌভাগ্যবরণের লালসায় আমি, আমার মধ্যম ভ্রাতা ও পিতাঠাকুর ইংরাজী ১৯১১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতা রাম-বাগানস্থ 'ভক্তিভবনে' গমন করি। ঐ দিনই শ্রীল প্রভুপাদ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ সর্ব্বপ্রথম দর্শন পাই। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ একটি কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছেন, আর শ্রীল প্রভুপাদ ঠাকুরের শ্রীচরণ-পার্শ্বে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন। একটু দূরে বারান্দায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় ছিলেন। আমরা সকলে ঠাকুরের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্মিত হাস্য-দ্বারা "তোমাদের মঙ্গল হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—'রাজদর্শন করা ভাল। ইংরেজ-রাজের শাসনে আমাদের নির্ব্বিঘ্নে হরিনাম-গ্রহণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মাচরণের প্রতি নিরপেক্ষ। ইহাই আমাদের সুবিধা।'

ইংরাজী ১৯১২ সালের ২০শে হইতে ২৫শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কাশিমবাজারের সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন হইবে, শুনিলাম। তথায় কি আলোচনা হইবে, তাহা শুনিবার কৌতূহল-পরবশ হইয়া আমি তখন কাশিমবাজারে গিয়াছিলাম। সে-সময় কাশিমবাজারে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার হয়। তিনি মহারাজ স্তর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় কিছু হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য তথায় আসিয়াছিলেন। আমি তখন প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করি নাই, একজন সাধারণ দর্শক-সূত্রে গিয়াছিলাম মাত্র।। আসিয়া দেখিলাম,—পরলোকগত পুলিন মল্লিক ওরফে নিত্যানন্দ-দাস নামক এক ব্যক্তি, কলিকাতা তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটের কে, বি, সেন নামক জনৈক ব্যবসায়ী, কাল্‌নার শ্রীগোপেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহারা সকলেই কুলিয়ার "মাতৃমন্দির"-সম্বন্ধে উক্ত সম্মিলনীর অধিবেশনে কিছু বক্তৃতা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তদুত্তরে প্রভুপাদ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'আমি হরিকথা বলিতে আসিয়াছি, কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াই যাই।' আমি তখন অধিকাংশ সময়ই প্রভুপাদের নিকটে হরিকথা শুনিবার জন্য থাকিতাম; সেই সময় আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম,—প্রভুপাদ সর্ব্বাগ্রে সকলকে দণ্ডবৎ এবং সর্ব্বক্ষণ তুলসী-মালিকায় হরিনাম গ্রহণ করেন। আমি তাঁহাকে কোন সময়ই নিদ্রা যাইতে বা বিশ্রাম করিতে দেখি নাই। তখন আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় দেখিয়াছিলাম,—কাশিমবাজারের মহারাজ প্রভুপাদের জন্য নানাপ্রকার ভোজ্য-সম্ভার প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু প্রভুপাদ ঐ সকল দ্রব্যের কিছুই গ্রহণ করিতেন না, কেবল একদিন একটিমাত্র তুলসী-পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রভুপাদ আগন্তুক লোকদিগকে বিতরণ করাইয়া দিতেন। তিনি সেখানে ২১শে হইতে ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে চারি দিন ছিলেন, তন্মধ্যে চারি দিনই তাঁহাকে এইরূপ উপবাসী থাকিতে দেখিয়াছি। এই সময়ে প্রভুপাদ উপদেশ-প্রদানমুখে বলেন,—'ভোজন, শয়ন ও শৌচাদি ক্রিয়া লোকলোচনের বহুদূরে নিষ্পাদ্য।' অদ্যাপি শ্রীল প্রভুপাদের সেই স্বভাব দৃষ্ট হয়। আমার প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম"—এই আধুনিক কল্পিত ও গীতপদ্যটির বহু প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষের কথা শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রভুপাদের দ্বিতীয়বার দর্শন

একদিন তাঁহাকে সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করা হইল, সময় দেওয়া হইল মাত্র পাঁচ মিনিট। তিনি "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব" প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কএকটি পয়ার উচ্চারণ করিয়া যথাসম্ভব অতি সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; পাঁচ মিনিট সময় হইতে না হইতেই তাঁহাকে ক্রমাগত "বসুন বসুন" বলা হইতে থাকিল। যে সময়টুকু বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই যেন বক্তৃতার একটি বৈশিষ্ট্য, মৌলিকত্ব ও সত্য-সারগর্ভত্ব আমি অনুভব করিয়াছিলাম। বুঝিতে পারিলাম,—ঐ মহাপুরুষ যে দুই একটি নিরপেক্ষ সত্যকথা

অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের ব্যবহার

বলিতেছিলেন, তাহা যেন এক দল ব্যক্তির গৃহস্থের নই। তখন মনে মনে স্থির করিলাম, হয় ত' এসব কারণেই এই মহাপুরুষ আমাদের অন্ন গ্রহণ করিতেছেন না। পরে ঐ মহাপুরুষের নিকটই কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—'যদি কাহারও উপকার করিতে না পারা যায়, বিষয়ীকে যদি বিষয়ের বন্ধন হইতে উদ্ধার করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বিষয়ীর সহিত ভোজনাদি-ব্যাপারের জন্য যে সঙ্গ হইয়া থাকে, তাহাতে মন মলিন হইয়া পড়ে। সুতরাং একান্ত ভগবৎসেবকের সহিতই ছয় প্রকার সঙ্গ করা প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থীর প্রয়োজন।

কাশিমবাজারের মহারাজের 'খাসবাড়ী' নামক স্থানে রাজপ্রাসাদের প্রাকারের মধ্যেই শ্রীল প্রভুপাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মহারাজের নিযুক্ত বৈষ্ণববংশীয় এক জন ভদ্রলোক কর্ম্মচারী প্রভুপাদের সেবা-সম্বর্দ্ধনার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। একদিন আমারই সম্মুখে তিনি প্রভুপাদকে বলিলেন,—'আপনিই প্রকৃত বৈষ্ণব, যেহেতু এখানে যাঁহাদিগকে দেখিলাম, তাঁহারা সকলেই মহারাজের অন্ন ধ্বংস করিয়া গেলেন, অথচ মহারাজের কোন উপকার করিলেন না। আপনি মহারাজের প্রকৃত উপকার করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু মহারাজের পার্ষদবর্গ মহারাজকে আপনার নিরপেক্ষতা ও বৈষ্ণবতার আদর্শ বুঝিতে দিলেন না, ইহা আমাদেরই পরম দুর্ভাগ্য।'

নিরপেক্ষ কর্ম্মচারীর উক্তি

২২শে মার্চ্চ শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সম্মিলনীতে আগত নোয়াখালির উকীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণসুন্দর মজুমদার বি-এল, উকীল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু বি-এল, নোয়াখালি জুবিলি স্কুলের ড্রিল-মাষ্টার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এস্-সি প্রভৃতি কএকজন ভদ্রলোক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ জনৈক প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার ভাব-প্রদর্শনের অকৃত্রিমতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তদুত্তরে শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব, ভাবাভাস ও কপটতার মধ্যে পার্থক্য-বিষয়ে প্রভুপাদকে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র কএকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত কল্পিত ছড়া এবং শাস্ত্র ও মহাপ্রভুর প্রদত্ত শুদ্ধনাম-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের অবশ্য কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধেও প্রভুপাদ শাস্ত্র ও মহাজনের সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ২৪শে মার্চ্চ কাশিমবাজার-মহারাজের কুলগুরুবংশীয় শ্রীখণ্ডের ঠাকুরদের বাসায় শ্রীল প্রভুপাদের শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গৌরগুণানন্দ ঠাকুর, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালানন্দ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতের "গৌরনাগরবর" শব্দটির উল্লেখ করিয়া গৌরনাগরী-মতের সমর্থন করিতে চাহিলে শ্রীল প্রভুপাদ ঐ স্থানে গৌরনাগরবরের প্রকৃত তাৎপর্য্য এবং নানাপ্রকার বিচার ও গোস্বামি-শাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা গৌরনাগরীমতের নিরাস করিয়াছিলেন। গৌরগুণানন্দ ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ মৎস্যাহারী ছিলেন। তিনি মৎস্যভোজনের পক্ষে কতকগুলি কথা বলিলে শ্রীল প্রভুপাদ আমিষ বা নিরামিষ আহারের পরিবর্ত্তে মহাপ্রসাদ-সম্মানের উৎকর্ষ দেখাইলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর পরিবারের পরিচয়-প্রদানকারী, ময়মনসিংহ জেলার

অনেকের নিকট স্বকর্ম্মখ্যাত "জয় জয় মহাপ্রভু" নামে পরিচিত মালিহাটি-নিবাসী এক ব্যক্তিকে ঐ দিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ কাশিমবাজারে সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিয়া তাঁহারই সঙ্গে আগত যশোহর জেলার লোহাগড়া-জয়পুর গ্রাম-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর ঘোষের সহিত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে রাত্রি ১১॥ টার ট্রেনে কাশিমবাজার হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রি ২॥ টায় ধুবুলিয়া পৌছেন এবং ভোরবেলায় ব্রজপত্তনে উপনীত হন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-স্মৃতি-সভা

ইংরাজী ১৯১৫ সালে, বাঙ্গালা ১৩২২ সালের ১৮ই ভাদ্র শনিবার দিবস অপরাহ্ণ প্রায় ৫॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে শ্রীল প্রভুপাদের তৃতীয়বার দর্শন পাই।

সাহিত্য-পরিষদে

আমি ৬৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটস্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-স্মৃতি-বার্ষিকের প্রথম অধিবেশন হইবে শুনিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যাই। তখন আমি অধ্যাপক অমূল্য বাবুর বাড়ীতেই থাকিতাম। সাহিত্য-পরিষদে জন-সাধারণের সভার পক্ষ হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-স্মৃতি-উৎসবের উহাই প্রথম অধিবেশন। দেখিলাম,—ঐ সভার সভাপতিরূপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি-আই-ই মহাশয় আগমন করিয়াছেন এবং সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক টাকির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ ভক্তিভূষণ মহাশয় ঐ সভায় সম্পাদন-কার্য্য করিতেছেন।

মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের রচিত সংস্কৃত শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ-মহিমা ও গুণ-বর্ণনা এবং পণ্ডিত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাহিত্যিক জীবনের চরিতাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

তৎপরে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার এবং হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি লোকমান্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-এল্, পি-এইচ্-ডি

স্যর গুরুদাস

মহোদয় বলিলেন,—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একমাত্র মূল লক্ষ্য ছিল—সাহিত্যের দ্বারা ভগবানের সর্ব্বতোমুখী সেবা—কীর্ত্তন-প্রচার; শ্রীরূপ-সনাতনের গ্রন্থ-রচনাই যেমন তাঁহাদের ভজন, জপ, তপ, সিদ্ধি ছিল, ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের গ্রন্থ-রচনা-কার্য্যও ঠিক সেইরূপ ছিল।'

গুরুদাস বাবুর পর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলিতে শুনিয়াছিলাম,—'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে আমি ভক্তিবিদ্যার বহু উপদেশ পাইয়াছি। ভক্তিবিনোদ মহাশয় হইতে যে প্রবল ভক্তি-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া বঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই জগতে সর্ব্বপ্রাধান্য লাভ করিবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরিত ভক্ত-

অবতার; তিনি জগতের প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ-স্বরূপ এবং বর্ত্তমানকালে জগতের পরমোপকারী।' ইহার পরে কাশিমবাজারের মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে শুনিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন,—'বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন ঠাকুরকে তিনি অকপট সরলতাময় বৈষ্ণবতার সাক্ষাৎ আদর্শ-বিগ্রহরূপে দেখিতে পান। ঠাকুরের কথা শুনিয়া তিনি তখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—বঙ্গদেশে ও পৃথিবীতে শিক্ষিত ও সর্ব্বপ্রকার জনসাধারণের মধ্যে সত্য-সত্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্ম-প্রচারের দিন আসিতেছে।' কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও কএকটি কথার উল্লেখ করিয়া ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের উক্তি

ইহার পরে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয়কে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে বলিতে শুনিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,—'সেই সময় হইতে প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-কাল। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা সেই সময় ইংরাজী-বিদ্যার চর্চ্চা অধিক হইত। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই সময় ইংরাজী-সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াও ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপকের সাহায্য-ব্যতীত নিজের স্বাভাবিক রুচি-ক্রমেই প্রেমভক্তির কথা বিভিন্ন ভাষায় আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে এই সুবিস্তৃত ভক্তিসাহিত্য আমরা আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। ভক্তিপথ-ব্যতীত অন্যান্য পথে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অনেকে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের সাহিত্য জগতে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। তাই সুবিরল-প্রচার ভক্তিসাহিত্যের লেখকের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের জন্য সাহিত্য-পরিষদে প্রতিবৎসরই এইরূপ একটি স্মৃতিসভার অধিবেশনের বিশেষ প্রয়োজন।'

মঃ মঃ ডক্টর সতীশ বিদ্যাভূষণ

ইহার পরে 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'র তদানীন্তন প্রবীণ সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন,—'তাঁহার দাদা শিশির বাবু অনেক সময় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট মহাপ্রভুর কথা ও কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার দাদা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতেন ও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ঠাকুর যখন তাঁহার দাদার দাদা, তখন ঠাকুরের সহিতও তাঁহার সেই সম্বন্ধ।' ইহার পর কলিকাতা-হাইকোর্টের মাননীয় ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্, পি-আর-এস্ মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'তিনি অনেকদিন হইতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত পরিচিত ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের কপটতা-রহিত মধুময় পবিত্র চরিত্রই ছিল তাঁহার অলৌকিকতা। সারদা বাবুর পরে

মতিলাল ঘোষ

জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র

কিশোরী লাল সরকার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় সভায় উঠিয়া বলিলেন,—'ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোদ্রুমস্থ আশ্রমে তিনি কএকবার ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার পরমার্থ-সর্ব্বস্ব-সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং ঠাকুরের সেই সঙ্গ পাইবার জন্যই তিনি স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জের সংলগ্ন-স্থানে নিজ-বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের নিষ্কপটতা, অনুক্ষণ কৃষ্ণনামে রত ঠাকুরের ওষ্ঠ-দ্বয় এবং কৃষ্ণপ্রেম-পুলকিত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া এই মায়ামরুর মধ্যেও যে যথার্থ শান্তির নিকেতন আছে, তাহার একটা সন্ধান পাইয়াছিলেন।'

কিশোরী লাল সরকার

মেদিনীপুর-নিবাসী সত্যচরণ চন্দ বি-এল্ মহাশয় বলিলেন,—'প্রায় চারিশত বৎসরের পুঁথিতে আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের একটি বাণী শুনিয়াছিলাম,—"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম।"—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় এই বাণীর প্রথম অরুণোদয় প্রকট করিয়াছেন।' শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'জগতে যাবতীয় অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম এবং ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার ও ভণ্ডামীর মূলোৎপাটন করিবার জন্যই শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের সাহিত্য ও চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছিল।'

সত্যচরণ চন্দ ও পণ্ডিত নলিনীরঞ্জন

সভাপতির অভিভাষণ-সূত্রে মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের অসামান্য নির্ভীকতা এবং ন্যায়পরায়ণতা-সম্বন্ধে দুইটি প্রত্যক্ষ ঘটনা উল্লেখ করিলেন। অতঃপর তিনি সাহিত্য-পরিষদে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য উন্মোচন করেন। সেই সভায় আরও এই কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম,—বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্-এ, পি-আর্-এস্; ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্ রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর; মেডিকেল-কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্-এস্-সি; রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর; শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর্-এস্; প্রেসিডেন্সি-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম্-এ; রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর; আলিপুরের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধ-নারায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্; শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর। প্রভুপাদকেও এই সময় সভায় উপস্থিত দেখিয়া-ছিলাম; কিন্তু প্রভুপাদ স্বয়ং কিছু বলেন নাই।

মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ইউনিভার্সিটি-ইন্‌ষ্টিটিউটে

শ্রীল প্রভুপাদকে চতুর্থবার দর্শন করি—কলিকাতা-ইউনিভার্সিটি-ইন্‌ষ্টিটিউটে বাঙ্গালা ১৩২৩ সালের ১৮ই ভাদ্র রবিবার। সে-দিন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবোপলক্ষে উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউটের নূতন বৃহৎ হলে একটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত স্যর দেবপ্রসাদ

মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারী এম্-এ, এল্-এল্-ডি, সি-আই-ই
তাঁহারই সম্মুখস্থ টেবিলের উপর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত শতাধিক পুস্তক একত্রিশ খণ্ডে বাঁধা হইয়া সজ্জিত ছিল। দুঃখের বিষয়, —কোন মৎসর-স্বভাব

সভাপতি স্যর দেবপ্রসাদ

ব্যক্তি শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে তাঁহার সভায় আসিবার পূর্ব্বে একটি বেনামী চিঠি পাঠাইয়া ঐ সভার সভাপতিত্ব করিতে নিষেধ করেন। যাহা হউক, সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। সকল সুধী ব্যক্তিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহা মৎসরস্বভাব-সম্পন্ন কোন ব্যক্তির অবৈধ চেষ্টা মাত্র।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

বক্তৃগণের মধ্যে প্রথমে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ মহাশয় যাহা প্রচার করিতেন, তাহার প্রত্যেকটি জীবনে আচরণ করিতেন; ইহাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। তাঁহাকে যখনই দেখিয়াছি, তখনই তাঁহার মুখে হরিনাম ও হরিকথা-কীর্ত্তন-ছাড়া আর কিছু দেখি নাই ও শুনি নাই। যদি তিনি এ সময় জগতে না আসিতেন, তাহা হইলে মহাপ্রভুর প্রকৃত ধর্ম্ম লোপ পাইত।'

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ও ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া আনিয়াছিলেন।

স্যর গুরুপ্রসাদ, রায় যতীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্থ বক্তৃরূপে ডক্টর স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি অনেকগুলি শ্রদ্ধাপূর্ণ বাক্য বলিতে শুনিয়াছিলাম। গুরুদাস বাবুর পর 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'র সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা যেরূপভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক এখনকার লোকের উপযোগী করিয়া। তাঁহার কেবল লোক-দেখান ভাবুকতা ছিল না, বিচার ও বিশ্লেষণের সহিত তিনি মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছিলেন।' টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল ভক্তিভূষণ মহাশয় তৎপরে বলিয়াছিলেন,—'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বর্ত্তমান-যুগে বিশেষভাবে দেখাইয়াছিলেন।' যতীন্ বাবু সকলকে 'কৃষ্ণসংহিতা' গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেও তরুণ-সম্প্রদায়কেই বিশেষভাবে

ঠাকুরের গ্রন্থ অধ্যয়ন করি[illegible] পরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্-এ বি-এল, পি-আর্-এস্ বে[illegible]ছিলেন,—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছিলেন সেই শ্রেণীর মহাপুরুষ—যাঁহারা [illegible] রক্ষক ও রক্ষকরূপে সময় সময় উপস্থিত হন। তৎপরে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র [illegible]কুর ভক্তিবিনোদের 'কৃষ্ণসংহিতা'-গ্রন্থ-সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বলিতে শুনিয়া[illegible] বাবু স্বয়ং ঐ গ্রন্থখানি পড়িয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন এবং সে[illegible] গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।' ইহার পর বাবু পাঁচকড়ি [illegible]কে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—'[illegible] সাজিতে গিয়াছিলাম, যখন বুঝিয়াছিলাম,—য়ুরোপ হইতেই সমস্ত বুঝিতে [illegible] হইবে, এমন কি, ধর্ম্ম-পর্য্যন্ত আমদানী করিতে হইবে; আর যখন আমরা ধর্ম্ম[illegible] ইংরাজী পালিসে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিলাম, তখন ভক্তিবিনোদ জানাইয়াছি[illegible] কি,—সাহিত্য-রাজ্যে, ভাব-রাজ্যে, রস-রাজ্যে, ইহার স্থান কত উঁচুতে! [illegible] সময় এখনও আসে নাই। যখন তাঁহার প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইত, [illegible] এক একটি অপূর্ব্ব বিদ্যুৎপ্রভা শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়া গেল।'

ভক্তিবিনোদ-সম্বন্ধে স্যর দেবপ্রসাদ

ইহার পরে সভাপতি [illegible] মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্নের একখানি পত্র সভা-মধ্যে পাঠ করিয়াছিলেন। [illegible] মহাশয় জ্বরে শয্যাগত থাকায় এরূপ মহা-পুণ্যানুষ্ঠানে [illegible]তে না পারিয়া বিশেষ দুঃখ-প্রকাশ-পূর্ব্বক পত্র প্রেরণ ক[illegible] রায় দেবপ্রসাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পূর্ব্ব-পুরুষগণের [illegible] ঠাকুরের অতুলনীয় ন্যায়পরায়ণতা, ভগবদ্ভক্তি-প্রচারের জন্য স্বার্থত্যাগ ও চেষ্টা, [illegible] সাহিত্য-রচনা প্রভৃতি বিষয়-সমূহ উল্লেখ করিয়া ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারীর [illegible]ক্তিবিনোদ-গ্রন্থাবলী প্রদান করেন। রায় রাধা-চরণ পাল বাহাদুর ঠাকুর ভক্তি[illegible] আদর্শ-চরিত্রের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

'[illegible]ভবনে'

পঞ্চমবার দর্শন

ইংরাজী ১৯১৮ সালের [illegible]—শ্রীমৎ তীর্থ-মহারাজ তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, ৩০নং গৌরীবেড়ে-লেনে থাকিতেন। শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভু তৎ-পার্শ্বেই ৭নং গৌরীবেড়ে-লেনে বাসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুগমনে শ্রীল প্রভুপাদকে আমি রামবাগানের ভক্তিভবনে পঞ্চমবার দর্শন করি। তখনও আমার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমি প্রভুপাদের নিকট এই সময় সর্ব্বপ্রথমে একটি প্রশ্ন করি,—'রাজা রামমোহন রায় জনৈক গোস্বামীর সহিত খণ্ডন-প্রতিম যে-সকল যুক্তি দেখাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও বৈষ্ণবধর্ম্মকে হেয়

প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা খণ্ডন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদান্ত-সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, ইহা অকাট্য-যুক্তি-দ্বারা প্রতিপাদন করা যায় কি না এবং তাহা কবে হইবে?'

প্রভু-সমীপে মঃ মঃ বাসুদেবের প্রথম কীর্ত্তন

শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে এ সময়ে একটি গান করিতে বলিয়াছিলেন। আমি তখন প্রভুপাদকে বলিলাম,—'আমি যে গান করিতে পারি, তাহা আপনি কিরূপে জানেন?' প্রভুপাদ একটু মৃদু হাসিলেন, আমিও একটুকু বিস্মিত হইলাম। যাহা হউক, আমি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "কবে হ'বে বল সে-দিন আমার"—এই গানটি কীর্ত্তন করিলাম। ভক্তিভবনের প্রায় সকলেই তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাদের সকলেরই দৃষ্টি ঐ গানে আকৃষ্ট হইল; মনে হইল,—তাঁহারা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নব-প্রকাশিত পদাবলী কীর্ত্তনের সুরে গীত হইতে ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও শুনেন নাই।

বাসুদেবের প্রার্থনা

গান থামিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন,—'রাজা রামমোহন রায় খণ্ডন-প্রতিম যুক্তি-দ্বারা যে শ্রুতি-বিরুদ্ধ অসাত্বত-মত প্রচার করিয়াছেন এবং জনৈক গোস্বামীর শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বৃথা বিজয়ভেরী বাজাইয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিয়া 'শ্রীমদ্ ভাগবত'ই যে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, তাহা অচিরেই প্রদর্শিত হইবে। এ বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকুন।' প্রভুপাদ এই সকল কথা এরূপ দৃঢ়ভাবে ও তেজোদ্দীপ্ত-স্বরে বলিয়াছিলেন যে, আমার তখন হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি হইল,—সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবেই হইবে। প্রভুপাদের আদেশে আমি গান করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার গানের দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। আমার হৃদয়ে বহুদিন ধরিয়া যে আগুন জ্বলিতেছিল, সেই আগুন এই মহাপুরুষই নির্ব্বাপিত করিতে পারিবেন,—এরূপ আশায় হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। বঙ্গদেশে তথা ভারতবর্ষে যে তিনটি বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী অবৈদিক পাষণ্ড-মত মহাবৈদিক-অবগুণ্ঠনে সজ্জিত হইয়া গণমনোরঞ্জন-কারী হইয়াছে এবং বহু শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তি ও তরুণ-দলকে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার বিষাক্ত বীজাণুতে সংক্রামিত করিয়া অজ্ঞাতসারে অকৃত্রিম পরমার্থে অন্তঃসারশূন্য করিয়া দিতেছে, সেই তিনটি মতের ভিত্তি কোথায়, তাহাদের জন্ম-কর্ম্মের ইতিহাস কি, আর ঐগুলি কিরূপেই বা লোকবঞ্চনা করিতেছে, তাহা সুধি-নিরপেক্ষ জগৎকে সচ্ছাস্ত্র, সদ্‌যুক্তি ও সুবিচারের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানাইয়া দিতে হইবে। ইহাদের যে অকৃত্রিম শুদ্ধ-সনাতন-ধর্ম্মের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই, অন্ততঃ ইহাও সত্যানুসন্ধিৎসু লোকদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অন্তর হইতেই যেন প্রভুপাদকে ঐ কার্য্যে একমাত্র সমর্থ এবং ঐশীশক্তি-সম্পন্ন ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস হইল এবং তাঁহার নিকট আমার ঐরূপ প্রশ্ন করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিল। আমার এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া আমি সে-দিন সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। তারপর কএক মাস অতিবাহিত হইল।

দ্বিতীয়-বৈভব

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ

"গুরুদ্বয়ের পারমহংস্য-বেশের প্রতি মর্য্যাদা-প্রদর্শন-জন্য স্বয়ং সহজ পরমহংস হইয়াও বৈষ্ণবসন্ন্যাসাশ্রমোচিত কাষায় বস্ত্র পরিধান এবং পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ড-সন্ন্যাসের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন-জন্য আপনাকে তদাশ্রিত-স্থানে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-দাস্যের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীগৌর-কথিত "তৃণাদপি-সুনীচ" বাক্যের যাথার্থ্য ও সার্থকতা সাধন করিয়াছেন।"

—পুষ্পাঞ্জলি

কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-সঙ্গে বাসুদেব-প্রভু

বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা (ইংরাজী ১৯১৮ সাল) অর্থাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব-বাসরের পূর্ব্ব-দিন রাত্রে শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভু আমাকে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার জন্য বলিলেন। প্রায় দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতেই শ্রীপাদ কুঞ্জদা'র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে ব্যুৎপত্তি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও চিত্তা-কর্ষক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আমি তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-প্রসঙ্গ শুনিতে-ছিলাম। তাঁহার সঙ্গ ও কথায় প্রলুব্ধ হইয়া আমি শ্রীধাম-মায়াপুর প্রথম দর্শন করিলাম। কুঞ্জ দা'রই সঙ্গে রাত্রে প্রভুপাদের পাদপদ্ম পুনরায় অর্থাৎ ষষ্ঠবার দর্শন করিলাম। তখন আমাদের সহিত শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ (তখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত ছিলেন) এবং শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণও গিয়াছিলেন। ইঁহারা ফাল্গুনী-পূর্ণিমার দিন চলিয়া আসেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার প্রাক্কালে

পরদিন প্রাতঃকালে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করিবেন, শুনিলাম। ইহার পূর্ব্বে বহির্দৃষ্টিতে আকুমার নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিবেশ এবং পরিধানে কাছা-কোঁচা-দেওয়া সাদা কাপড় ছিল। ঐদিন সকাল-বেলা প্রায় ৮টার সময় ক্ষৌরকার্য্য-সমাপনান্তে শ্রীল প্রভুপাদ বামনপুকুরের অনতিদূরে গুড়্‌গুড়ে নদী বা পুরাতন গঙ্গায় পদব্রজে স্নান করিতে গেলেন। প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাস অধিকারী (পরে শ্রীঅরণ্য মহারাজ), আমি এবং আরও দুই এক ব্যক্তি চলিলাম। পথে যাইবার সময় প্রভুপাদ অজামিলের নামাভাস-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—'অজামিলের যে-মুহূর্ত্তে বিষ্ণু-নারায়ণ-স্মৃতি হইয়াছিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার নামাভাস হয়। পুত্রনারায়ণ-স্মৃতিকাল-পর্যন্ত 'নারায়ণ' বলিয়া ডাকিলেও 'নামাভাস'

হয় নাই। নামাভাসে অপরাধ থাকে না, ফলে—বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি হয়। কিন্তু নামাপরাধ-ফলে ধর্ম্মার্থ-কাম বা অধর্ম্ম-অনর্থ-কামের অতৃপ্তি অথবা পাপ-প্রবৃত্তি থাকে।

শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেন। সেই সময় মহাপ্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে সমবেত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অসংখ্য ব্যক্তি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসি-মূর্ত্তি-দর্শনে সঙ্গি-পার্ষদগণ আকুল-বেদনার অশ্রুজলে এমনই বোধ হয় বুক ভাসাইয়াছিলেন। সকলেরই মুখ ও মন বিষাদগ্রস্ত। কুঞ্জ দা' দিবারাত্র ক্রন্দন-রত ; কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে ? শ্রীচৈতন্যমঠের পুরাতন বাড়ীতে সে-দিন শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী প্রতিষ্ঠিত হইলেন। যোগপীঠে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পারায়ণ হইতেছিল।

ভক্তগণের অবস্থা

শ্রীধাম-পরিক্রমা

গৌরপূর্ণিমার দিন অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা হইল। শ্রীধর-অঙ্গন-পর্য্যন্ত পরিক্রমা করিয়া গিয়া দ্বিপ্রহরে ফিরিয়াছিলাম।

বাসুদেব-প্রভু, হরিপদ বাবু ও ভক্তিপ্রকাশের দীক্ষা-প্রাপ্তি

শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশ-বিগ্রহ জগদ্গুরু বলিয়া আমার হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইল। ফাল্গুনী-পূর্ণিমার পরের দিন আমি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ কবিভূষণ বি-এ (পরে বিদ্যারত্ন ও এম্-এ, বি-এল্), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ এবং আরও কতিপয় ভক্ত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ তখন আমাদিগের কর্ণে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়া কৃপা করিলেন। তৎপূর্ব্বে 'দীক্ষা'-শব্দের তাৎপর্য্য, গুরুতত্ত্ব, দীক্ষিতের জীবন ও আচরণ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

প্রভুর উপদেশ

প্রভুপাদের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা বৈষ্ণব-জগতে এক অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর আনয়ন করিল। বাঙ্গালাদেশে দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বাস্তবতায় গৃহীত ও পালিত হইয়াছিল কি না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে ; কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে ইহা যে কেবল শব্দ-মাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কলিকাতায় বি, এ পড়িবার সময় 'মনুসংহিতা'র কুল্লুকভট্টের টীকায় আমি 'ত্রিদণ্ডি'-শব্দটী পড়িয়াছিলাম। 'ত্রিদণ্ডী' কাহাকে বলে, তাঁহাদের মত-বৈশিষ্ট্য কি এবং বর্ত্তমানে তাঁহাদের অস্তিত্ব কোথাও আছে কি না, বিশেষ কৌতূহলী হইয়া আমি ইহা কলেজের অধ্যাপকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; কিন্তু কেহই ত্রিদণ্ডের প্রকৃত অর্থ ও

'ত্রিদণ্ডী'

ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতে পারেন নাই। ঐ দিবস প্রভুপাদ 'ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস'-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন

শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার পর দিন অর্থাৎ যে-দিন আমরা প্রভুপাদের কৃপা লাভ করিয়াছিলাম, সেই দিন (বঙ্গাব্দ ১৩২৪, ১৫ই চৈত্র ; ইংরাজী ১৯১৮, ২৯শে মার্চ্চ ; শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২, ২রা বিষ্ণু শুক্রবার) বৈকাল বেলা প্রায় ৫॥টায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মঃ মঃ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন কবিকুমুদকলানিধি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত তারানাথ সপ্ততীর্থ, পণ্ডিত অবিনাশ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত রামগোপাল তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শিবনাথ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শশাঙ্কভূষণ তর্কতীর্থ, পণ্ডিত ললিতমোহন কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শৈলেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত কালীপদ ব্যাকরণতীর্থ, পণ্ডিত নিখিলানন্দ গোস্বামী কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত রামগোপাল গোস্বামী কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত কৃষ্ণধন কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, পণ্ডিত আশুতোষ তর্কভূষণ (পরে মঃ মঃ), পণ্ডিত সীতারাম ন্যায়াচার্য্য (পরে মঃ মঃ), এতদ্ব্যতীত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃসিংহকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম, শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত নয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী (পরে শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ), শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী প্রভৃতি অনেককে এই সভায় উপস্থিত দেখিলাম।

চতুর্ব্বিংশ অধিবেশন

পণ্ডিত তারানাথ সপ্ততীর্থ ও পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী কাব্যতীর্থ মহাশয় সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় শ্রীমৎ কুঞ্জ দা' দৈক্ষ-সাবিত্র-ব্রাহ্মণত্ব-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং খুব জোরের সহিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। "সকৃচ্চ সংস্কৃতা নারী সর্ব্ব গর্ভেষু সংস্কৃতা" * —দেবলের এই বাক্যটী লইয়া কুঞ্জ দা' অনেক বিচার করিয়াছিলেন ! এই শ্লোকের সুযোগ লইয়া প্রকৃত বর্ণাশ্রমের বিরোধ-চেষ্টা কিরূপে উদিত হইয়াছে, তাহাই কুঞ্জ দা' দেখাইয়াছিলেন। পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে কেহই কোন যুক্তি-দ্বারা ঐ সভায় কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। কুঞ্জ দা'র বক্তৃতা আমি এই প্রথম শুনিয়াছিলাম। তারপর দিন পর্য্যন্ত শ্রীমায়াপুর থাকিয়া কুঞ্জ দা'র সঙ্গে আমি কলিকাতায় চলিয়া আসি।

কুঞ্জদা'র বক্তৃতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে থাকা-কালে শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের মাঝখানে তাঁবু পড়িয়াছিল। সেখানেই খড়ের বিছানার মধ্যে আমাদের রাত্রিবাস হইত।

* প্রত্যেক গর্ভের পূর্ব্বে আধান-সংস্কার করিবার পরিবর্ত্তে একবার-মাত্র সংস্কার করিলেই সকল গর্ভাধান-সংস্কার হইয়া থাকে।

তৃতীয়-বৈভব

পরিব্রাজকাচার্য্য-লীলায় প্রভুপাদ

"মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তা'র ঘর॥"
—চৈঃ চঃ ম ৮।৩৯

বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে দৌলতপুরে শ্রীযুক্ত বনমালী পোদ্দারের বাসায় একটি শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্মেলন হইয়াছিল। খুলনা হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ প্রত্যহই সন্ধ্যায় আসিতেন। ঐ স্থানে শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ ও শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারীর দীক্ষা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ মহাশয়ও তথায় আসিয়াছিলেন। কুঞ্জ দা'কে আসিবার জন্য প্রভুপাদের ইচ্ছায় একটি টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল; কিন্তু টেলিগ্রামটি দুই দিন পরে পৌঁছায় কুঞ্জ দা' আসিতে পারেন নাই। তখন প্রভুপাদকে দিবারাত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিতে শুনিয়াছি। ভোরে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে বসিতেন, বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়া যাইত, তথাপি হরিকথা হইতে তাঁহার বিরাম ছিল না; আবার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত হরিকথা হইত। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে"—ভাগবতের এই শ্লোকটী প্রভুপাদকে নানা-ভাবে ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছিলাম এবং "আত্মসেবানন্দে যদি কৃষ্ণসেবা বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্ত বাক্যটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কৃষ্ণের বীজন-সেবা করিতে করিতে কৃষ্ণ-সারথি দারুকের স্বীয় প্রেমানন্দ-নিবন্ধন হস্ত হইতে বীজন-যন্ত্র পতিত হওয়ায় কৃষ্ণসেবার বাধক * নিজ-প্রেমানন্দকেও তিনি অনাদর করিয়াছিলেন—ইত্যাদি প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতে শুনিয়াছিলাম।

দৌলতপুরে

ভারতী মহারাজ তখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত। শ্রীল প্রভুপাদ কীর্ত্তন-গায়ক বিষ্ণু বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবার জন্য শ্রীযুক্ত নয়নাভিরামকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রভুপাদ শিষ্যকে ভোগ্যজ্ঞান না করিয়া সেব্যজ্ঞান করিবারই আদর্শ দেখাইয়াছিলেন।

* ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২লঃ ২৪—"স্তম্ভারম্ভমুরুতরময়ং প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ। কংসারাতে-বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি॥"

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সেই দীক্ষা গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রভুপাদের স্নেহ ও কৃপার অপব্যবহার করিতে বিরত হই না।

রামগোপাল বাবু সেইবার চিরতরে তামাক-সেবা ত্যাগ করেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিবার পূর্ব্বে এত তামাক খাইতেন যে, অল্প সময় পরে-পরেই তামাক না হইলে তাঁহার থাকা অসম্ভব হইত। তাঁহাকে প্রভুপাদ একদিন বলিয়াছিলেন,—'বিষ্ণুপুর, ফৌজদারী বালাখানা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি তামাক বা পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যত সর্ব্বোত্তম তামাক পাওয়া যায়, তাহা বৈষ্ণবগণ আপনাকে সাজাইয়া দিবেন, আপনি আপনার নিকট হইতে একশত হাত দূরে মাঠের মধ্যে কোন স্থানে ঐ সকল কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া আসুন। যত নেশা আছে, সকলই কৃষ্ণের একচেটিয়া এবং সমস্তই তাঁহার ভোগ্যোপকরণরূপে পরমোপাদেয় হইয়া পড়ে। কৃষ্ণের ভোগ্যবস্তু জীব-ভোগ্য করিবার চেষ্টা করিলে জীবকে নেশার গোলাম করিয়া ফেলে, একমাত্র কৃষ্ণভোগে লাগাইলেই তাহাতে কৃষ্ণের উত্তরোত্তর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, আর জীবের ভোগ্য হইলে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিস্তেজ করাইয়া মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করায়।' শ্রীল প্রভুপাদের মুখে এই সকল উপদেশ শুনিলাম। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের "দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা" প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যাও শুনিয়াছিলাম। প্রভুপাদ অনেকক্ষণ ধরিয়া "বন দেখি' ভ্রম হয় এই 'বৃন্দাবন'। শৈল দেখি' মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন'॥ যাহাঁ নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে 'কালিন্দী'। মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কাঁদি'॥"—এই সকল 'শ্রীচরিতামৃত'-বাক্যের এবং ভাঃ ১০।৩৫।৯ শ্লোকের "বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ" ও ভাঃ ১০।৩০।৯ শ্লোকের "চূতপ্রিয়াল ······শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ" প্রভৃতি শ্লোকের বিপ্রলম্ভ-মূলক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

রামগোপাল বিদ্যাভূষণ

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে আর একটি কথা সম্পূর্ণ নূতন শুনিলাম,—'জীবের আপনাকে দৃশ্য-অভিমানই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রষ্টৃ-অভিমানে জগৎকে ভোগ্য-জ্ঞান বা ভোক্তৃ-অভিমানে অহঙ্কার-ফলে প্রয়োজন অমঙ্গল লাভ হয়। জগতের প্রতি সেব্য-দৃষ্টিতে অনুপাদেয়তা বা ভোগ্যত্ব দূরে গিয়া সেব্যত্ব বা অপ্রাকৃতত্ব-প্রকটন অর্থাৎ কৃষ্ণসংসার ও গোকুল-দর্শনই জীবের নিত্যমঙ্গল ও কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ। এই সিদ্ধান্তটি শুনিয়া মনে হইল, ইহা জগতের নিকট একটি সম্পূর্ণ বিপ্লবের বাণী। "আমি দ্রষ্টা নহি,—দৃশ্য"; "আমি ভোক্তা নহি,—ভোগ্য"—এই বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত বিচারে জগৎ প্রধাবিত। জগতের ভোগি-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করেন, ত্যাগি-সম্প্রদায় উহার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে উহার প্রতিবাদী হইয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার নির্ব্বিশেষ-ভাবই চরম মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রভুপাদের কাছে শুনিলাম,—'ভোক্তার আপনাকে ভোক্তা ও দ্রষ্টা মনে করা যেরূপ অমঙ্গল, ভোক্তৃ ও দ্রষ্টৃভাবের গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলাইয়া দিয়া ভোক্তা ও দ্রষ্টার আত্মহত্যা ততোধিক অমঙ্গলের পথ। একমাত্র পরম ভোক্তা ও পরম

জীব দ্রষ্টা,—না দৃশ্য? ভোক্তা, না ভোগ্য?

দ্রষ্টার ভোগ্য ও দৃশ্য হইলেই মঙ্গল।' এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ হিরণ্যকশিপুর কথা বলিলেন। হিরণ্যকশিপু আপনাকে তাঁহার সভা-স্তম্ভের দ্রষ্টা জ্ঞান করিয়া তথায় ভগবানের অস্তিত্ব-দর্শন অর্থাৎ বিষ্ণুকে মাপিয়া নিতে চাহিয়াছিলেন, আর প্রহ্লাদকে পুত্ররূপে ভোগ্য মনে করিয়া নিজে তাঁহার ভোক্তা বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অবিচিন্ত্যশক্তি ভগবান্ কশিপুর চিন্তার অতীত শ্রীমূর্ত্তি লইয়া যুগপৎ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ এবং বিষ্ণুর ভোগ্য-অভিমানকারী প্রহ্লাদকে প্রচুর কৃপা করিয়াছিলেন। তথাকথিত সাম্যবাদের বিচারে বিষ্ণুর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব অর্থাৎ পুত্রের সম্মুখে পিতার অবমাননা, এমন কি, তাঁহার বিনাশ এবং পুত্রকে সস্নেহে-গ্রহণ—মহাবিপ্লবের কথা বলিয়া মনে হয়। যাহারা হিরণ্য ও কশিপু অর্থাৎ কনক ও কামিনীতে আসক্ত, তাহাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার ধারণায় বিপ্লব আনয়ন করাই অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রেয়ের পথ হইতে শ্রেয়ের পথে লইয়া যাওয়াই পরমেশ্বরের পরম করুণা।

দৌলতপুর-প্রপন্নাশ্রমে থাকা-কালে প্রভুপাদের মুখে এইরূপ কথা অনুক্ষণ শুনিতে পাইয়াছিলাম। বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত দৌলতপুর-প্রপন্নাশ্রমস্থ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র শ্রীরূপ-শিক্ষা ও শ্রীসনাতন-শিক্ষা প্রভৃতিও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। দিন-রাত্রি যেন হরিকথার নেশায় মত্ত হইয়া সকলে জগতের অন্যান্য চিন্তাস্রোত বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এই হরিকথা-শ্রবণে কএক জনের জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ও অনেকের বিস্ময়োৎপাদন হইয়াছিল। কলিকাতা, খুলনা, নদীয়া, বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের অনেক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। প্রপন্নাশ্রমের অধিকারী শ্রীযুক্ত বনমালিদাস ভক্তানন্দ তখন হরি-সেবায় বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষা-ব্যাখ্যা

পণ্ডিত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ

দৌলতপুর হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা কলিকাতায় ফেরৎ আসি। শ্রীযুক্ত রামগোপাল বাবুর তখন ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি ছিল। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তামাক পরিত্যাগ করিবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জাগতিক ভদ্রবেশের মোহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অনুমোদিত পারমার্থিক ভদ্রবেশে সজ্জিত হইলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী শিক্ষিত ভদ্রলোক; জাগতিক তথাকথিত ভদ্রতা অপেক্ষা পারমার্থিক ভদ্রতার অধিকতর মূল্য উপলব্ধি করিলেন।

আগামী ২৪শে আষাঢ় (১৩২৪), ৮ই জুলাই (১৯১৮) তারিখে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথি উপস্থিত হইবে জানিয়া শ্রীল প্রভুপাদ সেইবার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের পরম প্রিয় ভজন-স্থান শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের ভক্তিকুটিতে ঠাকুরের চতুর্থ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে পুরুষোত্তম যাইবার জন্য আটাশ জন ভক্তসহ প্রভুপাদ কুঞ্জ দা'র কলিকাতার বাসায় (গৌরীবেড়ে-লেনে) উঠিলেন। তখন কুঞ্জ দা' অতি সামান্য বেতনে রাজসরকারে কেরাণীর কার্য্য করেন। তথাপি তিনি আটাশ জন ভক্তসহ শ্রীল প্রভুপাদকে চতুর্ব্বিধ রস-যুক্ত নানাপ্রকার উপকরণ প্রত্যহ দুই বেলা ভিক্ষা দিতেন। এইরূপ ব্যয়ে কুঞ্জ দা' বহু টাকা ঋণগ্রস্ত হন। কিন্তু এ বিষয় তিনি ঘুণাক্ষরে কাহাকেও জানান নাই বা জানিতে দেন নাই।

কুঞ্জদা'র বাসায় প্রভুপাদ

শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবু পুত্রের অন্নপ্রাশন 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'র বিধি-অনুসারে সম্পন্ন করেন এবং তাহাতে তিনি ভক্তগণের সহিত প্রভুপাদকে তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীল প্রভুপাদ আদর্শ-স্থাপন-কল্পে সেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। তখন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম যে, গৃহস্থের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ-গ্রহণরূপ সামাজিকতা করিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি ও গৃহমেধিত্ব লাভ হয়, তদ্দ্বারা কোন কল্যাণ লাভ হয় না। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্ত-গৃহের এই আদর্শ সর্ব্বদা গ্রহণ করা উচিত। পরমার্থ-প্রয়াসীর পক্ষে পারমার্থিক-সঙ্গই দরকার,—সামাজিক সঙ্গ দরকার নহে।

সামাজিকতা ও প্রভুপাদ

ডাক্তার সুন্দরীমোহনের ভবনে

এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ একদিন সন্ধ্যায় সমস্ত ভক্তের সহিত ১২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ বিহারীলাল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আর একদিন সন্ধ্যায় ১৩নং এণ্টনি-বাগান-নিবাসী তিনকড়ি নন্দীর বাড়ীতে ও অন্য একদিন সন্ধ্যার পর রাজা-নবকৃষ্ণ-ষ্ট্রীটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের বাড়ীতে হরিকথা বলিয়াছিলেন। বিষ্ণু বাবু কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাসের গৃহে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্-এ মহাশয় নবকল্পিত ছড়াগান আরম্ভ করিলে প্রভুপাদ উহার সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসাভাস-দোষ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের অননুমোদিত স্বতন্ত্র কল্পনা প্রভৃতি দোষের কথা বুঝাইয়া দিলেও কিশোরী বাবু ঐ ছড়াগান পরিত্যাগ করিলেন না দেখিয়া আমরা সকলে সে-স্থান হইতে উঠিয়া আসিলাম। তদবধি তাঁহারা বোধ হয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রৌত-পথানুসরণকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমরা শ্রীল প্রভুপাদের ইহাই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছি যে, পৃথিবীর সমস্ত লোক যদি একযোগে বিপক্ষেও চলিয়া যায়, তথাপি তিনি লোকপ্রিয়তা-সংগ্রহের জন্য সত্যের প্রতিষ্ঠাকে লোকের প্রেয়োরুচির যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত হন না।

রসাভাসযুক্ত ছড়াগান ও প্রভুপাদ

প্রভুপাদের নিরপেক্ষতার আদর্শ

তাঁহাকে আমরা অনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি—'যদি আমার সহিত একজন লোকও না থাকে, যদি দুনিয়ার সকল লোক, এমন কি, যাঁহারা আমার নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি একে একে সকলে চলিয়া যান, তথাপি আমি আমার শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ছত্রের তলে দাঁড়াইয়া অকৈতব বাস্তব-সত্যের বাণী ইহজগতে অবস্থানের শেষ-মুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতে বিরত হইব না। কোন সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিশালী ব্যক্তির কর্ণে যদি কোন দিন বাস্তব-সত্যের কথা প্রবেশ করে, তাহা হইলে সেইরূপ একটি ব্যক্তির দ্বারাই জগতের পরম উপকার হইবে।'

শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রচার-অভিযানের ন্যায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আয়োজন ও সর্ব্বতোমুখী চেষ্টাও অন্যত্র খুব কমই আছে। আমরা অনেককে বলিতে শুনিয়াছি,—'প্রভুপাদ যদি আজ লোকপ্রিয়তার দিকে একটুকু তাকাইয়া সত্যের বাণী ঘোষণা করিতে শ্লথ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বর্ত্তমান যুগে এত অধিক সংখ্যায় লোক আর কোন সম্প্রদায়ে আসিত কি না, সন্দেহ।' কেহ কেহ বলেন,—'প্রভুপাদ যদি পান, তামাক, চা, প্রভৃতি নেশাগুলি গ্রহণ করিতে নিষেধ না করেন, তবে বহু লোককে এখনই প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করাইয়া দিতে পারি।' আবার আর একদল লোককে বলিতে শুনিয়াছি,—'দীক্ষিত ব্যক্তির পারমার্থিক-ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন না করিয়া প্রভুপাদ যদি স্মার্ত্ত-সমাজের সাধারণ বিচার অনুসরণ করেন, তবে এখনই বাঙ্গালার সহস্র সহস্র লোক তাঁহার নিকট আসিতে প্রস্তুত আছেন।' আবার কতিপয় সম্প্রদায়কে বলিতে শুনিয়াছি—'তিনি যদি যোষিৎসঙ্গী, সখীভেকী, গৌরনাগরী, স্মার্ত্ত, লৌকিক-প্রভু-সন্তান ও আচার্য্য-সন্তান প্রভৃতিকে অন্ততঃ মুখেও স্বীকার করেন, তবে ঐ সকল সম্প্রদায়ের এবং তাঁহাদের অনুরাগী ও অনুগত সহস্র-সহস্র ব্যক্তি ঐ সকল সম্প্রদায়ের নেতৃগণকে মুখে ব্যবহারিক গুরু স্বীকার করিয়া প্রভুপাদকেই আন্তরিক ও পারমার্থিক গুরুরূপে বরণ করিতে প্রস্তুত আছেন।' আর একটি বিরাট্ দল অনেক সময়ই আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, 'আমাদের প্রভুপাদ যদি সকল মতের সহিতই একটা রফা-দফা করিয়া চলেন, তবে তিনি যেরূপ অভিনব ও বিপুল প্রচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে একমাত্র তিনিই বর্ত্তমান যুগে তাঁহার দলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক, সকলের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহানুভূতি, প্রশংসা এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন।' কিন্তু এই সকল লোকপ্রিয়তার যাবতীয় পরামর্শ ও প্রলোভনকে পরমেশ্বরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিরোধী জ্ঞান করিয়া এবং জাগতিক জড়স্বার্থসিদ্ধিরই উপায় জানিয়া পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি একমাত্র অধোক্ষজ পরাৎপর-পুরুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ওজন জগতের সকল লোক-মতের ওজন অপেক্ষা অনন্তগুণে গুরু মনে করিয়া সেই গুরুত্বে স্বীয় গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তজ্জন্য অসংখ্য দিক্ হইতে বিপদ্ ও মনোধর্ম্মের

সমজাতীয় নিন্দা-বন্দনার গোলাবর্ষণকে একমাত্র শ্রীচৈতন্যবাণী-অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতেছেন, সেই অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বই আমাদের ন্যায় দাম্ভিক জীবের মস্তক তাঁহার চরণতলে অবনমিত করিতে পারিয়াছেন।

এই সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগ্রহ-পাত্র শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কালীঘাটের মনোহরপুকুর-রোডস্থ স্বীয় বাস-ভবনে সভক্ত প্রভুপাদকে নিমন্ত্রণ করেন। বহরমগঞ্জ-নিবাসী মদনবাবু তখন দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথের ন্যায় আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে ভক্তগণকে ভগবৎপ্রসাদ সেবা করিতে দেখিয়া দেশস্থ নিজ-ভবনে সগণ প্রভুপাদকে নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিতেছিলেন।

কুঞ্জদা'র বাসায় থাকার সময় শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পণ্ডিত বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সহিত প্রভুপাদের পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল। গোস্বামী মহাশয় তখন প্রভুপাদকে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শুভবিজয়ের জন্য সাদর আহ্বান করিয়াছিলেন এবং বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু রাস্তার অত্যন্ত দুর্গমতা-নিবন্ধন সে-যাত্রায় গোপীবল্লভপুরে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ১০ই জুন রথযাত্রা-উপলক্ষে উড়িষ্যায় প্রচারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আটাশ জন ভক্তসহ কলিকাতা হইতে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। পুরী যাইবার দিন প্রত্যূষে ভক্তিভবনে আমি, কুঞ্জদা' প্রভৃতি কএকজন প্রসাদ পাইয়া প্রভুপাদের অনুগমনে ট্রেনে উঠিলাম।

উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা

বৈকাল-বেলা কণ্টাইরোড্-ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় নয় মাইল দূরে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সাউরির দিকে চলিতে লাগিলাম। তখন সেখানে উটের গাড়ী চলিত। আমরা হাঁটিয়াই চলিয়াছিলাম। ষ্টেশনের নিকটে একটি বাঁধান পুকুরে হাত-মুখ ধুইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে "বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন" প্রভৃতি পদগুলি কীর্ত্তন করিতে করিতে সাউরির দিকে চলিলাম। পথের মধ্যে আচার্য্যদাস ও বনমালী বাবু একটি গৃহস্থের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। পিছনে অনেক যাত্রী ছিলেন, তাঁহারা ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন। আচার্য্যদাস নিদ্রিত হইয়া পড়ায় তাঁহাকে ফেলিয়াই তাঁহার সঙ্গিদ্বয় সাউরি রওয়ানা হইয়াছিলেন। অপরিচিত বনে পরিত্যক্ত হইয়াও আচার্য্যদাস গুরুগৌরাঙ্গের নাম করিতে করিতে সাউরি গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সহিত রাত্রি প্রায় ১০টার সময় সাউরি পৌঁছিলাম এবং শ্রীমৎ সীতানাথদাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে উঠিলাম। তথায় কেহ কেহ ভক্তিতীর্থ মহাশয় বাড়ীতে নাই বলিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, ভক্তিতীর্থ মহাশয় গৃহেই আছেন। বোধ হয়, তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত

সাউরি-প্রপন্নাশ্রমে

ছিলেন। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া নিদ্রা হইতে উঠিলেন এবং তাঁহার দুই বালক-পুত্রের সহিত দোতলা হইতে আসিয়া প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার ও তৎ-

পুত্রদ্বয়ের গলদেশে পুষ্প-মালিকা এবং সমস্ত অঙ্গ চন্দন-মাখা ছিল। ভক্তিতীর্থ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পা ধোয়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রভুপাদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। প্রভুপাদ কোন দিনই ঐরূপ বিচারের পক্ষপাতী নহেন। ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের গৃহের মধ্যে এইরূপ লেখা ছিল,—"যে-ব্যক্তি একটি অপরাধ করিবে, তাহাকে একদিনের মহোৎসবের ব্যয়ভার, দুইটি অপরাধ করিলে দুই দিনের মহোৎসবের ব্যয়ভার, তিনটি অপরাধ করিলে তিনটি মহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। সাউরির ভূম্যধিকারী ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের প্রজাবর্গের অধিকাংশই তাঁহার শিষ্য ছিলেন। অনেকের চক্ষুতে এরূপ বিচার পোপ-রীতির মত মনে হইবে কি না, জানি না। ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের লৌকিক গোস্বামী, বিশেষতঃ শান্তিপুর-নিবাসী স্বধামগত রাধিকানাথ গোস্বামী ও তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণপদ দাস প্রভৃতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; তাঁহাদিগকে তিনি ভজনানন্দী মনে করিতেন।

অনধিকার-কালেও কৃত্রিমভাবে লীলা-স্মরণ, নির্জ্জন-ভজন প্রভৃতি চেষ্টা, ভক্তির প্রাথমিক অবস্থায় 'গোবিন্দলীলামৃত' প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দেশ এবং ক্রমশঃ ভক্তি-বিষয়ে অভিজ্ঞতার সঙ্গে উপনিষদ্‌-বেদান্তাদি পাঠ-যোগ্যতা প্রভৃতি সাধারণ ভ্রমপূর্ণ বিশ্বাস ও হরিকথা-প্রচারের বিরুদ্ধ-বিচার শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্ব হইতেই অনুমোদন করেন নাই।

পরদিনই আমরা কণ্টাই-ষ্টেশনে উঠিয়া রূপসা-জংসনে গাড়ী বদল করিয়া বেতনুটি-ষ্টেশনের টিকিট কিনিয়া ময়ূরভঞ্জ-ষ্টেট-রেলওয়ের ট্রেনে রওয়ানা হইলাম।

রূপসা হইতে কএকটি ছোট ছোট ভাঁড়ে-পাতা দধি কেনা হইল। দধি কিনিবার পর যখন শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ শুনিলেন যে, গোয়ালাগুলি অসদাচারী, তখন তিনি কৃষ্ণসেবার অর্থে ক্রীত দধির সহিত ভাণ্ডগুলি ফেলিয়া দিলেন।

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান

ইহা শুনিয়া প্রভুপাদ—" 'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব 'মনোধর্ম্ম'। 'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব ভ্রম।"—প্রভৃতি চরিতামৃতোক্ত বাক্য-সমূহ কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—'কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ কৃষ্ণসেবার অন্তর্গত বস্তুকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য শুদ্ধি বা অশুদ্ধির বিচারে গ্রহণ বা ত্যাগের বিষয় মনে করেন; কিন্তু কৃষ্ণসেবার বস্তু ইন্দ্রিয়ভোগ্য শুদ্ধি বা অশুদ্ধির অন্তর্গত বস্তু নহে। কৃষ্ণসেবার বস্তুকে প্রাকৃত শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বস্তুর অন্যতম মনে করিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ—চিজ্জড়-সমন্বয় বা মায়াবাদের অন্তর্গত। প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রভুপাদ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণান্তে অর্পিত জড়-নৈবেদ্যে প্রসাদ-জ্ঞান, আর পূর্ব্ব হইতেই স্বতঃ অর্পিত নৈবেদ্যে প্রসাদ-বুদ্ধির তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিলেন।

কুয়ামারায় প্রভুপাদ

বেতনুটি হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে কুয়ামারা। তথায় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে মহামন্ত্র-প্রাপ্ত, স্থানীয় মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নটবর মুখোপাধ্যায়

ভক্তিরত্ন মহোদয়ের গৃহে ভক্তগণ-সহ প্রভুপাদ উঠিলেন। তাঁহার স্কুল-গৃহে আমাদের স্থান হইল। স্কুল-গৃহের পৃথক্ একটি প্রকোষ্ঠ প্রভুপাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। উচ্চ হরিধ্বনি-সহকারে সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে শ্রীরূপ-গোস্বামি-প্রভুপাদের 'উপদেশামৃতে'র "বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগম্", শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ প্রচার-বিরোধরূপ অব্যক্ত-বাগ্‌বেগে জীবের যে বিশেষ অকল্যাণ হয়, প্রভুপাদ তাহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় যে-সকল অনর্থ উপস্থিত হয়, তাহা প্রভুপাদ সাউরিতেও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আমরা কুয়ামারায় দুই দিন অবস্থানের পর প্রায় চৌদ্দ মাইল পার্ব্বত্য-প্রদেশ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া অনেকগুলি খাল, ডোবা, নালা প্রভৃতি পার হইয়া রেমুণায় আসিলাম। রেমুণায় আসিয়া বালি-মিশ্রিত সংগৃহীত গুড় যথাসাধ্য ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া তৎসংযোগে চিপিটক-প্রসাদ পাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। রেমুণায় তখন শ্রীবিনোদচৈতন্য নামে এক জন ভেকধারী গায়ক ছিলেন। রাত্রিতে ক্ষীর-ভোগ দেওয়া হইল এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের আখ্যান পঠিত ও কীর্ত্তিত হইল। শ্রীবিনোদচৈতন্য মহাশয় শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীর সমাধি-স্থান বলিয়া কথিত একটি স্থান আমাদিগকে দেখাইলেন। শ্রীশ্যামসুন্দর অধিকারী (গোপীবল্লভপুরের শিষ্য ও মন্দিরের সেবায়েত) এবং শ্রীবিনোদ-চৈতন্য দুই একখানা মুদ্রিত পুস্তক হইতে কএকটি স্থান দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা পাওয়া গেল। আমরা শেষ-রাত্রিতে প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীগোপী-নাথের আরতি দর্শন করিলাম ও ক্ষীরভোগ-প্রসাদ লইলাম। পরদিন ১৭ই জুন (১৯১৮) বালেশ্বর-সহরে স্বধামগত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় আচার্য্যরত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। বালেশ্বরের রাজ-পুরোহিতের ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সপার্ষদ প্রভুপাদকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন।

গোপীনাথ-মন্দিরে প্রভুপাদ

নিত্যসখা বাবু বঙ্কিম বাবুর সাহিত্যের শিষ্য ছিলেন। নিত্যসখা বাবু 'জৈবধর্ম্ম'-শব্দটি লইয়া সমালোচনা করিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—'আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক, তাহাতে ব্যাকরণ-দোষ থাকিতে পারে না।

প্রভু বোলে,—"ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই 'পাপী' জন॥
ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥
* * *
ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন-মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥

—চৈঃ ভাঃ আঃ ১১।১০৫-১০৬, ১০৭

করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। কটকে পৌঁছিবার পর তাঁহার বাড়ীর দোতলার উপরে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আমরা নিজেরাই রন্ধন ও নৈবেদ্য-প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলাম। কটকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের যে প্রসিদ্ধ গোপালজীর মন্দির আছে, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। প্রভুপাদ 'শিক্ষাষ্টকে'র প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পাগল-হরনাথের কতিপয় স্তাবক আমাদের সহিত আলাপ করায় আমরা তাঁহাদের বিচারের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। তাঁহাদের মত অনেকটা প্রাকৃত-বিচারযুক্ত, সম্ভোগবাদ-গন্ধ-পূর্ণ।

দুই তিন দিন কটকে হরিকথা প্রচারের পর শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে শুভবিজয় করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রভুপাদ প্রত্যহই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদবৃন্দের বিভিন্ন লীলাস্থলী পরিক্রমা এবং তত্তৎস্থানে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেন। আমরাও শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীপুরুষোত্তমদেবকে দর্শন এবং ঠাকুর হরিদাসের সমাধি, টোটা-গোপীনাথ, সিদ্ধবকুল, গঙ্গামাতামঠ প্রভৃতি দর্শন করিলাম। প্রভুপাদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা প্রত্যেক লীলাস্থানেই পরিক্রমা ও সাষ্টাঙ্গ প্রণতি করিতাম। "ছড়াগান করিও না, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রচারিত হরিনাম-মহামন্ত্র শুদ্ধ গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর, অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ কর, গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভময়-স্থানে সম্ভোগ-বুদ্ধিতে প্রমত্ত হইও না,"—প্রভুপাদের আদেশে আমরা এই সকল সিদ্ধান্তের আখর দিতে দিতে কীর্ত্তন করিতাম। মুর্শিদাবাদ-জেলার কাঁদি-নিবাসী স্বধামগত রাধাবল্লভ দত্ত এম্-এ মহাশয়ের গৌরকিশোর-আশ্রমে আমরা একদিন বৈকাল-বেলা শ্রীল প্রভুপাদের সহিত গমন করিয়া মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলাম। তখন রাধাবল্লভ বাবু অন্দরে থাকিতেন, শুনিতে পাইলাম।

প্রভুপাদের সহিত শ্রীক্ষেত্রে

ভক্তিকুটিতে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট ভক্তিকুটির চিলা-কুটিতে বসিয়া দেড়ঘণ্টাকাল চিদ্‌বিলাসপর বেদান্ত-ব্যাখ্যামূলে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। নির্ব্বিশেষ-মত যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে, প্রভুপাদ তাহা মজুমদার মহাশয়কে বহু অকাট্য-যুক্তি-দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের জ্বালাময়ী ভাষা ও প্রাণস্পর্শি-বাক্য-সমূহ শ্রবণ করিয়া মজুমদার মহাশয় নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন। পুরীর সমস্ত স্থানে ইস্তাহার-প্রচারের মত ছড়াগান নিষেধ করিয়া সদ্‌গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। যে নামাচার্য্য হরিদাস নির্ব্বন্ধ-সহকারে একমাত্র শাস্ত্র ও মহাপ্রভুর কীর্ত্তিত ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষর-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন, সেই নামাচার্য্যের স্থানে জঘন্য কল্পিত ছড়াগান শুনিয়া সজ্জনমাত্রেরই হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। প্রভুপাদের প্রচারে সজ্জনগণের আনন্দ বর্দ্ধন হইল। কিন্তু আবার অন্যদিকে অনভিজ্ঞ, অতাত্ত্বিক, অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ বিরুদ্ধবাদী হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন নিত্যসখা বাবুর বাড়ীতে উড়িয়া-সম্প্রদায়ের এক যাত্রা হইল। নিত্যসখা বাবু প্রভুপাদকে যাত্রা দেখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং জানাইলেন যে, যখন ধর্ম্ম-বিষয়ক যাত্রাগান হইতেছে, তখন ভগবদ্ভক্তের তাহাতে যোগদান করিবার আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। প্রভুপাদ জানাইলেন, 'যাঁহারা কায়মনোবাক্যে অকপটে সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় করিয়া ভগবদনুশীলন না করেন, যাঁহাদের জীবন সদাচারপূর্ণ নহে, যাঁহারা একমাত্র পরাৎপর-তত্ত্বের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহাদের মুখে প্রকৃত-প্রস্তাবে ধর্ম্ম-সঙ্গীত হয় না। তাঁহারা বহির্ম্মুখ লোকগুলির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিয়া উহার বিনিময়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সংগ্রহ করিয়া থাকেন; আচার্য্যের বাক্যকে যথাযথভাবে বুঝিতে চেষ্টা করাই শিষ্যের কার্য্য।' বোধ হয়, নিত্যসখা বাবু ঐ সকল কথায় প্রবুদ্ধ হন নাই। তাঁহার বিচারের মধ্যে কিছু প্রাকৃত-সহজিয়া-মতের গন্ধ দেখিতে পাইলাম। তিনি তাঁহার ভোজনের সময় থালা হইতে অন্ন লইয়া প্রাগুক্ত রাজ-পুরোহিত বন্ধুর মুখে অন্ন গুঁজিয়া দিতেন এবং তাঁহার বন্ধুও তাঁহাকে প্রত্যহ দুই বেলা তদ্রূপই করিতেন। ১৯শে জুন (১৯১৮) তারিখে বালেশ্বর-হরি-সভার ময়দানে একটি বিরাট্ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ 'শিক্ষাষ্টক' ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভুপাদ 'নাম,' 'নামাভাস' ও 'নামাপরাধ'-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

যাত্রাগান-শ্রবণ ও প্রভুপাদ

সভাভঙ্গ হইবার পর 'হরিভক্তি-প্রদায়িনী' সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগকে তাঁহাদের নিবেদিত হরির লুট লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কীর্ত্তনের বিনিময়ে কিছু ভোগ্যরূপে স্বীকার করা নিষিদ্ধ, এজন্য প্রভুপাদ খুব বিনীতভাবে উক্ত অনুরোধ-রক্ষার অসমর্থতা জানাইয়া ভক্তগণকে সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ আদেশ করিলেন।

উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে বালেশ্বরের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ অব্ পুলিস দেওয়ান-বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র, এস-ডিও রায়সাহেব গৌরশ্যাম মহান্তি বি-এ, বালেশ্বরের রাজকুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দেব, জেলা-স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, স্থানীয় ষ্টেশন-মাষ্টার প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরদিনও দেওয়ান বাহাদুর মহাপাত্র এবং রায়সাহেব মহান্তি মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাপাত্র ও মহান্তি মহাশয় প্রভুপাদের কটক যাত্রা করিবার দিন (২০শে জুন ১৯১৮, প্রাতঃকালে) ষ্টেশনে আসিয়া প্রভুপাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং দেওয়ান বাহাদুর মহাশয় কটকের কাটজুড়ি-নদীর তীরে তাঁহার বাড়ীতে যাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ পদার্পণ করেন, তজ্জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

আমরা মাদ্রাজ-মেলে কটক আসিয়া পৌছিলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে দেওয়ান-বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রের অপমৃত্যু ঘটায় মহাপাত্র মহাশয় সদ্য-শোক-কাতর থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তখন যে আচার্য্যোচিত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সৌজন্য প্রদর্শন

হরিবল্লভ বাবুর * বাড়ীতে (শশী-নিকেতনে) রামকৃষ্ণ-মিশনের কএকজন সন্ন্যাসী ছিলেন। সেখানে একদিন সন্ধ্যার পর হরিপদ বাবু, বিষ্ণু বাবু ও আমার কীর্ত্তনের পর শ্রীল প্রভুপাদ দুই ঘণ্টাকাল সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-মতের কথা বলিয়াছিলেন। আমরা তথায় আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। কুঞ্জদা'ও সেখানে 'শ্রীনাম-তত্ত্ব' ও 'শুদ্ধভক্তি'-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

বালেশ্বরের সব্‌ডিভিসন্যাল-অফিসার শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয়ের পিতা স্বধামগত পরমভাগবত অনন্তচরণ মহান্তি ভক্তিরত্ন মহাশয় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার একজন সভ্য এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিশেষ কৃপা-পাত্র ছিলেন। পুরীর কুণ্ডাইবেণ্ট্‌সাই-পল্লীতে মহান্তি মহাশয়ের বাসায় সপরিকর শ্রীল প্রভুপাদ একদিন অপরাহ্নে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। সেখানেও কীর্ত্তন হইয়াছিল।

টোটা-গোপীনাথের স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর বিশ্রম্ভ-সেবার কথা কীর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্হিত হইবার কথা কোনও কোনও মতে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বলিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা প্রায়ই ঠাকুর হরিদাসের সমাধি পরিক্রমা করিতে যাইতাম এবং তথায় ঠাকুর হরিদাসের কীর্ত্তিত মহামন্ত্রের বিরুদ্ধে যাহাতে ছড়াকীর্ত্তন না হয়, তজ্জন্য প্রভুপাদের আদেশে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতাম। ঠাকুরের সমাধি-প্রাঙ্গন শুদ্ধ হরিনাম মহামন্ত্রে মুখরিত হইয়া উঠিল।

একদিন শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে লইয়া শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে গমন করিলেন এবং স্বয়ং গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে বলিলেন,—'শ্রীগরুড়-স্তম্ভের

* "রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর কটকের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। উৎকল-দেশের কএকটি স্থানে তাঁহাদের জমিদারী আছে। তিনি পুরীতে অনেকগুলি বাড়ীর স্বত্বাধিকারী। শ্রীজগন্নাথবল্লভমঠ ও সাক্ষী-গোপালমঠ প্রভৃতির Religious Endowmentএর অন্যতম সভ্য ছিলেন। সাতাসনের বিরক্ত-বৈষ্ণবগণের কিছু প্রাপ্য টাকা তাৎকালীন টেম্পল্‌-ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজকিশোর দাস মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছিল না। সেই প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য বিরক্ত-বৈষ্ণবগণ আমাকে (প্রভুপাদকে) বিশেষ অনুরোধ করায় তাঁহাদের জন্য রায়বাহাদুর-দ্বারা বিনাশুল্কে কটকে মামলা করিবার উদ্দেশ্যে হরিবল্লভ বাবুর কৃপাভিক্ষা করি। তৎসম্পর্কে হরিবল্লভ বাবুর নিকট পুরী হইতে একটি হিসাবযুক্ত পত্র লেখা হয়। কিন্তু কতিপয় হীনচরিত্র ব্যক্তির পরামর্শক্রমে তিনি বিরক্ত-বৈষ্ণবগণের উপকার হইতে বিরত হন। কিছুদিন পরে দার্জ্জিলিংএ সন্ন্যাসরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি শ্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বসুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—বিন্দুমাধব বসু। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি,—হরিবল্লভ বাবু পঠদ্দশায় পুরীতে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া "রাই আমাদের, আমরা রাইএর" পদটি উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন। হরিবল্লভ বাবুর ভ্রাতা, রাধামোহন বাবুর পুত্র বলরাম বাবু রামকৃষ্ণের শিক্ষায় আকৃষ্ট হন। হরিবল্লভ বাবু কিছুদিন টোটা-গোপীনাথের সেবায় মাসিক ষাট টাকা করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।"

—প্রভুপাদের আত্মজীবনী

পশ্চাতে থাকিয়াই আমাদের শ্রীজগন্নাথ দর্শন করা কর্ত্তব্য।' প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—'শ্রীজগন্নাথ—দৃশ্য নহেন, জগন্নাথ—দ্রষ্টা। জীবের দ্রষ্টৃ-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন সম্পূর্ণভাবে জগন্নাথের দৃশ্য বা ভোগ্যরূপে শুদ্ধ স্বরূপগত অভিমান হয়, তখনই জীব সেবোন্মুখ হইয়া থাকেন এবং সেই সেবোন্মুখ-প্রেম-নেত্রেই শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ করেন। যতক্ষণ আমরা মনে করি,—আমরা জগন্নাথকে দেখিয়া লইব, ততক্ষণ আমরা জগন্নাথ না দেখিয়া কাঠ, পাথর, বৌদ্ধ সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিকের ঠুঁটো ভোগ্য-মূর্ত্তি-বিশেষ দেখিয়া থাকি; আর যখন সর্ব্বান্তঃকরণে জানিতে পারি,—তিনি আমাদিগকে দেখিবেন, আমরা তাঁহার ভোগের উপকরণ, তাঁহার ভোগে আমাদের সম্ভোগের কোন অবগুণ্ঠন নাই, তাঁহারই নিরঙ্কুশ যথেচ্ছাচারিতা আছে, তখনই আমাদের নিকট জগন্নাথ তাঁহাকে প্রকাশ করেন। কিন্তু জগতের লোক "আমি জগন্নাথকে দেখিয়া লইব, আমার মাংসচক্ষু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে মাপিয়া লইবে ও ভোগ করিবে"—জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই বুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হয়। তাই জগন্নাথ-দর্শনের ছলনার পরও জগতের নানা কুরূপ দেখিবার জন্য তাহাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হইয়া থাকে।'

জগন্নাথ-দৃশ্য নহেন, স্বয়ং দ্রষ্টা

আমরা প্রভুপাদের শ্রীমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রভুপাদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিলাম,—"গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে।"—ইহাই ছিল আমাদের কীর্ত্তনের ধুয়া। শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের পূর্ব্বেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম * প্রদক্ষিণ ও তথায় কীর্ত্তন করিয়াছিলাম।

শ্রীসিদ্ধবকুল, শ্রীরাধাকান্ত-মঠ ও শ্রীগঙ্গামাতা-মঠ দর্শন করিতে করিতে প্রভুপাদ প্রেম-পুলকিত-হৃদয়ে মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভের অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সে-সকল স্থানেও আমরা মৃদঙ্গ-করতাল প্রভৃতি যন্ত্র-সহযোগে হরিকীর্ত্তন ও প্রভুপাদের আনুগত্যে পরিক্রমা করিয়াছিলাম। এখানে বসিয়া প্রভুপাদ আমাদের নিকট 'গঙ্গামাতা'-সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন।

* ইংরাজী ৩০।১২।২৭ তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদককে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কএকটি কথা বলিয়াছিলেন,—'শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে শ্রীপাদপদ্ম আছে, অতি বাল্যকালে আমি তৎসম্বন্ধে দুইটি সংস্কৃত-কবিতা রচনা করিয়াছিলাম। বড় একখানা খাতায় আমার নিজ-হাতে-লেখা সেই দুইটি সংস্কৃত কবিতা ছিল; বোধ হয়, উহা ভক্তিভবনের কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে এইরূপ ভাবের কথা সংস্কৃত-ছন্দে লেখা ছিল,—"মহাপ্রভুর হৃদয় প্রেমবিতরণ-কার্য্যে এত কোমল ও তাঁহার হৃদয় এত পরদুঃখ-কাতর যে, তিনি যে পাথরের উপর শ্রীপাদপদ্ম স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পাথরটিও সেই প্রেম-বিগলিত কোমল পাদস্পর্শে কোমল হইয়া গলিয়া গিয়াছে; তাই পাথরের মধ্যে মহাপ্রভুর পদাঙ্ক বসিয়া গিয়াছে।"

—দিনপঞ্জী-লিপি হইতে উদ্ধৃত

একদিন শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা 'সাতাসন' দর্শন করিলাম। প্রভুপাদ আমাদিগকে শ্রীগিরিধারীর আসন দেখাইলেন। এখানেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু ভজন করিতেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদও অনেক সময় এইসকল স্থানে থাকিয়া ভজন করিয়াছিলেন। আর একদিন প্রভুপাদ শ্রীপরমানন্দ-পুরীর কূপ দর্শন করাইলেন।

অনবসরকালে একদিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীআলালনাথে গেলেন। পুরী হইতে চৌদ্দ মাইল পথ আমরা "গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥"—পদটি কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলাম। সেখানে চতুর্ভুজমূর্ত্তি-দর্শনে প্রভুপাদ অপ্রাকৃত-ভাবে বিভাবিত হইয়া বিপ্রলম্ভময়ী হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। ফিরিবার পথে কুঁচগাছে রক্তবর্ণ কুঁচফল-দর্শনে শ্রীবার্ষভানবীর অলক্তরঞ্জিত শ্রীপাদপদ্মযুগলের কথা স্মরণ হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত ব্রজভাবের উদয় হইল। প্রভুপাদ পথ হারাইয়া যাওয়ায় সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল। আমরা মধ্যরাত্রে ভক্তিকুটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন হরিপদ দাসাধিকারী ভক্তিকুটীতে থাকিতেন। তিনি তখন খুব দৈন্য ও বৈরাগ্যের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সখীভেকী ছড়া-গায়কের সহিত তিনি মাঝে মাঝে মিশিতেন।

রথযাত্রার পূর্ব্বদিন শ্রীল প্রভুপাদ নিজ-হস্তে মার্জ্জনী লইয়া গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত—

"অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর এই উক্তিটি এবং "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—'এই ভাবের উদ্দীপনাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রকৃত ভজন।' সেখানে অন্যান্য ছড়া-গায়কও উপস্থিত ছিলেন। আমরা 'ইন্দ্রদ্যুম্ন'-সরোবরে স্নান করিয়া ভক্তিকুটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

রথযাত্রার দিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে উপস্থিত হইলেন; নীলাচল হইতে সুন্দরাচল পর্য্যন্ত জগন্নাথের রথাগ্রে প্রভুপাদের অনুগমনে ও আনুগত্যে—

"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু ॥"

প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা চলিতে লাগিলাম এবং তথা হইতে পরে ভক্তি-কুটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ভক্তিকুটীতে আসিয়া প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভলীলার কথা এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভজন-বৈশিষ্ট্য বিপ্রলম্ভের চমৎকারিতা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীস্বরূপ-রূপের আনুগত্য-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

"সাক্ষিগোপাল"

অন্য একদিন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে 'সাক্ষিগোপাল' দর্শন করিতে গেলাম। ফিরিবার কালে ডাব, সর ও মর্ত্তমানকলা প্রসাদ পাইয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে কোন কোন গৃহস্থ কৃপা-প্রার্থী গরীব-দুঃখীদিগের অনেক কাতর-প্রার্থনা-সত্ত্বেও একটি পয়সা পর্য্যন্ত বাহির না করায় শ্রীল প্রভুপাদ পথে একস্থানে বসিয়া গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ-প্রদানমুখে বলিলেন,—' "গরীব-দুঃখীদিগকে আমার কল্পিত কৃষ্ণভজনের পয়সা দিতে হইবে না বা তাহাতে কর্ম্মকাণ্ড হইয়া যাইবে !!"—এইরূপ অভিনয়ের ছলনায় কৃপণ, নিষ্ঠুর ও পরদুঃখে সহানুভূতি-রহিত হওয়া এবং কার্য্যতঃ ভগবৎসেবায়ও প্রচুররূপে বিত্তশাঠ্য প্রদর্শন করা কেবল অপরাধ-মাত্র নহে, পরন্তু উহা খুবই পাপের কার্য্য।' এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রভুপাদ বিশেষ নিন্দা করিয়া বলিলেন,—'ঐ সকল কপট ব্যক্তিকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় দীন-দুঃখীকে পয়সা, কড়ি প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। যদি দীন-দুঃখীকে পয়সা দেওয়া না হইল এবং ঐ অর্থ ভগবৎসেবায়ও নিযুক্ত না হইল, যদি বিত্তশাঠ্যই করিলাম, কখনও বা নিজের ভোগের জন্য অমিতব্যয়ী হইলাম, কিংবা মিতব্যয়ী বা কৃপণ হইয়া নিজেই ভোগ করিলাম, ভগবৎসেবায় ভগবানের অর্থ লাগাইলাম না, অথবা কর্ম্মীর ন্যায় বিচার-পরায়ণ হইয়া দরিদ্র-দুঃখীকেই 'জীবন্ত-নারায়ণ' কল্পনা করিলাম এবং পরাৎপরতত্ত্ব নারায়ণের অস্তিত্বে সন্দিহান হইলাম কিংবা তাঁহার অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বকে নির্ব্বিশেষ মনে করিয়া দীন-দুঃখীর মধ্যেই তাঁহার সবিশেষ ব্যক্তিত্ব ভাবিয়া লইলাম, তবে আমাদের ভক্তিরাজ্যের কথা শুনা হইল কোথায়? বৈষ্ণব-গৃহস্থগণ ত্যাগী নহেন,—ভোগীও নহেন; তাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী নহেন,—জড়-সবিশেষবাদীও নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ কি কি প্রকারে হয়, তজ্জন্যই গুরুপাদপদ্মের আদর্শে অনুক্ষণ চেষ্টা-বিশিষ্ট হইবেন।'

সদ্গৃহস্থের বিত্তশাঠ্য কর্ত্তব্য নহে

সাক্ষিগোপালের স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ ছোট-বিপ্র ও বড়-বিপ্রের কথা-প্রসঙ্গে ভগবানের ভক্ত-মর্য্যাদা-স্থাপন ও ভক্ত-বাৎসল্য আলোচনা করিলেন।

শান্তিপুর-নিবাসী পুরীর ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ পরলোকগত অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের চক্রতীর্থের বাড়ীতে একদিন প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। এই ভদ্রলোকের নিকট প্রভুপাদ শ্রীলীলাশুক-বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র "অদ্বৈতবীথি"* শ্লোক ব্যাখ্যা করায় ইনি প্রভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,—'আপনি শ্রীসরস্বতী ঠাকুরেরও পূজ্য, আপনাকে

* "অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

আমি কোটি কোটি দণ্ডবৎ করি। আমি তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা এবং অকৃত্রিম বৈষ্ণবতায় অমানুষী নিষ্ঠা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।' যে-দিন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সহিত অটল বাবুর বাড়ীতে গমন করিয়াছিলাম, সে-দিনও প্রভুপাদ সেখানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কার্ত্তনের প্রধান বিষয় ছিল—"নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ-তত্ত্ব।" "Subjective and Objective Existence of God-head" বিষয় লইয়া অনেক কথা হইয়াছিল।

পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে শ্রীপরমানন্দ প্রভুর পিতৃদেব অপ্রত্যাশিত ভাবে পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁহাকে পথে আমাদের অজ্ঞাতসারে রেলের ডাক্তারগণ সত্যবাদীতে * নামাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার সন্ধান আমরা সেই সময় পাই নাই। দেওয়ান-বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্রের সাহায্যে অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। পরে জানা যায় যে, তিনি শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। রথযাত্রার পর চতুর্থ দিবসে তিনি সর্ব্বজন-প্রার্থনীয় শ্রীক্ষেত্র লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা সকলেই কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর তখন গৌরীবেড়ে-পল্লীতে একটি বাসা করিলেন। এই সময় (বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন-মাসে) স্বল্পবাহিরদিয়ার এক ব্যক্তি উনত্রিশটি প্রশ্ন উঠাইয়া শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের জীবহিতৈষিণী চেষ্টার প্রতি আক্রমণ করিল। কলিকাতায় ৩নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া আচার্য্য-বিদ্বেষী মনোভাবের জিহ্বা স্তম্ভন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ-প্রভু-কথিত "কৃষ্ণ-তদ্ভক্ত-বিদ্বেষ-বিনিন্দাদ্যসহিষ্ণুতা" (ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য়-লঃ-ধৃত শ্লোক-বাক্য), ঠাকুর মহাশয়ের "ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে"—এই বাণী এবং শ্রীমদ্ভাগবতের আজ্ঞা শ্রীল প্রভুপাদের আচরণের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়া অকৃত্রিম আচার্য্য ও গুরুদাসের আদর্শ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। উদারতার অবগুণ্ঠনে সজ্জিত আধুনিক যে-সকল তথাকথিত সাম্যবাদী নাস্তিকতা বা ভগবানে আসক্তির অভাবকেই বরণীয় মনে করেন এবং ভগবৎসেবায় অত্যধিক প্রেমজনিত সেবা-বিরোধীর প্রতি যে ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে রজোগুণোদ্ভূত জাগতিক ক্রোধের সহিত সমান মনে করেন, সেইরূপ আদর্শ হইতে ভগবানে আসক্তি এবং তজ্জনিত ভগবদ্ভক্তে আসক্তি ও সেই আসক্তিজনিত ভগবদ্ভক্তের অবমাননাকারীর প্রতি ক্রোধ যে কত বড় উচ্চ কথা—তাদৃশ

প্রতীপের মৎসরতা

* সাক্ষিগোপাল দক্ষিণদেশ হইতে আনীত হইয়া প্রথমে কটকে কিছুদিন, তৎপরে শ্রীপুরুষোত্তমে জগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন রহিলেন। তথায় কোনপ্রকার প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকল-পতি মহারাজ পুরুষোত্তম হইতে তিন ক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী'-নামে একটি গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীগোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটি পাকামন্দিরে শ্রীসাক্ষিগোপাল বিরাজমান।

—অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য (চৈঃ চঃ ম ৫।৮)

উদারতার কত উর্দ্ধের কথা, তাহা আমরা আচার্য্যের কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারিলাম। যে ভগবান্ "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের শিক্ষাদাতা,—স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে ধর্ম্ম শিখাইয়াছিলেন, যিনি শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর চরণে অজ্ঞাতভাবে নিজ-জননী শচীমাতার অপরাধের আভাসাভিনয়-পর্য্যন্ত সহ্য করেন নাই, যে "তৃণাদপি সুনীচতা"র শিক্ষক শ্রীবাস-পণ্ডিতের চরণে অপরাধী দেবানন্দকে বাক্য-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া কৃপা করিয়াছিলেন, যে দৈন্য-শিক্ষার মূল মহাপুরুষ হরিকথা-প্রচারে বাধা প্রদান করায় কাজিকে দলন করিবার জন্য ভক্তগণসহ কাজি-ভবনে অভিযান করিয়াছিলেন, যিনি নিত্যানন্দের প্রতি আক্রমণ দেখিয়া "চক্র চক্র" বলিয়া সুদর্শন-চক্রকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়াছিলেন, যে মহাপুরুষ 'খড় ও জাঠিয়া বেটা' মুকুন্দকে মায়াবাদ-আশ্রয়ের জন্য "কোটি জন্ম তোর উদ্ধার হইবে না" বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে মহাপুরুষের জীবন-চরিত-লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন তাঁহার 'ভাগবত'-গ্রন্থের মধ্যে বহুবার নিত্যানন্দ-নিন্দকের মাথায় পদাঘাত করিয়া নিন্দককে কৃপা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষগণেরই আদর্শ-চরিত্রের তাৎপর্য্য ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আমরা প্রভুপাদের আচরণের মধ্যে দেখিতে পাইলাম।

আমাদের ন্যায় জগতের প্রায় শতকরা শতজন ব্যক্তি কৃষ্ণাসক্তিকে বড় মনে করে না, আবার কৃষ্ণাসক্তি যে কৃষ্ণভক্তের প্রতি আসক্তির মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রকটিত হয়, তাহা আদৌ বুঝে না, কথাবার্ত্তায় বুঝিলেও কার্য্যকালে তাহা ধারণা করিতে পারে না। বিশেষতঃ আধুনিক যুগে বিষাক্ত বাতাস 'টাইফুন্' (Typhoon)এর মত পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের পরিকরগণের ব্যক্তিত্ব-বিনাশের জন্য যে ভয়াবহ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের প্রতি আসক্তি-প্রদর্শনকে জাগতিক বস্তুদ্বয়ের মধ্যে তুলনামূলক পক্ষপাতিত্ব বলিয়া তথাকথিত সাম্যবাদের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া থাকি।

এই প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চিন্তাস্রোতের মধ্যে একদিন লগুড়াঘাত করিয়াছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবত, আর দ্বিতীয় লগুড়াঘাত হইয়াছিল—আরও জীবন্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-সেবোন্মেষক জীবন্ত আদর্শে। কিন্তু সে-কথা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কেহ বা তাহা

"তৃণাদপি সুনীচতা"র প্রকৃত তাৎপর্য্য

ধরিতেই পারেন নাই। আমরা একদেশিক-বিচারে, একচক্ষুদৃষ্টিতে 'বৈষ্ণবতা' বলিতে—"তৃণাদপি সুনীচতা" বলিতে বাস্তব সত্যের উপাসকগণের প্রতি জগতের আক্রমণ সহ্য করিয়া যাওয়াই অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি প্রেমাভাব-নিবন্ধন নিজের আলস্য-ধাতুতে অভিনিবিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকাই 'বৈষ্ণবতা' বা 'তৃণাদপি সুনীচতা' মনে করিতাম। প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য কপটতা করিয়া আঁকুপাঁকু-ভাব-দেখান এবং গুরু-বৈষ্ণবকে ভণ্ড ও পাষণ্ডীর হস্তে নির্য্যাতিত দেখিয়াও তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক জগতের দশজন বহির্ম্মুখ লোকের সহিত চলিবার জন্য অর্থাৎ নিজের ভোগের জন্য ব্যস্ত হওয়াকে 'বৈষ্ণবতা' মনে করিতাম। শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শ আমাদের এই সকল কপটতায় লগুড়াঘাত করিল।

পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'প্রতীপের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর' নামক পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছিলেন এবং আমি উহা নকল করিয়া দিলাম। শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহাশয় উহা উক্ত বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর গৃহে লইয়া গেলেন। ঐ প্রত্যুত্তরের হস্ত-লিপিটি ডিমাই অক্টেভো ১১০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছিল এবং উহা বিশিষ্ট সাত্বত-শাস্ত্র-প্রমাণ, যুক্তি ও বহু তথ্য-সম্বলিত ছিল। দৌলতপুর-প্রপন্নাশ্রম হইতে উক্ত প্রতীপের প্রশ্নের মূল কথাগুলির সহিত তদুত্তরগুলি কোমলশ্রদ্ধ পাঠকগণের উপকারের জন্য পরে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মুখোপাধ্যায়-নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও পরিপন্থীর মতবাদগুলি প্রবন্ধাকারে নিরাস করিয়াছিলেন। *

শ্রীল প্রভুপাদ ৩নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্-ষ্ট্রীটে থাকা-কালে কুঞ্জদা' সেখানে প্রত্যহই যাইতেন এবং মাঝে-মাঝে রাত্রিতে রন্ধন করিয়া দিতেন। আমিও প্রায় প্রত্যহই যাইতাম। শম্ভু বাবুর বাড়ী হইতে প্রভুপাদ রামবাগানে ভক্তিভবনে আসিলেন।

প্রভুপাদ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে চব্বিশ ঘণ্টা জামা গায় দিয়া থাকিতেন, কেহই তাঁহার অঙ্গ দেখিতে পাইত না, তিনি পায়ে চটি পরিতেন, সন্ন্যাসের পর হইতে চটিও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তখন সম্পূর্ণ খালি পা, পরিধানে বহির্বাস এবং গায়ে একখানি চাদর-মাত্র সম্বল ছিল। বিনা-পাদুকায় নানাস্থানে পথে হাঁটায় অতি যত্নে লালিত-পালিত প্রভুপাদের পদদেশ হইতে রক্তোদ্গম হইত; কিন্তু তথাপি তিনি পাদুকা ব্যবহার করিতেন না, রক্তোদ্গম-সত্ত্বেও পদব্রজে চলিতেন। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের আদর্শসমূহ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইতাম। চাতুর্ম্মাস্যকালে কেবল ভূমিতে শয়ন করিতেন, ভূমিতে আহার করিতেন, কোন পৃথক্ পাত্র ব্যবহার করিতেন না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালেও শ্রীধাম-মায়াপুরে দরজা বন্ধ করিয়া দিবারাত্র শ্রীহরিনাম করিতেন।

পুরী হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ফিরিয়া আসিলে কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী গ্রাম-নিবাসী মুকুন্দলাল নামক এক ব্যক্তি অদ্ভুত বৈরাগ্যের অভিনয় দেখাইয়া কেবলমাত্র কৌপীন-পরিহিত-বেশে প্রভুপাদের নিকট আসিয়াছিলেন। এই সময় অর্থাৎ শ্রাবণ-ভাদ্র-মাসে বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্য-মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্য-মঠে আসেন এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-রূপে বাস করিতে থাকেন।

নূতন-বৌ-বাজার-লেন্-প্রবাসী, মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ারাম ঘোষ মহাশয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্ত শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইঁহার সেবানুকূল্যে শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের বিরহ-মহামহোৎসবও কএকবার বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। †

* স: তো: ১১ খ: ৫ সং ১২৭ পৃ:

† স: তো: ২১ খ: ৫ সং ১২৭ পৃ:

চতুর্থ-বৈভব

কলিকাতা-থিওসফিক্যাল্-সোসাইটীতে স্মৃতি-সভা

চৈতন্যদেবকে লোকে এমন ক'রে এঁকেছে যে, চৈতন্যদেবের চরণানুচর ব'লতে গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জার পাত্র ক'রে ফেলেছে। আমাদের এমনই পোড়া-কপাল যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর আমাদের দেশে আবার নানা বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হ'ল। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতনী কথা শুনবার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে নবীন মতের সৃষ্টি হ'য়েছে ও হ'চ্ছে।

—প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের ১৮ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অশীতিতম আবির্ভাব-তিথি-উপলক্ষে কলেজস্কোয়ারস্থিত থিওসফিক্যাল্-সোসাইটীর গৃহে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বনামধন্য, দেশমান্য রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয়কে বলিতে শুনিলাম,—'শ্রীভক্তিবিনোদ মহাশয়ই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত প্রকৃত নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্ম এ যুগে পুনঃ প্রচার করিয়াছেন। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকৃত জন্মভূমি নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃত নবদ্বীপ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তিনি বহির্ম্মুখ লোকের গঞ্জনা ও অবমাননা সহ্য করিয়া শ্রীমায়াপুরই যে মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান, তাহা নির্দ্ধারণ করেন। এই কার্য্যে স্বার্থের খাতিরে অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। কারণ, যদি শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর জন্মস্থান পুনঃ প্রচারিত হয়, তাহা হইলে মহাপ্রভুর নাম লইয়া যাঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়। যখন তিনি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন আমি কৃষ্ণনগরে ছিলাম। স্বরূপগঞ্জ দিয়া আমাদের বাড়ীতে যাতায়াতের রাস্তা ছিল। ঐ স্বরূপগঞ্জেই তিনি তখন বাস করিতেন। তখনই তাঁহার মাহাত্ম্য ও চিত্তের অভূতপূর্ব্ব উদারতার পরিচয় পাই। অনেকে তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার ও শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান-নিরূপণ-সম্বন্ধে বিরুদ্ধ আচরণ করিলেও তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত সকল কার্য্য করিতেন। সত্যের প্রচারের জন্য তাঁহার হৃদয়ে অমিত বল ছিল। শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান-আবিষ্কার এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিষয়ে শিক্ষিত লোকের চক্ষুর উন্মেষণ করাই ছিল তাঁহার প্রধানতম কার্য্য।'

ডাঃ সতীশ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয় শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
সর্ব্বতোমুখী স্বাভাবিকী প্রতিভার কথা বলিয়া শেষে জানাইলেন,—'ডক্টর বিদ্যাভূষণ মহোদয়
যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।' তৎপরে
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রভৃতি
শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিছু বলিয়াছিলেন। তাহাতে
তিনি বলেন,—'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ য়ুরোপ ও ভারতের সমগ্র দর্শন-শাস্ত্র
আলোচনা করিয়া বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানে শিক্ষিতমণ্ডলী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি যে
শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহারই লেখনীর প্রভাবে।' শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র
অগ্নিহোত্রী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিষ্কপটতা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুকে তাঁহার অভিভাষণে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, ছাত্রবৃন্দ এবং যুবকগণকে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অন্ততঃ 'শ্রীচৈতন্য-
শিক্ষামৃত,' 'জৈবধর্ম্ম' ও 'কৃষ্ণসংহিতা'-গ্রন্থ পাঠ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ
রায় যতীন্দ্রনাথ
করেন ও বলেন,—'ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমস্ত গ্রন্থই সনাতন-শাস্ত্রের
নবনীত।' তিনি আরও বলিলেন,—'বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপটি আচরণ ও সুশিক্ষার মধ্যে
প্রকাশিত না থাকায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক শিক্ষিত লোক বৈষ্ণবধর্ম্মকে আমলই
দিতেন না। এমন কি, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় ব্যক্তিও তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের যে বিকৃত
আদর্শ দেখিয়াছিলেন এবং প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত-বিচারে অনভিজ্ঞ যে দুই একটি
লোকের সহিত আলাপ ও বিচারে যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্ম
মনে করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিবাদী হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র ন্যায় অপূর্ব্ব
গ্রন্থ জগতের কোন ভাষাতেই অদ্যাপি রচিত হয় নাই। কিন্তু সেই গ্রন্থখানি বটতলার
ভ্রমপূর্ণ-সংস্করণে প্রকাশিত ছিল। ঐ গ্রন্থখানি প্রথমে আমি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে প্রকাশ
করিতে অনুরোধ করি। তিনি টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি দিয়া চরিতামৃত প্রথম প্রকাশ করিতে
আরম্ভ করেন; কিন্তু বহরমপুরের রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ সময় ঐ গ্রন্থের একটি
সংস্করণ ছাপিতেছিলেন; ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের উৎকৃষ্ট সংস্করণ দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে
দেখিতে পাইয়া তিনি ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে অনুরোধ করেন যে, তাঁহার এই সংস্করণ
প্রকাশিত হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তক-বিক্রয়ে বিশেষ ক্ষতি হইবে। কাজেই দুইখণ্ড-
প্রকাশের পর ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের ঐ পুস্তকপ্রকাশ বন্ধ হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
বহুদিন পরে 'অমৃতপ্রবাহভাষ্য'-সহ শ্রীচরিতামৃত প্রকাশ করেন। তিনি যদি সনাতন
বৈষ্ণবধর্ম্মকে বর্ত্তমান সময়োপযোগী প্রণালীতে অবিকৃতভাবে প্রচার না করিতেন, তবে আমরা
তাহা বুঝিতে পারিতাম না। তাঁহারই কৃপায় আমরা শিশিরকুমার ঘোষ-প্রমুখ মনীষিবৃন্দকে
বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী দেখিতে পাইয়াছি।'

সভাপতি মহাশয় থিওসফিক্যাল্-সোসাইটীর সেক্রেটারীর হস্তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের
গ্রন্থাবলী প্রদান করেন। গভর্ণমেন্টের রেজিষ্ট্রেশন্ ডিপার্টমেন্টের ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল রায়

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর উক্ত সোসাইটীর পক্ষ হইতে ঠাকুরের গ্রন্থাবলী * প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার অভূতপূর্ব্ব রচনা-প্রণালীর কথা বলিয়াছিলেন। রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

* নিম্নে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত, সম্পাদিত ও অনূদিত কতিপয় গ্রন্থের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

'হরিকথা' (বাঙ্গালা পয়ার)—১২৫৭ বঙ্গাব্দ ; 'শুম্ভ-নিশুম্ভ-যুদ্ধ' (বাঙ্গালা পয়ার)—১২৫৮ ; 'সাময়িক-পত্র-সমূহে প্রবন্ধাদি-রচনা'—১২৬২ ; 'পোরিয়েড্' (ইংরাজী কাব্য) ১ম ভাগ—১২৬৪ ; ঐ ২য় ভাগ—১২৬৫ ; 'উড়িষ্যার মঠ' (ইংরাজী)—১২৬৭ ; বিজন-গ্রাম (বাঙ্গালা-কাব্য) ; 'সন্ন্যাসী' (বাঙ্গালা-কাব্য) ; 'আওয়ার ওয়াণ্ট্স্' (ইংরাজী)—১২৭০ ; 'বালিদে রেজিষ্ট্রি' (উর্দ্দুতে রচিত) ; 'স্পিচ্ অন্ গৌতম' (ইংরাজী)—১২৭৩ ; 'স্পিচ্ অন্ ভাগবত' (ইংরাজী)—১২৭৬ ; 'গর্ভস্তোত্র-ব্যাখ্যা' অথবা 'সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা' (বাঙ্গালা)—১২৭৭ ; 'রিফ্লেক্সন্' (ইংরাজী-কাব্য) ; 'ঠাকুর হরিদাসের সমাধি-সম্বন্ধে পয়ার' ; 'পুরীর জগন্নাথ-মন্দির' ও 'পুরীর আখড়া' প্রভৃতি (ইংরাজী)—১২৭৮ ; 'দত্তকৌস্তুভম্' (সংস্কৃত-তত্ত্ববিষয়ক রচনা)—১২৮১ ; 'দত্তবংশমালা' (সংস্কৃত শ্লোক)—১২৮৩ ; 'বৌদ্ধ-বিজয়-কাব্য' (সংস্কৃত-শ্লোক)—১২৮৫ ; 'শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা' (সংস্কৃত-শ্লোক, বঙ্গানুবাদপ্রভৃতি-সহ)—১২৮৭ ; 'কল্যাণকল্পতরু' (বাঙ্গালা হরিকীর্ত্তন-গান) ; 'শ্রীসজ্জনতোষণী' (১ম-১৭শ খণ্ড)—১২৮৮ ; 'নিত্যরূপ-সংস্থাপন'-সম্বন্ধে 'রিভিউ' (ইংরাজী)—১২৯০ ; 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা ও বাঙ্গালায় 'রসিকরঞ্জন' ভাষ্য) ; 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' (বাঙ্গালা গদ্য-রচনা) ; শ্রীশিক্ষাষ্টকের সংস্কৃত 'সম্মোদন'-ভাষ্য ; 'শ্রীমনঃশিক্ষা' (হরিভজন-সম্বন্ধে বঙ্গানুবাদ-গান) ; 'শ্রীভাবাবলী' সংস্কৃত শ্লোক ও টীকা ; 'প্রেমপ্রদীপ' (বাঙ্গালা গদ্য উপন্যাস) ; 'শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম' (শ্রীবলদেব-কৃত ভাষ্যসহ)—১২৯৩ ; 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (শ্রীগুণরাজ খান-কৃত পদ্যগ্রন্থ) ; 'শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ' (সংস্কৃত 'শ্রীচৈতন্য-চরণামৃত'-ভাষ্য-সহ সম্পাদন)—১২৯৪ ; 'শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা' (বাঙ্গালা গদ্যে তত্ত্বোপদেশ)—১২৯৫ ; 'শ্রীমদাম্নায়-সূত্রম্' (সংস্কৃত সূত্র, টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা-সহ) ; 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' (বাঙ্গালা পদ্য)—১২৯৭ ; 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' (শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য ও বাঙ্গালা 'বিদ্বদ্রঞ্জন' ভাষা-ভাষ্যসহ)—১২৯৮ ; 'শ্রীহরিনাম', 'শ্রীনাম', 'শ্রীনামতত্ত্ব' (শিক্ষাষ্টক) ; 'শ্রীনাম-মহিমা', 'শ্রীনাম-প্রচার', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' (বাঙ্গালা গদ্য)—১২৯৯ ; 'শ্রীতত্ত্ববিবেক' বা 'শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি' (সংস্কৃত শ্লোকে দার্শনিক তথ্য ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা) ; 'শ্রীশরণাগতি' (বাঙ্গালা গান) ; 'শোক-শাতন' (বাঙ্গালা গান) ; 'জৈবধর্ম্ম' (গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের চরম কথা, বাঙ্গালা গদ্য)—১৩০০ ; 'শ্রীতত্ত্বসূত্র' (সংস্কৃত সূত্র, ভাষ্য এবং বাঙ্গালা ব্যাখ্যা) ; ঈশোপনিষদের 'বেদার্ক-দীধিতি' ব্যাখ্যা ; 'শ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী' বা 'মায়াবাদ-শতদূষণী'র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা—১৩০১ ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্য (বাঙ্গালা গদ্য)—১৩০২ ; 'শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র' (সংস্কৃত শ্লোক) ; 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা' (ইংরাজী) ; 'শ্রীরামানুজ-উপদেশ-ব্যাখ্যা' (সংস্কৃত শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ)—১৩০৩ ; শ্রীব্রহ্ম-সংহিতার বঙ্গানুবাদ ও 'প্রকাশিনী' নাম্নী বাঙ্গালা বৃত্তি—১৩০৪ ; 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা ; শ্রীউপদেশামৃতের 'পীযূষবর্ষিণী' বৃত্তি ; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'মাধ্বভাষ্য'-প্রকাশ; 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতান্তর্গত গোলোক-মাহাত্ম্যের সংস্কৃত টীকা ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা'—১৩০৫ ; 'শ্রীভজনামৃতে'র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা ; 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ' (বাঙ্গালা পয়ার)—১৩০৬ ; 'শ্রীহরিনামচিন্তামণি' (বাঙ্গালা পদ্য)—১৩০৭ ; 'শ্রীভাগবতার্ক-মরীচিমালা'—গুম্ফিত ভাগবত-শ্লোক ও বাঙ্গালা ব্যাখ্যা ; 'শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমে'র বাঙ্গালা ব্যাখ্যা ; সমগ্র 'শ্রীপদ্মপুরাণ' সম্পাদন—১৩০৮ ; 'শ্রীভজনরহস্য' (সঙ্কলিত শ্লোক ও বাঙ্গালা পয়ার)—১৩০৯ ; 'সংক্রিয়াসারদীপিকা' (সম্পাদন)—১৩১১ ; 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' (পরিবর্দ্ধন)—১৩১২ ; 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত' (সম্পাদন)—১৩১৩ ; 'স্বনিয়ম-দ্বাদশকম্'—১৩১৪।

পঞ্চম-বৈভব

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সূত্রপাত

"গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ন্যায় জড়-জগতের চিন্তাস্রোতে এমন মহাবিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে, পারমার্থিকগণ বিচার ক'র্‌বেন।"

—প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

প্রভুপাদ যখন ভক্তিভবনে ছিলেন, তখন হইতেই প্রভুপাদের কলিকাতায় একটি প্রচারকেন্দ্র-স্থাপনের প্রবল ইচ্ছা হইল। প্রভুপাদ "ভক্তিভবন" হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিয়া কলিকাতায় একটি প্রচারকেন্দ্র-স্থাপনের বিষয় লইয়া শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-প্রভুর সহিত পত্র লেখালেখি করিতে লাগিলেন। কুঞ্জদা'র সহিত এইরূপ পত্র-ব্যবহারের পর বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ-মাসের প্রথমভাগে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর-মাসে শ্রীল প্রভুপাদ পুনরায় কলিকাতা ভক্তিভবনে আসিলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও কুঞ্জদা'

একদিন প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদ রামবাগান-ভক্তিভবন হইতে কুঞ্জদা' ও আমাকে লইয়া ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন্-রোডের বাড়ীটি দেখিবার জন্য আসিতেছিলেন। বীডন্-ষ্ট্রীট্ ও কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীটের জংসন্ পার হইয়া কর্ণওয়ালিস্-ষ্ট্রীট্ দিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিলেন। প্রভুপাদ পশ্চিম দিকের 'ফুটপাথ্' দিয়া কে, সি, সেট্ এণ্ড কোম্পানীর দোকান বামপাশে রাখিয়া যাইতেছেন; সেই সময় ঐ ফুটপাথের উপরে উক্ত কোম্পানীর একটি গাড়ী-বারান্দা ছিল। প্রভুপাদ সেই গাড়ী-বারান্দার নীচ দিয়া যাইবেন, মাত্র চার-অঙ্গুলি-স্থান বাকী আছে, ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত বারান্দাটি ভীষণ শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল। ঠিক এক সেকেণ্ডের জন্য বারান্দার ছাদটি প্রভুপাদের উপরে পড়িতে পারে নাই। আর চার-অঙ্গুলি অগ্রসর হইলেই ছাদটি গায়ের উপর পড়িত। একটি মোটর-গাড়ীর সামান্য ধাক্কাতে এই ছাদটি পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভিত্তি-স্থাপনের দিনে এইরূপ একটি অভাবনীয় ঘটনা ও আসন্ন বিপদ্ হইতে অলৌকিকভাবে পরিত্রাণের অভিনয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভাবী ইতিহাসের চরিত্র প্রকাশ করিয়াছিল কি না, কে জানে? যে-দিন বিশ্বের বাস্তবসত্য-প্রচার-কেন্দ্রের ভিত্তি-স্থাপনের আয়োজন হইয়াছে, সে-দিনই

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি," "শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ"—এই সকল শাস্ত্রীয় বাণীর পতাকা উঠাইয়া আমাদিগকে আচার্য্য-পাদপদ্ম বুঝি জানাইয়া দিলেন, সত্য-প্রচার আরম্ভ করিলে অনেক বিপদের বোঝা, এমন কি প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রভাত যেরূপ দিনের ভবিষ্যদ্গতির সূচনা করে, বোধ হয়, সে-দিন ঐরূপ এক লীলার অভিনয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভাবী জীবনের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইবারও ইঙ্গিত দিয়াছিলেন।

উল্টাডিঙ্গি-জংসন্-রোডে

১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন্-রোডের বাড়ীটি দেখা হইলে আপাততঃ তথায় ভক্তি-প্রচারের আসন-স্থাপনের জন্য উহা চলিতে পারে,—শ্রীল প্রভুপাদ এই অভিমত প্রকাশ করিলেন। পরদিন কুঞ্জদা' ঐ বাড়ীটি নিজের নামে মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার এগ্রিমেণ্ট্ দিয়া ভাড়া করিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে সেই স্থানের নামকরণ হইল—"শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন" (পরমার্থ-শিক্ষা-মন্দির)। বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ-মাসের প্রারম্ভে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে "শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন" স্থাপিত হইল। প্রভুপাদ কলিকাতা-মহানগরীতে শ্রীহরিকথা-প্রচারোপলক্ষে আগমন করিলে এখন হইতে এখানেই থাকিবেন, স্থির হইল।*

"শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন"

ঐ বাড়ীর ভাড়া সম্পূর্ণভাবে বহন করিবার মত কোন অর্থ-সংস্থান তখন ছিল না। একমাত্র আচার্য্যের কৃপা ও প্রবল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রিক্তহস্তে এই আসন স্থাপিত হইল। আসনের তহবিল—শূন্য; সম্বল—মাধুকরী-ভিক্ষার ঝুলি। তাহাও তখন সম্ভব হয় নাই; কারণ, কোন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ তখনও ভগবৎ কথা-প্রচারের আনুকূল্য-সংগ্রহের জন্য যোগদান করেন নাই; তাই ভক্ত গৃহস্থগণের মধ্যে অগ্রণী হইয়া শ্রীপাদ কুঞ্জদা'ই রাজসরকারের অতি সামান্য বেতনভোগী হইয়াও আচার্য্যের প্রসন্নতার জন্য সমস্ত দায় গ্রহণ করিলেন। এদিকে যেমন প্রভুপাদের ছিল অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের প্রবল ইচ্ছা, আর একদিকে তেমনই ছিল কুঞ্জদা'র অমানুষিক গুরুসেবা-বুদ্ধি এবং হৃদয়ে হরিকথা-প্রচারের এক অতুলনীয় উৎসাহের আগ্নেয়গিরি। যখন এই দুইএর সম্মিলন হইল, তখন তাহা হইতে উত্থিত হইল—এক অমৃতের মহানিধি। তাহাই হইল—শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের মহাযজ্ঞপীঠ শ্রীগৌড়ীয়-মঠ-সংস্থাপনের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি।

শ্রীগৌড়ীয়-মঠের আদিম অবস্থা

প্রথমতঃ শ্রীপাদ কুঞ্জদা'র প্ররোচনায় তদানীন্তনকালে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ (তখন মহামহোপদেশক শ্রীমৎ জগদীশ বিদ্যাবিনোদ বি-এ 'ভক্তিপ্রদীপ'),

* সঃ তোঃ ২১খঃ ৫সং ১২৩ পৃঃ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ কবিভূষণ বি-এ (পরে বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্) এবং শ্রীযুক্ত যশোদা-নন্দন ভাগবতভূষণ কুঞ্জদা'র সহিত সেই ভক্তিবিনোদ-আসনের নীচের তলায় স্ব-স্ব-পরিবারবর্গ-সহ পৃথক্ পৃথক্ চারিটি কোঠায় স্থান নিলেন। প্রভুপাদ উপরের তলার একটিমাত্র কোঠায় থাকিবেন, স্থির হইল। উপরের গৃহের সম্মুখে বিস্তৃত ছাদ এবং চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা মণ্ডলাকারে বেষ্টিত। তেতলার সিঁড়ি-কোঠায় প্রভুপাদের প্রসাদ পাইবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এই কয়জন গৃহস্থভক্ত এইরূপে পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাড়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের উপরের তলার ভাড়া প্রায়শঃ ভাগবত-প্রেস্ হইতে দেওয়া হইত। কিন্তু অনেক সময়ই সময় মত সকলের ভাড়া না দেওয়ার শৈথিল্যে এবং গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেও প্রত্যেকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ভাড়া দিতে সময় সময় কাতরতা প্রকাশ করিলে কুঞ্জদা'ই ঋণ করিয়া ভাড়া মিটাইতেন। মাঝে-মাঝে প্রভুপাদের ঘরের ভাড়াও কুঞ্জদা'কে দিতে হইত। কুঞ্জদা' তাঁহার বন্ধুবান্ধব-গণের নিকট হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের সেবার জন্য এইরূপ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি পরে তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হন নাই। এতদ্ব্যতীত কুঞ্জদা'কে প্রভুপাদের আশ্রিত কতিপয় গৃহস্থ ও ত্যক্তগৃহ গুরুভ্রাতাকে অনেক সময়ই নিজ-গৃহে মহাপ্রসাদ-সম্মানার্থ আমন্ত্রণ করিতে ও ভিক্ষাদি দিতে হইত। তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের সেবা করিয়া শ্রীগুরুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করুন,—এই উদ্দেশ্যেই তিনি নিদারুণ ঋণভারাক্রান্ত হইয়াও গুরুভ্রাতাদিগকে সাহায্য করিতেন। হরিকথা-প্রচারের অদম্য উৎসাহই তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল। গুরুসেবা ও সদ্‌গুরুপাদপদ্মের মাহাত্ম্য-প্রচারের ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগরূক থাকিয়া তাঁহার মনকে দুঃখ, দারিদ্র্য, অস্বচ্ছলতা প্রভৃতি জাগতিক অভাবে কিছুতেই দমিতে দেয় নাই।

কুঞ্জবিহারী প্রভুর সেবোৎসাহ

কুলিয়া-সমাধিকুঞ্জে উৎসব

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের পরম গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের তৃতীয় বার্ষিক বিরহোৎসব কুলিয়া-নবদ্বীপ-সমাধিকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল (২৭শে কার্ত্তিক, ১৩২৫ সাল)। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক ভক্ত সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবসে সাধারণ ব্যক্তি ও দরিদ্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বনমালী বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ

১০ই অগ্রহায়ণ (বঙ্গাব্দ ১৩২৫) শ্রীযুক্ত বনমালী দাসাধিকারী মহাশয় তাঁহার কলিকাতা-উল্টাডিঙ্গিস্থ ২৯।২ ক্যানেল্ ওয়েষ্টরোড্-ভবনে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-মতে স্বীয় পিতৃদেবের দেহত্যাগের পর একাদশ-দিবসে মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশের অনুসরণেই বনমালী বাবু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ সেই শ্রাদ্ধ-বাসরে বনমালী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া সকলকেই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের অনুসরণে যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন এবং 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'-অনুসারে সংস্কারাদি-গ্রহণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-জীবনযাপন ও বৈষ্ণব-সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য আবেগময়ী ভাষায় অনুরোধ করিয়াছিলেন। পিতৃ-পুরুষের প্রেতশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠানে কেবল যে অবৈষ্ণবতা ও অপরাধ, তাহা নহে; পরন্তু তদ্দ্বারা পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিও প্রেতবুদ্ধিতে অশ্রদ্ধাই প্রদর্শন করা হয়। * পরলোকগত পিতৃপিতামহকে ভূত-প্রেত জ্ঞান করা ও তদনুসারে ভূত-প্রেতের বাঞ্ছিত অমেধ্যাদি খাদ্যের দ্বারা তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার চেষ্টা পুত্রের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে গ্লানিকর। বিমুখ-মোহনের জন্য যে-সকল শাস্ত্রে ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকল শাস্ত্রের অবৈধ মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া বৈধ ও দৈব-বর্ণাশ্রমের উপযোগী সাত্বত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই মানব-মাত্রের কর্ত্তব্য।

প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক সাত্বত-শ্রাদ্ধ-প্রবর্ত্তন

সেইদিন কুমারটুলি-প্রবাসী বাঘ্‌নাপাড়ার চট্টবংশীয় পরলোকগত বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয়, তৎপুত্র ললিতারঞ্জন গোস্বামী ও শ্রীগৌরগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়-দ্বয়, কাঁসারিপাড়া-প্রবাসী রামচন্দ্র গোস্বামী, পূর্ণানন্দ গোস্বামী, বৈচি-নিবাসী পণ্ডিত পরলোকগত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়, বাগবাজার-নিবাসী খড়দহের শ্রীঅনন্তদেব গোস্বামী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বনমালী বাবুর গৃহে উপস্থিত থাকিয়া ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সাত্বত শ্রাদ্ধের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করেন। শ্রাদ্ধবাসরে ভগবদ্ভক্তগণ হরিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আরও কতিপয় ব্যক্তির কথা আমার মনে পড়ে। শ্রীযুত সীতানাথ নন্দ (শাসন-ব্রাহ্মণ), শ্রীযুত হরিদাস চক্রবর্ত্তী, স্বধামপ্রাপ্ত মণিমাধব মিত্র ভক্তিসুহৃৎ ও তৎপুত্র স্বধামগত বিপিনবিহারী মিত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয়, শ্রীযুত হরিদাস নন্দী, শ্রীযুত সখীচরণ রায়, শ্রীযুত গৌরহরি দত্ত, পরলোকগত ললিতমোহন দাসাধিকারী, শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম্-আর্-এ-এস্ মহাশয়, শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, শ্রীযুত যশোদানন্দন দাসাধিকারী, পণ্ডিত শ্রীযুত হরিপদ কবিভূষণ বি-এ, শ্রীযুত নিত্যানন্দ-দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, কুঞ্জদা' ও আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম।

শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ

* প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥
—হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৪ সংখ্যা-ধৃত কূর্ম্মপুরাণ-বাক্য

যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবম্।
বেদবিদ্যোঽহমদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ॥
—হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৭ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বাক্য

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ৩রা ডিসেম্বর (১৯১৮), ২১শে অগ্রহায়ণ (১৩২৫) তারিখের 'বেঙ্গলী' নামক ইংরাজী দৈনিকপত্রে ভক্তিবিনোদ-আসন-সম্বন্ধে এইরূপ একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল,—

His Holiness the celebrated Tridandi Swami Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Thakur of Sri Mayapur (Nadia) has recently set up the Calcutta Bhaktivinode-Asana at No. 1 Ultadingi Junction Road, Gouribari (Near the Paresh Nath Temple) with some devotees for the preaching of true Vaishnavism and to guard credulous people against false doctrines passing under the garb of the Vaishnava-faith for long, owing to the popular ignorance of the Vaishnava Philosophy. His Holiness will always receive sincerely inquisitive visitors at the above address and explain to them and discuss with them as to what is really the most reasonable form of religion for the world-people.

১৭ই ডিসেম্বর (১৯১৮) তারিখে ইংরাজী দৈনিক 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন-সম্বন্ধে সাধারণের নিকট এই সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

At 1 Ultadingee Junction Road, Calcutta, Srimat Tridandi Swami Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur, successor of Sreemad Bhaktivinode Thakur, the founder of the Sree Mayapur Temple, has recently founded the Calcutta Bhaktivinode-Asana. Here ardent seekers after truth are received and listened to and solutions of their questions are advanced from a most reasonable and liberal Shastric stand-point of view. The day is divided into distinct periods during which the respective branches of the Shastras, *viz.* the Vedas, the Vedangas, the Vedanta, Sreemad Bhagavata, Smritis and standard treatises on Bhakti are cultured by the devotees in the constant presence of His Holiness, the Swamiji.

শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী

৯ই অগ্রহায়ণ (১৩২৫) সোমবার শ্রীশ্যামানন্দ দেব-সম্প্রদায়ের গৌরব-রবি শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর-নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয় স্বধামে গমন করেন। তিনি অশেষ-শাস্ত্রপারদর্শী, সারগ্রাহী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দীক্ষিত ব্যক্তির সাবিত্র্য-সংস্কারের নিদর্শন তাঁহার বংশের পূর্ব্বাচার ও গোস্বামি-শাস্ত্রের মধ্য হইতে প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সমাজে তাহা পুনঃ প্রচলনের জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদের যশোহরে প্রচার

শ্রীল প্রভুপাদ বাঙ্গালা ১৩২৫ সনের পৌষ-মাসের (ইং ১৯১৮, ডিসেম্বর) প্রথমভাগে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচারের জন্য দশ বার জন ভক্ত সঙ্গে লইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন হইতে যাত্রা করেন। প্রভুপাদ প্রথমে যশোহরের স্বনামধন্য উকীল রায় রাধিকাপ্রসাদ দত্ত বাহাদুরের ভবনে উপস্থিত হন। বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের ৯ই ও ১০ই পৌষ তারিখে রাধিকা বাবুর বাড়ীতে প্রভুপাদ অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১১ই পৌষ তারিখে যশোহরের প্রতি-গৃহে ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরের আদিষ্ট হরিকথা ও হরিনাম প্রচার করেন। রায়বাহাদুর বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে শুদ্ধভক্তগণকে তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন প্রভুপাদের সভাপতিত্বে তথায় এক বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। যশোহরের অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়া প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। অনেক বিদ্বান্ সত্যানুরাগী ব্যক্তি প্রভুপাদের নিকট নানাপ্রকার পরিপ্রশ্ন করিয়া ধর্ম্মজীবনের দিঙ্‌নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদিন প্রভুপাদ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা-বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। যশোহর হরিকীর্ত্তনের বন্যায় প্লাবিত হইল। প্রভুপাদ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আদর্শ-শিক্ষার কথা নিজ-আচরণের মধ্যে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

রায় রাধিকাপ্রসাদ-ভবনে

দৌলতপুরে, খুলনায় ও স্বল্পবাহিরদিয়ায়

১২ই পৌষ (১৩২৫) তারিখে যশোহরের অনেক সত্যানুরাগী ব্যক্তি এই সমাগত ভক্তগোষ্ঠীর সহিত শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমন করিয়া দৌলতপুর-প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে প্রভুপাদ অনেক উপদেশ প্রদান করেন; দৌলতপুর তখন হরিসঙ্কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠে।

১৩ই পৌষ শ্রীল প্রভুপাদ সপরিকরে খুলনায় গমন করেন। তখন সেখানে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের ভবনে এক বেলা এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস কর ভক্তিসিন্ধু মহাশয়ের ভবনে দুই বেলা অবস্থান করিয়া খুলনাবাসী বহু ব্যক্তিকে কৃপা করেন। পরে সেখান হইতে রূপসা-নদী পার হইয়া স্বল্পবাহিরদিয়া-গ্রামে উপস্থিত হন। 'বাহিরদিয়া'-রেলওয়ে-ষ্টেশন হইতে গ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বধামগত নেপালচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। তথায় একটি সভার অধিবেশন হয়। গ্রামস্থ যাবতীয় ভদ্রলোক এবং পারিপার্শ্বিক অনেকগুলি গ্রামের সম্ভ্রান্ত বহু ব্যক্তি প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিবার ও কৃপায় অভিষিক্ত হইবার জন্য সমবেত হন। কেহ কেহ প্রশ্নোত্তরমুখেও প্রভুপাদের নিকট হইতে শুদ্ধভক্তিবিষয়ে অনেক কথা শ্রবণ করেন।

বর্ণাশ্রম ও সদাচার-সম্বন্ধে প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট স্থানীয় অধিবাসী শ্রীপঞ্চানন পাল এম্-এ, বি-এল্ ও টুট্‌পাড়া-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং সদাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে কুতর্ক উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত ও সাত্বত-স্মৃতি হইতে দৈব-বর্ণাশ্রম ও প্রকৃত সদাচারের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একাদশী-দিনে প্রভুপাদ বেদ-পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও বিষ্ণু-বিদ্বেষী

ঐ গ্রামে শুদ্ধ বৈষ্ণব-চরণে ভীষণ অপরাধী দুই ব্যক্তির বাস ছিল। হরিকীর্ত্তনের বন্যা তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাহা হইতে যেন আত্মরক্ষা করিবার জন্যই তাহারা অধিকতর অপরাধের দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করে। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্; ভগবচ্চরণে যে ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে, ভগবৎকৃপায় বা বৈষ্ণবগণের কৃপায় তাহার সেই ভগবদপরাধের ক্ষালন হয়। যেমন ভগবান্ হইতে ভক্ত বড়, তেমন বিষ্ণু-চরণে অপরাধ হইতে বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ অধিকতর গুরুতর ও অমার্জ্জনীয়। যাহারা সেই বৈষ্ণবাপরাধের চরমদণ্ড পাইবার যোগ্য, তাহারা বৈষ্ণবাপরাধ-ক্ষালনের যে একমাত্র পথ—বৈষ্ণব-চরণে ক্ষমা-ভিক্ষা ও প্রপত্তি, সেই পথের দ্বারটিকেও অভিমান ও অধিকতর অপরাধের দ্বারা চির অর্গলরুদ্ধ করিয়া রাখে। ভগবানের চরণে অপরাধ হইলে বৈষ্ণব তাহা ক্ষালন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে স্বয়ং ভগবান্‌ও তাহা ক্ষালন করিবার ভার গ্রহণ করেন না। দুর্ব্বাসা ও অম্বরীষের দৃষ্টান্তে শ্রীমদ্ভাগবত ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। "মহাপ্রভু বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহু নাস্তিক, ভগবানের চরণে অপরাধী বহু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন—'বৈষ্ণব' করিয়াছেন। কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী ব্যক্তিকে বৈষ্ণবতায় দীক্ষিত ও প্রেমিকে পরিণত করিবার আদর্শ আচার্য্য বা বৈষ্ণবের চরিত্রে দৃষ্ট হয় নাই কেন?"—যাঁহারা মনে মনে এরূপ ভ্রান্তমত পোষণ করেন, তাঁহাদের একদেশি-বিচারের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তি-নিরাসের জন্যই জগতে আচার্য্যগণের বিচরণ।

জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব "যত দোষ, নন্দঘোষ"-ন্যায়ের পক্ষপাতী, তাহারা চেতন ও স্বতন্ত্রজীবের ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার জন্য চিরদিনই ভগবান্‌কে দায়ী করিতে অগ্রসর। জীব যে চেতন এবং চেতনতার প্রধানতম স্বাভাবিক ধর্ম্মই যে স্বতন্ত্রতা, সেই কথা বহির্ম্মুখ জীব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। করুণাময় ভগবান্ বা ভগবানের ভক্তগণ কখনও জীবের স্বতন্ত্রতাকে বিনাশ করিয়া জীবকে কাষ্ঠ-পাষাণ-সদৃশ জড়বস্তুতে পরিণত করিবার নিষ্ঠুরতা-প্রদর্শনের পক্ষপাতী নহেন। যাহাদিগকে ভগবান্ চরম দণ্ড দিতে প্রস্তুত এবং যাহারা সেইরূপ দণ্ডে দণ্ডিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবানের প্রেমের রাজ্যে কোন দিনই আসিবার যোগ্য নহে, ভগবানের মায়াশক্তি সেইরূপ দণ্ডযোগ্য অধিকারীর চিত্তে অধিকতর

বৈষ্ণবাপরাধের পাষাণ চাপাইয়া দিয়া মায়ার কারাগারে তাহাদিগকে জন্ম-জন্মান্তর সশ্রম-দণ্ডে দণ্ডিত করিতে করিতে শোধন করিয়া থাকেন। তথাপি ভগবান্ অপরাধীর চেতন-ধর্ম্মে বাধা প্রদান করেন না—চেতনকে অচেতন করেন না, ইহাই তাঁহার পরম করুণা। ইহা দ্বারা ভগবান্ আরও জানান যে, যাহারা চেতনকে অচেতনে পরিণত করিবার সাধনমার্গে ধাবিত বা চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ, তাহাদের মত দুর্গত জীব আর নাই। আচার্য্য বা বৈষ্ণব-চরণে অপরাধী জীব যখন স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের বাণী আচার্য্যের নিকট শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তখন আচার্য্য বা বৈষ্ণব সেই অপরাধীকে ক্ষমা করিলেই তাঁহার নিষ্কৃতি হয়—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

স্বল্পবাহিরদিয়ার নেপালচন্দ্র দত্ত, শিশুপাল দত্ত ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দুই চৌধুরী প্রভৃতি শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা দুই রাত্রি বাস করিয়া পুনরায় দৌলতপুর ও যশোহর হইয়া ৩১শে ডিসেম্বর (১৯১৮) বনগ্রামের শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম।

স্বল্পবাহিরদিয়ায়

গ্রামের দত্তবাবুদের দেবীমণ্ডপে একটি সভার অধিবেশন হইল; বনগ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সেই সভায় যোগদান করেন এবং প্রভুপাদের মুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রসঙ্গ শ্রবণ করেন। উক্ত বনগ্রামের উকীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভুপাদের সারস্বত চতুষ্পাঠীর জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। গুরুর আসনে তাঁহার বসিবার যোগ্যতা আছে মনে করিয়া তিনি প্রভুপাদের সমান আসনে বসিলে হরিপদ বাবু প্রভুপাদের বসিবার জন্য তাড়াতাড়ি তাঁহার গায়ের শালটি পাতিয়া দেন। ইহাতে জ্ঞানেন্দ্র বাবু উল্টা বুঝিলেন। তিনি—'পূর্ব্বে এক আসনে বসা হইয়াছে, এখন উভয়ের ভিন্ন আসন কেন? এ বিষয়ে প্রভুপাদের আপত্তি না থাকিলেও তাঁহার শিষ্যগণ কেন আপত্তি করিতেছেন? গুরু-বৈষ্ণবকে পৃথক্ আসন এবং সাধারণ অবৈষ্ণব ভদ্রলোককে নিম্নতর আসন প্রদত্ত হইলে উক্ত শিষ্যের পক্ষে অমানিত্ব ও মানদত্বের ব্যাঘাত হয় বলিয়া সর্ব্বত্র শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব উভয়কেই তুল্য সামাজিক সম্মান-দানপূর্ব্বক সমন্বয় বা উদারতা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য',—ইত্যাদি বলিয়া কুতর্ক উত্থাপন করিলেন। তদুত্তরে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অনুগমনে কতিপয় শাস্ত্রবিৎ ব্যক্তি শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে চিজ্জড়-সমন্বয়মূলক জাতিসামান্যবাদাক্রান্ত ঐরূপ চিত্তবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা ও ব্যভিচারপরতা খণ্ডন-পূর্ব্বক পারমার্থিক-সম্মান ও সামাজিক-সম্মানের সম্পূর্ণ পার্থক্য এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অনুগমনে 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও ব্যবহার বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন।

১৬ই পৌষ (১৩২৫), ১লা জানুয়ারী (১৯১৯) বনগ্রামে নগর-সঙ্কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তন-মহোৎসবের পর প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। এ সময় কুঞ্জদা' কার্য্যোপলক্ষে দেশে ছিলেন।

ষষ্ঠ-বৈভব

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

"শ্রীচৈতন্যদেবই—বিশ্ববৈষ্ণবরাজ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা। সেই সভার পাত্ররাজ—শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তাঁহার বরেণ্য—শ্রীসনাতনদেব।"

বিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথি নিকটবর্ত্তী হওয়ায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে সেই তিথি-উপলক্ষে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠানের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীপঞ্চমী বা মাঘী শুক্লা পঞ্চমীই শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথি—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে এই কথা জানাইয়াছিলেন। তদনুসারেই বর্ত্তমান জগতে বৈষ্ণব-সমাজের সর্ব্বত্র ঐ তারিখে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-তিথি-পূজার প্রচলন হইয়াছে।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সংস্থাপন

ইত্যবসরে কুঞ্জদা' দেশ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব-তিথি-দিবসে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনঃ সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে হরিকীর্ত্তনমুখে সেই সভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল (৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, ২১শে মাঘ ১৩২৫)। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার নামও 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব'-নামধারী ব্যক্তিগণের অনেকে জানিতেন না। ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৯) তারিখের দৈনিক 'অমৃতবাজার-পত্রিকা'য় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মহোৎসব ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সংস্থাপন-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রচারিত হইয়াছিল,—

On Wednesday last (5th instant) was celebrated with great eclat the Advent Ceremony of Sree Sree Vishnupriya Devi at the Sree Asana (1 Ultadingee Junction Road). The occasion was solemnised by the re-institution of Sree Viswa-Vaishnava-Raj-Sabha as inaugurated by no less a Personage than Sree Jeeva Goswami himself eleven years after the passing of Sree Sree Mahaprabhu and as given a fresh impetus by Sree Bhaktivinode Thakur 33 years ago.

"শ্রীসজ্জনতোষণী" ২১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসপূর্ণ একটি প্রবন্ধ "শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা" শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধার করিলাম,—

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

সম্প্রতি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মবাসরে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে বহু শুদ্ধভক্ত একত্র হইয়া শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা পুনঃ সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই সভা নিত্যকাল অবস্থিত হইলেও প্রপঞ্চে তিনবার অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের একাদশ বর্ষ পরে যখন বিশ্ব অন্ধকার হইতে আরম্ভ হইল, সে-সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডলে ছয়টি পরমোজ্জ্বল তারকা উদিত থাকিয়া গৌরচন্দ্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। এই ছয়টি উজ্জ্বল নক্ষত্র-ব্যতীত শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামী প্রমুখ আরও কতিপয় মহাত্মা সেই গৌরচন্দ্রের শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় শোভমান হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের চতুঃষষ্টি প্রিয়জন শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বাদশটি সখা এই সভার শোভা সংবর্দ্ধন করেন। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভুর নামহট্ট এই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটি মূল স্কন্ধ।

শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেব কলিযুগপাবনাবতারী। তিনি নিজ-ভজন-সম্বন্ধজ্ঞান-শিক্ষক, তিনি ভক্তির অভিধেয়ত্ব-নির্ণয়কারী অবতারী এবং তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রয়োজনাবতারী। সেই গৌরভক্তগণের নামান্তর—চৈতন্যদেব-চরণানুচর। শ্রীচৈতন্যদেবই—বিশ্ববৈষ্ণবরাজ স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহার ভক্তগোষ্ঠী—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা, সেই সভার সভাজন পাত্ররাজ—শ্রীরূপ গোস্বামী এবং তাঁহার বরেণ্য—শ্রীসনাতনদেব। যাঁহারা শ্রীরূপানুগ বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাজন। তাঁহাদের অগ্রণীই শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ দাস গোস্বামী এবং শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ শ্রীমদ্ জীব গোস্বামী। শ্রীগৌরচন্দ্র যে-কালে বিশ্ববাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে অপ্রকট-লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, সেই কালে শ্রীমজ্জীব-প্রভু শ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসনে শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সভার অগ্রণী শ্রীরূপ-সনাতন যাঁহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সভ্যাগ্রণী হন। শ্রীজীব প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যাগ্রণী হইয়া শ্রীরূপের যে অনুশাসন শ্রীসভায় প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকেই 'ভাগবতসন্দর্ভ' বা 'ষট্‌সন্দর্ভ' বলে। শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সভাজনগণ সেই ষট্‌সন্দর্ভকে শ্রীরূপ-সনাতনানুশাসন জানিয়া শ্রীহরিভজন করিয়া থাকেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাগ্রণী শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপানুশাসন শিরে ধারণ-পূর্ব্বক যে বিশুদ্ধ অতিমর্ত্ত্য ভজন-প্রণালী দিয়াছেন, তাহাই শ্রীগৌরভক্তগণের একমাত্র আদরণীয়। শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের অমল শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া রসিকভক্তকুলরাজেন্দ্র শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সেই বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যাগ্রণী ছিলেন। আবার অপ্রাকৃতভক্তকুলমুকুটমণি শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহোদয় সভ্যাগ্রণীর পদে বৈষ্ণবরাজসভার শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-প্রমুখ শুদ্ধভক্তরাজেন্দ্রগণ এই সভায় জ্যোৎস্না বিস্তার করেন। সব সময় তমসাচ্ছন্ন ত্রিভুবনে ত্রিযামার তিমির আধিপত্য করিতে পারে না, সে-জন্যই মধ্যে-মধ্যে আমরা শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্রিকা-স্নাত পরমার্থাকাশে উজ্জ্বল তারকা-সমূহ দর্শন করিয়া থাকি।

বৈষ্ণব-বিশ্বগগনের একটি সমুজ্জ্বল তারকা শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভাকে ৩৯৯ শ্রীচৈতন্যাব্দে পুনরালোকিত করেন। সেই সময়ে কলিকাতা-মহানগরীতে অনেকেই সেই সভায় আলোক পাইয়াছিলেন। সেই আলোক-ফলেই জগতে শ্রীগৌরচন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণ স্নিগ্ধ নয়নের দৃষ্টপটে ইদানীং দেখা যাইতেছে। শারদ জলদ যেরূপ

হঠাৎ গগনে ব্যাপ্ত হইয়া চন্দ্রিকা আবরণ করে, সেইরূপ বিদ্বয়ী অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব-সজ্জায় সমাজে অপ্রাকৃত আলোকের বাধা জন্মায়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজের চরণানুচর শ্রীরূপানুগাগ্রণী আজ চারি বৎসর হইল এই প্রপঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন এবং তাঁহার আলোক মধ্যে-মধ্যে কুহেলিকাবৃত হইতেছে দেখিয়া শ্রীরূপানুগপদোপজীব্য-সম্প্রদায় প্রবল বাত্যার মধ্যে সাবধানে হরিকথালোকের সংরক্ষণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম-পুষ্প শ্রীরূপ-রঘুনাথ-জীব-প্রমুখ আচার্য্যবৃন্দের দ্বারা কলিত হইয়াছিল, শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে প্রেম-পুষ্পের মুকুল জগৎকে দেখাইলেন, তাহা তাঁহার অপ্রকটের পর হইতে কুসুমিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরূপানুগ-গণই সেই কুসুমশোভা ও [illegible]ভি দুর্বৃত্তগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া গৌরপদভৃঙ্গগণের ঘ্রাণের বিষয়ে সহায়তা করিবেন। আমরা এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যমালাকারের প্রেমচেষ্টাসমূহ রসিকভক্তরাজের রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র আদিলীলা নবম পরিচ্ছেদ সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজের আসন সমলঙ্কৃত করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম-সংরক্ষণের কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বিভিন্ন মণ্ডলী

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা বিভিন্ন মণ্ডলীতে বিভক্ত হইয়া প্রচারের বিভিন্ন সেবাভার গ্রহণ করেন। নিম্নে সেই সকল বিভাগের নাম প্রদত্ত হইল,—

বিভাগের নাম	সেবা
১। মানদ-মণ্ডলী	যাঁহারা ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের প্রিয় সেবা-কার্য্য করিবেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবার নির্দ্দেশক যোগ্য সম্মান প্রদান।
২। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রচার-মণ্ডলী	
(ক) নাম-প্রচার-শাখা	বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কার্য্যের জন্য আচার্য্যের আনুগত্যে গমন এবং বক্তৃতা, পাঠ, ব্যাখ্যা, ইষ্টগোষ্ঠী, আলোচনা, দ্বারে-দ্বারে হরিকথা-প্রচার, নগর-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবৎকথা বিস্তার।
(খ) শাস্ত্র-প্রচার-শাখা	সভার পাত্ররাজের আনুগত্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তসম্মত পুস্তিকা, গ্রন্থ প্রভৃতি মুদ্রণ ও প্রকাশ, লুপ্ত-গ্রন্থসমূহ উদ্ধার ও প্রচার।
(গ) শাস্ত্রশিক্ষা-শাখা	নিয়মিতভাবে ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যাপনা ও তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাত্রগণকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া শিক্ষাদান এবং প্রতিবৎসর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাবোৎসব-কালে ভক্তিশাস্ত্রের পরীক্ষা-প্রবর্ত্তন।
৩। জিজ্ঞাসা-মণ্ডলী	কোন ব্যক্তিকে ভগবৎকার্য্যে বা প্রচার-কার্য্যে কিম্বা সঙ্ঘমধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার চরিত্র ও জীবন-সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুধাবন এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তি বুঝিবার জন্য অন্ততঃ তাঁহাকে 'বর্ষ-পরীক্ষা'।

৪। পাষণ্ডদলন-মণ্ডলী	কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় মৎসরতাবশে শুদ্ধভক্তি, শুদ্ধভক্ত বা ভগবানের ব্যক্তিত্বকে কোন প্রকারে আক্রমণ করিলে অর্থাৎ বাস্তবসত্য ভাগবতধর্ম্ম কোন প্রকারে আক্রান্ত হইলে তাহার যথোচিত প্রতিবাদের চেষ্টা। তদ্বিষয়ে বিপক্ষের প্রশ্নের যুক্তি-সঙ্গত উত্তর-প্রদান, পুস্তিকা-প্রকাশ, সাময়িকপত্রে প্রতিবাদ ও সাধারণ্যে তাহার সমালোচনা প্রভৃতি।
৫। উৎসব-মণ্ডলী	ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও অপ্রকট-উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন সেবা-কার্য্যের ভার-গ্রহণ।
৬। ভক্ত্যনুষ্ঠান-মণ্ডলী	আচার্য্যের আনুগত্যে লুপ্ততীর্থ প্রভৃতি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা, বিভিন্ন স্থানে মঠ-মন্দিরাদি প্রচারকেন্দ্র-স্থাপন এবং পূর্ব্ব-স্থাপিত শুদ্ধভক্তি-প্রতিষ্ঠানের সেবা-সংরক্ষণে প্রযত্ন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিয়ামকত্বে এই সভার বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন প্রচারক এক একটি সেবাকার্য্যের ভার লইয়া মণ্ডলী গঠন করিলেন।

সভা প্রথম বৎসরে নিম্নলিখিত কএকখানি গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—

১। **প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর**—ডিমাই ৮ পেজি আকারে প্রায় ৭০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। ইহাতে শ্রীবিগ্রহ, আচার্য্য ও বৈষ্ণব-পূজা, মহাপ্রসাদ, দৈব-বর্ণাশ্রম, ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস, সাত্বতশ্রাদ্ধ ও শ্রীনামতত্ত্ব-সম্বন্ধে ভাগবতধর্ম্ম-বিরোধী প্রতিকূল মতবাদের সমালোচনা আছে।

২। **শ্রীহরিদাস ঠাকুর**—জীবনচরিত্র ও শিক্ষা।

৩। **আদিম নদীয়ার কথা**—খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নদীয়ার ভৌগোলিক সংস্থান ও তৎসম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা।

৪। **প্রাকৃতরস-শতদূষণী**—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ মহোদয়ের প্রণীত একশত কবিতা। অনর্থযুক্ত অপক্ব ব্যক্তিগণের কৃত্রিমভাবে অপ্রাকৃত রসভজনের চেষ্টায় যে-যে দোষ প্রবেশ করিতে পারে, তাহাই ইহাতে বিবৃত এবং তদ্বিষয়ে সতর্কতা-অবলম্বনের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

৫। **শরণাগতি**—(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত) তৃতীয় সংস্করণ।

৬। **মনঃশিক্ষা**—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি-বিরচিত, সংস্কৃত শ্লোক এবং শ্রীমদ্-ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত পদ্যানুবাদ। 'শরণাগতি'র সহিত একত্র প্রকাশিত হয়।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা তখনও তাঁহার কোন নিজস্ব সাময়িক পত্র প্রচার করেন নাই। কেবল শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার মুখপত্ররূপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজ ঠাকুরের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতেছিল। তখন শ্রীসজ্জনতোষণীর একবিংশ বর্ষ চলিতেছিল।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা পুনঃ সংস্থাপিত হইলে প্রথমবর্ষে এইরূপ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল,—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-প্রকট-মহোৎসব—১৬ই ভাদ্র হইতে একমাস-ব্যাপী। ঠিকানা —১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন্-রোড্। পরেশনাথ-মন্দিরের দক্ষিণ। "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন"—এই তিনটিই পরম ধর্ম্ম। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহাই প্রচার করিয়াছেন। জীবের শরীর আছে। সেই শরীর ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত হয়। ভগবৎপ্রসাদের দ্বারা শরীর রক্ষা করাইলে জীবে দয়া করা হয়। প্রসাদ-গ্রহণ-বিষয়ে অপব্যবহার করিলে শরীর পীড়িত হয়, তখন ঔষধি ও পথ্য-প্রসাদ গ্রহণ করাইলে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়।

ভগবান্‌কে ভুলিয়া জীব যথেচ্ছাচারী হইয়াছেন। যে উপদেশ লাভ করিলে তিনি অভিজ্ঞ হইতে পারেন, তাদৃশ হরিজ্ঞান ও হরিশিক্ষা উপদেশ করাইলে জীবে দয়া করা হয়। জীব দয়া পাইলেই নামে রুচিবিশিষ্ট হন।

জীবের দেহ ও মনের দ্বারা শাস্ত্রোক্ত হরিক্রিয়া ও হরিজ্ঞানই দয়ার উপলক্ষণ। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই জীবাত্মার পরম নিত্যধর্ম্ম। উহাই সর্ব্বোত্তম দয়া।

জীবাত্মা দেহ ও মনের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহার নিত্য আত্মধর্ম্মের বিকাশ লাভ করিবে। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পরম যত্নে সেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিশ্ববাসী জীবগণ সকলে আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করুন। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট কার্য্য আর নাই। ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট জ্ঞান আর নাই।

এই বিশ্বজনীন বিরাট্ ব্যাপারের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ সাধুগণের নিকট হইতে শুক্লবিত্তের বা সদ্‌বিত্তের আবশ্যক। সাধু-হৃদয় মহাত্মগণ একত্রে যোগদান করিয়া সজ্জন-সমাজের উপকার করুন। ইহাতেই অর্থের সর্ব্বপ্রকার সদ্‌ব্যবহার হইবে—মানবজীবন সার্থক হইবে। ইহাতে হিংসা নাই, পাপ নাই, অপরাধ নাই ; আছে কেবল—নিজ ও পরোপকার।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপ্রিয়নাথ দেবশর্ম্মা (মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি)
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্-এ)
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ)
শ্রীসভার সম্পাদকত্রয়

সপ্তম-বৈভব

প্রচারাভিযান

" আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার' 'প্রচার,'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥"
—চৈঃ চঃ অঃ ৪।১০২, ১০৩

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসব ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার কএকদিন পরেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন করিলেন। চৈত্রমাসের প্রথমেই (১৩২৫) শ্রীগৌরজন্মোৎসব-তিথি সমাগত হইল। সেই সময় সম্বিদানন্দ ও আমি দুইজনমাত্র কলিকাতা-ভক্তিবিনোদ-আসনে থাকিয়া গেলাম। সম্বিদ্ তখন বার বৎসরের বালক। সেই বৎসর শ্রীধাম-মায়াপুরে ভক্তিশাস্ত্রী-প্রবেশিকা-পরীক্ষা-গ্রহণ সর্ব্ব প্রথম আরম্ভ হইল। *

শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদ

৩রা চৈত্র (১৩২৫), ১৭ই মার্চ্চ (১৯১৯), ২ বিষ্ণু (৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ) সোমবার অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকায় শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইল। সভায় নবদ্বীপের অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পরলোকগত আশুতোষ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত ললিতমোহন কাব্যতীর্থ, রামগোপাল কাব্যতীর্থ, কৃষ্ণমোহন কাব্যতীর্থ, যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ, শৈলেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, যদুনাথ স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত প্রসন্নগোপাল ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত রাজবল্লভ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত অলকেশ্বর চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত তারিণীপদ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত বিনোদবিহারী গোস্বামী, পণ্ডিত বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত বিষ্ণুময় চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কুলিয়া-নবদ্বীপের পণ্ডিত-মণ্ডলী সভায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সাধারণের পক্ষ হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকও উপস্থিত হইয়াছিলেন। যশোহরের উকীল রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বি-এল্, প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত কাশীভূষণ সেন বি-এ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত বিদ্যাভূষণ এম-এ, শ্রীযুত সীতানাথ দাস

শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার অধিবেশন

* ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যতালিকা প্রভৃতি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ, শ্রীহরিদাস নন্দী, শ্রীশ্যামসুন্দর সরকার ভক্তসুহৃদ্, শ্রীমাণিকলাল মুখোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি-ব্যতীত প্রভুপাদের আশ্রিত বহু ভক্ত তাঁহার সহিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শ্রীহরিদাস নন্দী বলিয়াছিলেন যে, প্রসিদ্ধ মানচিত্র-প্রকাশক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর মহাশয়ের সহিত হরিদাস বাবুর আলাপ হয়। তিনি হরিদাস বাবুকে বলিয়াছেন যে, ব্রজমোহন দাসের অঙ্কিত ম্যাপ স্কেল-সঙ্গত হয় নাই এবং তাহাতে অনেক গোঁজামিল ও ভ্রম রহিয়াছে। ঐরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ মানচিত্রে দ্বিজেন্দ্র বাবুর নাম প্রকাশ করায় তিনি দুঃখিত আছেন। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি ঐ সভা-মধ্যেই নিজে লেখাইয়া দিয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রচার করিবার জন্য প্রচারকমণ্ডলীকে অনুরোধ করেন,—

> "কতকগুলি নূতন প্রচারক ভ্রমবশতঃ রামচন্দ্রপুরকে শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ জন্মাইতেছেন, বাস্তবিক-পক্ষে ঐ প্রচারের দ্বারা যাঁহারা সন্দিগ্ধ হইবেন, তাঁহারা শ্রীমায়াপুরের শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভাতে ঐ সন্দেহের বিষয় উপস্থিত করিয়া সন্দেহ নিরসন করিবেন।"
>
> স্বাক্ষর
>
> শ্রীআশুতোষ তর্কভূষণ (মহামহোপাধ্যায়)
>
> ৩ চৈত্র ১৩২৫ সাল

প্রভুপাদের প্রচার-বিজয়

চন্দ্রকোণায়

৫ই বৈশাখ (১৩২৬), ১৮ই এপ্রিল (১৯১৯) কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন হইতে শ্রীল প্রভুপাদ কএকজন ভক্তের সহিত মেদিনীপুর-চন্দ্রকোণায় শ্রীহরিকথা-প্রচারের জন্য গমন করেন। তথায় শ্রীধরজীর মন্দিরে একটি সভা আহূত হইয়াছিল। প্রভুপাদ সেই সভায় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রভুপাদের উপদেশ-শ্রবণের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। চন্দ্রকোণা যাইবার সময় ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ানগুলি জীর্ণ-শীর্ণ ঘোড়াগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে করিতে আট দশ মাইল পথ লইয়া যাইত। ইহা দেখিয়া প্রভুপাদ খুব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং এই নৃশংস-ব্যাপারের বিরুদ্ধে স্থানীয় ভদ্রলোকগণকে তীব্র আন্দোলন করিতে বলিয়াছিলেন।

রামজীবনপুরে

পরদিন প্রাতঃকালে প্রভুপাদ অনুগামী ভক্তগণের সহিত রামজীবনপুর-সহরে শুভ বিজয় করেন। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে লইয়া যান। ব্রাহ্মণকুল-ভূষণ শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ রায়

ভক্তিস্হরি মহাশয়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় রামজীবনপুরে দুই দিন প্রভুপাদের অবিরাম হরিকথা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীপতিচরণ রায় ভক্তিস্হরি মহাশয় পরলোকগত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের সম্বন্ধী ছিলেন। তিনি সেই সময় প্রভুপাদের নিকট পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত হন। রবিবারে নগর-সঙ্কীর্ত্তন হয়। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন ভক্তিসুহৃদ্ মহাশয়ের ভবনে প্রভুপাদ দৈব-বর্ণাশ্রম-স্বীকারের উপযোগিতা এবং শরণাগতের আনুকূল্যের সঙ্কল্প-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-মন্দিরে প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে রামজীবনপুর-'শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন' সংস্থাপিত হইল। শ্রীপতি বাবুরই আগ্রহাতিশয্যে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম পাইকমাজিটা-নিবাসী শ্রীযুত মাণিকলাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহারই শিষ্য শ্রীগয়ারাম ঘোষ ভক্তিসুহৃদ্ মহাশয়ের বিশেষ প্রার্থনায় পূর্ব্বে একরাত্রি শ্রীল প্রভুপাদ চন্দ্রকোণায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদের উপদেশ

কলিকাতায় ফিরিবার পথে কুঞ্জদা'র সহিত গাড়ীতে আমাদের পরিচিত কোন ভক্ত বাদানুবাদ করিবার চেষ্টা করিলে প্রভুপাদ গাড়ীতে বসিয়াই সেই ভক্তকে উপদেশ-প্রদান-মুখে অনেক শিক্ষাদান করেন এবং প্রতিকূল সঙ্গ যে কৃষ্ণভক্তের বর্জ্জনীয়, ইহা বিশেষভাবে বলেন। এই সময় 'শরণাগতি'র—

"সখীস্থলী নাহি হেরি নয়নে।
দেখিলে শৈব্যাকে পড়য়ে মনে॥
যে যে প্রতিকূল চন্দ্রার সখী।
প্রাণে দুখ পাই তাহারে দেখি॥
রাধিকা-কুঞ্জ আঁধার করি'।
লইতে চাহে সে রাধার হরি॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ মিলন-সুখ।
প্রতিকূল-জন না হেরি মুখ॥
রাধা-প্রতিকূল যতেক জন।
সম্ভাষণে কভু না হয় মন॥
ভকতিবিনোদ শ্রীরাধা-চরণে।
স'পেছে পরাণ অতীব যতনে॥"

প্রভৃতি পদগুলি প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন; প্রভুপাদ আরও বলিলেন,—'সমস্ত শরণাগতির মধ্যে "ছোড়ত পুরুষ-অভিমান," "আমিত স্বানন্দসুখদবাসী," "রাধাকুণ্ডতট কুঞ্জকুটীর" প্রভৃতি কএকটি কেবল সাধ্যভক্তির গান-ব্যতীত আর সকলই সাধনভক্তির উপযোগী গান।'

যশোহর ও খুলনায় নামহট্ট

পুরী হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রভুপাদ বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ যশোহর ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে হরিকথা-প্রচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই অহোরাত্র হরিকথা-কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা, অনুসন্ধিৎসুগণের প্রশ্নের উত্তর-প্রদান এবং ভিন্ন ভিন্ন দিনে নগর-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

যশোহরে

প্রভুপাদ সর্ব্বপ্রথমে **যশোহর-সহরে** শুভবিজয় করেন। রায়বাহাদুর রাধিকাচরণ দত্ত বেদান্তভূষণ মহাশয়ের ভবনে ২৫শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই সভায় প্রভুপাদ "বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ও দীক্ষাতত্ত্ব"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। কএকজন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদকে বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; প্রভুপাদের উত্তরে তাঁহারা সংশয়-রহিত হন। এই সময় প্রভুপাদের প্রচার্য্যের মধ্যে দৈব-বর্ণাশ্রম ও দীক্ষাবিধি-সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হইত। যশোহরের বহু উকীল, স্থানীয় জেলা-বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান পরলোকগত বিজয়কৃষ্ণ মিত্র বি-এল্, শান্তিপুর-নিবাসী পরলোকগত রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য গভর্ণমেণ্ট জিলা-স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, বি-টি প্রভৃতি অনেকেই প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

দৌলতপুরে

২৬শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) প্রভুপাদ সপরিকরে **দৌলতপুর-প্রপন্নাশ্রমে** শ্রীযুত বনমালী দাস অধিকারীর ভবনে শুভবিজয় করিয়া তথাকার জনসাধারণকে যুগধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করেন।

লোহাগড়ায়

২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত **লোহাগড়ায়** শ্রীযুক্ত বনমালী দাস মহাশয়ের স্বদেশস্থ ভবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে দুই দিন গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রভুপাদের আদেশে ভক্তগণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রথম দিন বনমালী বাবুর বাড়ীতেই প্রভুপাদ সমস্ত দিন ব্যাপিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। যশোহর-সম্মিলনী-স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পার্শ্ববর্ত্তী জয়পুর-গ্রামনিবাসী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় প্রমুখ স্থানীয় শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রভুপাদের ইচ্ছায় কুঞ্জদা' ও গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ঐ সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। উপসংহারে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভিভাষণে বৈষ্ণবধর্ম্মই যে জীবের একমাত্র

নিত্য ও সনাতনধর্ম্ম এবং জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম সেই সনাতনধর্ম্মের যতটা অনুকূল, ততটাই তাহাদের নিত্যের দিকে গতি, নতুবা তাহারা নৈমিত্তিক, ইহা বহু শাস্ত্র-প্রমাণ ও সাধারণ-যুক্তি-দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস প্রাতে স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার মতিলাল সরকার মহাশয়দের বাড়ীতে প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক শুভবিজয় করিয়াছিলেন।

এখানে প্রভুপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অসুরমোহন-মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী মল্লিকপুরগ্রাম-নিবাসী নবদ্বীপ-প্রবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত-পণ্ডিত পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় সরকার-বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। সংস্কৃত-কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ (পরে পি-এইচ্-ডি) প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের অসুরমোহন-বিচারের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যেরূপভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া অধ্যাপক সরকার মহাশয় সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি পণ্ডিত যোগেন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে প্রভুপাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে বলেন; কিন্তু স্মৃতিতীর্থ মহাশয় প্রভুপাদের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিয়া তাঁহার (প্রভুপাদের) বিচারের বিরুদ্ধে বলিবার অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন। তৎপরে প্রভুপাদ স্থানীয় হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক মহাশয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধে প্রভু ও মহাপ্রভু

ঐ দিনই (২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সাল) অপরাহ্নে স্থানীয় হাই স্কুলে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রভুপাদের আদেশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ বি-এ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ "জীবের কল্যাণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভাপতির অভিভাষণে প্রভুপাদও উক্ত বিষয়ে একটি সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎপরমানন্দ ব্রহ্মচারীজীর ভবনে

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬) প্রভুপাদ সপরিকরে লোহাগড়া হইতে বিনোদ-নগরে আসিয়া শ্রীযুত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ভবনে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণ করেন। নবগঙ্গা-নদীর অপর পার হইতে পাট্না-কলেজের পরলোকগত অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ মহাশয় বিনোদ-নগরে আসিয়া প্রভুপাদকে দর্শন এবং হরিকথা শ্রবণ করেন। ঐ দিবস কচুবাড়িয়া-গ্রামের জমিদার স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুপাদকে যথোচিত সম্মান করিয়া হরিকথা শ্রবণানন্তর মহাপ্রসাদসম্মান-পূর্ব্বক লোকশিক্ষার আদর্শ প্রদর্শন করেন। শ্রীপাদ পরমানন্দপ্রভুর ভবনটি ইতঃপূর্ব্বে নিকটবর্ত্তী প্রাচীন পরিখার বনজঙ্গলজাত দংশকীট-সমূহের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়,—শ্রীল প্রভুপাদের শুভাগমন-দিবস হইতেই তথায় উক্ত দংশকীটসমূহের দৌরাত্ম্য আর দৃষ্ট হয় নাই।

নল্‌দিতে

২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬), ১২ই জুন (১৯১৯) সন্ধ্যাকালে শ্রীল প্রভুপাদ **নল্‌দি-**
গ্রামে পরলোকগত হীরালাল গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটি
অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের
আদেশে 'গুরুতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তের পার্থক্য-
সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করেন।

নল্‌দি-নিবাসী অধুনা শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত নিত্যানন্দ-
দাস ব্রজবাসী মহাশয় (অধুনা শ্রীনিত্যানন্দ-দাস সেবাকোবিদ) সপরিকর প্রভুপাদের যাবতীয়
ভিক্ষার ব্যয় বহন করেন। হীরালাল গোস্বামী মহাশয়ও প্রভুপাদকে গুরুবৎ সম্মান করিয়া
ভিক্ষা দিয়াছিলেন।

শ্রীমৎকুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ-ভবনে

৩০শে ও ৩১শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬), ১৩ই ও ১৪ই জুন (১৯১৯) যশোহর-জেলার **চাঁচুরি-**
পুরুলিয়া-গ্রামে শ্রীল প্রভুপাদ অবস্থান করেন। এই স্থান মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক
শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুর জন্মভূমি। প্রভুপাদ কুঞ্জদা'র ভবনে সপরিকরে ভিক্ষা
করিয়াছিলেন এবং লোকনাথ দাস অধিকারী মহাশয়ের ভবনেও আর একদিন ভিক্ষা করেন।
পরলোকগত রামনারায়ণ দাস-নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহেও সপরিকর প্রভুপাদ একদিন
কৃপা-পূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কুঞ্জদা'র পতনোন্মুখ কুটীর দেখিয়া প্রভুপাদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এইরূপ
লোকের হৃদয়ে এত উৎসাহ, ভগবানের জন্য সর্ব্বোত্তম মন্দির, ভগবদ্ভক্তের জন্য উত্তম স্থান
এবং প্রচার-প্রতিষ্ঠানের বিপুল কেন্দ্র-নির্ম্মাণের জন্য এত তীব্র হার্দ্দ-
আবেগ ! যে নিজে পতনোন্মুখ কুটীর-বাসী, তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের ও
ভগবদ্ভক্তের সর্ব্বোত্তম সেবা-নিকেতন-নির্ম্মাণের জন্য কিরূপে এত অগ্নিময়ী প্রেরণা ও স্পৃহা
থাকিতে পারে ! ইহা দেখিয়া প্রভুপাদের যুগপৎ অশেষ বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও কৃপার উদয় হইল।

বিদ্যাভূষণের হৃদয়

প্রভুপাদের সঙ্গে প্রায় বিশ-বাইশ জন ভক্ত ছিলেন। শোলপুর-ষ্টেশন হইতে প্রায়
দুই মাইল দূরে চাঁচুরি-পুরুলিয়া। পুরুলিয়া হইতে ফিরিয়া নদী পার হইয়া শোলপুর-ষ্টেশনে
ফিরিবার পথে রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহ হইতে জনৈকা অতি দরিদ্রা মহিলা প্রভুপাদের
সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া একটি পয়সা ও চারিটি পাতিলেবু ভিক্ষা দিবার
জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। সেই দরিদ্রা মহিলাটির ভিক্ষার উপকরণ এত অল্প ও
নগণ্য বলিয়া প্রভুপাদের সঙ্গিগণের মধ্যে কেহই সেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে
স্বীকৃত হন নাই বা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ঐ দরিদ্রার কুটীর হইতে অনেকটা পথ
অতিক্রম করিবার পর যে-মুহূর্ত্তে প্রভুপাদ জানিতে পারিলেন যে, ঐরূপ একটি দরিদ্রা স্ত্রীলোক

সন্ন্যাসীর ভিক্ষার আদর্শ শিক্ষাদান

তাঁহাকে যৎসামান্য ভিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন, অমনি প্রভুপাদ ঐ দরিদ্রার কুটীরের দিকে পুনরায় ফিরিয়া গেলেন এবং সেই ভিক্ষা স্বীকার-পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর পঞ্চবিধ-ভৈক্ষ্যের অন্যতম অযাচিত-ভৈক্ষ্য স্বীকার করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে প্রভুপাদ মাধুকরী ভিক্ষা, অসংক্লিপ্ত ভিক্ষা, অযাচিত ভিক্ষা, প্রাক্প্রণীত ভিক্ষা ও তাৎকালিক প্রাপ্ত ভিক্ষার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। *

চাঁচুরি-পুরুলিয়াতে কএকদিনই শ্রীল প্রভুপাদ দৈব-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। লৌকিক-গোস্বামি-··ন্ধারিগণের বার্ষিক-মাত্র আদায় করিবার জন্য শিষ্য-গৃহে আগমন এবং পদধৌত-জল-প্রদানের প্রত্যক্ষ আদর্শ-দর্শনে প্রভুপাদ আমাকে "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর" পদটি কীর্ত্তনার্থ আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং তাহা ব্যাখ্যা করিলেন।

কুঞ্জদা'র চিরকালই স্বগ্রামবাসিগণের প্রতি অত্যধিক কৃপা ও উপচিকীর্ষা-বশতঃ স্থানীয় অধিবাসী কএকটি সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি সদ্গুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। লোহাগড়ার শ্রীবনমালী বাবু, স্বধামগত শ্রীপাদ সনাতন ব্রহ্মচারী, ধানবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ করেন।

খুলনা ও দৌলতপুরে

৩২শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৬), ১৫ই জুন (১৯১৯) **খুলনা-সহরে** শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া একটি বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করিয়াছিল। আর্য্য-ধর্ম্মরক্ষণী-সভার মণ্ডপে প্রভুপাদ প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল 'বেদান্ত'-সম্বন্ধে লোকের ভ্রান্ত-ধারণা ও বর্ত্তমানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের দুরবস্থা-বিষয়ে একটি মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

রায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল রাহা বাহাদুর, স্থানীয় দ্বিতীয় মুন্সেফ, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, বহু উকীল, শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শ্রীসত্যানন্দজী প্রমুখ বহু ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। চন্দনীমহল-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গোপেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সেই সময় শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভুর দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পরিচিত হন। তিনি প্রায় সতের-আঠার বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নযোগে সন্ন্যাসি-বেষী প্রভুপাদের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া দুরারোগ্য ভীষণ রাজযক্ষ্মা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল-মধ্যে কএকবার তিনি পিতাকে সঙ্গে করিয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সঙ্কল্প করিলেও নানা কারণে সফলকাম হন নাই। পর দিবস ১লা আষাঢ় (১৩২৬), ১৬ই জুন (১৯১৯) শ্রীল প্রভুপাদ **দৌলতপুর-প্রপন্নাশ্রমে** হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

* মাধুকরমসংক্লিপ্তং প্রাক্প্রণীতমযাচিতম্।
তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্। —গৌঃ ১১শঃ ২৩ সং 'মাধুকর ভৈক্ষ্য' প্রবন্ধ দ্রঃ।

অষ্টম-বৈভব

গোদ্রুমে বিরহোৎসব ও সমাধি-মন্দির-প্রতিষ্ঠা

ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্ম-মাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥
—চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৮১,৮২

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥
আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।"

শ্রীভক্তিবিনোদ-অর্চ্চা-প্রতিষ্ঠা

বাঙ্গালা ১৩২৬, ১২ই আষাঢ় হইতে ১৫ই আষাঢ়; ইংরাজী ১৯১৯, ২৭শে জুন হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত চারি দিন শ্রীধাম-নবদ্বীপ-গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চম বার্ষিক এবং তাঁহার প্রিয় সেবক গোলোকগত শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের চতুর্থ বার্ষিক অপ্রকট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার সমাধি-মন্দিরে সংস্থাপিত হইলেন। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের বিরহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার গয়ারাম ভক্তিসুহৃদ্ মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই কীর্ত্তন-মহোৎসবের কএকদিন গোদ্রুমে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা এবং আচার্য্যের অর্চ্চামূর্ত্তি ও আচার্য্য-পূজা-সম্বন্ধে সমবেত বহু সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট সাত্বত-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও পূর্ব্ব মহাজনগণের আদর্শের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীঅর্চ্চা-প্রতিষ্ঠা ও বিরহোৎসবের দিন নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ-প্রমুখ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই ঠাকুরের রচিত "শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত"-গ্রন্থ এক একখানি উপহার দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত কুঞ্জদা', পরমানন্দ প্রভু, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-মহোৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান

শ্রীল প্রভুপাদ এই সময় কলিকাতা-মহানগরীতে বিশেষভাবে হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এক সময় কলিকাতার অধিবাসিগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"হে কলিকাতা-মহানগর-নিবাসি ভাই সকল! তোমরা ধন্য; তোমরা যেখানে বাস করিতেছ, সেই কলিকাতার একাংশ বলিলেও হয়, বরাহনগর-গ্রাম। যেখানে গৌর-লীলা, সে-স্থান সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবন। হে কলিকাতাবাসি ভক্তগণ! কবে আমরা একত্রে শ্যাম-মঞ্জরীর চিন্ময়কুঞ্জে কৃষ্ণকীর্ত্তনে মগ্ন হইব? আমরা আঁচলের স্বর্ণ ছাড়িয়া স্বর্ণান্বেষণে দেশ-বিদেশে বেড়াই—ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য কথা কেন ভুলিয়া যাই? তিনি লিখিয়াছেন,—"এ গৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তাঁ'র হয় ব্রজপুরে বাস।" ভাই সব! এই কথাটিতে তাৎপর্য্য-সমুদ্র আছে। ইহা তোমরা একটু প্রণিধান-পূর্ব্বক বিবেচনা কর। ব্রজপুরী প্রকট ও অপ্রকটরূপে নিত্যলীলাধাম। কৃষ্ণ যখন গৌরাঙ্গ হইলেন, তখন সঙ্গে-সঙ্গে নিজ-ধামকে এই গৌড়দেশে আনিলেন। যেখানে যে-রসের যে-ভক্তের সহিত সেই শচীনন্দন কৃষ্ণের যে লীলা হইয়াছে, সেই স্থানটীই ব্রজখণ্ড অর্থাৎ সেই লীলা-পীঠ—সমস্তই চিন্ময়। গৌড়মণ্ডল যে এক সংলগ্নভূমি, তাহা নয়, বাহ্যে অসংলগ্ন-রূপে রহিয়াছে। ষোলক্রোশ নবদ্বীপ প্রভুর বাল্যলীলা-স্থান। ব্রজের মধ্যে যে বৃন্দাবন, তাহাই অখণ্ডভাবে নব দ্বীপে নবদ্বীপ। মধ্যে শ্রীগোকুল শ্রীমায়াপুর। সখীদিগের পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জ সেই সেই স্থানে—যথায় সেই সেই সখীর সেবা শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীবরাহ-নগর গৌড়-মণ্ডলের সেই অংশ, যেখানে শ্যাম-মঞ্জরীর কুঞ্জে শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপী রাধাকৃষ্ণের সেবা হয়।"

এই সময়ে প্রভুপাদের হৃদয় জগতে ভগবানের পার্ষদবর্গের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্মুখে স্থাপন-পূর্ব্বক শিক্ষা-প্রচারের জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অতিমর্ত্ত্য ভগবৎ-পার্ষদ-

জগতের তদানীন্তন অবস্থা

গণের চরিত্রের কথা ভুলিয়া আমরা এক সময়ে বীর-পূজক, নায়ক-পূজক প্রভৃতি হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই যুগের পরে আবার অতিমানব-বাদ ও থিওসফির পিশাচী আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছিল। ঐ সকল অবতারবাদের যুগে অবৈধ মনোধর্ম্মোন্মত্ততা শিক্ষিত মানবগণের মেধাকেও গ্রাস করিয়াছিল; আবার তাহার পরে রাজনৈতিক সাম্যবাদের যে বিশ্বগ্রাসী অগ্নি সমগ্র জগতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহার তাপ ভারতীয় ধর্ম্মের কঙ্কালকেও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতে একশ্রেণীর মানব মৌখিক ও সামাজিক-ধর্ম্ম-স্বীকার এবং আর এক শ্রেণী সেই মৌখিকতাটুকুকেও বর্জ্জন করিয়া প্রচ্ছন্ন নাস্তিক সাজিয়াছিল।

এই নাস্তিকতা উনবিংশ শতাব্দীর স্পষ্ট-নাস্তিকতা হইতেও অধিকতর বৈজ্ঞানিক কপটতার বহুরূপে সজ্জিত হইয়া সমগ্র মানবজাতিকে একটি সংক্রামক মোহ-মহামারী-রূপে আক্রমণ করিয়াছিল।

এরূপ একযুগে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং ভগবানের জয়ন্তী এবং ভগবৎপার্ষদগণের ভুবনমঙ্গলময় আবির্ভাব-সমূহের বিশেষ বিশেষ তিথিতে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে হরিকীর্ত্তনবন্যা অবতীর্ণ করাইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক হইলেন।

'হরিকীর্ত্তন' বলিতে বিকৃত আদর্শ-সমূহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ত্তমান যুগে মানব-সমূহের কর্ণে যে মন্ত্রবীজ প্রদান করিয়াছে, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ অতিমর্ত্ত্য রাজ্যের শব্দাবতারকেই প্রভুপাদ এই গ্রাম্য-কোলাহলমত্ত জগতে অবতীর্ণ করাইলেন এবং প্রকৃত বিদ্বান্ ভগবৎসেবা-নিষ্ণাত মুক্তপুরুষগণ কীর্ত্তনের যে রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধ অর্থের অনুভব ও অপরিহার্য্য-প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তাহাই পুনরায় কলিকাতা-মহানগরীতে আবিষ্কার করিলেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা-আবিষ্কারের পর প্রভুপাদ পরিব্রাজকের আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে ভক্তমণ্ডলীসহ বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

চাতুর্ম্মাস্য-কালে কীর্ত্তনোৎসব

চাতুর্ম্মাস্যকালে সন্ন্যাসিগণের স্থান-বিশেষে চারিমাস অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীহরিকীর্ত্তনের যে বিধি শাস্ত্রে ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদর্শে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণে প্রভুপাদ পরিব্রাজকের বেশে স্থানে-স্থানে নামহট্ট-প্রকাশ-ব্যতীত ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ করিয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে দীর্ঘকালব্যাপী হরিকথা-প্রচারেরও ব্যবস্থা করিলেন। তদনুসারে প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরেই বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের ১লা ভাদ্র সোমবার জন্মাষ্টমী দিবস হইতে ২২শে ভাদ্র পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তনের সুব্যবস্থা করিলেন। এই তিন সপ্তাহব্যাপী উৎসব-কালে প্রভুপাদ স্বয়ং প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও বেদান্তশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উৎসব-কালে গ্রন্থ এবং পুস্তিকাকারে মহাজনগণের শিক্ষা ও রচনা-সমূহ মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে বিতরিত হইতে আরম্ভ হইল।

কুঞ্জদা' তখনও বসোরায় যান নাই, তিনি কলিকাতায় থাকা-কালেই এই উৎসবের প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। এই বৎসর সৌরমতে ১৮ই ভাদ্র তারিখ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-দিবস নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ঐ তারিখে (বঙ্গাব্দ ১৩২৬, ১৮ই ভাদ্র; ১৯১৯, ৪ঠা সেপ্টেম্বর; ২৪শে হৃষীকেশ, ৪৩৩ গৌরাব্দ বৃহস্পতিবার শুক্লা নবমী) শ্রীভক্তিবিনোদ-স্মৃতিসংরক্ষণ-সমিতির উদ্যোগে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনেরই (১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোড, কলিকাতা) সন্নিকটস্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দিরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্-এ, পি-আর-এস্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় মঃ মঃ অজিতনাথ ন্যায়রত্ন; রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল, ভক্তিভূষণ; মঃ মঃ ডাঃ

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্-এ, পি-এইচ্-ডি; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি প্রভৃতি অনেকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথা বলিয়াছিলেন।

'রাজর্ষি' ব্রজেন্দ্রকুমার

ফরিদপুর পালং-এর নিকটবর্ত্তী ডোম্সার-গ্রামের অধিবাসী কলিকাতা-হাটখোলা-প্রবাসী জমিদার রাজর্ষি ব্রজেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহাশয়ের চেষ্টায় শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-মহামহোৎসবের সেবার আনুকূল্য করিতে স্বীকৃত হন। তিনি কলিকাতা আম্ড়াতলার চাউল-ব্যবসায়ী অমরচাঁদ মাধোজী কোম্পানী ম্যানেজার জ্যেঠাবাবুর দ্বারা ত্রিশ মণ চাউল এবং স্বয়ং একশত এক টাকা ভিক্ষা দেন।

আমি ইংরাজী ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ন্যূনাধিক ছয় মাস বীডনষ্ট্রীট্ পোষ্টাফিসে unpaid probationer রূপে কাজ করি। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় শীঘ্রই আমি অপরের অধীনতায় কার্য্যভার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। প্রভুপাদের আদর্শ দেখিয়া আমার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল,—অবিবাহিতজীবনে একমাত্র আচার্য্য-সেবাই অনুক্ষণ কৃত্য।

প্রাকৃত সামাজিকতা ও পরমার্থ

মার্চ্চের শেষ কি এপ্রিল-মাসের প্রথম ভাগে একদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সামাজিক বিচারে আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি বিনীত বাক্যে উহাতে স্বীয় অসমর্থতা জানাইলাম। আমি বলিলাম,—'আমি সামাজিক বিচারে কাহারও গৃহের কোন দ্রব্য গ্রহণ করা পারমার্থিক-বিচার-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি এবং তাহা করিতে না পারিয়া দুঃখিত।' শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম্, আর, এ, এস্ মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহাধ্যায়ী ও সামাজিক বন্ধু। অমূল্য বাবু ললিতা বাবুর নিকট আমার সম্বন্ধে অভিযোগ ও অনুযোগ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইলেও একদিন রামবাগানের ভক্তিভবনে আমার ঐ প্রসঙ্গ কথায় কথায় উত্থাপিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ আমার আচরণ সমর্থন করিলেন। শ্রীযুত কুঞ্জদা' তথায় উপস্থিত ছিলেন। ক্রমশঃ আমি লক্ষ্য করিতে থাকিলাম,—রামবাগানের ভক্তিভবনের কোন কোন ব্যক্তির বিচারের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের হরিসেবাময় বিচারের ভেদ হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কোন প্রকার মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে অর্থাৎ মাটিয়া-সম্বন্ধে সম্বন্ধ-যুক্ত-জ্ঞানে দর্শন বা কীর্ত্তন করিতে আমরা কোনদিনই শ্রীল প্রভুপাদকে দেখি নাই বা শুনি নাই। যখনই কেহ সামাজিক বিচারের গণ্ডিতে অতিমর্ত্ত্য গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে আবদ্ধ করিবার কোন বাক্য বলিয়াছেন, অমনি সিংহ-হুঙ্কারে প্রভুপাদ তাহা নিরাস করিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবন্ত আদর্শের মধ্যে সকলেই অসংখ্যবার লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

নবম-বৈভব

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন ও প্রচার

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অনেকদিন হইতে শুদ্ধভজন-শিক্ষা-মন্দিরের অভাব যারপর নাই অনুভব করিতেছেন। * * * তাই এইবার কতিপয় শুদ্ধভক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ-প্রেরণায় নানা বাধা অতিক্রম করিয়া প্রকৃত গৌর-শিক্ষার আসন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।"—'আসনের কথা,' শ্রীসজ্জনতোষণী

গোদ্রুম, শ্রীমায়াপুর ও কলিকাতায়

বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে, ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যেরূপ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন সংস্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীধাম-নবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুম-দ্বীপে শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে ও শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দিরে শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসন সংস্থাপিত * হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল ভজনশিক্ষা প্রচারিত হইতেছিল। 'শ্রীসজ্জনতোষণী' উনবিংশ খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ "আসনের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-আসনের উদ্দেশ্য ও সেবা-প্রণালীর কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

দৌলতপুরে

বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ১৯শে মে রবিবার শ্রীল প্রভুপাদ দৌলতপুর-প্রপন্নাশ্রমে 'শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন' সংস্থাপন করেন। প্রভুপাদ তথায় বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দের সহিত শুভবিজয় করিয়া ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৩২৫), ১৮ই মে (১৯১৮) শনিবার হইতে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ২৭শে মে সোমবার পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভক্ত শ্রীল প্রভুপাদ ইহার পরে নীলাচলের পথে সাউরী-প্রপন্নাশ্রম হইয়া ময়ূরভঞ্জ-ষ্টেটের কৃয়ামারা-নামক স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৩২৫) শেষভাগে, জুন মাসের (১৯১৮) দ্বিতীয় সপ্তাহে 'কৃয়ামারা-শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-আসন' স্থাপন করেন।

কৃয়ামারা, রামজীবনপুর ও পুরুলিয়ায়

১৩২৬ সালের ৫ই বৈশাখ, ১৯১৯ সালের ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার গুড়-ফ্রাইডের দিন বহু ভক্তের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসন হইতে যখন শ্রীরামজীবনপুরে গমন করেন, তখন স্থানীয় শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দিরে ৭ই বৈশাখ (১৩২৬), ২০শে এপ্রিল (১৯১৯) রবিবার দিবস সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীল প্রভুপাদ 'রামজীবনপুর-শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন' সংস্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত-যশোহর জিলার পুরুলিয়া গ্রামেও 'শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন' সংস্থাপিত হয়। শ্রীল রূপ

* সঃ তোঃ ১৯খঃ ১সং ৩১পৃঃ

ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের শিক্ষা এবং আচারের অনুশীলনই শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ-আসনসমূহের ঐকান্তিক কৃত্যরূপে শ্রীল প্রভুপাদ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীসারস্বত আসন ও শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে নিম্নলিখিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের আসন স্থাপিত হইয়াছিল—(১) সাহিত্যাসন, (২) ঐতিহ্যাসন, (৩) সম্প্রদায়বৈভবাসন, (৪) ভক্তিশাস্ত্রাসন, (৫) তত্ত্বশাস্ত্রাসন, (৬) বেদান্তাসন ও (৭) একায়নাসন।

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে নামহট্ট

পরিব্রাজক-বিপণি

বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের ১৭ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৯১৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৩, ২৪পদ্মনাভ শনিবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি বিজয়া দশমীর দিন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কতিপয় পাত্রের সহিত কলিকাতা-শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন হইতে নদীয়া, পাবনা ও পূর্ব্ববঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীনাম-প্রচার-উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জদা', ভক্তিসিন্ধু শ্রীবিষ্ণু বাবু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন, শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রমুখ আমরা পঁচিশ মূর্ত্তি প্রভুপাদের অনুগমন করি।

পূর্ব্ববঙ্গের ঝড়

পূর্ব্ববঙ্গে ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে বহু লোকের প্রাণ ও ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। নদীতে যে-সকল জলযান ছিল, তাহা অধিকাংশই বিনষ্ট ও ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। ঝড়ের পর কএকদিন যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গের কএকটি নদীর মধ্য দিয়া মৃতদেহের প্রবাহ চলিয়াছিল এবং পূতিগন্ধে জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। শারদীয়া পূজার কএকদিন-মাত্র পূর্ব্বে ঐ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। অনেকে পূজার অবকাশ পাইয়া নানাপ্রকার দ্রব্যাদির সহিত প্রিয়জনের দর্শনের আশায় নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে চলিয়াছিলেন, কেহ বা বাৎসরিক পর্ব্বের নানাপ্রকার উপকরণ ও উপঢৌকন লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কত শিশু মাতৃক্রোড়ে সুখে ও নিশ্চিন্তে শায়িত হইয়া স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে যাইতেছিল, বিভিন্ন স্থানে মহামায়ার আগমনী গান ও উৎসবের আয়োজন চলিতেছিল, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এক প্রবল ঝটিকা সারা-রাত্র প্রবাহিত হইয়া লোকের সমস্ত আশা-ভরসা, আমোদ-আহ্লাদ হরণ করিয়া লইল। হাসির স্থানে বিষাদ ও কারুণ্যের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। যখন এইরূপ আকস্মিক বিপদ্ ও বিষাদের ঘন-ঘটা পূর্ব্ববঙ্গের সকলের হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ই প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের বাণী—"তত্তেঽনুকম্পাং" * শ্লোক গান করিবার উপযুক্ত অবসর

* "তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"
—ভাঃ ১০।১৪।৮

বিচার করিলেন। যে-দিন হনুমান, ভীম বা বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জন্ম-তিথি, সেই বিজয়া দশমীতিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথায় দিগ্বিজয় করিবার জন্য উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গাভিমুখে বহির্গত হইলেন।

দামুরহুদায়

আমরা দর্শনা-ষ্টেশন (ই-বি-আর) হইয়া দামুরহুদা গেলাম। এই স্থান নদীয়া-জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় অবস্থিত। ১৮ই আশ্বিন (১৩২৬), ৫ই অক্টোবর, (১৯১৯) রবিবার দামুরহুদা ও কুষ্টিয়া উভয় স্থানেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিবেশনের ব্যবস্থা হইল। প্রভুপাদ দামুরহুদায় কএকজন ভক্তসমভিব্যাহারে নগর-সঙ্কীর্ত্তন এবং সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কএকজন গোস্বামি-সন্তান, স্থানীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও স্থানীয় অধিবাসী অঘোরনাথ মজুমদার মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় হরিসভার মণ্ডপে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইল। প্রায় আটশত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে প্রভুপাদের রচিত **"প্রাকৃতরস-শতদূষণী"** পুস্তকখানি বিতরিত এবং সুর-তাল-যোজনা-পূর্ব্বক গীত হয়। প্রভুপাদ 'সম্বন্ধ'-তত্ত্বের কথা উপদেশ দিয়া পরে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে 'অভিধেয়'-রূপে স্থাপন করেন। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীআচার্য্যদাস ও আমি—সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে প্রভুপাদেরই নিকট হইতে শ্রুতবাণী কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। সভা ভঙ্গ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে আমরা কুষ্টিয়া যাত্রা করিলাম।

কুষ্টিয়ায়

ঐ দিনই কুষ্টিয়ায়ও পণ্ডিত শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কএকজন ভক্ত নগর-সংকীর্ত্তন এবং সন্ধ্যাকালে স্থানীয় শ্রীগোপীনাথ-জীউর নাট্য-মন্দিরে সভা আহ্বান করেন। পরদিন শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা কুষ্টিয়া আসিয়া পৌঁছিলে উক্ত নাট্যমন্দিরে পুনরায় আর একটি সভার অধিবেশন হয়। প্রভুপাদ এখানে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং বর্ণাশ্রমাতীত পারমহংস্যই যে প্রকৃত বৈষ্ণবতা, তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক অবতার-তত্ত্ব-সম্বন্ধে যে জড়ধারণা পোষণ করিতেন, প্রভুপাদ তাহা খণ্ডন করিয়া—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥" * (ভাঃ ১।১১।৩৮)

* প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহাও মায়া-সন্নিকর্ষে মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।—অমৃতপ্রবাহভাষ্য

এই ভাগবতবাক্যে মুক্ত, সিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ও তাঁহাদের উপাস্য বিষ্ণুতত্ত্বের প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে জীব-কল্যাণ-বিধানার্থ অবতরণ এবং প্রপঞ্চে অবস্থিত হইয়াও তাঁহাদের নিত্যকাল প্রকৃতি-স্পর্শ-রাহিত্য প্রভৃতি সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তৎসঙ্গে ইহাও জানান যে, আধুনিক "থ্যাপথিওসিসে"র আখড়ায় গড়া অবতার হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অবতার-তত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক্। সভায় স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল্ চেয়ারম্যান্, উকীল, ডাক্তার ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় মোক্তার পরমভাগবত রসিকলাল নাগ মহাশয়ের নাম এই সভার উদ্‌যোক্তৃরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভা-ভঙ্গের পর সেই দিন রাত্রেই শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা ষ্টীমারযোগে পাবনা যাত্রা করিলাম।

পাবনায়

২০শে আশ্বিন (১৩২৬), ৭ই অক্টোবর (১৯১৯) মঙ্গলবার শ্রীল প্রভুপাদকে পাবনাবাসী সজ্জনগণ অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রদান করেন। প্রাতঃকাল হইতে কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা হইতে থাকিল। বিকাল-বেলা ৫টার সময় শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাহা মহাশয়ের শ্রীগৌরাঙ্গ-মন্দিরে একটি বিরাট্ সভা আহূত হয়। পাঁচশতেরও অধিক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক তথায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রভুপাদ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত-সম্বন্ধে উপদেশ করিলেন। পরদিন প্রাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে হরিকথা এবং অপরাহ্নে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন অপেক্ষা এইদিন লোকসংখ্যা অনেক অধিক হয়। স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল দৈব-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐ দিন সভায় পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শিষ্য তদানীন্তন নবীন কথক শান্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। এখানে জনৈক ব্যক্তি অনেক তর্ক-বিতর্ক করিবার পর কিছুতেই যখন নিজের মনোধর্ম্মপর মত স্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন শ্রীল প্রভুপাদকে বলিয়া উঠিলেন—'আপনি অষ্টবজ্র সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছেন, আপনাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা অসম্ভব।'

সাতবেড়িয়ায়

২২শে আশ্বিন (১৩২৬), ৯ই অক্টোবর (১৯১৯) বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন প্রভুপাদের সহিত আমরা ঘূর্ণিপাক-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধা পদ্মানদীর উপর দিয়া নৌকাযোগে পাবনা-জেলার সাতবেড়িয়া-গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রিতে স্থানীয় গোস্বামি-সন্তান অনাথবন্ধু অধিকারী মহাশয়ের বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি সভা হইয়াছিল। প্রভুপাদ "শ্রীনাম ও শিক্ষাষ্টক"-সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছিলেন।

সাগরকাঁদিতে

পরদিন শুক্রবার মধ্যাহ্নেই (২৩শে আশ্বিন) আমরা নৌকা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাগরকাঁদি-গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। বৈকালে নগর-সঙ্কীর্ত্তনের পরে স্থানীয় শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু পোদ্দার মহাশয়ের মণ্ডপে একটি সভা হইল। ইহাতে প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীহরিপদ বাবু ও শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে বক্তৃতা করিয়াছিলেন ; কুঞ্জদা' এবং আমিও "দীক্ষাতত্ত্ব ও জীবে দয়া" সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলাম। এই সভায় অনেক শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

তৎপরদিবস ২৪শে আশ্বিন (১৩২৬), ১১ই অক্টোবর (১৯১৯) শনিবার সমস্তদিন প্রভুপাদ সমবেত জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার সময় একটি সভায় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও পঞ্চোপাসনার পার্থক্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তির বৈশিষ্ট্য নানাপ্রকার শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করেন। এই প্রসঙ্গে বিবর্ত্তবাদ ও শক্তিপরিণামবাদের কথাও প্রভুপাদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পরদিন রবিবার সাগরকাঁদি-গ্রামেই অন্য একস্থানে সভার অধিবেশন হয়। প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরস-তাৎপর্য্য এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র বিভাব, অনুভাব, আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিশেষভাবে ব্যাখ্যা ও পরিস্ফুট করিয়া দেখান যে, আধুনিক বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা নিত্যসেবকত্ব ভুলিয়া সেব্য-বুদ্ধিতে ভোক্তার অভিমান করেন এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলাস্বাদনের ছলনায় জড়ীয় লীলাস্বাদনের জন্য গোপনে ব্যভিচারে প্রমত্ত হন, তাঁহারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে কলঙ্ক লেপন করিতেছেন। প্রভুপাদ আরও বলিয়াছিলেন,—

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা

'বিষ্ণু শুদ্ধ-সত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ; শুদ্ধ-সত্ত্ব-হৃদয়যুক্ত ব্যক্তিই বিষ্ণু-পূজায় রুচিবিশিষ্ট হন। এজন্য যাঁহারা বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণতা আনুষঙ্গিকভাবেই সিদ্ধ। যেমন কোটি টাকার মধ্যে একশত টাকা আনুষঙ্গিক-ভাবেই আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব সম্ভব-প্রমাণ-বলে আনুষঙ্গিক-ভাবেই বর্ত্তমান। সাধারণ লোক বৈষ্ণবকে চিনিতে পারেন না ; এমন-কি, অনেক সময় দেবতাদি অসাধারণ ব্যক্তির পক্ষেও বৈষ্ণব চিনিতে পারা দুরূহ। কথায় বলে—"চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই।" বিষ্ণু-পূজক কত বড়, তাহা জগতের অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে জানাইবার জন্য বৈষ্ণবদাসগণ দৈব-বর্ণাশ্রম স্বীকার করেন এবং বৈষ্ণব-দীক্ষা-দাতা শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি চিহ্ন-দ্বারা তাঁহাদের আনুষঙ্গিক পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্দেশ করেন। বিষ্ণু-পূজককে 'ব্রাহ্মণ' বলা বেশী বড় কথা নহে ; ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার ক্রোড়ীভূত সম্পত্তি। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাতীত ভাগবত-পরমহংসই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণের নিত্যগুরু। শূদ্রের অর্থাৎ শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তির বিষ্ণু-পূজায় অধিকার নাই ; আবার বিষ্ণু-পূজা-ব্যতীত ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ ও সংরক্ষিত হয় না। বৈষ্ণবতা-ব্যতীত পারমহংস্য ধর্ম্মও সিদ্ধ হইতে

পারে না। কেবল যে শৌক্র-বিচারে ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হইবে, তাহা নহে; ঐরূপ বিচার-পর ব্রাহ্মণতা চ্যুত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণতা মাত্র। বিশুদ্ধসত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেবতা বিষ্ণুর পূজায় রুচি-লক্ষণ-দ্বারা যে ব্রাহ্মণতা নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই অচ্যুত-গোত্রীয় বা পারমার্থিক ব্রাহ্মণত।'

গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে স্থানীয় ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন,—'শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুর আচার-প্রচার দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকাল পুনরায় বঙ্গে আবির্ভূত।'

বেলগাছিতে

২৬শে আশ্বিন (১৩২৬), ১৩ই অক্টোবর (১৯১৯) সোমবার প্রভুপাদের সহিত আমরা ফরিদপুর-জেলার অন্তর্গত বেলগাছি-গ্রামে আসিলাম। প্রভুপাদ এখানে প্রথমে শ্রীযুক্ত শশধর সাহা মহাশয়ের বাড়ীতে ও বৈকালে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের গৃহ-প্রাঙ্গণের সভায় "দৈব-বর্ণাশ্রম ও নিষ্কিঞ্চন ভক্তিধর্ম্ম"-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

রাজবাড়ী ও লৌহজঙ্গে

পরদিবস প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ ফরিদপুরের রাজবাড়ী গ্রামে আসিলেন। স্থানীয় অধিবাসী নবগৌরাঙ্গবাদী রামগোবিন্দ সরকার মহাশয়ের পরমা ভক্তিমতী ও তপস্বিনী ভগিনী স্বধামলব্ধা সুরবালা দেবীর ভবনে প্রভুপাদ গৌরহরিকথা-কীর্ত্তন-মুখে—

"আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
'মোর অর্চ্চা মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী।
'জিহ্বারূপা' তুমি মাতা নামের জননী॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত-কথিত এই পদ্যদ্বয়ের মূর্খতা ও ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-প্রসূত অবৈধ ও অশাস্ত্রীয় কদর্থ-নিরসন-পূর্ব্বক প্রকৃত গোস্বামি-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। ঐ রাত্রিতেই আমরা গোয়ালনন্দ হইয়া লৌহজঙ্গ যাত্রা করি। বুধবার ২৮শে আশ্বিন লৌহজঙ্গ-বন্দরে শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণের দেশস্থ বাড়ীতে প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক হরিকথা বলিয়াছিলেন। অপরাহ্নেই প্রভুপাদ তথা হইতে যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে ডোমসার-গ্রামে পদার্পণ করেন।

ডোমসারে

২৯শে আশ্বিন (১৩২৬), ১৬ই অক্টোবর (১৯১৯) বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে পরম-ভাগবত রাজর্ষি অধুনা পরলোকগত ব্রজেন্দ্রকুমার রায় মহোদয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রভুপাদ তথায় তিন দিবস অবস্থান করিয়া নিজ-বাসগৃহে, সভায়—সর্ব্বত্র অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন, বহু লোকের বহু

প্রশ্নের মীমাংসা এবং ভক্তি-জীবন-যাপনের জন্য বহু লোককে উপদেশ প্রদান করেন। রাজর্ষি ব্রজেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার উপযুক্ত কনিষ্ঠ সহোদর হরেন্দ্র বাবু প্রভুপাদ ও প্রচারকগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা, সম্মান ও যত্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে

২রা কার্ত্তিক (১৩২৬), ১৯শে অক্টোবর (১৯১৯) রবিবার শ্রীহরিবাসর-দিনে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ প্রভুর চাসারার বাসায় উপস্থিত হইলাম। প্রভুপাদ সে-দিন তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস সন্ধ্যাকালে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে শ্রীগোপীনাথ-জীউর মন্দিরে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। প্রায় পাঁচশত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় প্রভুপাদ 'সনাতনধর্ম্ম' সম্বন্ধে এক অভিভাষণ প্রদান করেন। কবিরাজ যামিনীকুমার সেন গুপ্ত এই সভার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ প্রভুর চাসারার বাসায় একদিন ও ভগবান্‌গঞ্জে একরাত্র বাস করিয়া আমরা পরদিন প্রভুপাদের সহিত ঢাকায় আগমন করি।

প্রভুপাদের ঢাকায় প্রথম শুভাগমন

৪ঠা কার্ত্তিক (১৩২৬), ২১শে অক্টোবর (১৯১৯) মঙ্গলবার, গৌরাব্দ ৪৩৩, ১২ দামোদর ত্রয়োদশীর দিন হইতে তিন দিন প্রভুপাদ ঢাকা-সহরের লোহারপুলের অপর পারে নারায়ণগঞ্জের রাস্তায় ফরিদাবাদ-অঞ্চলে স্বধামগত রাসবিহারী সাহা

ঢাকার দর্শকবৃন্দ

মহাশয়ের উদ্যানস্থ ঠাকুর-বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। যে কএক দিবস প্রভুপাদ তথায় ছিলেন, অনুক্ষণই বহুলোক জিজ্ঞাসু হইয়া প্রভুপাদের নিকট আগমন করিতেন। ঢাকা-জগন্নাথ-কলেজের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক অধুনা পরলোকগত সতীশচন্দ্র সরকার এম্-এ, ঢাকার তদানীন্তন পোষ্টমাষ্টার রায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত সব্‌জজ্ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সেন, জমিদার শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বসাক, জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস প্রমুখ অনেক ব্যক্তি প্রভুপাদের দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। ঐ সময় 'কাঠেরপুল'-নিবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও আসেন।

একদিন সিটি-লাইব্রেরীর শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায়ের ঠাকুর-বাড়ীতে আমরা প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলাম; কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখা গেল,—রামাৎ-সম্প্রদায়ের ভাড়াটিয়া পূজকের দ্বারা তথাকার ঠাকুরের পূজা হয়। গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত বলিয়া অভিমান করিয়াও নগেন্দ্র বাবু ঠাকুর-পূজায় অধিকার পান নাই! ইহা 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র বিরুদ্ধ বিচার। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেই পারমার্থিক দ্বিজত্ব লাভ করিয়া শালগ্রাম-সেবায় অধিকার প্রাপ্ত হন। ভাড়াটিয়ার দ্বারা কখনও পূজা

হয় না, শ্রীভগবান্ তাহা কখনও গ্রহণ করেন না। বিশেষতঃ রামাৎসম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তির শিক্ষায় ও আচরণে দেখা যায় যে, তাঁহারা সীতারাম-বিষ্ণুর উপাসক হইলেও অন্তরে মুমুক্ষু ও চরমে নির্ব্বিশেষবাদী। অতএব নির্ব্বিশেষমতবাদি-সম্প্রদায় বা ভাড়াটিয়া পূজক-সম্প্রদায়ের তত্তৎ বিদ্ধমতবাদ ও ঐরূপ অপরাধময় আচার পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় তাঁহাদের অধিকার নাই। এই আদর্শ-স্থাপনকল্পে ঐরূপ স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণ ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা ফরাসগঞ্জ-মহল্লাস্থিত রামাৎ-সম্প্রদায়ের শ্রীবিহারীলালজীর শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, শ্রীবিহারীলাল-জীউ ও শ্রীসীতারাম-জীউর দর্শন, প্রণাম ও বন্দনাদি করিলাম।

সদাচার-শিক্ষা-দান

স্বধামগত রাসবিহারী বাবুর ভ্রাতা রাধাবল্লভ বাবু প্রভুপাদের থাকিবার স্থান ও হরিকথা-কীর্ত্তনের জন্য সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বিশেষ ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। এখানে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা-কীর্ত্তনকালে নির্ব্বিশেষবাদ-নিরসন এবং ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তির বিচার-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

ত্রিপুরা-রাজের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী ঢাকার রাধারমণ ঘোষ বি-এ ভক্তিভূষণ মহাশয় জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৩২৬) পরলোক গমন করিয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, তিনি তাঁহার একটি গ্রন্থাগারে অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সময় রাধারমণ বাবুর ভক্ত জনৈক ভদ্রলোক প্রভুপাদের নিকট যাতায়াত করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

সিরাজদীঘায়

৭ই কার্ত্তিক (১৩২৬), ২৪শে অক্টোবর (১৯১৯) শুক্রবার অন্নকূট-মহামহোৎসবের দিন প্রভুপাদ বিক্রমপুরের অন্তর্গত সিরাজদীঘার নিকটবর্ত্তী আবিরপাড়া-গ্রামে ভাগ্যকুলের রাজকর্ম্মচারী পরলোকগত ভুবনমোহন মণ্ডলের বাড়ীতে হরিকথা কীর্ত্তন এবং সভায় একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। তথায় প্রভুপাদ শনিবার পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ৯ই কার্ত্তিক রবিবার প্রভুপাদের সহিত আমরা কলিকাতা রওয়ানা হইয়া পরদিন ১০ই কার্ত্তিক সোমবার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে পৌঁছিলাম।

যশোহরে শ্রীনাম-প্রচার

বাঙ্গালা ১৩২৬ সালের ১২ই পৌষ, ইংরাজী ১৯১৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, গৌরাব্দ ৪৩৩, ১৯ নারায়ণ রবিবার বড়দিনের বন্ধের সময় শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা-ভক্তিবিনোদ-আসন হইতে যশোহরে রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বেদান্তভূষণ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন এবং তথায় সন্ধ্যায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

কোটচাঁদপুরে

১৩ই পৌষ, ২৯শে ডিসেম্বর প্রায় দ্বিপ্রহরে যশোহর-ঝিনাইদহ-লাইট্-রেলে শ্রীল প্রভুপাদ কোটচাঁদপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম মিত্র মহাশয়ের ভবনে পৌছেন এবং তথায় "শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। এই সভায় খুলনার জজ্-কোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ এবং যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি, এল, মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে আচার্য্যত্রিক শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীমদ্‌ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, পণ্ডিত শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক, শ্রীবিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু, শ্রীহরিপদ দাসাধিকারী, শ্রীআচার্য্যদাস প্রভৃতি আমরা কএকজন ছিলাম। সোমবার অপরাহ্নে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আহূত একটি বিরাট্ অধিবেশনে শ্রীল প্রভুপাদ "সনাতন ধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম"—এই বিষয়ে একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রভুপাদের হরিকথা

শ্রীপাট মহেশপুরে

নৌকাপথে কোটচাঁদপুর হইতে মহেশপুর ছয় মাইল, বাঁধা রাস্তা দিয়া আসিলে প্রায় নয় মাইল। মহেশপুর-গ্রাম ই, বি, আর লাইনে মাজদিয়া (পূর্ব্বে 'শিবনিবাস' নাম ছিল) ষ্টেশন হইতে তের মাইল পূর্ব্বদিকে। এই গ্রাম নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল। অধুনা যশোহর জেলায় অবস্থিত।

৩০শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট মহেশপুরে বেলা প্রায় ৮॥ টায় পৌছিয়া শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রসাদ-সম্মানান্তে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে প্রাচীন পাট-বাটীর স্থান দর্শন করিতে যাই। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ, তথায় জনমানব কেহই ছিল না। শ্রীপাটের একটি শ্রীবিগ্রহ—সৈদাবাদে, অপর শ্রীবিগ্রহ গ্রামের মধ্যে স্থানান্তরিত হইয়া পূজিত হইতেছিলেন। এখানকার শ্রীমূর্ত্তির নাম—"শ্রীরাধাবল্লভ-জীউ"। শ্রীবিগ্রহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় একটি সভা হইল। প্রভুপাদ "শুদ্ধভক্তি ও উজ্জলরস" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তৎপর দিন (৩১শে ডিসেম্বর) বুধবার প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীহরিপদ বাবু প্রভৃতি প্রচারকগণ পুনরায় কোট-চাঁদপুর হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী মামুন্‌সিয়া-গ্রামে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ দিনই সন্ধ্যা ৭টা ৩৭মিঃএর ট্রেণে কোটচাঁদপুর হইতে সপার্ষদ প্রভুপাদ রওয়ানা হইয়া রাত্রি ১১টার সময় যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং রায়বাহাদুর বেদান্তভূষণ মহাশয়ের ভবনে ও স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এল্-এম্-এস্ মহাশয়ের ভবনে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সেখানে ডাক্তার ধরণী

বাবু, উকীল বিজয় বাবু প্রভৃতি বহু ভদ্রলোকের সমীপে বেলা ২টা হইতে সারাদিন প্রভুপাদ অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর প্রভুপাদ ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে ফিরিয়া আসেন। তথায় বসন্ত বাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতা নলডাঙ্গা-রাজষ্টেটের ম্যানেজার বাবু শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া প্রভুপাদ বাবু শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে কৃপা-পূর্ব্বক চরণধূলি দান করেন। ১৬ই পৌষ (১৩২৬), ১লা জানুয়ারী (১৯২০) সন্ধ্যার ট্রেণে প্রভুপাদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

হরিনারায়ণপুর-শিবপুরে

মুকুন্দবিনোদ দাসের প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ ১৯শে চৈত্র (১৩২৬), ১লা এপ্রিল (১৯২০) বৃহস্পতিবার কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়ার নয় মাইল দূরে হরিনারায়ণপুর-শিবপুর-গ্রামে যাত্রা করেন। তখন কলিকাতা হইতে চৌদ্দ জন এবং রাণাঘাট হইতে পাঁচ জন ভক্ত প্রভুপাদের অনুগমন করেন। ২০শে চৈত্র (১৩২৬), ২রা এপ্রিল (১৯২০) শুক্রবার গুড্ ফ্রাইডে হইতে তিন দিবস শিবপুর-গ্রামে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভামণ্ডপে প্রত্যহই শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত হইয়া সমবেত ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেন। দৈব-বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে প্রভুপাদ এই কয় দিনই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। * সঙ্গে শ্রীযুত কুঞ্জদা', পরমানন্দ প্রভু, ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, হরিপদ অধিকারী, পণ্ডিত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রমুখ ভক্তিবিনোদ-আসনের ভক্তগণ, খুলনার জজ্‌কোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ এবং যশোহরের উকীল শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস বি-এল-প্রমুখ কতিপয় ভক্তও মফঃস্বল হইতে সেই সময় যোগদান করিয়াছিলেন।

গৌরকুণ্ড-প্রকাশ

বাঙ্গালা ১৩২৬, ইংরাজী ১৯১৯-২০ সালে কলিকাতা ১৩নং এণ্টনিবাগান-লেনের শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সংলগ্ন ভূমিতে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-বিগ্রহের সেবা এবং ভক্ত ও জনসাধারণের জন্য 'গৌরকুণ্ড' নামক একটি দীর্ঘিকা আংশিকভাবে খনন করাইয়া দেন। তিনকড়ি বাবু এই সেবা-কার্য্যের জন্য ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ৪৩৪ গৌরাব্দে শ্রীধামপ্রচারিণী-সভা হইতে 'ভক্তসুহৃৎ' এই গৌরাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* সঃ তোঃ ২৩ খঃ ১ ও ২ সং ৪২ পৃঃ

দশম-বৈভব

কুমিল্লায় কাশিমবাজার-সম্মিলনী

"মায়াবাদ-উপদেশ, গৌরাঙ্গদাসের বেশ, গ্রহণ করিয়া কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস হৈয়া, দেখাইল ছায়া-প্রেমসাজ॥
কখন বাউল-ব্রত, কখন নাগরী-মত, নেড়া, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত-সম্ভোগ-কথা, প্রচারয় যথা তথা, নাগরীর গৌরভক্তিধ্বজা॥
কলিজন হ'য়ে কেহ, আপনাতে গৌর-দেহ, প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে,—'আমি গুরু, আমাকে ভজন কুরু, কামিনী-কাঞ্চন মোর সার॥'
গৌরভক্তি নাশ করি', কলি ভাসাইল তরী, পারকীয় গৌরপ্রেম-ছলে।
সখীভেকী গৌরভজা, লইয়া জড়ের মজা, মাতিল আনন্দে কুতুহলে॥"

—উপদেশামৃতের অনুবৃত্তি

১৯শে চৈত্র হইতে ২৮শে চৈত্র (১৩২৬), ১লা এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল (১৯২০) পর্য্যন্ত কুমিল্লায় কাশিমবাজার-সম্মিলনীর একটি অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভ্যগণকেও যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা ঐরূপ সম্মিলনীর সমীচীনতা সম্বন্ধে উক্ত কাশিমবাজার-সম্মিলনীতে সাতটি প্রশ্ন প্রেরণ করেন এবং তাহার শাস্ত্র-সম্মত সদুত্তর চাহেন। মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর উক্ত সম্মিলনীর সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি অশেষ সদ্গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে প্রেরিত ঐ প্রশ্ন-সপ্তকের কি সদুত্তর হইতে পারে, তদ্বিষয় জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভার উদ্‌যোগকারী 'বৈষ্ণব-পণ্ডিত'-নামে পরিচিত ব্যক্তিগণকে বিশেষ অনুরোধ করেন। কাশিমবাজার-মহারাজের বিশেষ অনুরোধ-সত্ত্বেও তাঁহারা উত্তর দিতে সাহসী হন নাই। এজন্য 'শ্রীসজ্জনতোষণী' ২৩শ খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যায় এইরূপ অভিমতের সহিত নিম্নলিখিত সাতটি প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল,—

"সম্মিলনী হইতে এই পত্রের কোন সদুত্তর অদ্যাবধি প্রাপ্ত না হওয়ায় বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়া ইহা সাধারণ্যে প্রচারার্থ সভার সম্পাদক শ্রীপত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছেন।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত কাশিমবাজারাধিপতি স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর

কে, সি, আই, ই মহোদয় সমীপেষু—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, কলিকাতা

১৯শে চৈত্র, ১৩২৬ সন

(১লা এপ্রিল, ১৯২০)

বিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং

আপনার প্রেরিত একখানা নিমন্ত্রণপত্র ও কার্য্যবিবরণী পাওয়া গেল। সম্মিলনীর উদ্‌যোগকারী ও সমাগত বৈষ্ণববৃন্দের নিকট আমাদের নিম্নলিখিত কএকটি প্রশ্ন উপস্থাপিত করিয়া তাহার সদুত্তর যথাসম্ভব শীঘ্র জানাইলে বাধিত হইব। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায়ও ঐ সকল প্রশ্ন আলোচিত হইতে পারে।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন কবিভূষণ (এম্-এ)

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক

১ম প্রশ্ন—* * * শব্দের পূর্ব্বে দুইটি 'শ্রী' লিখিবার সার্থকতা কি? উহা 'গৌড়ীয়'-শব্দের পরে ও 'বৈষ্ণব'-শব্দের পূর্ব্বে বসাইলে কি অসুবিধা হইত?

২য় প্রশ্ন—খ্রীষ্টানী ফ্যাসনে যে ৪৩৪ চৈতন্যাব্দ লিখিত হইয়াছে, তাহা কি ১৩২৬ সালের চৈত্রের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলিবে?—না, শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথি হইতে আরম্ভ হইয়া আর্য্য-পদ্ধতি-অনুসারে লিখিত হওয়া উচিত?

৩য় প্রশ্ন—কাশিমবাজার-সম্মিলনীর সভাপতি বাহাদুর যদি দীক্ষিত বৈষ্ণব হন, তবে তাঁহাকে দ্বিজ এবং "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" জানিয়া বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভাপতি করা শাস্ত্র-সঙ্গত। নতুবা শূদ্রের সভাপতিত্বে তথা-কথিত প্রভুগণ ও প্রভুসন্তানগণ কিরূপে সভ্য হইতে পারেন? ভক্তির পরিমাণানুসারে সভাপতিত্ব,—না, অন্য বিচারে বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সভাপতিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইবে? এ কথাও আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয়।

৪র্থ প্রশ্ন—কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, শ্রীরসালস ও শ্রীকুঞ্জভঙ্গ, শ্রীদানলীলা, শ্রীরূপাভিসার, শ্রীবাসকসজ্জা, শ্রীউৎকণ্ঠা, শ্রীবিপ্রলব্ধা, শ্রীখণ্ডিতা, শ্রীরসোদ্গার, শ্রীরূপানুরাগ, শ্রীঅভিসার ও শ্রীমিলন, শ্রীনিত্যরাগ, শ্রীঅলস ও শ্রীজাগরণ এবং শ্রীস্বাধীনভর্তৃকা গান হইবে। কোন্ কোন্ মুক্তপুরুষ, কোন্ কোন্ মুক্তপুরুষের নিকট বা দ্বারা উপরি-লিখিত রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণ করিবেন, তাহার একটি তালিকা কি আমরা পাইতে পারি? জড়েন্দ্রিয়তর্পণরত বদ্ধজীবের নিকট এইসকল লীলাগান শ্রবণ ও তাদৃশ চেষ্টা বদ্ধজগতে করিতে গেলে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে বৈষ্ণব-প্রভুগণ ও প্রভু-সন্তানগণ কি করিয়া দাস-সন্তানগণকে রক্ষা করিবেন? কেনই বা শ্রীল ঠাকুর মহাশয় "আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা" লিখিলেন? কেনই বা শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু "প্রথমং নাম্নঃশ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্,

শুদ্ধে চায়ঃকরণে রূপস্য স্ফুরণম্।" লিখিলেন ? এবং কাহার জন্য লিখিলেন ? কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গের ন্যূনাধিক আশ্রিত আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, প্রভু-সন্তান আচার্য্য-সন্তান, শূদ্র-বৈষ্ণব-সন্তান, গৃহিবাউল, ত্যাগিবাউল, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরনাগরী, পাগলিয়া, দাদা ও মা-সম্প্রদায়ী, নবগৌরাঙ্গবাদী তথা খোল-বাজনাদার, নাচনেওয়ালা, কৃত্রিম ভাবুক ও দশায় পড়ার দল, রঘুনন্দনী স্মার্ত্ত, ত্রিবিধ দয়ানন্দী, দরিদ্রনারায়ণবাদী, বামাক্ষেপী, রাধাশ্যামী, বলাহাড়ী, সাহেবধনী, কালাচাঁদী, কিশোরীভজা, কানাইবোষী, চরণদাসী, চরণপালী, বাবাঠাকুরী, প্রতীপ-প্রিয়নাথীয়, শ্রীধাম-বিদ্বেষী মৌভোগ-সারুটিয়া তথা সিউরীয়া ভাড়াটিয়া বক্তার দল প্রভৃতি হিন্দুগণকে আপনারা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' বলেন কি না ? আমরা জানি,—জীব-মাত্রেই বৈষ্ণব ; কিন্তু 'শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব' বলিতে হইলে শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব-ব্যতীত আর কাহাকেও আমরা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' বলিতে প্রস্তুত নহি। এ বিষয়ে আপনাদের কি বক্তব্য ?

৫ম প্রশ্ন—'নামাপরাধ'-কীর্ত্তনকে আপনারা 'নাম-কীর্ত্তন' বলেন কি না ? এবং 'নামাভাস'-কীর্ত্তনকে আপনারা 'নাম-কীর্ত্তন' বলেন কি না ? "নিরপরাধে নাম লইলে পায় প্রেমধন"—এই কথা আপনারা বিশ্বাস করেন কি না ? অপরাধবিদ্ধ নাম-কীর্ত্তনকে তুচ্ছফলপ্রদ জানেন কি না ? নাম ও নামীর মধ্যে ভেদজ্ঞান করিয়া অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সমতা-বুদ্ধি অপরাধের অন্তর্গত বলিয়া জানেন কি না ?

৬ষ্ঠ প্রশ্ন—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠায় লোভে যাঁহারা নাম, মন্ত্র ও ভাগবত বিক্রয় বা ক্রয় করেন, অথবা হরিভজনের নামে প্রাকৃত-লাম্পট্য-প্রচারের আবাহন করেন, তাঁহারা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' কি না ? অথবা হরিভজনের নামে প্রাকৃত-লাম্পট্য-প্রচারের আবাহন করেন, তাঁহারা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' কি না ? সেইরূপ ভৃতক-অধ্যাপনা ও ভৃতকাধ্যয়ন কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য স্বীকার করিতে পারেন কি না ? সেইরূপ ব্যক্তিগণের সহায়তা করিবার জন্য কোন শুদ্ধভক্তের অর্থ, শরীর ও নিজের প্রতিষ্ঠা দান করা ভক্তিশাস্ত্র-সম্মত কি না ?

৭ম প্রশ্ন—মনোনিগ্রহকারীর বিরোধী ও দেহারামী বিষয়ি-সম্প্রদায় লইয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী করিলে অথবা তাদৃশ বিদ্যালয় বা পরীক্ষাদি দ্বারা নির্ব্বিষয়, অপ্রাকৃত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের কি উপকার হইতে পারে ?"

একাদশ-বৈভব

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও পরে

"Back to God and back to Home is the message of Sree Gaudiya Math."
"To arrest the pervertedly current tide of the averse world is the seemingly unpleasant duty of Sree Gaudiya Math."

কুঞ্জদা'র বস্‌রা গমন

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনের নানাপ্রকার ব্যয়ভার-বহন, প্রভুপাদের আশ্রিতবর্গের অনেককে কলিকাতা আসিলেই নিজ-গৃহে ভিক্ষা-প্রদান এবং তাঁহাদিগকে নানাভাবে আনুকূল্য করিতে থাকায় কুঞ্জদা' ঋণভারে অত্যন্ত জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তিনি পোষ্ট-অফিসে কর্ম্ম করিয়া যে সামান্য বেতন পাইতেন, তদ্দ্বারা এই ঋণ কোনকালে পরিশোধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং লোকের নিকট তাঁহাকে অত্যন্ত অসাধু বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে হইবে; বিশেষতঃ তিনি গুরু-বৈষ্ণবের সেবার জন্য তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এই ঋণভার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজে সাধু-প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত বলিয়া লোকে অসাধুত্বের দোষারোপ না করেন, এইরূপ আশঙ্কায় কুঞ্জদা' শ্রীল প্রভুপাদ বা আমাদিগের কাহাকেও না জানাইয়া ১৯১৯ সালের মে-মাসে নিজ-ঋণ-পরিশোধার্থ অর্থ-সংগ্রহের জন্য বস্‌রায় চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মপত্তনে শ্রীকুণ্ড

ইংরাজী ১৯২০ সালের মে-মাসের প্রথমে আমি জাগতিক সমস্ত সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রয় গ্রহণ করি। ইহার কএক মাস পূর্ব্বেই শ্রীযুত ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর বিপত্নীক হইয়াছিলেন। তখন শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী প্রভু এবং মুকুন্দবিনোদ দাসের তত্ত্বাবধানে ও পরিদর্শনে শ্রীরাধা-কুণ্ড প্রকট হইতেছিলেন। ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু ভাগবত-প্রেসের আয় হইতে অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। এদিকে কতিপয় পরিচিত সুহৃৎপ্রতিম ব্যক্তি কুঞ্জদা'র সেবা-প্রবৃত্তি, শুদ্ধভক্তি-প্রচারে সমধিক উৎসাহ এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি প্রভুপাদের অপার কৃপা ও স্নেহবর্ষণ দেখিয়া মৎসর-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু কুঞ্জদা' সহিষ্ণুতার সহিত তাহা উপেক্ষা করিলেন; নানা লোকের নানা কথায় হৃদয়ে আঘাত পাইলেও অসীম সহিষ্ণুতাগুণের ভাণ্ডারী বলিয়া তিনি কাহাকেও উহা জানিতে দেন নাই। অদ্যাপি তাঁহার এইরূপ সহিষ্ণুতা আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিতেছে।

বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার (ইংরাজী ১৯২০ সালের ১৯শে মে) শ্রীচৈতন্য-মঠে আমি, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীপাদ নরহরি, মুকুন্দবিনোদ এবং কৃষ্ণনগর ভাগবত-প্রেস হইতে সদ্য আগত পরমানন্দ প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে আংশিক খনিত রাধাকুণ্ড-গর্ভাভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া হরিকথা আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময় প্রভুপাদের নিকট কলিকাতা হইতে শ্রীযুত যশোদানন্দন প্রভুর একটি টেলিগ্রাম আসিল। তাহাতে সংবাদ ছিল যে, কুঞ্জদা' কাহাকেও কিছু না বলিয়া ১৮ই মে (১৯২০), ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৩২৭) তারিখে বোম্বাই চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যখন এই টেলিগ্রাম পৌছিল, তখন আমরা সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইলাম। সে-রাত্রি আমরা সকলেই কুঞ্জদা'র গুণাবলী স্মরণ করিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলাম। প্রভুপাদ তখন স্বীয় মনোঽভীষ্ট-প্রচারের মূল স্তম্ভের অদর্শনে কিরূপ ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই।

কুঞ্জদা' কলিকাতা থাকা-কালেই উল্টাডিঙ্গির আড়ৎদার মদনমোহনদাস তাঁহার বরমৃগঞ্জের বাড়ীতে হরিকথা-প্রচারোদ্দেশ্যে সমস্ত শিষ্যসহ প্রভুপাদের শুভ পদার্পণের জন্য কুঞ্জদা'র দ্বারা প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কুঞ্জদা' স্বগ্রামস্থ প্রতিবেশী, জলপাইগুড়ির কাষ্ঠব্যবসায়ী স্বধামগত লোকনাথ দাস অধিকারী মহাশয়কে দৈব-বর্ণাশ্রমের পক্ষে যাবতীয় শাস্ত্র-যুক্তি-পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কুঞ্জদা'র কলিকাতা-পরিত্যাগের পর শীঘ্রই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে বরমৃগঞ্জে যাত্রা করিলাম।

খুলনায় প্রভুপাদ

বাঙ্গালা ১৩২৭, ৮ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৯২০, ২০শে মে) শ্রীল প্রভুপাদ খুলনায় শুভবিজয় করিয়া তথায় স্থানীয় জজ্ কোর্টের সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর স্থানীয় ধর্ম্ম-সভা-গৃহে 'সনাতনধর্ম্ম'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এস্থানে প্রভুপাদের বক্তৃতার মর্ম্ম শিক্ষিত লোক-ব্যতীত সাধারণে গ্রহণ করিতে পারে নাই, মনে হইল।

বরমৃগঞ্জে

১০ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৭), ২৪শে মে (১৯২০) শ্রীল প্রভুপাদ বহু ভক্তের সহিত বরমৃগঞ্জ-বন্দরে মদনমোহন দাসের বাড়ীতে কৃপা-পূর্ব্বক শুভবিজয় করেন। বরমৃগঞ্জ যাইবার সময় সিদ্ধিয়াঘাট-ষ্টীমার-ষ্টেশনে ব্রহ্মচারী বিনোদবিহারী ও ক্ষীরোদবিহারী

প্রভুপাদের হরিকথা

সমস্ত দিন ব্যাপিয়া অনাহারে থাকিয়া বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য বিষ্ণু-নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মদনমোহন দাস তখন একটুকুও বিত্তশাঠ্য না করিয়া বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে সমাগত প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন ভক্তের যাতায়াতের যাবতীয় ব্যয়ভার

বহন করিয়াছিলেন। চারিদিন ধরিয়া বরমগঞ্জে শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-উৎসব চলিয়াছিল। এখানে শ্রীল প্রভুপাদ উপরি-উক্ত তারিখে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অনুক্ষণ অনর্গল হরিকথা-কীর্ত্তনে বরমগঞ্জ তখন এক নূতন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাগিনেয় নিকটবর্ত্তী উমেদপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে যোগানন্দ ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তির সহিত প্রভুপাদের এই সময় একবার মাত্র দেখা হয়। এই লোকটি পরবর্ত্তিকালে Apotheosis (য়্যাপথিওসিস্) এর উপাসক হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইঁহার মাতুল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খুলনাস্থিত ভবনে সস্ত্রীক অবস্থান করিতেছেন, শুনা যায়। বরমগঞ্জ হইতে বড়দিয়া হইয়া প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরে গেলেন। বড়দিয়াতে কুঞ্জদা'র বাড়ী হইতে প্রভুপাদ সংবাদ পাইলেন যে, কুঞ্জদা' তখন বোম্বে আছেন। প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর হইতে পরে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লোহাগড়ায় প্রচার

১৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৭), ২৯ শে মে (১৯২০) তারিখে লোহাগড়া হইতে শ্রীযুত সনাতন ব্রহ্মচারীর তার পাইয়া তৎপরদিন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, শ্রীহরিদাস মুনি (পরে শ্রীভক্তি-বিলাস পর্ব্বত—নিত্যধামগত), শ্রীযুত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও আমি লোহাগড়ায় গেলাম। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত 'আঁকা' নামক ষ্টীমারে বরমগঞ্জ হইতে খুলনা আসিবার পথে বড়দিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া আমরা প্রভুপাদের পাদপদ্ম হইতে বিদায় লইলাম এবং লোহাগড়ার ষ্টীমারে উঠিয়া পরদিন প্রাতে লোহাগড়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে একটি সভার অধিবেশন ছিল। তথায় গিয়া শুনিলাম,—ঐ সভায় পাঁচমিশালি লোক 'হরিনাম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। আমরা তাহা শুনিতে প্রস্তুত হইলাম না ; কেন না, ইহাই আমরা প্রভুপাদ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ হইতে শুনিয়াছি ও জানিয়াছি যে, যাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে, চরিত্রে, অনুশীলনে অদ্বিতীয় সত্যপথে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা নাই, তাঁহাদের মৌখিক কথা ও মতবাদ কোন দিনই ঐকান্তিক সত্যানুসন্ধিৎসু ও সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের মঙ্গলপ্রদ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু "খড় ও জাঠিয়া বেটা" মুকুন্দের আদর্শের দ্বারা যে শিক্ষা দিয়াছেন, সেই আদর্শেরই পুনঃ সংস্থাপনের জন্ম অর্থাৎ একায়ন সত্যে জীবের নিষ্ঠা-উৎপাদনের জন্যই বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খলতাময় তথাকথিত সাম্যবাদের যুগে প্রভুপাদের আবির্ভাব।

আমরা মনে করিয়াছিলাম,—বোধ হয় ঐ সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন নিষ্কপট সেবক, প্রভুপাদের অনুগত কোন ব্যক্তি সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবেন বা কিছু বলিবেন। কিন্তু যখন দেখিলাম,—যাঁহারা হরিনামকে অনিত্য উপায়-মাত্র মনে করেন, যাঁহারা নামের সঙ্গে অন্য শুভকর্ম্মের সাম্য জ্ঞান করেন, যাঁহারা হরিনামকে অক্ষর-মাত্র জ্ঞান করেন, এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি ঐ সভার বক্তা, তখন আমরা তাহাতে যোগদান না করিয়া শ্রীযুত সনাতন ব্রহ্মচারীর গৃহে আমাদের গুরুপাদপদ্মকেই সভাপতি জানিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলাম। পরদিন প্রাতে আমাদের নগরসঙ্কীর্ত্তন হইবার পর মধ্যাহ্নে অদ্বৈতসিদ্ধির উপাসক অধ্যাপক

ডাক্তার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ মহাশয় সনাতন ব্রহ্মচারী প্রভুর গৃহে আসিয়া শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুরের মুখে শ্রীল প্রভুপাদ-রচিত 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী'র পাঠ ও তত্ত্ববিচারপূর্ণ বিশ্লেষণ শ্রবণ করিলেন এবং প্রভুপাদের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা-প্রকাশ-পূর্ব্বক কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে পুনরায় আসিয়া প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, বলিলেন। আমরা ৩১শে মে রাত্রিতে কৃষ্ণনগর-ভাগবত-প্রেসে প্রভুপাদের পাদপদ্মে আসিয়া পৌছিলাম।

ইংরাজী ১৯২০ সালের মে-জুন মাসে শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্যমঠে অবস্থান-পূর্ব্বক 'ভক্তিসন্দর্ভে'র অনেকাংশ অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং নিজ-হস্তেই তাহা লিখিতে থাকেন। এই সময়ই প্রভুপাদ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভজন ও ভজন-বাধক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকে কিরূপে অনাসক্তভাবে যথাযোগ্যরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করা যায়, তদ্বিষয়ে "মন তুমি কিসের বৈষ্ণব"*—এই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতটি রচনা করেন। ইহা 'সজ্জনতোষণী' ২৩শ খণ্ড ২য় সংখ্যার ৩৭ পৃষ্ঠায় "নির্জ্জনে অনর্থ" শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিরহোৎসব ও রাজর্ষি ব্রজেন্দ্রবাবুর দেহত্যাগ

বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের ২রা আষাঢ় হইতে ৬ই আষাঢ় পর্য্যন্ত গোদ্রুমে শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ও উপদেশানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ-কর্তৃক ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। সাউরী হইতে স্বধামগত শ্রীযুত সীতানাথ ভক্তিতীর্থ, কলিকাতা হইতে শ্রীযুত বসন্তকুমার ভক্ত্যাশ্রম প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। আমরা স্বানন্দসুখদকুঞ্জে অবস্থান-কালে তারে সংবাদ আসিল—রাজর্ষি ব্রজেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় ২০শে জুন মধ্যাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী হইয়া তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

ভক্তিভবনের মাতাঠাকুরাণীর নিত্যধামপ্রাপ্তি ও সাত্বত শ্রাদ্ধ

তিনদিন পর শ্রীধামে অবস্থান-কালে আমরা তারে সংবাদ পাইলাম যে, রামবাগানের পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী ৯ই আষাঢ় (১৩২৭), ২৩শে জুন (১৯২০) বুধবার শুক্লা সপ্তমী প্রাতে ভক্তিভবনে নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৫ই জুলাই 'হরিভক্তিবিলাস'-মতে মহাপ্রসাদ-দ্বারা তাঁহার শ্রাদ্ধ-কার্য্য যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভক্তিবিনোদ-আসন হইতে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর, পরমানন্দ প্রভু, হরিদাস মুনি ও হরিপদ বাবু প্রভৃতি কএকমূর্ত্তি রাম-বাগানে শ্রাদ্ধ-বাসরে যোগদান-পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই সময় আমি ফোঁড়ায় বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম।

* পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ সঙ্গীতটি দ্রষ্টব্য

ভক্তগণের ব্যবহারিক জীবন-প্রসঙ্গ

শ্রীযুত নরোত্তম দাস অধিকারী (নিশিকান্ত দেবশর্ম্মা মৌলিক) মহাশয় পূর্ব্ব হইতে শ্রীযুত যশোদানন্দন প্রভুর সঙ্গে কলিকাতায় অলঙ্কার-বিক্রেতা লীলারাম কোম্পানীর বাড়ীতে কর্ম্ম করিতেন। পরে মুরারিপুকুর-নিবাসী শ্রীযুত সতীশ বাবুর ক্লাইভষ্ট্রীটস্থিত Commercial Storesএ তিনি একটি কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় ইংরাজী-সাহিত্যে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জুলাই মাসে আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়া আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ঘাটাল স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময় "ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত" গ্রন্থের "ব্যবহার-কাণ্ড"র শেষাংশ লিখিত হইয়া বহুদিন পরে প্রকাশিত হইল।

শ্রীমদ্ অধোক্ষজ প্রভু

কুঞ্জদা'র বস্রায় যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে পণ্ডিত শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন, যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, নরোত্তমদাস অধিকারী, হরিদাস মুনি প্রভৃতি বাস করিতেছিলেন। কুঞ্জদা'র বস্রায় যাইবার সমসাময়িক কালে শ্রীযুত অমূল্যকুমার সরকার মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 'অধোক্ষজ দাস অধিকারী' নামে খ্যাত হন। অমূল্যদা' সেই সময় মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্ম্মচারিরূপে খিদিরপুরে বাস করিতেন। জুলাইর শেষভাগে শ্রীল প্রভুপাদের কলিকাতায় ভক্তিবিনোদ-আসনে শুভাগমন-কাল হইতেই অমূল্যদা' "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা" সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবা করিয়া আসিতেছেন।

কুঞ্জদা' বস্রায় যাইবার পর শ্রীমান্ সম্বিৎ শ্রীযুক্ত ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লেখা-পড়া করিত। বস্রায় কুঞ্জদা'র নিকট শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু কএকবারই কুঞ্জদা'র প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য কএকটি দ্রব্য কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কুঞ্জদা'র ইচ্ছানুসারে 'শ্রীভাষ্য' ক্রয় করাইয়া আমি বস্রায় পাঠাইয়াছিলাম। তিনি বস্রায় ঐ সকল দার্শনিক বিচারের গ্রন্থ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক গ্রন্থাদি আলোচনা করিতেন।

প্রভুপাদের সেবা ও স্বতন্ত্রজীবের দুর্দ্দৈব

কুঞ্জদা'র অনুপস্থিতি-কালে শ্রীপাদ পরমানন্দ ও যশোদানন্দন প্রভু, মুকুন্দবিনোদ, শ্রীমান্ সম্বিৎ শ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এই সময় প্রভুপাদের জনৈক শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি প্রাক্তন দুষ্কৃতি-ক্রমে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া শুদ্ধভক্তির প্রতীপ-দলের সহিত মিশিতেছিলেন। তাঁহার সুহৃৎ ও প্রভুপাদের অপর একজন শিষ্যাভিমানীও ন্যূনাধিক তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতেন।

আমি ও বিরক্ত বৈষ্ণবদাস তখন কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতপ্রেসে ছিলাম। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবের সময় শ্রীল প্রভুপাদ বনমালী পোদ্দারের নিকট একমাসের জন্য তাঁহার অষ্ট্রেলিয়ান্ ওয়েলার ঘোড়ার গাড়ীটি মহোৎসবের আনুকূল্য ভিক্ষা-সংগ্রহার্থ ঋণ-স্বরূপ চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বনমালী বাবু এই সময় বৈষয়িক বিচারে লিপ্ত থাকায় তাহা দিতে কুণ্ঠিত হন। আশ্চর্য্যের বিষয়,—ঐ ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ীটিকে পরে উল্টাডিঙ্গিতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের নিজস্ব হরিসেবার উপকরণরূপে পাওয়া গিয়াছিল। বনমালী বাবু গাড়ী-ঘোড়া দিতে কুণ্ঠিত হইলে গাড়ী-বিক্রেতা ধর্ম্মতলার হার্টব্রাদার্সের নিকট হইতে একমাসের জন্য একশত চুয়ান্ন টাকা ভাড়াতে একটি জীর্ণ-শীর্ণ ঘোড়ার সহিত একখানি গাড়ী সংগ্রহ করা হয়।

বিষয় ও হরিসেবা

শিক্ষিত ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের নিকট পেট-ভিখারীর মত ভিক্ষা করিতে গেলে তাঁহারা "ফোতোর কথা শুনবো না" বলিয়া ঘৃণা-ভরে শ্রেষ্ঠ সত্যকথাগুলিকেও প্রত্যাখ্যান করিবেন। সুতরাং যেমন 'কুণকী হাতী'র দ্বারা 'বুনো হাতী'কে বশীভূত করা হয়, সেইরূপ গর্ব্বিত, ধনী, শিক্ষিত, অভিজাত-সম্প্রদায়কে শ্রেয়ঃ কথায় আকৃষ্ট করিতে গেলে তাঁহাদিগের মত হইয়াই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া দরকার। যাঁহারা ভগবানের সেবায় বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা ভগবৎসেবার জন্য সমস্ত বিষয়ই নির্ব্বন্ধ করেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল নিজের বৈরাগ্য প্রভৃতি লোককে দেখাইয়া ভোগী বিষয়ি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে ত্যাগীর বাহাদুরী ও প্রশংসা সংগ্রহ করিতে চাহেন, তাঁহারা একমাত্র উদ্দেশ্য হরিসেবা কিরূপে বিষয়ের দ্বারাও সাধিত হয়, সেই যুক্তবৈরাগ্যের কথা জানেন না। এজন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও তাঁহার মুখপত্র 'গৌড়ীয়ে'র পুরোভাগে শ্রীরূপগোস্বামীর শিক্ষার যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের শ্লোক-দুইটি হরিসেবক-গণের মূলনীতিরূপে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে

৯ই আগষ্ট (১৯২০) প্রাতে প্রভুপাদ সর্ব্বাগ্রে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিতাশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট মাধুকরী ভিক্ষা করিবার জন্য বহির্গত হইয়া প্রথমে স্যর দেবপ্রসাদ, 'অমৃত-বাজারে'র প্রবীণ সম্পাদক পরলোকগত মতিবাবু ও পীযূষবাবু এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল তত্ত্ববাচস্পতি তথা এণ্টনিবাগান-নিবাসী সপুত্রক পরলোকগত তিনকড়ি নন্দী মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে আবির্ভাব-মহোৎসবে যোগদানের জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। সেই দিনই সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহাশয় স্বয়ং অদ্বৈতসিদ্ধির উপাসক হইয়াও ভক্তি-বিনোদ-আসনে আসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টাকাল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন শুনিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু

এই সময়ে শ্রীযুত অমূল্যদা'র পরম বন্ধু মুরারিপুকুর-নিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র বসু মহাশয় অমূল্যদা'র অকৃত্রিম উপচিকীর্ষা ও আগ্রহফলে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া হরিকথা

শ্রবণ করেন। শ্রীযুক্ত সতীশবাবু কলিকাতার বাঘ-ওয়ালা বাড়ীর বিখ্যাত বসু-পরিবারের একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত জমিদার ও ব্যবসায়ী। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শুনিয়া ক্রমশঃ মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন এবং তাঁহার জীবনের গতিও অত্যাশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। বস্তুতঃ ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রথম অবস্থায় কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি, প্রাণ, অর্থ —সমস্ত উপকরণ দিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচারের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। কোন প্রতিষ্ঠানের যখন প্রতিষ্ঠা বিস্তৃত হইতে থাকে, তখন অনেকে তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন; কিন্তু যখন শ্রীগৌড়ীয়মঠ কেবলমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-ভরসায় মাধুকরী-কণ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হরিকথা প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন সতীশ বাবুর শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবার জন্য যে আনুকূল্য ও আন্তরিকতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিষয়।

কলিকাতা-শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমূর্ত্তি-প্রকাশ

শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী দিবসে (২১শে ভাদ্র, ১৩২৭; ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২০, সোমবার) শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বড় শ্রীমূর্ত্তি এবং শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর দুইটি ছোট শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের জগন্মঙ্গলকরী শ্রীমূর্ত্তি অতীব পাষণ্ডীরও চিত্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের দিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। তখন মঠের অত্যল্প সংখ্যক কএকজন মাত্র সেবক মাধুকরী ভিক্ষা করিতেন এবং তদ্দ্বারাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা হইত।

বার্ষিক মহোৎসব-প্রবর্ত্তন

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে বার্ষিক মহোৎসবের আয়োজন আরম্ভ করা হইল। প্রতিবৎসরের ন্যায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতার জন্য প্রভুপাদের গৃহের সম্মুখে ছাদের উপর একটি চালা বাঁধা হইয়াছিল।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজাবাবু দামোদর বর্ম্মণ শ্রীআসনে আগমন করেন। তাঁহার আনুকূল্যে ও অনুগমনে শ্রীযুত মদনমোহন বর্ম্মণ, বড়বাজার-প্রবাসী রায়বাহাদুর শ্রীযুত হরেরাম গোয়েঙ্কা বাহাদুর মহাশয় প্রভৃতি ও পরলোকগত বিখ্যাত ব্যবসায়ী হরকিষেণ ভটর-প্রমুখ বড়বাজার-প্রবাসী অন্যান্য মাড়োয়ারী ভদ্রলোকেরা ভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসবে আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

জোড়াবাগানের স্বধামগত ভক্তিসুহৃৎ মহাশয় ও টালা-নিবাসী বঙ্কবিহারী পোদ্দার মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতেই শ্রীআসনের আনুকূল্য করিতেছিলেন।

১০ই আশ্বিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার সাধারণ মহোৎসবে শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-উৎসবের দিন অপরাহ্নে কাঙ্গালী-ভোজনের সময় মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

মহাশয়, পরলোকগত রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর, টাকির ভূম্যধিকারী বরাহনগর-প্রবাসী পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত সজ্জন আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

এই সময় হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে কলিকাতায় পরমানন্দ প্রভু কএকজন সুহৃৎ ও সতীর্থ বন্ধুর সহায়তায় বিস্তৃতভাবে একটি মুদ্রণ-শালা স্থাপনের জন্য যত্ন করেন।

সপরিবারে অমূল্যদা' ও সতীশ বাবু নানাভাবে এবং নানা আকারে আনুকূল্য-সংগ্রহের প্রযত্ন করায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন।

প্রভুপাদের অনর্গল হরিকথা-কীর্ত্তন

কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে প্রচার ও ভিক্ষা সংগ্রহ হইতে লাগিল। গত দুই বৎসর হইতে খুলনা-নিবাসী বিষ্ণুবাবু ভক্তিবিনোদ-উৎসবে কলিকাতা-শ্রীআসনে আসিয়া ক্রমাগত ছয়ঘণ্টা, কোনবার আটঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত অবিরত কীর্ত্তন গান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ও সর্ব্বত্র সকল শ্রোতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। এই বৎসর বৈষয়িক ও পারিবারিক কারণে উৎসবের শেষ সপ্তাহে আসিয়া বিষ্ণুবাবু কীর্ত্তন-সম্প্রদায়-দ্বারা নানাবিধ ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ঘাটাল হইতে শ্রীযুত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় সাধারণ মহোৎসবের দিন যোগদান করেন।

সাধারণ বক্তৃতা-গৃহে ভক্তিবিনোদ-উৎসব

গত বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সাধারণ বক্তৃতা-ভবনগুলিতে ভক্তি-বিনোদ-আবির্ভাব-তিথি লৌকিকভাবে বিভিন্ন জননেতার সভাপতিত্বে ও বক্তৃতা-মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এ বৎসর হইতে উহা বন্ধ হইয়া পারমার্থিকভাবে ভক্তিবিনোদ-আসনে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণবসাহিত্য-বিতরণ ও প্রচারের আয়োজন

ইংরাজী ভাষায় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার একটি বার্ষিক বিবরণ ও বঙ্গভাষায় 'গীতাবলী' মুদ্রিত হইয়া উৎসবকালে বিতরিত হয়। এই সময় প্রভুপাদের যাবতীয় রচনা ও বক্তৃতাবলী শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবুর দ্বারা ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার এবং ইংরাজীতে সাময়িক পত্র প্রকাশ করিবারও প্রস্তাব হইয়াছিল।

দ্বাদশ-বৈভব

গ্রন্থ-প্রচার, গৌড়দেশ-ভ্রমণ ও পরিব্রাজক-বিপণি-প্রেরণ

"নির্ভীক হ'য়ে যে নিরপেক্ষ সত্য বলা হ'চ্ছে, শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝ্‌তে পার্‌বে। কষ্টার্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটি লোককে সত্যকথা বোঝান' যায় না।"—বক্তৃতাবলী *

১০ই আশ্বিন (১৩২৭), ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯২০) রবিবার দিবস কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-উৎসবের দিন পূর্ব্বাহ্নে কাশিমবাজারের মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে কিছু উপদেশ শুনিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তখন প্রভুপাদকে পুনরায় কাশিমবাজারে যাইবার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন,—'আপনি কাশিমবাজারে আমার বাড়ীতে চারি দিবস উপবাসী থাকিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা আমি আমার কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি। বোধ হয়, আপনার নিকট আমার কোন বিশেষ অপরাধ হইয়াছে। আমি এ কথা তখন ঘুণাক্ষরে জানিলেও আমার ত্রুটী স্বীকার করিতাম। এবার আপনাকে আর একবার অবশ্যই কাশিম-বাজারে যাইতে হইবে।'

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র

প্রভুপাদ বৈষ্ণব-জগতে একটি পারমার্থিক বিশ্বকোষের বিশেষ অভাবের কথা জ্ঞাপন করায় ঐরূপ পারমার্থিক অভিধান একমাত্র প্রভুপাদের নিয়ামকত্বেই প্রণয়ন সম্ভব, ইহা মহারাজ জানাইলেন এবং তজ্জন্য আর্থিক সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হইলেন। প্রভুপাদ বলিলেন,—'কাশিমবাজার যাওয়া হইলে সেখানেই এ বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব।' সেইদিন অপরাহ্নে স্যর দেবপ্রসাদ, রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর ও টাকির ভূম্যধিকারী বরাহনগর-প্রবাসী রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রীআসনে মহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বহুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন।

ইহার পরদিনই প্রভুপাদ মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কলিকাতা আপার সার্কুলার রোডের ভবনে কৃপা-পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। সঙ্গে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর,

* ৪র্থ খঃ ৮২পৃঃ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুবাবু, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন, আরও কতিপয় ভক্ত ও আমি গিয়াছিলাম। মহারাজ-বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া একটি সোফায় বসাইলেন এবং মহারাজ স্বয়ং নিম্নাসনে বসিলেন। মহারাজ তখন প্রভুপাদকে বলিলেন,—'মনোহরসাহী কীর্ত্তন একেবারে লুপ্ত হইল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পরিব্রাজক প্রচারকও আর নাই। অতএব আপনার অনুগত ব্যক্তিগণের মধ্যে মহামহোপদেশক শ্রীমৎ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে পরিব্রাজক প্রচারক এবং শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে মনোহরসাহী কীর্ত্তনকারিরূপে পরিণত করিয়া স্থানে-স্থানে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা প্রচার ও শ্রীনিবাস-আচার্য্য-প্রভুর কীর্ত্তন-গৌরব সংরক্ষণের ব্যবস্থা হউক। তাঁহাদিগকে প্রথমে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া কীর্ত্তন শিক্ষা দেওয়া হউক। এজন্য আমি এই তিন জনকেই যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।'

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র

মহারাজের কথা শুনিয়া প্রভুপাদ আধুনিক ভৃতক পাঠক, গায়ক ও ভৃতিযুক্ত প্রচারের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের পাঠক, বক্তা, গায়ক, প্রচারক ও প্রচারের পার্থক্য অনেকক্ষণ যাবৎ মহারাজকে বুঝাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে বলিয়াছিলেন—'ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে, ভক্ত—ভাড়াটিয়া নহে।' প্রভুপাদ 'শ্রীসজ্জনতোষণী'র বিংশ খণ্ডের ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করিতে মহারাজকে অনুরোধ করেন।

এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সম্মুখেই আমি মহারাজ-বাহাদুরকে বলিয়াছিলাম,—'বহরমপুর-কলেজে আই-এ পড়িবার সময়ে আমি আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়া "Retreat" হোষ্টেলে থাকিতাম এবং প্রকৃত বৈষ্ণবসঙ্গ-লাভের জন্য ব্যাকুল ছিলাম। আপনার কর্ম্মচারিবৃন্দের কেহ কেহ জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত, বিষয়-কার্য্যে ধুরন্ধর বা 'বৈষ্ণব'-নামধারী হইতে পারেন; কিন্তু যদি আমাকে মুক্তকণ্ঠে অকপটে সত্যকথা বলিতে অনুমতি দেন, তবে আমি বলিব,—তাঁহাদের অনেকেই আপনার পারমার্থিক বন্ধু বা নিত্যহিতৈষী নহেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আমার ভাগ্যে যথার্থ সদ্‌গুরুলাভ ঘটিয়াছে।' মহারাজ-বাহাদুর তৎকালে আমার এই কথার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমি এই কথা অতি দৃঢ়তার সহিত উচ্চকণ্ঠে মহারাজকে জানাইয়াছিলাম।

শ্রীবাসুদেব প্রভুর স্পষ্টবাদিতা

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-আসনের বার্ষিক মহোৎসবের পরেই অর্থাৎ অক্টোবর মাসের প্রথম-ভাগে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণনগর-টাউন-হলে প্রদত্ত বক্তৃতা "বৈষ্ণবদর্শনে"র* ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে

* নদীয়া-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন-উপলক্ষে বঙ্গাব্দ ১৩২৫, ২৯শে বৈশাখ তারিখে কৃষ্ণনগর-টাউন-হলে "বৈষ্ণবদর্শন" সম্বন্ধে প্রভুপাদের বক্তৃতা, "বক্তৃতাবলী" ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

শুনাইয়াছিলেন। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা-নগরীতে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে শুদ্ধভক্তি প্রচার করিবার প্রস্তাব ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভাদ্র মাসের শেষভাগ হইতে শ্রীভাগবতপ্রেসে বঙ্গের নূতন আইন-সভার নির্ব্বাচনের জন্য নদীয়া জেলার কতকগুলি 'ভোটারস্ লিষ্ট' মুদ্রণার্থ শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু, হরিপদ বনচারী ও আমি ব্রতী হই। এই মুদ্রা-যন্ত্রের আয় হইতে ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার ও শ্রীমায়াপুরের সেবার আনুকূল্য হইত।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সালের ২০শে আশ্বিন তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সেবার আনুকূল্য-বিধানের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নামে মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত আবেদন-পত্রটি বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার ভক্তগণের নিকট প্রেরিত হয়।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর-শ্রীমন্দির
২০শে আশ্বিন, ১৩২৭

বিপুল-বৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী যোগপীঠ শ্রীশ্রীমায়াপুরে প্রিয়াজী-সহ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধা-মাধব-জীউর নিত্যসেবা আজ সাতাইশ বৎসর কাল চলিয়া আসিতেছে। শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভা পরম যত্নের সহিত একটি বাৎসরিক উৎসব সম্পাদন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহগুলি রক্ষা করিতেছেন। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর শ্রীমন্মহারাজ মাণিক্য-বাহাদুর দৈনন্দিন সেবার উদ্দেশ্যে বিগত বিশ বৎসর হইতে মাসিক পঁচিশ টাকা আনুকূল্য প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সময় সময় ভক্তগণও দৈনন্দিন সেবার জন্য কিছু কিছু আনুকূল্য করিতেছেন। আজকাল দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য এবং শ্রীমূর্ত্তিগণের সেবাটি সর্ব্বসাধারণ গৌরভক্তের বলিয়া সকল ভক্তের নিকটই আমরা এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তাঁহারা সামর্থ্যানুসারে মাসিক আনুকূল্য করিলে সেবার সমৃদ্ধি হইতে পারে।

আপনি শুদ্ধ গৌরভক্তগণের পরম আদরের ও শ্রদ্ধার পাত্র এবং পরহিতব্রত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার প্রসাদ বৈষ্ণব-সেবায় লাগিবে জানিয়া মাসিক যে টাকা আনুকূল্য করিতে আপনি সম্মতি প্রদান করেন, তাহা পত্রোত্তরে আগামী ৩০শে আশ্বিনের মধ্যে জানাইলে গৌরভক্তগণের আনন্দের সীমা থাকে না। ইতি—

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ইংরাজী ১৯২০ সালের ১৪ই অক্টোবর যশোহরের গভর্ণমেণ্ট-প্লীডার রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর বেদান্তভূষণ মহাশয় স্বধাম প্রয়াণ করেন।

এই অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত শ্রীযোগপীঠের সেবা-বাবদ ত্রিপুরাধীশের মাসিক আনুকূল্য-ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত আবেদন-ফলে নানা স্থানের কতিপয় ভক্তের নিকট হইতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা আনুকূল্য-প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। মুখে অনুকূল ভাব প্রকাশ করিলেও শুদ্ধভক্তি-প্রচারের প্রতিকূল কালীঘাটীয় কতিপয় ব্যক্তি এবং নন্দীর পরলোকগত——গোস্বামীর প্ররোচনায় বনমালী পোদ্দার মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে সর্ব্বতোভাবে ঔদাসীন্য ও অন্তরে যেন অন্যভাব লইয়া কুলিয়া-

প্রচার-বিরোধ

নবদ্বীপ-সহরের নূতন চড়াস্থিত পরমগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস পরমহংস
বাবাজী মহারাজের সমাধিস্থানটিকে বৈষয়িক ভোগাগাররূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে
বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথি-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপাইয়া বিতরণ করিলেন।

১৯২০ সালের ১৬ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী, নিত্যানন্দ বনচারী,
বৈষ্ণবদাস, মুকুন্দবিনোদ ও বঙ্কবিহারী দাসাধিকারীকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ-ধামের ভাবী
পরিক্রমার যাত্রী ও দর্শকগণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক দ্বীপে এক একটি

অনৈক ভেকধারীর চক্রান্ত

ছত্র-নির্ম্মাণোদ্দেশ্যে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট-বাটী মামগাছি-
গ্রামে গমন করেন। সম্ভবতঃ শ্রীধাম-মায়াপুর-বিদ্বেষী সারুটিয়ার ভেক-
ধারী তখন শ্রীল প্রভুপাদকে দেখিয়া থাকিবে। সে সেই দিনই ক্যাঁকড়ার মাঠে অনুষ্ঠিত
ডাকাতির উত্তেজক আসামীরূপে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া প্রভুপাদের নাম নবদ্বীপ-থানায় ডায়েরী
(এজাহার) করায়। থানার দারোগা শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী পরদিন প্রভুপাদের statement
লইয়াছিলেন। মহেশগঞ্জ-ষ্টেটের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামগোপাল দত্ত এম্-এ ও সদর-
নায়েব পরলোকগত পঞ্চানন রায় মহাশয়দ্বয় এবং গোয়াড়ীর শিক্ষিত বুদ্ধিমান সজ্জন
ব্যক্তিমাত্রেই ভেকধারীর ও দারোগার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কৃষ্ণনগর-সেসন্‌স্‌কোর্টে ডাকাতী-মামলার আসামী-
পক্ষের উকীল মহাশয়ের জেরার ফলে উক্ত ভেকধারীর সহিত প্রতীপ-প্রিয়নাথের অবৈধ
সঙ্গ ও চক্রান্তমূলে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি দ্রোহ, বিদ্বেষ ও মাৎসর্য্যের দৃষ্টান্ত নদীয়া জেলার
সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

আমি তখন কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসে। বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের ৮ই কার্ত্তিক, ইংরাজী
১৯২০ সালের ২৫শে অক্টোবর, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত হরিপদ
বিদ্যারত্ন, যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, হরিপদ বনচারী, বিষ্ণু বাবু, মুকুন্দ-

কাশিমবাজারে প্রভুপাদ

বিনোদ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ প্রভৃতিকে লইয়া
মহারাজ-বাহাদুরের সাদর ও সাগ্রহ আহ্বানে কৃষ্ণনগর-শ্রীভাগবতপ্রেস
হইতে বৈকালের ট্রেণে যাত্রা করিয়া রাত্রে কাশিমবাজারে উপস্থিত হন। মহারাজ-
বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদ ও ভক্তগণের প্রতি আদর, আপ্যায়ন ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে
কোন প্রকার কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। সপার্ষদ প্রভুপাদের অভ্যর্থনার জন্য কাশিম-
বাজার-ষ্টেশনে কএকখানি অশ্বযান ও নিজ-লোকজন প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাজের নিকট শ্রীল প্রভুপাদ "বৈষ্ণব-মঞ্জুষা" প্রচারের জন্য বিশেষ আবেগভরে
আবেদন জানাইয়াছিলেন। সমগ্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ইতিহাস, বৈষ্ণব-সাহিত্য, বৈষ্ণব-দর্শন,
বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র, বৈষ্ণব-শিল্পবিজ্ঞান ও বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে ব্যবহৃত অসংখ্য
পরিভাষা এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণব-শাস্ত্রের শব্দাবলীর একটি কোষ-গ্রন্থ সঙ্কলিত হওয়া যে
বিশেষ আবশ্যক, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ কাশিমবাজারের মহারাজ-বাহাদুরকে বিশেষভাবে

জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন যে, এই বৈষ্ণবকোষ-গ্রন্থের অভাবেই পরিভাষার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও বিদ্বদ্রূঢ়ি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া জগতে নানাপ্রকার মতবাদের সৃষ্টি ও বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি আক্রমণ, তথা বৈষ্ণব-সমাজের শব্দের কদর্থ করিয়া নানাপ্রকার জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হইতেছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'সেবা', 'লীলা', 'অপ্রাকৃত','অধোক্ষজ','প্রকট-অপ্রকট'প্রভৃতি শব্দের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সেবা ও লৌকিক কর্ম্মকে, লীলা ও জীবের ভোগকে, আধ্যাত্মিকতা ও অপ্রাকৃতত্বকে, কর্ম্মফলবাধ্য জন্ম-মৃত্যু ও প্রকটাপ্রকট-ব্যাপারকে একাকার করিয়া এবং শব্দতাৎপর্য্য-সাম্যের বিবর্ত্তে পতিত হইয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদ বৈষ্ণবধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে বসিয়াছে! রাজা রামমোহনরায় প্রভৃতি প্রাকৃতনীতিমাত্রবাদী আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের একটিমাত্র পরিভাষার অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে মায়াসীতা-হরণের আদর্শের ন্যায় আক্রমণের পাত্র মনে করিয়া ফেলিয়াছেন।

'মঞ্জুষা'র উদ্দেশ্য

'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'-সঙ্কলনে ভীষ্মপ্রতিজ্ঞা

সেই সময় প্রভুপাদ অতীব প্রাণ-স্পর্শিণী ভাষায় বলিয়াছিলেন,—'যদি আমি এবার 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা' (বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশ্বকোষ) শেষ করিতে না পারি, **তাহা হইলে কেবল এই জন্যই আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।'**

মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রথমে প্রভুপাদকে জানাইলেন যে, তিনি এককালে দুই তিন লক্ষ টাকা দিতে পারিবেন না। তাহাতে প্রভুপাদ মহারাজকে বলিলেন, 'আপনি যাহা আনুকূল্য করিতে পারেন, বর্ত্তমানে তাহাই করুন, আমি অন্যত্র হইতে ভিক্ষা করিয়া 'মঞ্জুষা'র অবশিষ্টাংশের ব্যয় নির্ব্বাহ করিব।' ইহাতে মহারাজ মাসিক তিনশত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রথম দিন অঙ্গীকার করেন। কিন্তু পরের দিন মহারাজ জানাইলেন,—অপর এক পণ্ডিতকে মহারাজের মাসিক সাহায্য করিতে হয়, অতএব তিনি মাসিক তিনশত টাকা দিতে পারিবেন না, দুইশত টাকা করিয়া দিবেন। এতৎপ্রসঙ্গে মহারাজ-বাহাদুর প্রভুপাদের নিকট একটি গুপ্তমনোঽভীষ্ট ও প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন যে, পুরীতে সমুদ্রের তটে প্রভুপাদের "বেলাশ্রম" নামে যে বাড়ীটি আছে, তাহা মহারাজ-বাহাদুরকে দশহাজার টাকায় দিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'র জন্য মহারাজের ঐ প্রার্থনায় সম্মত হন এবং "বেলাশ্রম" বাড়ীটি মহারাজ-বাহাদুরকে প্রদান করেন। মহারাজ-বাহাদুর সাতমাস পর্য্যন্ত চৌদ্দশত-টাকা-মাত্র দিয়া আর বাকী টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। মহারাজের পরামর্শদাতৃগণ মহারাজকে এই সেবানুকূল্য করিতে বাধা প্রদান করায় শ্রীল প্রভুপাদ বিষয়িগণের কার্য্যকলাপ, চিত্তবৃত্তির অস্থিরতা

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বিচার

এবং হরিভক্তির প্রতিকূলাচরণের চেষ্টা দেখিয়া ঐ বিষয় হইতে বিরত হন। তবে মহারাজের ব্যক্তিগত সরলতা ও বিদ্বোৎসাহিতা প্রভৃতির কথা শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময়ই বলিয়াছেন এবং বলেন, শুনিয়াছি।

৯ই কার্ত্তিক, ২৬শে অক্টোবর অপরাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদ কাশিমবাজার হইতে স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজের প্রদত্ত যানে আরোহণ করিয়া সৈদাবাদে দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের "শ্রীরাধাবল্লভ", শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ও শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীল হরিরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্থাপিত "শ্রীমোহনরায়", সৈদাবাদের অপর পল্লীতে শ্রীল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্থাপিত "শ্রীকৃষ্ণরায়" এবং সৈদাবাদের অপর পারে নেয়াল্লিশ-পাড়ায় শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরাণীর ভগ্ন সেবা প্রভৃতি দর্শন করিতে যান। সৈদাবাদে মহারাজের বাড়ীতে শ্রীরাধাদামোদর-বিগ্রহ দর্শন হয়। তৎপর দিবস রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই রাত্রির শেষভাগে ৪ টার ট্রেণে কাশিমবাজার হইতে রওয়ানা হইয়া প্রত্যূষে লালগোলাঘাটে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ উপস্থিত হন। তথা হইতে ভোরের ষ্টীমারে প্রেমতলী-ষ্টেশন হইয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাট খেতুরীতে শুভবিজয় করেন। শ্রীপাট খেতুরী দর্শন করিয়া প্রভুপাদ সেই দিনই লালগোলাঘাট হইয়া শেষরাত্রে শ্রীভাগবতপ্রেসে আগমন করেন। এই সময় গৌরপার্ষদগণের বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধে 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় (২৩শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যায়) এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল,—

গৌরপার্ষদগণের শ্রীপাটে

শ্রীমোহনরায় ও শ্রীকৃষ্ণরায়

"শ্রীমোহনরায়" ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাঢ়ীশ্রেণীয় শিমলাই গাঁই শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ তনয়
শ্রীহরিরাম ভট্টাচার্য্যের স্থাপিত। সম্প্রতি এই বিগ্রহ সৈদাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-বংশের অধস্তন ও তাঁহাদের
সম্পর্কিত আত্মীয়গণ-দ্বারা সেবিত হইতেছেন। কেহ কেহ এই শ্রীবিগ্রহকে "শ্রীমোহনরাই" বলেন। কেহ কেহ
বলেন,—শ্রীঠাকুর মহাশয়-প্রতিষ্ঠিত খেতুরী-গ্রামের ছয় বিগ্রহের অন্যতম "শ্রীব্রজমোহন"ই সৈদাবাদস্থিত "মোহন-
রায়।" কেহ বলেন,—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর বংশীয়-
গণই "মোহনরায়" বিগ্রহের সেবাইত। কাশিমবাজার-বৈষ্ণব-মহারাজের এই সেবা-সমূহের প্রতি দৃষ্টি আছে।
খেতুরীর শ্রীবিগ্রহ-সমূহের আকার-সহ এই "মোহনরায়ে"র মিল নাই।

সৈদাবাদের অপর পল্লীতে "শ্রীকৃষ্ণরায়"-বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। "শ্রীকৃষ্ণরায়ে"র সেবা শ্রীরামকৃষ্ণ
ভট্টাচার্য্য-কর্ত্তৃক স্থাপিত প্রাচীন সেবা। কথিত আছে,—রামকৃষ্ণের স্থাপিত বিগ্রহ হরিরামের অধস্তনগণ সেবা
করেন এবং হরিরামের স্থাপিত বিগ্রহ রামকৃষ্ণের বংশে পূজিত হন। এই সেবাদ্বয়ের এখন অনেকগুলি সরিক
সেবায়েৎ হইয়াছেন। "শ্রীরামকৃষ্ণরায়"-বিগ্রহের সেবায়েৎ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ঠাকুর মহাশয় পরম ভাগবত ও
সদালাপী। শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম-প্রচারে তাঁহার প্রচুর পরিমাণ সহৃদয়তা আছে।

"শ্রীমোহনরায়ে"র একসরিক সেবায়েতের গৃহে মণিপুরের মহারাজ চন্দ্রকীর্ত্তি সিংহ-প্রদত্ত একটি বৃহৎ ঘণ্টা
আছে। উহা ১২০৫ সালের ২৮শে পৌষ ঝুলনাদি উদ্দেশে "শ্রীমোহনরায়" শ্রীবিগ্রহের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

রাধাবল্লভ-ভবন

কাশিমবাজারের বৈষ্ণব-মহারাজ সৈদাবাদে "রাধাবল্লভে"র নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। শীঘ্রই তথায় শ্রীমূর্ত্তিগণ বিরাজ করিবেন। এখানে দুইটি যুগল "রাধাবল্লভ" বিগ্রহ আছেন। একটি—দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম ঠাকুর সুন্দরানন্দের প্রতিষ্ঠিত মহেশপুরের "রাধাবল্লভ", অপরটি—শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবারস্থ রূপলাল-কৃষ্ণলাল-কর্ত্তৃক স্থাপিত।

নেয়াল্লিশ-পাড়া

সৈদাবাদের ভাগীরথীর অপর কূলে নেয়াল্লিশ-পাড়ায় শ্রীমদাচার্য্য-প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা দেবীর স্থাপিত শ্রীবিগ্রহগণ বিরাজ করিতেছেন। প্রাচীন বুধুইপাড়া-গ্রাম ভাগীরথীর গর্ভস্থ হওয়ায় এখানে বহুদিন হইতে প্রাচীন সেবা স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শ্রীআচার্য্য-প্রভুর "শ্রীরাধামাধব", শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর "শ্রীবংশীবদন" এবং পরের "লীলাগোবিন্দ" বিগ্রহগণের সেবা হইতেছে। শ্রীমন্দিরের অবস্থা শোচনীয়।

শ্রীপাট খেতুরী

গৌড়ীয় শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাটের সম্প্রতি দুরবস্থা। সেখানে যে মেলা হয়, তাহা 'বৈষ্ণব'-নামধারী নানাজনের সজ্ঘমাত্র। শুদ্ধভক্তির কোন কথা তথায় নাই। ১৫ই কার্ত্তিক (১৩২৭), ১লা নভেম্বর (১৯২০) সোমবার কৃষ্ণা পঞ্চমী দিবসে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বিরহতিথি-উপলক্ষে শ্রীপাটে বহুজনের সম্মিলন হইয়াছিল। প্রাচীন শ্রীমন্দিরের অবশেষ হওয়ায় একটি নবনির্ম্মিত গৃহে শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ বিরাজ করিতেছেন। শুনা যায়,—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পনে শ্রীমূর্ত্তি-সমূহের অঙ্গবৈকল্য ঘটিয়াছে। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য-বংশের শেষ পুত্রবধূ শ্রীমতী রাধাসুন্দরী চৌধুরাণী প্রেমতলীতে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামস্থ লোকের অনুরোধ-ক্রমে শ্রীঠাকুর-সেবার ভার মুর্শিদাবাদ-বালুচর-নিবাসী পরলোকগত গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী গ্রহণ করেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী ১৩১৫ সালে খেতুরী-গ্রামের শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্বয়কে দানপত্র করেন। ১৩১৭ সালে সচ্চিদানন্দ ভজনটুলির সম্পূর্ণ স্বত্ব ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলে পূর্ণচন্দ্র উহাকে নিজাংশ পুনঃ প্রত্যর্পণ করেন। পরলোক-প্রাপ্ত রাখালচন্দ্রের পত্নী স্বীয় নিজাংশ পুঁটিয়ার চারি আনার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র রায় বাহাদুরকে ১৩২৩ সালের আশ্বিন মাসে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সকল সম্পত্তিতে অধিকারাদি লইয়া সম্প্রতি ধর্ম্মাধিকরণে বিবাদও উপস্থাপিত হইয়াছে, শুনা যায়। শুদ্ধবৈষ্ণবের হস্তে সেবাধিকার সমর্পিত হইলে এতাদৃশ নানা গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

উপর খেতুরীতে ভজনটুলি ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের স্থান-সমূহের ভগ্নাবশেষ আজও ন্যূনাধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মার সন্নিকটে নীচ খেতুরীতে প্রেমতলী-নামক স্থানেও একটি দেবসেবা বহুদিন হইতে আছে।

শ্রীভক্তিপ্রদীপ ঠাকুরের ত্রিদণ্ড-গ্রহণ

ইংরাজী ১৯২০ সালের ১লা নভেম্বর (বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের কার্ত্তিক মাস) তারিখে শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পরেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পরম কৃপা-পাত্র মহামহোপদেশক শ্রীমদ্ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য বি-এ মহোদয় যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-হোমাদি কৃত্যান্তে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট

বৈভব

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিব্রাজকবেশ ও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন। * তিনি তখন হইতেই বৈষ্ণব-সমাজে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ নামে খ্যাত হন। সেই দিনই কুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ওরফে ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী মন্ত্রদীক্ষাগ্রহণ ও 'সৎক্রিয়াসারদীপিকা'নুসারে সংস্কার-বিধি সর্ব্বপ্রথম পালন করেন।

ঢাকায় দ্বিতীয়বার প্রচার

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ

সন্ন্যাসের পরের দিনই শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ মুকুন্দ-বিনোদ, যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ ও বৈষ্ণবদাসকে লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী প্রচারের জন্য ঢাকায় যাত্রা করিলেন। ঢাকায় আসিয়া তিনি কএকদিন জগন্নাথ-কলেজের ইংরাজী-সাহিত্যের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পরলোকগত সতীশচন্দ্র সরকার এম-এ মহাশয়ের আশ্রয়ে এবং ফরাসগঞ্জে বসন্তবাবুর কাঠের গোলা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিয়া হরিকথা প্রচার করেন। সর্ব্বশেষে তিনি গৌরনিতাই শঙ্খনিধির ঠাকুর-বাড়ীতে আসেন। পরে তীর্থ মহারাজের সহিত হরিদাস মুনি ঠাকুর (যিনি পরে সন্ন্যাস-গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, অধুনা তিনি নিত্যধাম-প্রাপ্ত) আসিয়া যোগদান করেন। তখন রায়সাহেব গৌরনিতাই শঙ্খনিধি মহাশয়ের ভগবন্মন্দিরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া বিভিন্ন স্থানেও পাঠ, বক্তৃতা ও প্রচার করিতেন।

সত্য-প্রচারে ঈর্ষা ও বিরোধ

এই সময়ে (নভেম্বরের মধ্যভাগে) একদিন দ্বিপ্রহরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গী কএকজন ভক্ত পর্য্যটন করিতে করিতে কাঠেরপুল-নামক পল্লীস্থিত একটি গৃহে শ্রীভগবন্মন্দিরের নাম অঙ্কিত দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কিছু মহাপ্রসাদ যাচ্ঞা করিলেন। উক্ত ভগবন্মন্দিরের তদানীন্তন তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ভিক্ষুগণকে শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ বুঝিতে পারিয়া কৌতূহল-বশতঃ তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন নবদ্বীপের কোন বিখ্যাত ব্যবসায়ী পাঠক—যিনি ভাড়াটিয়া পাঠকসূত্রে কথকতা করিবার জন্য প্রতি বৎসর ঢাকায় আগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারই বিশেষ অনুগত বন্ধু ও একটি হরিসভার সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে উক্ত ব্যবসায়ী পাঠক মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। উক্ত পাঠক মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ যাহাতে ঢাকায় কোন প্রকার সাহায্য এমন কি, ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায়ও একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষা না পান, তজ্জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের দোষ—তাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যবসায়, কৃত্রিম ভাবুকতা, ব্যভিচার-লাম্পট্য, ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি ভোগবৃত্তিকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া চালাইতে

* সঃ তোঃ ২৩ খঃ ৫ সং ১০৫ পৃঃ

পারেন না এবং যাঁহারা ঐসকল কার্য্যকে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' বলিয়া চালান, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিতে বা তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারেন না। এইজন্য ঐ সকল সম্প্রদায় সাধারণ অতত্ত্বজ্ঞ লোকের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী ও নিন্দক প্রভৃতি বলিয়া আপনাদিগের বাহ্য তিলক-ফোটা, লোকরঞ্জক নিয়ম-নিষ্ঠার অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত অসদাচারগুলিকেই 'বৈষ্ণবতা' বলিয়া প্রচার করেন। উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইঁহাদের পরিচয় পাইয়া বলিলেন,—'দ্বিপ্রহরে অতিথিকে ভিক্ষা দেওয়া গৃহস্থমাত্রেরই কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু আমাকে কোন গোস্বামী আপনাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এমন কি, আপনারা অনাহারে, নির্য্যাতনে পীড়িত ও ব্যথিত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিলেও বরং তাহাতে কোন কোন ব্যক্তি সন্তুষ্ট হন। আমার গুরু ও বন্ধু-স্থানীয় সেই গোস্বামী মহাশয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আমি গৃহস্থের ধর্ম্ম পালন করিতে পারি না।'

বাস্তবসত্য—অপ্রতিহত

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ শুদ্ধবৈষ্ণব-প্রচারকগণকে মধ্যাহ্নকালে এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থানে এই দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মব্যবসায়িগণের চিত্তবৃত্তির আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। গত ইংরাজী ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, কার্ত্তিক মাসে) যখন শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা-উপলক্ষে বহুলোক শ্রীরাধা-ললিতাকুণ্ডের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনও উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্থানীয় বহু ব্রজবাসী এবং বহু শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও কএকটি ইংরেজ-মহিলার সম্মুখে সাধারণ সভার মধ্যে দাঁড়াইয়া উপবাচক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ঢাকায় শুদ্ধভক্তি-প্রচারক, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের প্রতি কতিপয় ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর ঐরূপ চিত্তবৃত্তি ও ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রাসবিহারীদা'র, তাঁহার পিতা স্বধামগত ডাক্তার কুঞ্জবিহারী জ্যোতির্ভূষণের এবং কএকদিন পরে শ্রীমান্ সম্বিদের মন্ত্রদীক্ষা ও যথাবিধি সংস্কার লাভ হয়। অমূল্যদা' এই সময় একটি পুরাতন মোটর-গাড়ী ক্রয় করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারের সহায়তার জন্য অধিকাংশ সময়ে উহা নিযুক্ত করেন।

ডিসেম্বরের প্রথমে তীর্থস্বামী প্রমুখ প্রচারকবর্গকে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ভাগবত-প্রেস হইতে "ঢাকাবাসীর প্রতি নিবেদন" শীর্ষক একটি আবেদন-পত্র ফুলস্কেপ ফোলিও আকারে দুই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করাইয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে শ্রীভাগবত-প্রেস হইতে কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে 'মথুরা-সমাহৃতি'র সেবার জন্য গমন করি।

'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'র সমাহরণ-কার্য্যের জন্য সেই সময় নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ মুদ্রিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল,—

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীমঞ্জুষা-সমাহরণ-বিভাগ

(কাশিমবাজারের শ্রীবৈষ্ণব-মহারাজের আনুকূল্যে পরিপুষ্ট)

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন্-রোড্
শ্যামবাজার পোঃ, কলিকাতা
তারিখ......শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৫

যথাবিহিত বৈষ্ণব-সম্মান-পুরঃসর নিবেদনম্—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমৎ স্বামী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় 'শ্রীবৈষ্ণব-মঞ্জুষা'-নামে একটি বিরাট্ পারমার্থিক-কোষ-সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছেন। সকল ধর্ম্মাত্মা ও সাহিত্যানুরাগী সুধী ব্যক্তিরই এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা আবশ্যক। এতদর্থে মহাশয়ের নিকট (৫) ও (৬) নং সমাহরণ ফরম ও সমাহরণ-প্রণালী পাঠাইলাম। মহাশয় যথাসম্ভব সত্বর স্থানীয় শ্রীবিগ্রহ, মন্দির ও তীর্থ-বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিষয়-সমূহের বিবরণ-দ্বারা ফরম সংপূরণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন। এতদর্থে নিবেদন ইতি—

ভবদীয় কৃপার্থী
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন
(কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, এম-এ, বি-এল)
শ্রীমঞ্জুষা-সমাহরণ-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক

SREE MANJUSHA COLLECTION DEPARTMENT

(Under the distinguished support of the Sree Vaishnava Maharaja of Kashimbazar)

Sree Bhaktivinode Asana,
1, Ultadingi Junction Road,
Shyambazar P.O., Calcutta.
....................1921

DEAR SIR,

His Divine Grace Paramahansa Paribrajakacharya (108) Sree Sreemad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur (of Sree Chaitanya Math at Sreedham Navadwip Mayapur, the birth site of Sree Sree Mahaprabhu Krishna Chaitanya Deva) has graciously undertaken the editing of a Religious Encyclopædia, Sree Vaishnava Manjusha by name. The co-operation and assistance of every pious man and lover of literature

should be offered for the holy purpose. We avail ourselves of your goodness to send you our Forms No. 5 and 6 enclosed herewith for the favour of your filling in the gaps with details about the particular items suggested concerning the Temples, Dieties and Holy places in your locality. If the informations given exceed the limit of the Forms supplied or if you want to send additional informations about them, you will very kindly write them on separate pieces of blank paper of the same size. The writing should be distinct and may be on both sides of the paper. If no information can be supplied about a particular item, the gap should be left blank for some other gentleman to fill it in future. Every form should bear your name and address at its end. Depending on your sympathy and readiness in furnishing the details,

I am,
Thankfully yours,
HARIPADA VIDYARATNA
(Kaviphushan, Bhaktishastri, M. A, B. L.)
Superintendent, Sree Manjusha-
Collection Department.

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমঞ্জুষা-সমাহরণ-বিভাগ

(কাশিমবাজার-শ্রীবৈষ্ণব-মহারাজের আনুকূল্যে পরিপুষ্ট)

সমাহরণ-নিয়মাবলী

১। নির্দ্দিষ্ট মুদ্রিত ফরমে গ্রন্থ হইতে শব্দ ও যুক্তশব্দ পৃথগ্‌ভাবে উদ্ধার করিতে হইবে।

২। কাগজের দুই পৃষ্ঠে পরিষ্কার করিয়া লেখা চলিবে।

৩। প্রত্যেক ফরমে একটির অধিক শব্দ বা বিষয় লিখিত হইবে না।

৪। মুদ্রিত ফরমের দুই পৃষ্ঠায় সঙ্কুলান না হইলে ঐ ফরমের আকারে সাদা-কাগজে 'ক', 'খ' ইত্যাদি চিহ্ন দিয়া মূল ফরমের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিতে হইবে।

৫। শব্দের অর্থ যাহা জানা আছে, তাহা লিখিতে হইবে। গ্রন্থের পারম্পর্য্য ও অনুবাদ-বিচারে যে অর্থ হয়, তাহাও লিখিতে হইবে এবং বিভিন্নার্থও উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। যে-স্থানে শব্দটি পাওয়া গিয়াছে, সেই গ্রন্থের নাম, অধ্যায়, বিভাগ, শ্লোক ও তৎসংখ্যা-উল্লেখে সেই স্থানটি উদ্ধার করিয়া কাগজে লিখিতে হইবে।

৭। অন্যান্য গ্রন্থে তাদৃশ বিষয়ের যে-সকল উল্লেখ আছে, তাহা জানা থাকিলে বা সংগ্রহ করিতে পারিলে উহাতে লিখিয়া দিতে হইবে।

৮। তৎসম্পর্কিত যে-কোন অনুসন্ধান অন্যত্র হইতে পাওয়া যায়, তাহার মূল উল্লেখে সেইগুলি উদ্ধার করিতে হইবে।

৯। কোন এক শব্দের মধ্যে গ্রন্থোক্ত শ্লোক একবার উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া তাদৃশ বিভিন্ন কাগজে লিখিত অন্য শব্দে প্রয়োজন-মত সেইগুলির পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

১০। উদ্ধৃত কঠিন শ্লোকের সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্গানুবাদ দিতে হইবে।

১১। (১) শব্দ, (২) ব্যক্তিবিশেষের নাম, (৩) গ্রন্থের নাম, (৪) স্থানের নাম—এই চারি প্রকার ফরম পৃথগ্‌ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

১২। (৫) শ্রীমন্দির ও (৬) তীর্থ-ফরমে লিখিত নিদেশ-ব্যতীত অন্যান্য অতিরিক্ত কোন কথা লিখিতে হইলে বা ফরমে সঙ্কুলান না হইলে ঐ ফরমের সাইজের অন্য সাদা কাগজে লিখিতে হইবে।

১৩। ফরমে প্রদত্ত কোন একটি বা ততোধিক বিষয় পূরণ করিতে না পারিলে সে-স্থান ফাঁক থাকিবে, কোনরূপ চিহ্নাদি দিতে হইবে না। যেহেতু অন্য কেহ পরে সে-স্থান সংপূরণ করিয়া দিবেন।

১৪। প্রত্যেক ফরমের শেষে ফরম-পূরণ-কারকের নাম, ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিত থাকা আবশ্যক।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমঞ্জুষা-সমাহরণ-বিভাগ

(কাশিমবাজার-শ্রীবৈষ্ণব-মহারাজের আনুকূল্যে পরিপুষ্ট)

(১) শব্দতথ্য

১। শব্দ

২। সাধারণ অর্থ

৩। প্রকৃতি প্রত্যয়
(বা বিভিন্ন ভাষা হইতে কিরূপ ভাবে সিদ্ধ)

৪। বিবৃতি

৫। অন্যান্য ভাষায় প্রতিশব্দ

৬। বিভিন্ন অর্থ

৭। শব্দজ অন্যান্য শব্দ

৮। প্রয়োগ

(২) ব্যক্তিতথ্য

১। নাম

২। উপাধি

৩। পরিচয় (জাতি, বর্ণ ইত্যাদি)

৪। সম্বন্ধ

৫। স্থান

৬। সময়

৭। বংশ-পরম্পরা

৮। কীর্তিকলাপ
(গ্রন্থ-প্রণয়ন, অনুষ্ঠান ইত্যাদি)

৯। গ্রন্থে উল্লেখ

১০। ইতিবৃত্ত

১১। প্রকৃতি

১২। গুরু-পরম্পরা ও শিষ্যানুবন্ধ

(৩) গ্রন্থতথ্য

১। গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম

২। রচয়িতা

৩। সময়

৪। স্থান

৫। ভাষা

৬। রচনা-প্রণালী

৭। আলোচিত বিষয়
৮। পরিণাম
৯। জ্ঞাতব্য বিষয়
১০। পরবর্ত্তী সমালোচনা (কাল, পাত্র ও দেশ)
১১। প্রাপ্তিস্থান ও ব্যয়
১২। গ্রন্থান্তরে উল্লেখ
১৩। আদি, অন্ত্য ও প্রয়োজন মত অন্য অংশ উদ্ধার
১৪। বিষয়-সার সংগ্রহ

(৪) স্থানতথ্য

১। নাম
২। ভৌগোলিক অবস্থান
৩। ইতিহাস
৪। কীর্ত্তিকলাপ
৫। গ্রন্থে উল্লেখ

ঢাকায় প্রচারের ফলে কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণের নির্ভীক সত্য-প্রচারে আকৃষ্ট হন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু তখন সদ্য বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শঙ্খনিধিদের ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিকথা-শ্রবণের তীব্র পিপাসা লইয়া যাতায়াত করিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিও তখন তীর্থ মহারাজের সঙ্গে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় ঢাকা-গেণ্ডারিয়া-প্রেস হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর 'শ্রীশিক্ষাষ্টক', শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গীতি, শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত লঘুবিবরণের সহিত শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীউপদেশামৃতে'র মূল, শ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থস্বামীজীর অন্বয়, শ্রীরাধারমণ দাস গোস্বামি-বিরচিত 'উপদেশ-প্রকাশিকা'-টীকা, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'পীযূষবর্ষিণী' বৃত্তি তথা প্রভুপাদের রচিত 'অনুবৃত্তি', শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'উপদেশামৃতের পদ্যানুবাদ' এবং পরিশিষ্টে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী', শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ ও শ্রীগোস্বামিপাদ-বচন প্রভৃতি সম্বলিত হইয়া 'সাধনপথ'-নামে শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হইতে থাকে। ১লা ফাল্গুন (১৩২৭), ১৩ই ফেব্রুয়ারী (১৯২১), (৪৩৪ গৌরাব্দ) শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব-বাসরে ঐ গ্রন্থ ঢাকা হইতে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-স্বামীজী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণনগরস্থ ভাগবতপ্রেসেও তখন শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'প্রার্থনা-রস-বিবৃতি' ডবল ফুল্স্কেপ্ অক্টেভো আকারে আংশিকভাবে এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমার আবেদন-পত্র মুদ্রিত হইতে থাকে।

ঢাকায় প্রচার ও গ্রন্থ-প্রকাশ

১লা জানুয়ারী হইতে প্রায় দেড়মাস-কাল যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদ অতি ভয়াবহ দুরারোগ্য পৃষ্ঠব্রণ (Carbuncle) রোগে পীড়িত থাকিবার অভিনয় করেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু তখন সর্ব্বক্ষণ প্রভুপাদের নিকট থাকিয়া শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহার উপদেশে ও আনুগত্যে আমরা কএকজন প্রভুপাদের সেবা-সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তৎকালে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত

বৈভব

সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় মোটর-গাড়ী, চিকিৎসার ব্যয় ও ফল, দুগ্ধ, ঘোল প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণ-দ্বারা—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের সাহায্যে নানাপ্রকারে অত্যুত্তম সেবাদর্শ দেখাইয়া সকল ভক্তের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

জানুয়ারীর মধ্যভাগে একদিন প্রভুপাদের দর্শন-লাভার্থ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নৃসিংহকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মোটর-গাড়ীতে চড়িয়া আসনে আগমন করেন এবং "অমৃতবাজার পত্রিকা" কোম্পানীর অংশ-ক্রয়ের ও মিঃ সি, আর, দাস মহাশয়কে পত্রিকার সম্পাদকরূপে বরণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া যান।

২০শে জানুয়ারী (১৯২১) শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবু বারাকপুরের দেবীপ্রসাদ-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ এবং কিছুদিন পরে সমাহৃতি-পরিদর্শক (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্)-রূপে বহুস্থানে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন-পত্র প্রেরণ করেন।

ত্রিপুরায় প্রচার

বাঙ্গালা ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে (ইংরাজী ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী আশিকাটি-গ্রামে 'শ্রীশ্যামসুন্দর হরি-সভা'র সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ের বিশেষ আর্ত্তিপূর্ণ আহ্বানে ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আগ্রহে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক সেই গ্রামে শুভবিজয় করেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত পরমানন্দ প্রভু, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ ও আমি ছিলাম। ঢাকা হইতে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আসিয়া মিলিত হন।

শ্রীনীলকান্ত মিশ্র

শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয় 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি'র কার্য্যে কিছুকাল যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির শুদ্ধভক্তি-প্রচারে উৎসাহ দেখিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক আশিকাটিতে গমন করিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করেন। ভাড়াটিয়া প্রচারক ও ধর্ম্মব্যবসায়িগণের দ্বারা জগতের অশেষ অপকার-ব্যতীত কোনপ্রকার উপকারের সম্ভাবনা নাই, তাঁহাদের দ্বারা কোন কালে নির্ভীক-ভাবে সত্যকথা প্রচারিত হইতে পারে না এবং তাঁহাদের ঐরূপ কার্য্য হরিসেবার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ,—ইহা মিশ্র মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

আশিকাটিতে প্রভুপাদ

৪ঠা ফাল্গুন (১৩২৭), ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯২১) প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে আশিকাটি-অভিমুখে যাত্রা করেন। সঙ্গে আচার্য্য পরমানন্দ প্রভু, শ্রীমান্ সম্বিৎ, যশোদানন্দন প্রভু প্রভৃতি ছিলেন। আমি তখন কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবত-প্রেসে ছিলাম। রাণাঘাট-ষ্টেশন হইতে আমি প্রভুপাদের সঙ্গে যোগদান করি। আমরা গোয়ালন্দ-ঘাটে পৌঁছিয়া "বেলুচী" নামক ষ্টীমার-যোগে চাঁদপুর রওয়ানা হই এবং রাত্রি ৯টার সময় তথায় পৌঁছি। সেখানে তীর্থ মহারাজ ঢাকা হইতে আসিয়া কতিপয় ভক্তের সহিত প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। চাঁদপুর

হইতে সাহাতলি-ষ্টেশনে পৌঁছিলে একটি কীর্ত্তন-সম্প্রদায় প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সজ্জিত পাল্কীর সহিত তথায় উপস্থিত হন। গোবিন্দ বসাক এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি অভ্যর্থনা-কার্য্যে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। ৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা আশিকাটি পৌঁছিলে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র এবং স্থানীয় হরিসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শিক্ষিত ভদ্র-মহোদয়গণ প্রভুপাদকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করেন।

৬ই ফাল্গুন তারিখে স্থানীয় হরিসভায় তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা বিশেষ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। বহু ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলী সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মিশ্র মহাশয়ও অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে স্থানীয় হরিসভার বার্ষিক উৎসব-উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদকে উক্ত সভার অধিবেশনের সভাপতিপদে বরণ করেন। প্রভুপাদ তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন এবং তৎপ্রসঙ্গে অনেক হরিকথা বলেন। বহুলোক প্রভুপাদের দর্শন ও হরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন করিতে থাকেন। ঐ দিন একাদশীর উপবাস ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ তথায় প্রভুপাদের আরও কিছুদিন অবস্থানের জন্য বিশেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে থাকেন। সারাদিন বহু ভদ্রলোক আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও বাণী শ্রবণ করেন। অপরাহ্নে তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা হয় এবং রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সেই দিনই রাত্রি ১১টায় প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা আশিকাটি হইতে রওয়ানা হইয়া চাঁদপুর-ঘাটে পৌঁছি।

ঢাকায় দ্বিতীয়বার শ্রীল প্রভুপাদ

৯ই ফাল্গুন (১৩২৭), ২১শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা বেলা ১০॥ টার সময় নারায়ণগঞ্জে পৌঁছি এবং তথা হইতে প্রভুপাদের অনুগমনে ঢাকা যাই। শ্রীপুরী দাস, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বণিক্য এবং আরও কতিপয় ভদ্রলোক প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বধামগত লালমোহন শাহ শঙ্খনিধির ঠাকুর-মন্দিরে লইয়া যান। ঢাকার বিভিন্ন লোক প্রভুপাদকে দর্শন করিবার জন্য আসেন। শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বাবু তাঁহার দোকানে লইয়া যান এবং রহমৎগঞ্জে মহাপ্রভুর মন্দির প্রভৃতি দেখান।

১১ই ফাল্গুন (১৩২৭), ২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) তারিখে স্থানীয় ইংরাজী দৈনিক 'হেরেল্ড্'-পত্রে প্রভুপাদের আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হয়। ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাসের ঠাকুর-বাড়ীর হরিসভায় একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। তথায় বহু পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। শক্তি-ঔষধালয়ের চতুষ্পাঠীর

পণ্ডিত রমেশচন্দ্র চতুস্তীর্থ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ-প্রকাশ-পূর্ব্বক পরে আরও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তীর্থ মহারাজ সেইদিন রহমৎগঞ্জে মদনমোহনজীর ঠাকুর-বাড়ীতে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

বার লাইব্রেরীতে বক্তৃতা

১২ই ফাল্গুন (১৩২৭), ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) বৃহস্পতিবার স্থানীয় প্রথম মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী, নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফ্ শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায়, ঢাকা-নর্ম্মাল-স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায়, পুলিসের হেড্ক্লার্ক বৃন্দাবনচন্দ্র বসাক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ প্রাতে আসিয়া প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ করেন। সেইদিন সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত প্রভুপাদ ঢাকা-বার-লাইব্রেরী-হলে বঙ্গভাষায় একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় উকীল ও বহু সম্মানিত ব্যক্তি প্রভুপাদের বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল বার-লাইব্রেরীর ব্যবহারবিদ্গণের পক্ষ হইতে প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া একটি অভিনন্দন প্রদান করেন।

ঢাকার বিভিন্ন গৃহে হরিকথা

১৩ই ফাল্গুন (১৩২৭), ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) প্রাতঃকালে চন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পুত্র এবং নদীয়ার সেটেল্মেণ্ট্-অফিসার সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় (মুন্সেফ্, নারায়ণগঞ্জ) প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য লালমোহন শাহ শঙ্খনিধির ঠাকুর-বাড়ীতে পুনরায় আগমন করিলেন। রায়সাহেব দেবেন্দ্র বাবুর বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার গেণ্ডারিয়াস্থিত ভবনে পদার্পণ করিয়া প্রাতঃকাল ৮টা হইতে প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন; অপরাহ্নে স্বধামগত লালমোহন শাহ শঙ্খনিধি মহাশয়ের আত্মীয়বর্গের সকাতর প্রার্থনায় প্রভুপাদ তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়াও প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহাদিগকে হরিকথা উপদেশ করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রভুপাদ পুনরায় মধুবাবু মুন্সেফ্ মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া রাত্রি ৭৷৷টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মধু বাবুর ভবনে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রভুপাদের বাণী শ্রবণার্থ আগমন করিয়াছিলেন। অবসর-প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্ জজ্ দেওয়ান-বাহাদুর সারদাপ্রসাদ সেন, পাঁচজন সব্জজ্, ৩৫কজন মুন্সেফ্, একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

১৪ই ফাল্গুন (১৩২৭), ২৬শে ফেব্রুয়ারী (১৯২১) প্রভুপাদ ঢাকা হইতে রওয়ানা হন। গোয়ালনন্দের ষ্টীমারে বসিয়াই 'সজ্জনতোষণী'র প্রুফ্ সংশোধন করেন। পরদিন প্রাতঃকাল ৭টায় প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে পৌঁছেন।

শারদীয় পূজাবকাশের পর হইতে (বঙ্গাব্দ ১৩২৭, ইংরাজী ১৯২০, নভেম্বর) শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ রায়সাহেব গৌরনিতাই শঙ্খনিধির ঠাকুর-বাড়ীতে অবস্থান-পূর্ব্বক ঢাকার ঘরে-ঘরে, পল্লীতে-পল্লীতে, করোনেশন-পার্কে প্রচার, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি করিতেছিলেন। শিক্ষিত সমাজ তীর্থ মহারাজের নিরপেক্ষ কথায় বিশেষ আকৃষ্ট হন; লৌকিক

ধর্ম্ম-ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় তখন বিষম বিপদ গণিয়াছিলেন। তীর্থ মহারাজ ঐ সময়ই প্রভুপাদকে একবার ঢাকায় শুভবিজয় করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রার্থনানুসারেই শ্রীল প্রভুপাদ আশিকাটি হইতে দ্বিতীয়বার ঢাকায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ই দক্ষিণ-মৈষণ্ডি-নিবাসী ধনাঢ্য যুবক শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বণিক্যের হরিকথা শুনিবার আগ্রহ, বিশেষতঃ ভাড়াটিয়া পাঠক ও কথকগণের কবলে কবলিত হইয়াও তাহাদের অবৈধ বৃত্তি নিরাস করিবার উন্মুখতা এবং সত্যানুসন্ধিৎসা-দর্শনে তাঁহার প্রতি শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বাবু তাহা কতদূর গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন,—জানি না; তবে এখনও তাঁহার শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সত্য-প্রচারের প্রতি আকর্ষণ ও প্রীতি আছে, আমাদের বিশ্বাস।

এই সময়ে ঢাকার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বধামগত ডাক্তার শরচ্চন্দ্র দাস শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিতেন। ইনি কিছুকাল পরে সর্ব্বতোভাবে শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত হইয়া শ্রীশ্যামসেবক ব্রহ্মচারী নামে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-সমাজে খ্যাত হন এবং উল্টাডিঙ্গিস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীভাগবতপ্রেস ও পুরীর শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের সেবা করেন। গত ১৩৩৫ সালে তিনি ইহলোক হইতে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি'র প্রথম খণ্ড ইংরাজী ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার ভূমিকার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'র বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমে সমাহরণ-কার্য্যের জন্য খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইবার সঙ্কল্প হয়। সমাহরণ যথাসম্ভব সমাপ্ত হইবার পর তাহা বিরাট্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার কথা হইয়াছিল। ঐ সমাহৃতি চতুর্থ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া পঞ্চম খণ্ডে মাতৃকাক্রমে বৈষ্ণব-আচার্য্যগণের জীবনী কএক ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থ-মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের মৌলিক অনুসন্ধানের এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক অমূল্য তথ্য সংগৃহীত আছে।

'মঞ্জুষা'র কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ

এই সময় (ইংরাজী ১৯২১, বাঙ্গালা ১৩২৭, শীতকাল) হইতে শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে বৈষ্ণবকোষ-গ্রন্থের সেবা-কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হয়। ভট্টপল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত কানাইলাল পঞ্চতীর্থ মহাশয়কে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে 'সজ্জনতোষণী'তে (২৩ খঃ ৭সং ১৮৫পৃঃ) একটি আবেদন-পত্র প্রকাশিত হয়। বারাকপুর হইতে হরিপদ বাবু দশখানি উপনিষদের এবং খুলনা হইতে শ্রীযুক্ত নয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থের যাবতীয় শব্দ সমাহরণ করিয়া আসনে প্রেরণ করেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় নিজ-ব্যয়ে এই সময় প্রভুপাদের দোতলা-ঘরে ও আসন-ঘরে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা করেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী মহাশয় লৌকিক বিদ্যালাভ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বদেশ হইতে শ্রীআসনে আসিয়া একান্তভাবে আচার্য্য-সেবায় ব্রতী হন।

শ্রীল প্রভুপাদ তীর্থ মহারাজ, যশোদানন্দন প্রভু ও আমাকে ভাবী শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে ঢাকায় ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য রাখিয়া শ্রীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কৃষ্ণনগর হইতে খুলনায় প্রেরিত বঙ্গ কবি নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় খুলনা হইতে শ্রীযুত বিষ্ণুদাস কর ভক্তিসিন্ধু, শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী ও শ্রীযুত অকিঞ্চন দাস অধিকারী মহাশয়গণ ঢাকায় আসিয়া আমাদের সহিত যোগদান করেন। আমরা তখন সকলে মিলিয়া নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, ভগবান্‌গঞ্জ, রূপগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পরিক্রমার নিমন্ত্রণ ও ভিক্ষা করিয়াছিলাম।

অবৈধ আনুকরণিক প্রতিযোগিতা

নল্দী-নিবাসী পরলোকগত——গোস্বামী স্বীয় অনুগত শিষ্যদিগকে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমায় যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অপর দিকে দুই তিনমাস পূর্ব্ব হইতেই ক্যাঁকড়া-মাঠের ভেকধারী শুদ্ধভক্তির প্রতীপ-দলসহ শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার একটি আনুকরণিক অনুষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞাপন-প্রচারের বিপুল আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়াছিল।

মার্চ্চ মাসে নদীয়ার জেলা-জজ্ রায়বাহাদুর অমৃতলাল মুখার্জ্জি মহাশয়ের কোর্টে আমরা আপীল করায় বামনপুকুরের মোল্লা মহম্মদ কর্ত্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত আবর জলকরের মামলায় আমাদের পক্ষে জয় (ডিক্রী) লাভ হইয়াছিল। তদবধি তাহার পুত্র মোল্লা হালিম আমাদের শ্রীচৈতন্যমঠের বিপক্ষে গমন করে।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার প্রথম পুনঃপ্রবর্ত্তন

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু প্রমুখ আচার্য্যগণ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার তদানীন্তন পাত্ররাজ রূপানুগবর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন করেন। তৎপরে সময় সময় কোন কোন ভজনানন্দী বৈষ্ণব স্বয়ং বা 'সজাতীয়াশয়' দুই একজন ভক্তসহ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর আত্মজ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রের অধস্তনরূপে শ্রীজগবন্ধু ও শ্রীবীরচন্দ্র ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বিগ্রহ স্থাপন করেন। তাঁহারাই 'বড় প্রভু' ও 'ছোট প্রভু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এইরূপ শুনা যায়। গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশক্রমে গৌরধাম-প্রকট ও নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা জগতের সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচার করিতে

ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তদনুসারে শ্রীধাম-পরিক্রমা পুনঃ প্রকট করেন।

পূর্ব্ব বৎসর (বাঙ্গালা ১৩২৬ সালে) শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৭ই ফাল্গুন, দশমী তিথি রবিবার হইতে চারদিন শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা হইয়াছিল। গৌর-জন

চারি দিনে পরিক্রমা

শ্রীল প্রভুপাদ এই পরিক্রমায় নিজ-ভক্তগণকে যোগদান করিবার জন্য স্বয়ং যে-সকল অহ্বান-পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খুলনার বেলফুলিয়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী মহাশয়ের নিকট লিখিত একটি পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন
কলিকাতা
২০।২।২০

স্নেহবিগ্রহেষু—

আগামী ১৭ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীমায়াপুর হইতে মহাসমারোহে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার আয়োজন হইতেছে। রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ,—এই চার দিনে শ্রীধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত হইবে। একশত মৃদঙ্গ ও পাঁচসহস্র ভক্ত শ্রীধাম পরিক্রমা করিবেন। আপনি আপনার পরিচিত যাবতীয় ভক্তিমান ধর্ম্মপরায়ণ বন্ধু-বান্ধব-সহ এই পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। ১৬ই ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যার সময় শ্রীমায়াপুরে উপস্থিত হইলে ১৭ই তারিখে পরিক্রমা-কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে। আপনি যে-পরিমাণ খোল, করতাল, রামশিঙ্গা, নিশান ও ভক্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তদ্বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না।

আপনার আগমন-সংবাদ ১৬ই ফাল্গুনের পূর্ব্বে আমার নিকট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ বামনপুকুর—এই ঠিকানায় জানাইবেন। ১৭ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্যমঠে মহোৎসব হইবে, স্থির হইয়াছে। ওখানকার সদাশয় বদান্যবর্গের নিকট হইতে যাহাতে হরিকীর্ত্তনোৎসবের জন্য কিছু দ্রব্য ও অর্থানুকূল্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তাহা করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন গত বৎসর শ্রীধাম-নবদ্বীপের সকল স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিভ্রমণ করা হয় নাই; অতএব এ বৎসর হইতে যাহাতে নয় দিনে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইতে পারে, শ্রীল প্রভুপাদ তজ্জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন। ইহার

নয়দিবসে নয় দ্বীপ পরিক্রমা

পূর্ব্ব বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও চৌরাশি ক্রোশ শ্রীগৌড়-মণ্ডল-পরিক্রমা—এই উভয় অনুষ্ঠানের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বৎসরে (বঙ্গাব্দ ১৩২৭ সালে) গৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা সম্ভব হইল না। ১লা চৈত্র (১৩২৭), ১৪ই মার্চ্চ (১৯২১), ২০ গোবিন্দ (৪৩৪ গৌরাব্দ) পঞ্চমী তিথি সোমবার হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমি নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি লিখিয়াছিলাম। বলিতে কি, ইহাই আমার একরূপ প্রথম রচনা।

শ্রীগৌর জয়, গৌর জয়, জয় গৌর

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

আগামী ১লা চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র (১৩২৭) পর্য্যন্ত নয় দিবস ব্যাপিয়া নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামি-প্রভুকে চৌষট্টি প্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গের উপদেশ করিবার কালে শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন,—

"পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ, মাল্যগন্ধ, মহাপ্রসাদ-সেবন॥"

এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ শ্রীল রূপ গোস্বামী-প্রভু 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"অভ্যুত্থানমনুব্রজ্যা গতিঃ স্থানে পরিক্রমা।

আর শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন,—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস॥"

সকলেই অবগত আছেন,—প্রতিবৎসর চতুরশীতি ক্রোশ মাথুর-মণ্ডল পরিক্রমা হয়। তাহাতে যোগদান করিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে বালক-বৃদ্ধ-যুব-নির্ব্বিশেষে সহস্র-সহস্র নর-নারী হৃদয়ে তীব্র ব্যাকুলতা, প্রবল আবেগ ও উদ্দীপিত ভক্তি লইয়া, দর্শন-পিপাসাতুর হইয়া, শত শত বাধা-বিপত্তি সহ্য করিয়া, ভগবান্ নন্দনন্দনের লীলামাধুরী-স্মৃতিজড়িত মাথুরধাম সন্দর্শন-পূর্ব্বক আপনাদিগের জন্ম সার্থক করিবার ও ধন্য হইবার জন্য প্রাণের কোন এক অজ্ঞাত আকর্ষণে যেন উন্মত্ত হইয়া ধাবিত হন। আর সেই সাক্ষাৎ মাথুরমণ্ডলাভিন্ন এই শ্রীগৌড়মণ্ডল নবদ্বীপ-ধামে আজ প্রায় তিনশত বৎসর পর আবার সহস্র-নরনারী-সম্মিলিত বিরাট্ পরিক্রমা আরম্ভ হইতে চলিল।

এক সময় নবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীশচীগর্ভ-সিন্ধু হইতে উথিত হইয়া প্রেমঃকুমুদচন্দ্রিকা-বিস্তারে আপামর-নির্ব্বিশেষে বিষয়ভার-প্রপীড়িত বঙ্গবাসীকে—শুধু বঙ্গবাসীই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবাসীকে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানরূপ দুঃসঙ্গের বোঝা হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের স্নিগ্ধালোক-বিকিরণে আহ্লাদিত করিয়াছিলেন। বঙ্গের, ভারতের, তথা সমগ্র বিশ্বের প্রেমের যে ঠাকুরটি গোমুখী-নিঃসৃত সুরধুনী-ধারার ন্যায় অপ্রাকৃত নামস্রোতের প্রবল বন্যা বহাইয়া গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ এবং নিরীশ্বর, কুতার্কিক, পাষণ্ড, ভোগি-নির্ব্বিশেষে সকল জীবকে ভাসাইয়া, ডুবাইয়া, তাঁহাদের হৃদয়ের মলরাশি বিধৌত করিয়া তদীয় প্রেমসাগরে উপনীত করাইয়া দিয়াছিলেন, জগৎ মাতান পাগল-করা ঠাকুর—সৌন্দর্য্য যাঁহার কন্দর্প-কোটি-নিন্দিত, গাম্ভীর্য্য যাঁহার অম্বোধিকোটি-তিরস্কৃত, সংসার-দুঃখ-দুঃখী নিরুপায় মানবকুলকে সংকীর্ত্তন-প্রচাররূপ দয়া-বিতরণে যাঁহার একমাত্র তুলনা তিনিই স্বয়ং, যাঁহার অমল শ্রীপাদপদ্মের রেণু লাভ করিয়া সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় দেহ-মনের ধর্ম্ম প্রচারকবর্গ কৃত-কৃতার্থ হইয়া যান, সমগ্র বঙ্গের একমাত্র শ্রদ্ধার বস্তু, গৌরবের ধন সেই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রপঞ্চে প্রকটলীলা-বিজয়-ভূমি-পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইতেছে।

একে শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা, তাহাতে আবার তদীয় নিজ-জনের আনুগত্য—শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের অনুগমন! একেবারে সুবর্ণ-সোহাগা-সংযোগ উপস্থিত!! বঙ্গের গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাসের সুবর্ণ পৃষ্ঠায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইতে চলিল। এমন দেব-বাঞ্ছিত দুর্লভ সুযোগ—এমন মাহেন্দ্রক্ষণ, বঙ্গবাসী হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত তুমি, তোমার হেলায় হারান উচিত নহে। সেই কালে সহস্র-সহস্র নর-নারীর মিলিত কণ্ঠোত্থিত আকাশ-কাঁপান পাষণ্ড-হৃদয়ভেদী তুমুল হরিনাম-রোল, তৎসহ শত-শত মৃদঙ্গ-করতাল-তান-লয়-সংযোগে বাদ্য-ধ্বনি! আর উর্দ্ধ-প্রসারিত সহস্র সহস্র হস্তধৃত বিচিত্র বর্ণের পতাকাবলী যেন বিশ্ববৈষ্ণবরাজের শ্রীমুখ প্রচারিত সাধন-সাধ্য-শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিনামের বিজয়-মহিমা ঘোষণা করিতেছে! সেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!! প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামের চিন্ময় ধূলিতে সেই সময় একবার ভাই গড়াগড়ি দিয়া কি ধন্য হইবে না? আর আত্মীয়-স্বজনের গাত্রে, বক্ষে সেই ধূলি মাখাইয়া তাঁহাদিগকেও কি ধন্য করিবে না?

গত বর্ষেও শ্রীধাম পরিক্রমা হইয়াছিল। নানা কারণে সেই পরিক্রমা সংক্ষেপ করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই শেষ করিতে হইয়াছিল। আর্ত্ত, আশান্বিত যাত্রিগণের তীব্র দর্শন-পিপাসা তাহাতে মিটে নাই—প্রাণের ক্ষোভ যায় নাই। বর্ত্তমান বৎসর যাহাতে প্রত্যেকেই প্রাণের সাধ মিটাইয়া প্রত্যেক দ্বীপের দর্শনীয় লীলাস্থলী সমূহ দর্শন করিতে সমর্থ হন, তজ্জন্য আগামী ১লা চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ নয় দিবস-কাল পরিক্রমার সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তিরত্নাকরাদি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ পাঠ ও তদুল্লিখিত লীলাস্থলী সমূহ প্রদর্শিত হইবে। আবার সেই অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ, সেই শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের ভবন, সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বল্লাল সেনের বিশাল স্তূপ ও দীর্ঘিকা, সেই মাধাইর ঘাট, সেই বারকোণাঘাট, সেই কাজীর বাড়ী, সেই স্বনামপ্রসিদ্ধ খোলাবেচা শ্রীধরের বাটী, সীমন্তদ্বীপ; আবার সেই মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নলীলাস্থল গোদ্রুম-দ্বীপ বা গাদিগাছা; মধ্যদ্বীপ; পশ্চিম দিকে কোলদ্বীপ; ঋতুদ্বীপ; জহ্নুদ্বীপ; মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই নয়টি দ্বীপের দ্রষ্টব্য কোন স্থানেই দর্শনাভাবে এবার আর কাহারও ক্ষোভ থাকিবে না।

এই বিরাট্ পরিক্রমায় রাত্রিবাস, মহাপ্রসাদ-সম্মান প্রভৃতি কার্য্যে বিপুল অর্থ ও প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্যাদির প্রয়োজন। যিনি নিজ-গৃহ-পরিক্রমা ছাড়িয়া হরিজন-সঙ্গে হরিনাম-প্রসঙ্গে হরিধাম-পরিক্রমায় যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তিনি স্বচ্ছন্দে আসিয়া ভ্রমণ করুন; আর যিনি কোন কারণ বশতঃ সে-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না, তিনি সাধ্যমত নিষ্কপটে যে-কোন প্রকারে হউক, পরিক্রমার সাহায্য করুন। অর্থশালী ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা কতদিকে কত অর্থ জলের মত অবাধে ব্যয় করিতেছেন, তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন জীবদ্দশায় আপনারা সেই ভগবদনুগ্রহ-লব্ধ অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিষ্কপটে স্ব-স্ব সাধ্যানুসারে তাঁহারই সেবায় প্রদান করিয়া অথবা এক এক দিবসের যাত্রীর পরিক্রমার ব্যয়ভার-বহন-পূর্ব্বক গৌরভক্তবৃন্দকে তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার সেবায় সাহায্য করিয়া অক্ষয় সুকৃতিপুঞ্জ সঞ্চয় করুন। তাহাতে ভক্তের সেবায় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রীত হইবেন। আর ইহকালে আপনারা নিজেরা ধন্য হইয়া দুর্লভ মানব-জন্ম সফল ত' করিবেনই, ভবিষ্যতে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাসের স্বর্ণ-পৃষ্ঠায়ও আপনাদের নাম উজ্জ্বলভাবে চির অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাচস্পতি) শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল্) শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ
শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম-এ)

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা:—শ্রীমায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ বামনপুকুর, নদীয়া।

শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার অন্তর্গত কার্য্যকরী সমিতির তদানীন্তন সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ, অধুনা পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ভক্তিভূষণ এম্-এ, বি-এল এবং সাধারণ সভার সম্পাদক অধুনা পরলোকগত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ এম্-এ, বি-এল মহাশয়গণ এইরূপ আহ্বান-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন,—

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীমায়াপুর-শ্রীমন্দির

২১শে ফাল্গুন, ৪৩৪ চৈতন্যাব্দ

যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর নিবেদনমিদম্—

আগামী ১০ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ বুধবার হইতে দিবসত্রয় প্রতিদিন শ্রীধাম-নবদ্বীপ-মায়াপুর-যোগপীঠ-জন্মভিটায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্ত-সম্মেলন, ভক্তিগ্রন্থপাঠ, ভোগ-রাগ, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা-মহোৎসব হইবে। ১২ই চৈত্র শুক্রবার অপরাহ্ন ৫টায় সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশনে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়-কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সদনুষ্ঠান স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের শুভাগমন হইলে অত্রত্য সমাগত ভক্তবৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন। বলা বাহুল্য যে, মহাশয়ের ন্যায় মহোদয়দিগের অর্থসাহায্য-ব্যতীত এরূপ বৃহৎ শুভানুষ্ঠান সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সহযোগিতায় ১লা চৈত্র হইতে ৯ই চৈত্র পর্য্যন্ত নয় দিবস পরম সমারোহে নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হইবে।

সম্পাদক—শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ভক্তিভূষণ (এম্-এ, বি-এল)

সজ্জনকিঙ্কর—

সম্পাদক—শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী ভক্তিভূষণ (রায় বাহাদুর)

উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী স্বামী, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভা, শ্রীমায়াপুর-শ্রীমন্দির, বামনপুকুর পোঃ আঃ, জিলা নদীয়া,—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। উহার যথারীতি হিসাব সভায়, শ্রীপত্রিকায় ও বিবরণ-পত্রে প্রকাশিত হইবে।

গত বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ যাত্রিগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীধামের সকল স্থান দর্শন ও প্রদর্শন করিলেন। এ বৎসর ঢাকা ও পূর্ব্ববঙ্গের

সমগ্র নবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা

বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবোপলক্ষে বহু লোক শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন। এবার নবদ্বীপের প্রত্যেক দ্বীপে 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীভক্তিরত্নাকর', 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য' ও 'শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থাংশ পদাবলীর ন্যায় কীর্ত্তন করিয়া সকলকে নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থানের লীলাকথা শ্রবণ করান হইয়াছিল।

দুইমাস পূর্ব্ব হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ বাবুর যত্নে শ্রীধামে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন-গৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল। শ্রীগৌরজন্মোৎসবান্তে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে বিদ্যারত্ন প্রভুর ব্যয়ে একটি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, শতাধিক লোক মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলেন। এই সময় ধানবাদ-প্রবাসী ই, আই, আর; ডি, টি, এস্ অফিসের কর্ম্মচারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত

ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীজানকীনাথ ও স্বধামগত শ্রীত্রৈলোকানাথ ব্রহ্মচারি-দ্বয় শ্রীচৈতন্যমঠে দীক্ষা ও সংস্কার লাভ করেন।

শ্রীপাদ কুঞ্জদা' বস্‌রায় যাইবার পূর্ব্বেই শ্রীআসনস্থ ভক্তগণের মধ্যে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর বিপত্নীক হন—ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তখন কুঞ্জদা'র পত্নী শিশু শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দের সহিত স্বগ্রামে গিয়াছিলেন। যশোদানন্দন প্রভু পত্নীকে স্বগ্রামে রাখিয়া ঢাকায় তীর্থ মহারাজের সহিত যোগদান করেন। হরিপদ বাবু মাতাকে আসনে রাখিয়াই বারাকপুরে থাকিয়া শিক্ষকতা করিতেন। নরোত্তম প্রভুও তখন পত্নীর কালাজ্বর হওয়ায় স্বাস্থ্যের জন্য দেওঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব-উপলক্ষে হরিপদ বাবুর মাতৃদেবী শ্রীধামে আসিয়া থাকিয়া গেলেন। সুতরাং শ্রীআসনে আর কোন গৃহস্থের মহিলা রহিলেন না, প্রকৃতপক্ষে উহা মঠের আকারে পরিণত হইল।

কলিকাতার আসন মঠাকারে

ভুবনেশ্বরে ও পুরীতে প্রভুপাদ

ইতঃপূর্ব্বে নিদারুণ পৃষ্ঠব্রণে দেড়মাসকাল শয্যাগত থাকিয়া দুর্ব্বলদেহে পূর্ব্ববঙ্গে গমন, অবিরাম হরিকথা-প্রচার এবং লোকাভাব-বশতঃ নিজেই শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের জন্য বিপুল আয়োজন-অনুষ্ঠান, যাত্রিগণের সকল প্রকার সুবিধা-বিধান প্রভৃতি কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম-ফলে এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার পুরাতন হার্নিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীল প্রভুপাদের শরীর অত্যন্ত কাতর হয়। শ্রীধামে ও কলিকাতায় অবস্থান-কালে উপর্য্যুপরি সাতবার নিদারুণ অম্লশূল (Colic pain) আক্রমণ করে। গ্রে-ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের চিকিৎসাধীন থাকিয়া সকলের প্রার্থনা ও পরামর্শ-মতে ১৩২৭ বঙ্গাব্দ, ইংরাজী ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে শ্রীল প্রভুপাদ পরমানন্দ প্রভু, হরিপদ বনচারী প্রভৃতির সহিত ভুবনেশ্বরে গমন এবং তথায় টেম্পল্ বাংলোতে অবস্থান করেন। এই বাংলোতে কটকের রেভেন্সা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বর্দ্ধন এম-এ মহাশয়ের সহিত প্রভুপাদের আলাপ হয়।

পরদুঃখদুঃখী প্রভুপাদ

প্রভুপাদের সেবার জন্য তখন শ্রীমান্ সম্বিৎ তথায় প্রেরিত হয়। শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ দাসাধিকারী সেবাকোবিদ মহাশয় সপরিবারে ভুবনেশ্বরে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন ও শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবায় নিষ্কপটে চেষ্টান্বিত হন। ভুবনেশ্বরে গিয়া প্রভুপাদের অম্লশূল ক্রমশঃ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়েই প্রভুপাদ ভুবনেশ্বরে, পুরীতে ও আলালনাথে এক একটি মঠ-স্থাপনের সঙ্কল্প করেন এবং কুঞ্জদা' বস্‌রা হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একবার শ্রীধাম বৃন্দাবন-দর্শনে যাইবেন,—এইরূপ প্রস্তাব করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৩২৭), শ্রীল

ভুবনেশ্বরে প্রভুপাদ

প্রভুপাদ ভুবনেশ্বর হইতে পুরীতে গমন করিলেন। পুরীতে আসিবার পর প্রভুপাদের তখন আর কোনপ্রকার রোগাভিনয় দৃষ্ট হয় নাই।

মহাপুরুষগণের অসুস্থ-অভিনয়-তাৎপর্য্য

ভগবানের নিজ-জন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের যে অসুস্থতার অভিনয়, তাহা একদিকে যেমন অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া মহাপুরুষগণের বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-সুযোগ-দান এবং জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উদ্দেশ্যে তীব্রতর চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকে। প্রেমকল্পতরুর মধ্যমূল, নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ, মহাভাগবতকুল-শিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের অসুস্থাভিনয়ে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সেবা-বৃত্তিই সম্প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধের আদর্শ-প্রদর্শনকারী রামচন্দ্রপুরীর তাহাতে অন্যরূপ বুদ্ধির উদয় হয়। রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিপ্রলম্ভ-বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন,—ব্রহ্মবিৎ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? * রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় জিহ্বা-লম্পট মনে করিয়াছিলেন! কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সেই প্রকার বুদ্ধি হয় নাই। তিনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর "স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন" (চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৬)। কারণ, ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের শিক্ষানুসরণ করিয়া ইহাই জানিয়াছিলেন যে, মহাভাগবতগণ যে অসুস্থাভিনয় প্রদর্শন করেন, তাহা কর্ম্মফল-বাধ্য বদ্ধজীবগণের কর্ম্মফলভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে; পূর্ণভাবে ভগবদনুশীলন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন,—"আমরা ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না"—"মথুরা না পাইনু বলি' করেন ক্রন্দন"। কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্র লালসা, তাহাই ভজন-পরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভ। তাই শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ—সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-কুল-ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"
—চৈঃ ভাঃ ২।৯।২৪০-৪১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্বর-রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা-রোগের অভিনয় (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৫), শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয়

* "তুমি—পূর্ণব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ;
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?"
—চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৯

প্রকৃতিকে যে-সকল আধ্যক্ষিক প্রত্যক্ষের বঞ্চনায় বিতাড়িত হইয়া কর্ম্মফল-বাধ্য জীবের প্রাক্তন ভোগ-সদৃশ মনে করে, তাহারা দুর্ভাগ্য ও বঞ্চিত। জীব রোগ-শোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎসেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্যই মহাপুরুষগণ ঐরূপ অভিনয় করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজ-জনগণ যদি নীচকুলে ও নানা বিপদ-আপদ, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়াও হরিসেবার জন্য তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রিতাপের কারাগারে পতিত কয়েদী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইত না। আমরা ইহা অনুক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, উৎকট অসুস্থাভিনয়ের মধ্যেও তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী ভজন-চেষ্টা ও ভুবনমঙ্গলময়ী শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট-পূরণেচ্ছা যেন আরও কোটিগুণে নবনবায়মানভাবে প্রকাশিত হয়। তাই যাঁহারা মহাপুরুষগণের ক্রিয়া-মুদ্রায় মর্ত্ত্য-বুদ্ধি করিবেন, তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ পুরীতে থাকা-কালে শ্রীমান্ সম্বিৎ প্রভুপাদের সর্ব্ববিধ সেবা করিত। এই সময় শ্রীযুক্ত নরোত্তম প্রভু আসিয়া পুরীতে যোগদান করেন। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ও পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থস্বামীর নিকট যুগপৎ ত্রিশটি প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামীজী কুলিয়া-নবদ্বীপ হইতে ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করেন। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ সকল প্রশ্ন ও গোঁসাইজীর উত্তরগুলির সচ্ছাস্ত্রমূলে মীমাংসা ও বিচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে লইয়া পুরীতে গমন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতায় ফিরিবার পর তীর্থ মহারাজ পৃথগ্‌ভাবে ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া দেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্তর্গত পাষণ্ডদলনী সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তিন দিন মধ্যেই শাস্ত্রযুক্তি-সাহায্যে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীযুত প্রাণগোপাল গোস্বামী—উভয়ের উত্তরের তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করেন। এই সকল প্রশ্নোত্তর ও সমালোচনা 'আচার ও আচার্য্য'-নামক গ্রন্থাকারে ৪৩৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে (১৩২৭ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই এই সকল আলোচনা ও আন্দোলনের বিষয় জানিতে পারিবেন। এই পুস্তকখানি সেই সময় সাধারণের চিন্তাস্রোতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল এবং উহা দ্বারা সমগ্র ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানেও এই পুস্তকখানির জন্য অনেকে লালায়িত রহিয়াছেন।

'আচার ও আচার্য্য'

পুরী হইতে প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে কৃষ্ণনগর-ভাগবতপ্রেস হইতে কলিকাতায় আহ্বান করেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতা ছিদাম-মুদির লেনস্থ শাস্ত্রপ্রচার-প্রেসে দুই তিন দিনের মধ্যে 'আচার ও আচার্য্য' গ্রন্থ মুদ্রিত করাইয়া বাঁধাইয়া আনেন। একদিনে চারিটি ফর্ম্মা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ত্রিশটি প্রশ্ন

এবং শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ-প্রদত্ত উত্তর, শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়-প্রদত্ত উত্তর ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের সমালোচনার মর্ম্ম-মাত্র অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল। বিশেষ কৌতূহলী পাঠক 'আচার ও আচার্য্য'-নামক গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা দেখিতে পারেন।

নিত্যানন্দাদ্বৈত-বংশের প্রকৃত তাৎপর্য্য; 'নিত্যানন্দাদ্বৈত-বংশ' বলিয়া আভিজাত্যাভিমানের মৌলিক ভিত্তি; গোস্বামিত্ব ও গুরুত্বের শাস্ত্রসম্মত তাৎপর্য্য; অমেধ্য ও মাদক দ্রব্যাদি সেবন; প্রকৃত গুরু-প্রণালী বা গুরু-বংশ; গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধের প্রকৃত তত্ত্ববিচার; শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, কথকতা, কীর্ত্তন প্রভৃতির ব্যবসায়; প্রচলিত ব্যবসায়-মূলক দীক্ষাপদ্ধতি; শ্রীনাম-নামী-বিগ্রহের স্বরূপ-সম্বন্ধ; সদ্‌গুরুর নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত বৈষ্ণবের জাতি-বিচার; জীবে দয়ার প্রকৃত স্বরূপ; শ্রীনাম-দাতার যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত ত্রিশটি প্রশ্ন রচিত হইয়াছিল।

'আচার ও আচার্য্যে'র প্রশ্ন-মর্ম্ম

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু—সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব, সুতরাং তিনি স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ—স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। কি বৈকুণ্ঠে, কি প্রপঞ্চে, সর্ব্বত্র সকল সত্তার মূল আকর বস্তু—শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ। তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের মূলবিগ্রহ; প্রকৃতির অধীশ্বর কারণার্ণবশায়ীরও মূল পুরুষ বলিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অপ্রাকৃত। শ্রীনিত্যানন্দ হইতে শ্রীবসুধা দেবীর গর্ভে শ্রীবীরভদ্র-প্রভুর প্রকাশ। শ্রীবীরভদ্র-প্রভু—ব্যষ্টি বা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু; নিত্যকাল বৈকুণ্ঠে তাঁহার প্রাকট্য আছে। কিংবদন্তী এই—শ্রীবীরভদ্র-প্রভুর কোন সন্তান ছিল না, তিন জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-শিষ্যকে তিনি পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা শ্রীবীরভদ্র-প্রভুর শিষ্যরূপে বৈষ্ণব-মাত্র,—বিষ্ণু নহেন। ইঁহাদের অধস্তনগণই 'নিত্যানন্দ-বংশ' বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নিত্যানন্দ-বংশ' বলিতে বস্তুতঃ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অনুগ-গণকেই বুঝায়। শ্রীঅদ্বৈতসন্তানগণের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দই সর্ব্বতোভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রীতিভাজন ও সমগ্র জগতের আরাধ্য হইয়াছেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহা-বিজিতেন্দ্রিয়-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। শৌক্রবিচার-পর বংশ-ধারায় বদ্ধজীবগণের বদ্ধাবস্থার সামাজিক-পরিচয়-মাত্র আছে। পরমার্থ-ব্যাপারে তাদৃশ শৌক্র-বিচারপর বংশ-পরিচয় ও মর্য্যাদার কিছুমাত্র উপযোগিতা নাই।

উক্ত ত্রিশটি প্রশ্নের সিদ্ধান্ত-মর্ম্ম

পরমার্থাধিকারে আম্নায়-পারম্পর্য্য বা গুরু-পরম্পরাই প্রকৃত গুরু-প্রণালী। শৌক্র-বিচারপর অযোগ্য বংশ-প্রণালী গুরু-প্রণালীরূপে স্বীকার্য্য নহে—ইহা মহাজন, শাস্ত্র এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ও আচার-সম্মত নহে। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামি-প্রদত্ত গুরু-পরম্পরা, 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় লিখিত গুরু-পরম্পরা, 'গোবিন্দ-ভাষ্য' ও 'প্রমেয়রত্নাবলী'তে বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত গুরু-পরম্পরা, শ্রীগোপালভট্ট-শিষ্য শ্রীগোপীনাথ পূজাধিকারীর বংশে প্রচলিত গুরু-পরম্পরা, প্রত্যেক গৌড়ীয়-

আম্নায় ও লৌকিকবংশ

বৈষ্ণবের নিজ-নিজ বিভিন্ন শাখায় শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পারমার্থিক গুরু-পরম্পরা, 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' লিখিত গুরু-পরম্পরা—এই সমস্ত গুরুবর্গের নাম-তালিকা শৌক্রবিচারপর কুলগুরু-প্রথার অপ্রামাণিকতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া থাকে। সাত্বত চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শিষ্য-পরম্পরায়ই গুরুর বংশ প্রচলিত।

'গোস্বামী' ও 'গুরু' কে?

ষড়্‌বেগজয়ী, সহজ জিতেন্দ্রিয় মুক্তপুরুষগণই প্রকৃত 'গোস্বামি'-পদবাচ্য। অবিদ্যাগ্রস্ত গৃহব্রত জীব কখনও 'গোস্বামী' নামে অভিহিত হইতে পারেন না। গোস্বামিত্ব—ব্যক্তিগত ও গুণগত,—ইহা কখনই শৌক্রবিচারপর লৌকিক বংশগত নহে। বহির্ম্মুখ সমাজে প্রচলিত ব্যবহারিক-মতে শৌক্রবিচারপর বংশক্রমে 'গোস্বামী' 'ব্রহ্মচারী,' 'সন্ন্যাসী' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিলেই 'গোস্বামিত্ব' 'ব্রহ্মচারিত্ব' সিদ্ধ হয় না। যাঁহারা প্রকৃত গোস্বামিত্ব লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, মহাজন, তাঁহাদেরই গুরুত্ব শাস্ত্র ও যুক্তি-সম্মত। এক বদ্ধজীব অপর বদ্ধজীবের সংসার-বন্ধন মুক্ত করিতে পারে না—এক অন্ধ অপর অন্ধকে 'দিব্যজ্ঞান' বা 'দিব্যচক্ষু' প্রদান করিতে পারে না। দীক্ষা অর্থাৎ 'দিব্যজ্ঞান'-দানের—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানের কুলক্রমাগত বা ব্যক্তিগত ব্যবসায় চলিতে পারে না। সকল সাত্বত শাস্ত্রই এইরূপ প্রথার গর্হণ করিয়াছেন।

'গুরু' ও 'শিষ্য'-সম্বন্ধ কিরূপ?

প্রকৃত গুরু—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ; সদ্‌গুরু নিজ-শিষ্যকেও নিজ-সেব্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলার সেবোপকরণ জ্ঞান করেন। শ্রীগুরুদেবের আদৌ বহির্ম্মুখ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই। সুতরাং গুরুদেব ভোগ-প্রবৃত্তি-মূলে শিষ্যের কোন সেবা গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত সদ্‌গুরু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার উদ্দেশ্যে শিষ্যগণ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় সেবানুকূল্য করাইয়া নিজে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণসেবায় অধিষ্ঠিত থাকেন। একমাত্র অদ্বিতীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ প্রকট ও সর্ব্বতোভাবে বিস্তারের জন্যই মহাভাগবত আচার্য্যের শিষ্যকরণ-লীলা।

মাদকদ্রব্যাদি সেবা ও মৎস্য ভক্ষণ

মায়াবদ্ধ দেহাত্মবুদ্ধিযুক্ত জীব জিহ্বার লালসায় ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ মৎস্যাদি অমেধ্য ভোজনে ও তামাক, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবনে প্রবৃত্ত হয়। "শ্রীভগবৎপার্ষদ গরুড়ের মৎস্যাদি ভোজন পক্ষিজাত্যুচিত"—এইরূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া বৈষ্ণবের মৎস্যাদি ভক্ষণ মনুষ্যজাত্যুচিত বলিয়া সমর্থন করিবার যুক্তি-চেষ্টা নিতান্ত হাস্যকর। গরুড়—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের বস্তু, তাঁহার সমস্ত ব্যাপার অপ্রাকৃত। তিনি কখনও মায়াবদ্ধ, ভোগপর জীবের সহিত সমান নহেন। ভারতবর্ষে আর্য্যাবর্ত্তবাসী কতিপয় ক্ষত্রিয়-ব্যতীত তিনটি দ্বিজাতিও মৎস্যাদি গ্রহণ করেন না, অথচ তাঁহারাও মানুষ। বিশেষতঃ বিষ্ণু-সেবকের বিষ্ণু-প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ অকর্ত্তব্য। কৃষ্ণ-ভজন-লিপ্সু ব্যক্তির পক্ষে কোন প্রকার মাদকদ্রব্যাদি সেবা নিষিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদিগকে কলিস্থান বলিয়াছেন। নেশা-সেবনে সত্ত্বগুণ নষ্ট হইয়া রজস্তমোগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নেশাকারী ব্যক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসক হইতে পারে না।

বৈভব

শ্রীমদ্ভাগবত—শব্দব্রহ্ম ; পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ। তদ্রূপ শ্রীনামী অর্থাৎ শ্রীভগবান্, শ্রীনাম অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম, শ্রীবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীভগবানের অর্চাবতার—ইঁহারা পরস্পর অভিন্ন, এক অদ্বয়বস্তু, অপ্রাকৃত তত্ত্ব,—জড়জগতের কোন বস্তু নহেন। ইঁহারা সকলেই—কি বদ্ধাবস্থায়, কি মুক্তাবস্থায়, নিত্যকাল জীবমাত্রের সেব্য। সুতরাং এই সকল বস্তুর সেবা করার পরিবর্তে তাঁহাদিগকে নিজের ভোগবিলাসের উপকরণরূপে পরিণত করা— বদ্ধজীবের দুর্বুদ্ধি এবং অজ্ঞতাজনিত ভীষণ অপরাধের পরিচয় মাত্র। সকল সাত্বত শাস্ত্রেরই এই অভিমত।

ভগবদবতার শ্রীনাম কি পণ্যদ্রব্য ?

শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণনাম একমাত্র মহাভাগবত গুরুদেবই প্রদান করিতে পারেন। কৃষ্ণনাম—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—চিন্ময় রসময় অপ্রাকৃত বস্তু। সেবোন্মুখের অপ্রাকৃত জিহ্বায় নাম-প্রভু উদিত হইয়া নৃত্য করেন। ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ বদ্ধজীবের নামাপরাধ-কীর্তন—শুদ্ধ নাম নহে। নামাপরাধ ও শুদ্ধনাম—এক জিনিষ নহে। সুতরাং নামাপরাধী ব্যক্তি খুব নামপরায়ণ বলিয়া প্রচারিত থাকিলেও শুদ্ধনাম-গ্রহণ-প্রণালী প্রদান করিতে পারেন না।

একমাত্র অপ্রাকৃত শ্রীনামের নিত্য-সাধনে—নিত্যমুক্ত, শুদ্ধ শ্রীনামের নিত্য সেবার ফলে জীব অনর্থ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভগবন্নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত অপ্রাকৃত লীলায় প্রবিষ্ট হন। জীবকে এরূপ নিত্যানন্দের সন্ধান-প্রদানই—শ্রীনাম-ভজনে উদ্বুদ্ধ করাই জীবের শ্রেষ্ঠ উপকার—তাহার প্রতি শ্রেষ্ঠ অতুলনীয় দয়া—একমাত্র "অমন্দোদয়া" দয়া। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেবলমাত্র পরদুঃখকাতর হইয়া শ্রীভগবৎসেবার বৈভব বিস্তার-কল্পেই অহৈতুকভাবে জীবমাত্রকে ভগবন্নাম-মন্ত্র-দীক্ষাদি প্রদান করেন। তাহা ব্যবসায় বা লৌকিক অর্থকর-ব্যাপার-বিশেষ নহে।

প্রকৃত জীবে দয়া কি ?

মহাভাগবতই—সদ্গুরু। সদ্গুরুর নিকটেই শুদ্ধনামভজনে অধিকার—দীক্ষা লাভ হইয়া থাকে। সদ্গুরু পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-বিধানে অযোগ্য শিষ্যকেও যোগ্যতা-অর্জনের সুযোগ প্রদান করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন—শিষ্যের পারমার্থিক দ্বিজত্ব সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে শ্রীমূর্ত্তি-শালগ্রাম-সেবায় এবং নামকীর্ত্তনে অধিকারী ও প্রবৃত্ত করেন। বৈষ্ণবত্বের মধ্যেই পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব অনুস্যূত। বৈষ্ণবের পূর্ব্বজন্ম-বিচার ও শৌক্র-ব্রাহ্মণজাতির সহিত সমান বিচার কর্ত্তব্য নহে।

দীক্ষিতের অধিকার

কলিকাতা-আসনের আদি অধিবাসিগণ

কলিকাতা-শ্রীআসনে তৎকালে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ, শ্রীনাথ দাস অধিকারী (পরে ভক্তিদেশিক ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ), মুকুন্দবিনোদ, যশোদানন্দন, রাসবিহারী ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর লক্ষ্মীনারায়ণ, পরমেশ্বরী প্রসাদ, ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি পনর বিশ জন মঠসেবক সর্ব্বক্ষণ বাস করিতেন।

ত্রয়োদশ-বৈভব

কীর্ত্তন-উৎসব-প্রবর্ত্তন, প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপন, লুপ্ত-সেবা-উদ্ধার

"তুমিহ করিহ ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করহ প্রচার॥
যুক্তবৈরাগ্য স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ২৩।২১-২২

শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রথম বার্ষিক মহোৎসব

বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২রা ভাদ্র, ইংরাজী ১৯২১ সালের ১৮ই আগষ্ট শ্রীবলদেবাবির্ভাব-তিথি হইতে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হয়। ৩০শে ভাদ্র (১৩২৮), ১৫ই সেপ্টেম্বর (১৯২১) তারিখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-উৎসবোপলক্ষে শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ মহামহোৎসব ও হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ দিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্-এ, পি-এইচ্-ডি; শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-এ; টাকির জমিদার অধুনা পরলোকগত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল, ভক্তিভূষণ; রাণাঘাটের শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী; পরলোকগত সাক্ষিগোপাল বড়াল; স্বধামগত জগবন্ধু দত্ত; পরলোকগত মণিমাধবমিত্র ভক্তিসুহৃৎ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন।

প্রথম বার্ষিক উৎসবে শ্রোতৃবৃন্দ

ধানবাদে প্রভুপাদ

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের পর শারদীয় পূজাবকাশের কিছুদিন পূর্ব্বে ধানবাদের কতিপয় সত্যানুসন্ধিৎসু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ আগ্রহে ও উদ্যোগে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ কতিপয় প্রচারক সমভিব্যাহারে ধানবাদে শুভবিজয় করেন। তদানীন্তন ধানবাদ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে প্রভুপাদ তিনদিন অবস্থান-

পূর্ব্বক অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন ডি, টি, এস্ অফিসের বড়বাবু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পরস্পরের প্রতিবেশী ও পরম বন্ধু ছিলেন। ইঁহারা কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সেবা-ঔজ্জ্বল্যের জন্য রীতিমত মাসিক সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন।

প্রথম দিন ধানবাদের উকীল শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ 'সৎসঙ্গ' বিষয়ে একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। পরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ধানবাদ-প্রবাসী বহু শিক্ষিত এবং সাধারণ লোক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবস ধানবাদের 'লিণ্ড্‌সে ক্লাবে'র অধিবেশনে তীর্থ মহারাজ "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীল প্রভুপাদ "কৃষ্ণদাস্যই আব্রহ্মস্তম্ব সকলের নিত্য সনাতন ধর্ম্ম"—এ বিষয়টি বিশদভাবে কীর্ত্তন করেন। ঐ দিনের অধিবেশনে বহু শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় দিন অপরাহ্নে স্থানীয় "রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউটে" একটি অধিবেশন হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় আমি "জীবের কর্ত্তব্য কি"—এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং তীর্থ মহারাজও এসম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। পরে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের কাহারও কাহারও প্রশ্নের উত্তরে প্রভুপাদ মানবজীবনের যাবতীয় সমস্যা-সমাধানকারিণী হরিকথা বলিয়াছিলেন। সভার পরে আমরা নগর-কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়াছিলাম।

ইহার পরে একদিন শ্রীল প্রভুপাদ "কাট্‌রাস্‌গড়ে" একটি সাধারণ নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে অপরাহ্নে "সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রভুপাদের সহিত আমরা কএক জন ঐ দিনই সন্ধ্যায় ধানবাদে ফিরিলাম। তীর্থ মহারাজ কএকজন ভক্তের সহিত 'সিজুয়া'-ষ্টেশনের নিকট একজন ভদ্রলোকের গৃহে হরিকথা আলোচনা করিয়াছিলেন। আর একদিন প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা 'কুসুণ্ডা'-ষ্টেশনের নিকটে একটি কয়লার খনির অভ্যন্তরে উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। সেই বিজন পাতালপুরী সদৃশ সুগভীর খনির অভ্যন্তরে যুগ-যুগান্তরের প্রস্তররূপী স্থাবর-জীবগণ এবং অদৃশ্য সূক্ষ্ম জীবাণুগণের মঙ্গলের জন্যই বুঝি হরিকীর্ত্তনে মুখরিত করিয়া আচার্য্যের শ্রীপাদপদ্ম উক্ত খনির অভ্যন্তরে বিচরণ করিয়াছিলেন।

কাট্‌রাস্‌গড়ে ও খনির অভ্যন্তরে

আমরা ইহার পরের দিনই শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। এই সময়ে ধানবাদে "শ্রীচৈতন্যমঠে"র একটি শাখা-গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছিল।

ধানবাদের কএকজন সত্যানুরাগী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদিও তখন নব-বিবাহিত, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে সংসার-পরিত্যাগের কল্পনা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। ধানবাদ-থাকা-

কালে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বিশেষ উৎসাহে ঢাকায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব হয় এবং সকলে মিলিয়া প্রভুপাদের অনুগমনে ঢাকায় যাইবেন,—এইরূপ সঙ্কল্প করেন। ধানবাদ হইতে ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিবার সময় প্রভুপাদ আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার বিবাহ-যোগ নাই।

তৃতীয়বার ঢাকায় প্রভুপাদ ও নগর-সংকীর্ত্তন

বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২৩শে আশ্বিন, ইংরাজী ১৯২১ সালের ৯ই অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে পনর জন ভক্তসহ ঢাকায় শুভযাত্রা করিলেন। তখন শ্রীযুক্ত প্রেমবিনোদ পাল চৌধুরী নামক জনৈক ভদ্রলোক এবং শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভুপাদের গাড়ীর কামরায় ছিলেন। পরদিন বেলা ২টার সময় ভক্তগণের সহিত প্রভুপাদ ঢাকা-ষ্টেশনে পৌছেন। তথায় ঢাকার ভক্তগণ-সহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ সভক্ত প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া ৮নং কাঠেরপুল-লেনে একটি ঠাকুর-বাড়ীতে লইয়া যান। সেখানে প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক দুইদিন অবস্থান করিয়া উক্ত কাঠেরপুল-লেনের গলির মোড়ের একটি খালি মেস্-বাড়ীতে স্থান পরিবর্ত্তন করেন। পরে ২৭শে আশ্বিন, ১৩ই অক্টোবর ঢাকায় একটি স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিবার ইচ্ছায় বাড়ী অনুসন্ধান করিতে করিতে ভক্তগণ ৯০নং নবাবপুর-রোডের একটি বাড়ী পঁয়ষট্টি টাকা ভাড়ায় স্থির করেন।

এই সময়ই একটি বিপুল নগর-সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীর অগ্রণীরূপে ত্রিদণ্ডধৃক্ শ্রীল প্রভুপাদকে বর্ত্তমান 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক পণ্ডিতকুল-শিরোমণি শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু 'লালকুঠি' বা নর্থব্রুক-হলের সম্মুখস্থ রাজপথে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ১৩২৫ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত আমরা পুরীধামে থাকা-কালে সুন্দরানন্দ প্রভু পুরীতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকটবর্ত্তী একটি বাসায় ছিলেন। তখন সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মধ্যে তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে একবার দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু সেই সময় আমাদের সহিত তাঁহার কোন পরিচয় বা আলাপ হয় নাই।

এ বৎসর শ্রীল প্রভুপাদ ঢাকা যাইবার পূর্ব্বে যখন তীর্থ মহারাজ স্বধামগত লালমোহন শাহ শঙ্খনিধি মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ করোনেশন-পার্কে বিভিন্ন পারমার্থিক বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু তাঁহার সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম্-এ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট তীর্থ মহারাজের ন্যায় একজন অভিনব বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ও বক্তার আগমন-সংবাদ শুনিতে পাইয়া তৎপর দিবসই অপরাহ্নে করোনেশন-পার্কে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন।

তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের প্রথম বক্তৃতা শুনিয়াই শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া রায়সাহেব গৌরনিতাই শঙ্খনিধি মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে গমন-পূর্ব্বক ঐ সকল

কথা আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। তখন তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ প্রাতঃকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ক্লাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অধ্যয়ন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীল তীর্থ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন বি-এ প্রমুখ কএকজন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক ও উচ্চ রাজকর্ম্মচারী শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট চরিতামৃত অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রত্যহ তথায় যাইতেন।

সত্যানুসন্ধিৎসা

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও পরমার্থের যে পারিপার্শ্বিকতার সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রথম-মুখে তীর্থ মহারাজের কথিত শ্রৌত-সিদ্ধান্তকে বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তীর্থ মহারাজ যে-কোন বাক্য বা সিদ্ধান্ত বলিতেন, তাহা তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অভিনব ও বিপ্লবী মনে হইত এবং তিনি প্রত্যেকটি কথা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার সহিত এক কি না, ইহা বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত তাহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। একদিন তীর্থ মহারাজকে সুন্দরানন্দ প্রভু কোনও সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। উক্ত সভার অধিবেশনে ঢাকার বহু শিক্ষিত ব্যক্তি, কলেজের কএকজন অধ্যাপক ও বহু ছাত্র উপস্থিত ছিলেন এবং 'বৈষ্ণব'-নামধারী ব্যক্তিগণেরও অনেকে তথায় আসিয়াছিলেন। ঐ দিবস তীর্থ মহারাজ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলে তীর্থ মহারাজের প্রশংসায় শতমুখ হইয়াছিলেন এবং সুন্দরানন্দ প্রভু পূর্ব্বে যাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তিনিও তীর্থ মহারাজের কথায় এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, সেই প্রাচীন গোস্বামীজী তীর্থ মহারাজকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরের রবিবারের অধিবেশনে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ পুনরায় হরিকথা-কীর্ত্তনার্থ আহূত হইলে তিনি (তীর্থ মহারাজ) পূর্ব্ব হইতেই শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে জানাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্বের দিন তিনি প্রকৃত সত্যকথা অনেকটা গোপন করিয়া কেবল সাধারণভাবে কএকটি কথা বলিয়াছেন; আজ তিনি অকপটভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তবাণী সমস্ত খুলিয়া বলিবেন; আজ দেখা যাইবে—লোকে কতটাই বা সত্যের গ্রাহক, আর কতটাই বা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির গ্রাহক!—তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সত্যই চাহেন,—না শ্রেয়ঃপ্রার্থনার ছলনায় অন্তরে প্রেয়েরই অনুসন্ধিৎসু!

সাত্বতসিদ্ধান্ত ও মনোধর্ম্ম

সত্য-সত্যই সে-দিন সেই অগ্নি-পরীক্ষা হইল। সে-দিন শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ অকৈতব সত্যবাণী নিরপেক্ষভাবে খুলিয়া বলিয়াছিলেন অর্থাৎ "ভগবদ্ভক্তি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ব্রত-তপস্যার সহিত সমজাতীয় সাধনমাত্র নহে, পরাৎপরতত্ত্ব অপ্রাকৃত সবিশেষ পুরুষোত্তম-সেবা ও নির্ব্বিশেষ-উপলব্ধি—এক জাতীয় নহে, নির্ব্বিশেষ-উপলব্ধিকে চরম প্রাপ্য মনে করিয়া নিত্য শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বিষ্ণুকে বিকারী(?) করিবার চেষ্টায় যে-সকল অনিত্যদেবতা কল্পিত হয়, সেরূপ মানব-কল্পিত দেবতাগণের সহিত পরাৎপর অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্বকেও সমকক্ষায় স্থাপন করা বেদ ও ভাগবতের সিদ্ধান্ত

নহে,"—এই সমস্ত কথা বর্ণনমুখে বিশ্বের বাজারের মনোহারী দোকানে যে তথাকথিত মনোহারী সমন্বয়বাদ জগতের ধর্ম্ম-ক্রেতৃগণের পরম বরণীয় পণ্যদ্রব্য হইয়া রহিয়াছে, তাহা নানা ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তীর্থ মহারাজ ঐ দিন দেখাইয়াছিলেন।

জগতে সত্যের গ্রাহক কয়জন?

শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ যখন সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক ও সার্ব্বকালিক ভাগবত-ধর্ম্মের কথা বিশেষ বিশ্লেষণের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী ও সঙ্গে-সঙ্গে ভাগবতের বাণী মিলাইয়া অকপটে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন বক্তৃতার শেষে একমাত্র শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ব্যতীত প্রায় শতাধিক শ্রোতার একজনও অবশিষ্ট থাকিলেন না। জগতের লোক ভাবিলেন এবং সুন্দরানন্দ প্রভুও বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, জগতের শতকরা একশত লোকের কি ভুল হইতে পারে? যাহা এতগুলি লোকের রুচিপ্রদ নহে—যাহা শতকরা প্রায় শত জনেরই নিকট 'সত্য' বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহা নিশ্চয়ই অসত্য ও অধর্ম্ম।

লৌকিক ধর্ম্মজ্ঞানের স্বরূপ

অনাদিকালের বহির্ম্মুখতা জীবের মস্তিষ্ক যেরূপ বিকৃত করিয়া দিয়াছে, তাহাতে সেই সকল অকৈতব সত্যকথা ধরিবার মত সৌভাগ্য মানবজাতির কখনই নিজের চেষ্টা-বলে উদিত হইতে পারে না। জন্ম-জন্মান্তরের মহা সুকৃতি সঞ্চিত থাকিলেই অকৈতব সত্যকথা গ্রহণ করা ও বরণ করা সম্ভব। লোকে গণবাদের মুখে ঝাল খায়; জগতে প্রতিষ্ঠাশালী বিষয়িব্যক্তিগণের মন্তব্য, কিম্বা অনভিজ্ঞ গণগড্ডলিকা-দ্বারা প্রশংসিত ও প্রতিষ্ঠাপিত 'সাধু' (?) 'মহাত্মা' (?) 'অবতার' (?) 'মহা-পুরুষ' (?) 'সিদ্ধ' (?) প্রভৃতির কথাগুলি নিজেদের রুচির সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিজেদের কোন না কোন প্রকার সুবিধাবাদের ধর্ম্ম সৃষ্টি করে। আমরা মৌখিক ও লৌকিক ধর্ম্মেরই অধিক পক্ষপাতী। সকলের অন্তরের গলদ ঢাকিয়া রাখিয়া 'বেশ বেশ, ভাল ভাল', 'তোমাদের ধর্ম্ম ঠিক, আমাদের ধর্ম্মও ঠিক', 'তুম্‌ভি চুপ্‌ হাম্‌ভি চুপ'—এই প্রকার তথাকথিত সমন্বয়ের গোঁজামিল-দেওয়া-নীতিই মহা-উদারতার মহা-মন্ত্র বলিয়া এই বিশ্বের বাজারে ধর্ম্মের মনোহারী দোকানগুলিতে বিক্রীত হইয়া থাকে!

তথাকথিত সমন্বয়-বাদের ছলনা

শ্রীমন্মহাপ্রভু উড়িষ্যা ও দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে শিব, শক্তি, এমন কি, কার্ত্তিকাদি দেবতার মন্দিরে গমন করিয়াও দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়াছেন, নবদ্বীপে আস্তা শক্তির বেশে নৃত্য করিয়াছেন; সেই সকল দৃষ্টান্তগুলিকে নির্ব্বিশিষ্ট অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়-ভুক্তগণ সমন্বয়বাদেরই পোষাক বলিয়া লোকের নিকট প্রচার করেন। "একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥" "গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর।" "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥" "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"—প্রভৃতি উক্তিগুলিকে ধামাচাপা দিয়া লোকের নিকট শ্রীমন্ মহাপ্রভুর তথাকথিত সমন্বয়বাদের আদর্শ প্রচার করেন, অথবা গোঁজামিল দিয়া ও মহাপ্রভুর ভক্তগণের চরণে

অপরাধ করিয়া বলেন,—'মহাপ্রভু সকলই সমান বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী চেলাচাপাটিরা অর্থাৎ শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর—ইঁহারা কেহই মহাপ্রভুর সমন্বয়ের ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই।' কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই বিলাতী রাজনৈতিক সাম্যভাব ধর্ম্মের ঘাড়ে চাপিয়া তথাকথিত সমন্বয়বাদের নাম-রূপ লইয়া বিশ্ব-বিজয়ে বাহির হইয়াছে। চরমে পরাৎপরতত্ত্ব পরমেশ্বরের নিত্য ব্যক্তিত্বের প্রতি বিদ্রোহ অর্থাৎ পরাৎপর, নিত্যবাস্তব পুরুষোত্তমতত্ত্বকে ক্লীবলিঙ্গ বা নির্ব্বিশেষ করিবার পরমেশ্বর-বিরোধী বিচার-ধারাই যে এই তথাকথিত সমন্বয়বাদের জননী ও স্নেহময়ী পালিকা, ইহা তখন কেন, এখনও একমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ব্যতীত জগতের অপর কোথায়ও পাওয়া যায় না। তাই বিশ্ব-ছাড়া এই বিপ্লবী ধর্ম্মের কথা জগতের ইন্দ্রিয়তর্পণকামী ত্যাগী ও ভোগী লোকের নিকট কিছুতেই রুচিপ্রদ হইতে পারে না।

ঐকান্তিক পরমসত্য ও গণমত

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু আমাদিগকে বলিয়াছেন,—যখন ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল অর্থাৎ যখন তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু-বান্ধবের শতকরা প্রায় শতজন ব্যক্তিই অকপট সত্যকথা-শ্রবণে বীতরাগ হইয়া মনোধর্ম্মের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে কে যেন বলিয়া দিয়াছিলেন,—'তুমি সহিষ্ণু হইয়া অকপট সত্য শ্রবণ কর; শ্রবণীয় বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ কর, পৃথিবী-ভরা লোকের রুচি—গণগড্ডলিকার গতি দেখিয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইও না।' তিনি তখন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন,—'অদ্যকার অদ্ভুত বক্তা হয় একজন পাগল, না হয় তিনি এমন কোন সত্যের নির্ভীক বাণী বলিতে বসিয়াছেন, যাহা সৃষ্টি ছাড়া—জগতের ধারণার অতীত, অদ্বিতীয় পরম সত্য। সুতরাং আমার বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, আমি যাঁহাদিগকে পূর্ব্বে পরম প্রামাণিক বলিয়া বরণ করিয়াছি, তাঁহারা তথা বৈষ্ণবধর্ম্মের বহু তথাকথিত সমঝ্‌দার ব্যক্তি এই বক্তার কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই বলিয়াই যে অদ্বিতীয় সত্যকে উহার দ্বারা পরিমাপ করিয়া গ্রহণ-যোগ্য বা ত্যাগ-যোগ্যরূপে বিচার করা হইবে,—এইরূপ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকেই বা প্রশ্রয় দিব কেন? যদি এই বক্তার সিদ্ধান্তগুলি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণীর সহিত একতান-যোগসূত্রে গ্রথিত দেখিতে পাই, তবেই আমি সেই সত্য বরণ করিব। আমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত-না সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারি, ততদিন এই সকল সিদ্ধান্ত বিশেষ সহিষ্ণুতা-সহকারে শ্রবণ করিব। জগতের বহুলোক বা সকল লোক সমস্বরে যাহাকে সত্য বা অসত্য বলেন, তাহা জাগতিক বিচারে সত্য বা অসত্য হইতে পারে; কিন্তু তাহা যে পারমার্থিক সত্য বা অসত্য হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর যাঁহারা জগতের লোকের নিকট 'মহাসিদ্ধপুরুষ', 'অভ্রান্ত মহাপুরুষ' প্রভৃতি বলিয়া একবাক্যে প্রচারিত, তাঁহারাও ত' জগতের লোকের নিকটই জগতের রুচি ও ধারণায় যাহা অনুকূল, সেরূপ কোন বিচার-আচার, ভাব-মুদ্রা দেখাইয়াই ঐরূপ পদে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছেন। অতএব জগতের লোকের বিচারে সিদ্ধ (?) বা মহাপুরুষগণ (?) যে সকল সময়ে বাস্তবতায়ও তাহাই, তাহারই বা প্রমাণ কি'?

শ্রীসুন্দরানন্দ প্রভু আমাদিগকে আরও বলিয়াছেন,—যদিও তাঁহার চিত্তে তখন এইরূপ একটি বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষা বড় প্রামাণিক মহাজন আর কেহ নাই এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' অপেক্ষাও অধিক প্রামাণিক নিরপেক্ষ কোন শাস্ত্র নাই—এইরূপ একটি স্বতঃসিদ্ধ ভাবের দৃঢ় প্রতীতি যেন তাঁহার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল। তাই তিনি এই দুইখানি শাস্ত্র-গ্রন্থকে মধ্যস্থ করিয়া শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের সহিত প্রায় একমাস-কাল পরিপ্রশ্নমুখে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন।

মধ্যস্থ 'শ্রীভাগবত' পুরাণ

শ্রীল প্রভুপাদকে নগর-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে প্রথম দর্শন এবং শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের পরিচয় পাইয়া শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু সে-দিন আমাদের সহিত নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তখন সেই নগর-সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনীর সহিত ৯০নং নবাবপুর-রোডের খালি বাড়ীটি পরিদর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। "অনেকে এই বাড়ীটিকে 'ভূতের বাড়ী' বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন,"—কেহ কেহ আমাদিগকে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুপাদ ভূতের বাড়ীগুলিরই ভূত ছাড়াইয়া সেই সমস্ত স্থানকে শ্রীহরিনামে মুখরিত করিবার পক্ষপাতী। অনর্থযুক্ত জীব-মাত্রেই এক একটি ভূতের বাড়ী বা মায়াপিশাচীর নৃত্যভবন। ৯০নং নবাবপুরের বাড়ীটিতেই শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণসহ অচিরে আগমন করিবেন এবং স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণের নিকট হইতে সেই বাড়ীটিই মঠের জন্য গ্রহণ করা হইবে—এরূপ স্থির হইল। প্রভুপাদ সেই দিন উক্ত বাড়ীর তেতলার ছাদের উপরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

নবাবপুরে কেন্দ্র-স্থাপন

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা

ঢাকা ৯০নং নবাবপুর-রোডের প্রকাণ্ড ত্রিতল-গৃহে অনতিবিলম্বেই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠ সংস্থাপিত হইল। ১৪ই কার্ত্তিক (১৩২৮), ৩১শে অক্টোবর (১৯২১), ১৫ দামোদর (৪৩৫ গৌরাব্দ) সোমবার শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের দিন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ স্বহস্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি সঙ্কীর্ত্তনমুখে প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে-দিন ভক্ত-নয়ন-মনোভিরাম শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন ও মহামহোৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—'ঢাকায় লুপ্ত দ্বিতীয় বৃন্দাবন পুনঃ প্রকটিত হইলেন।' পথে, ঘাটে—সর্ব্বত্রই তখন এইরূপ ভাবে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের কথা আলোচিত হইতে লাগিল।

দুঃখের বিষয়, ঢাকা-নগরীতে গত কএক শতাব্দী ধরিয়া পাঠ ও কথকতার ব্যবসায় চলিতে থাকিলেও 'মাধ্বগৌড়ীয়' কথাটি সাধারণ ব্যক্তি ত' দূরের কথা, উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকেই পূর্ব্বে শুনেন নাই। তখন শত-সহস্র উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির প্রশ্ন প্রশ্নই হইয়াছিল—'মাধ্বগৌড়ীয়' শব্দের অর্থ কি? কেহ কেহ ইহা নূতন কথা, কেহ বা ইহার ব্যাকরণশুদ্ধি প্রভৃতি নানাপ্রকার জল্পনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তথা-কথিত বৈষ্ণবাভিমানী কেহ কেহ অজ্ঞতাক্রমে 'মাধ্বগৌড়ীয়'কে 'মাধবগৌড়ীয়', 'গৌড়ীয়-মাধ্য-সম্প্রদায়' বলিয়াও পাঠ বা উচ্চারণ করিতেন।

২০শে কার্ত্তিক ঢাকা নবাবগঞ্জের স্বধামগত রামচন্দ্র সাহা মহাশয়ের উত্তরাধিকারী অধুনা পরলোকগত রাধাকান্ত দাস নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। * আমি কৃষ্ণনগর-ভাগবতপ্রেস হইতে প্রভুপাদের আদেশে ২১শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর সোমবার ঢাকায় পৌঁছিলাম।

ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিশ প্রকার ব্যাখ্যা

এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া কাঠেরপুল-লেনস্থ 'ঝুলনবাড়ী' নামক একটি প্রসিদ্ধ ঠাকুর-মন্দিরে উর্জ্জাব্রতের একমাসকাল শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ত্রিশ প্রকার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমি উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে কিছুদিন পরে কৃষ্ণনগর ভাগবত-প্রেসে চলিয়া যাইতে হইল বলিয়া শেষপর্য্যন্ত লিখিতে পারি নাই। প্রভুপাদের ঐ সকল উক্তির কোন কোন অংশ লইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের তথ্য রচিত হইয়াছে। এই সময়েই শ্রীল প্রভুপাদ "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের গৌরপর ব্যাখ্যা করেন। একদিন প্রভুপাদ তথায় পাঠে উপস্থিত হইতে না পারায় আমি প্রভুপাদের আদেশে তখন "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের গায়ত্রীপর ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীহরিপদ বনচারী প্রভৃতি কএকজন ভক্ত সে-দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঝুলন-বাড়ীতে সন্ধ্যার পরে শ্রীল প্রভুপাদ "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতেন এবং প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত হরিপদ ভট্টদেশিক মহাশয় শ্রীচৈতন্যমঙ্গল পাঠ করিতেন।

অপরাহ্ণে দক্ষিণ-মৈসণ্ডীতে শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল বণিক্যদের ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'শ্রীরূপ-সনাতনশিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকায় কএকজন গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে ও ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ ভক্তগণ

* ঢাকায় প্রভুপাদের তৃতীয়বার শুভবিজয়ের বিবরণ আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুর প্রদত্ত বিবরণ হইতে আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ফরাশগঞ্জ শ্রীবিহারীলালজীর মন্দিরে সন্ধ্যার পরে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈকালে চৌধুরীবাজারে স্বধামগত রামচন্দ্র সাহার ঠাকুর-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং প্রাতঃকালে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম-এ মহাশয়ের গোয়াইলাড়ার বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন এবং আচার্য্য শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী (পরবর্ত্তিকালে ভারতী মহারাজ), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ প্রভৃতি আরও কতিপয় ভক্ত দিগ্‌বাজার শ্রীবলদেবের আখড়ায় ও আরও কএকটি স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন।

এই সময় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু প্রতিদিনই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিতেন। তিনি শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজের নিকট যে-সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় প্রভুপাদের নিকটে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা ও আলোচনা করিতেন এবং অনেক সময় প্রভুপাদের কথাগুলি তাঁহার নিজের খাতায় লিখিয়া লইতেন।

একদিন ঢাকা ৯০নং নবাবপুর-রোডস্থ শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের আসন-ঘরে ঢাকার সারস্বত-সমাজ হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ এম্-এ মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥"—এই শ্লোকের পীত ও কৃষ্ণত্বের কালগত সামঞ্জস্যের বিরোধ-প্রদর্শন-প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক উত্থাপন করেন। আমি ও পণ্ডিত শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল মহাশয় আসন-ঘরে আসিয়া উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কুতর্ক শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর টীকার অনুগমনে খণ্ডন করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি শ্রীল জীব-প্রভুর সিদ্ধান্ত ও বিচার স্বীকার না করিয়া প্রস্থান করেন।

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ" শ্লোক-বিচার

ঢাকার পল্লীতে পল্লীতে প্রচার

ঢাকার বিভিন্ন পল্লীতে প্রত্যহই নগর-সংকীর্ত্তন হইত এবং দ্বারে-দ্বারে ভক্তগণ হরিকথা প্রচার ও মাধুকরী ভিক্ষা করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীল নিত্যানন্দ ও ঠাকুর শ্রীহরিদাস নবদ্বীপে যে দৃশ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, প্রভুপাদের কৃপায় ঢাকা-নগরীতে সেই দৃশ্যের পুনঃ প্রকাশ হইল। দ্বারে-দ্বারে হরিকথা প্রচারের এই প্রকার অভিনব প্রণালী দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন। এইরূপ সত্য-প্রচারে যাঁহাদের অপস্বার্থের ক্ষতি হইতে থাকিল, তাঁহারা, তাঁহাদের অনুগামী ও অনুরাগী সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের অনর্থ-ব্যাধিতে সংক্রামিত কেহ কেহ তখন শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বিরুদ্ধে নানাকথা বলিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের পৃষ্ঠায় যে-সকল চিত্র অঙ্কিত আছে, সেই সকল চিত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী পুনঃ প্রচারের কালেও বহুরূপে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইতে থাকিল।

দ্বারে-দ্বারে কৃষ্ণ-শিক্ষা-প্রচার-প্রণালী

বৈষ্ণব

কএকটি ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্যক্তি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—'শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ তুলসী মানেন না, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে মানেন না, ছয় গোস্বামীকে মানেন না, গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা করেন।' কেহ কেহ বা বলিতে লাগিলেন,—'ইঁহারা সন্ন্যাসী বলিয়া গৃহস্থের নিন্দাকারী ও ছেলে-ধরার দল।' কেহ কেহ বা প্রচার করিতে লাগিলেন,—'ইঁহারা জাতি-বিচার না করিয়া সকলের ছোঁয়া-দ্রব্য গ্রহণ করেন, ইঁহারা ধর্ম্ম-জগতের বিপ্লব-বিধানকারী!' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিভিন্ন অভিযোগ

শ্রীল প্রভুপাদ শত শত অনর্থময় মতবাদের চীৎকার উপেক্ষা করিয়া শাস্ত্রীয় যুক্তির সহিত সিংহ বিক্রমে ঐ সকল কথার তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। অনর্থরোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ লুক্কায়িত থাকিয়া পশ্চাদ্ভাগে চীৎকার করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু কেহই অগ্রসর হইয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে এই সকল কথার বিচার করিতে সাহসী হইলেন না। এই সময় নবাবপুরের কোন একটি অল্পবয়স্ক ধর্ম্মব্যবসায়ী ব্যক্তি ইলেক্‌ট্রিক্‌ পোষ্ট্‌গুলিতে বিজ্ঞাপন দিল যে, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্রদায়ের প্রকৃত নাম ও উপাধি গোপন করিয়া তাঁহাদিগকে নূতন নাম ও উপাধি-প্রদানের ব্যবস্থা অশাস্ত্রীয়। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ঐরূপ একজন যুবকের মূর্খতার যথোচিত প্রতিবাদ তৎক্ষণাৎ প্রচারিত হইল। ফলে সেই ব্যক্তি—

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-ফলে বিরোধ-চেষ্টা

"তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্ত্যহেতবঃ॥" *—শ্রীনারদপঞ্চরাত্র

এই শাস্ত্রবচনানুসারে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার অবশ্য কর্ত্তব্য তৃতীয় সংস্কার "নাম" প্রদানের কথা আদৌ না জানিয়া কি প্রকারে দীক্ষা-প্রদানের ছল করেন, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বাদশ অঙ্গে গোপীচন্দনের দ্বারা শীতল তাপ বা রামানুজীয়গণের বিচার-মতে উষ্ণতাপ, দ্বাদশাঙ্গে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ, ভগবানের দাস্যসূচক নাম, মন্ত্র এবং যাগ অর্থাৎ শালগ্রাম-পূজায় অধিকার—এই পাঁচটি অনুষ্ঠান অপরিহার্য্য। শাস্ত্র ও পূর্ব্বাচার্য্যগণ সকলে এই সকল বিধি সম্যগ্‌রূপে নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিপাদগণও ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই সকল আচরণে বিমুখ হইয়া উদর-ভরণ, ভোগ্য আত্মীয়-স্বজন-প্রতিপালন বা নিজের নানা প্রকার ভোগাভিসন্ধির জন্য অর্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসায়-হানির আশঙ্কায় সত্য-প্রচারকগণকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পারমার্থিক নাম ও সংজ্ঞাসমূহ ভগবৎপ্রসাদ ও আশীর্ব্বাদস্বরূপ।

দীক্ষিত ব্যক্তির আচার

* তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটিকে 'পঞ্চ-সংস্কার' বলে; এই 'পঞ্চ-সংস্কার' অর্চ্চনমার্গীয় পাঞ্চরাত্রিক বিধানে মহাভাগবতত্বের হেতু।

পদ্মের পুষ্পাভরণে কণ্ঠের অলঙ্কার রচনা করা ও ভোগী সাজিবার জন্য পুষ্প-ভূষণে ভূষিত হওয়া —সমজাতীয় নহে। এই সকল কথা উঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন এই সকল কথা শাস্ত্র-যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন মনোধর্ম্মী ও অবৈধ ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের কূপমণ্ডূকতার কলরব নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। তথাপি "বুঝিয়াও বুঝিব না", "হঠিয়াও হঠিব না"—এই ন্যায়ে ধাবিত সম্প্রদায় তাহাদের চিরন্তন স্বভাব-বশতঃ পশ্চাদ্দেশ হইতে মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ কলরব করিত।

উত্থান-একাদশী দিনে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীগৌরকিশোর-বিরহতিথি পালন করিলেন। সে-দিন শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে যে বিপুল লোক-সমাগম হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বলিবার নহে,—প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। তৎপর দিবস সাধারণ বিরাট্ মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিবার জন্য প্রচারকবর্গ চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইলেন। কেবলমাত্র শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা ও স্কন্ধে মাধুকরী ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া বিপুল মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। ২৬শে কার্ত্তিক (১৩২৮), ১২ই নভেম্বর (১৯২১), ২৭ দামোদর (৪৩৫ গৌরাব্দ) দ্বাদশী তিথিতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রথম বার্ষিক সাধারণ মহামহোৎসব বিপুল সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। ঢাকার স্বনামখ্যাত, স্বধামগত বদান্য জমিদার সনাতন দাস মহাশয়ের ধর্ম্মশীলা পত্নী এই মহামহোৎসবের ফল, তরকারী প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। মহোৎসবের দিবস মঠের বহু সেবক-ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা মহাশয় তাঁহার কলেজের প্রায় পঞ্চাশ জন কর্ম্মী ছাত্র এই সুমহৎকার্য্যে স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে সারাদিন ও মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বর্ষীয়ান্ অভিজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন,—'নিঃসম্বল ভিক্ষুকগণের কেবলমাত্র ভিক্ষার সংগৃহীত দ্রব্যে এরূপ বিপুল মহামহোৎসব বহু বৎসর যাবৎ ঢাকা মহানগরীতে দৃষ্ট হয় নাই।'*

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রথম মহোৎসব

শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ

২৯শে কার্ত্তিক (১৩২৮), ১৫ই নভেম্বর (১৯২১), ৩০ দামোদর (৪৩৫ গৌরাব্দ) মঙ্গলবার শ্রীরাস-পূর্ণিমা ও উর্জ্জাব্রত সমাপ্তির দিন আচার্য্য শ্রীপাদ নয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যথাবিধি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিবিবেক ভারতী" নামে খ্যাত হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ কএকদিন ঢাকার স্বধামগত প্রসিদ্ধ ধনী ও জমিদার সনাতন দাস মহাশয়ের ভবনে 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি

* সঃ তোঃ ২৪ খঃ ৩ সং "শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

প্রভুপাদের পাঠে আকৃষ্ট হন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজও কএকদিন তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত ইন্দুবাবু তথায় আসিয়া পাঠ ও হরিকথা শুনিতে থাকেন। ইনি পরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া "শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী" নাম প্রাপ্ত হন এবং পরবর্ত্তি-কালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া "ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি" নামে খ্যাত হইয়াছেন।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ করোনেশন-পার্কে এবং আরও দুই একটি স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঐ দিন ফরাশগঞ্জের স্বধামগত সনাতন বাবুর বাড়ীতে শ্যামলাল বাবুর বিশেষ আগ্রহে একটি মহামহোৎসব হইয়াছিল। উক্ত তারিখে একটি নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাও বাহির হয়, তাহাতে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিত্রয় পুরোভাগে হস্তে ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া যখন হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে রাজপথ দিয়া চলিতেছিলেন, তখন সেই দৃশ্যটি বড়ই মনোরম হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে অবস্থান-কালে ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮ই নভেম্বর শ্রীপাদ কুঞ্জদা' ঢাকায় পৌছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে বস্‌রা হইতে বোম্বে হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আসিয়াছিলেন। শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী কুঞ্জদা'কে নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকায় লইয়া আসেন। যে-দিন কাঠেরপুলের ঝুলন-বাড়ীতে প্রভুপাদের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক ব্যাখ্যার পুণ্যাহ ও মহামহোৎসবের দিন নির্দ্ধারিত ছিল, সেই দিনই কুঞ্জদা' সেই মহোৎসব-ক্ষেত্রে আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রাণস্বরূপ কুঞ্জদা'র পুনরাগমনে বিরহ-ব্যথিত সকলের হৃদয়ে সে-দিন যে-আনন্দের প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীমান্ সম্বিৎ তখন পনর ষোল বৎসরের বালক; সে ঢাকা মাধ্বগৌড়ীয়-মঠে আসিয়া প্রভুপাদের সেবার সাহায্য করিয়াছিল। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর রবিবার কুঞ্জদা' সম্বিৎকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। ঐ দিন শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্মহাপ্রভুর চূড়াটি অকস্মাৎ অপ্রকট হয়; উহা আর পাওয়া যায় নাই। উক্ত তারিখে ময়মনসিংহের সব্‌ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ বি-এ মহাশয় ঢাকা মঠে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম দর্শন করেন। ৫ই অগ্রহায়ণ সোমবার দিবস প্রভুপাদ ঢাকা মঠে বহু ব্যক্তিকে দীক্ষামন্ত্র উপদেশ করিয়াছিলেন। এই সময় চিত্রকর শ্রীমঙ্গলময় দত্ত শ্যামবাবুর একান্ত আগ্রহে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের জন্য শ্রীভাগবত-ব্যাখ্যারত অবস্থায় শ্রীল প্রভুপাদের একটি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহে প্রভুপাদ

ময়মনসিংহ-সহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ বি-এ সব্‌ডেপুটি কালেক্টর মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে ও ইচ্ছায় শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত তিন জন ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী, কএকজন ব্রহ্মচারী ও কতিপয় ভক্তের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের অমল শিক্ষা-প্রচারের জন্য

৭ই অগ্রহায়ণ (১৩২৮), ২৩শে নভেম্বর (১৯২১) বুধবার বেলা প্রায় ১১টার সময় ট্রেণে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ৪টার সময় ময়মনসিংহ-সহরে পদার্পণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ মহাশয় এই সহরের একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইঁহারা কএক পুরুষ ধরিয়া এই সহরে বাস করিয়া আসিতেছেন; ইঁহাদের বাসগৃহটি 'বড়বাসা' বলিয়া পরিচিত।

শ্রীল প্রভুপাদ যে-দিন ময়মনসিংহে পৌঁছিলেন (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৮), সেই দিনই তিনি সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত শচীবাবুর বাড়ীতে শ্রীমদ্ ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ভিক্ষুগীতি পাঠ করেন। সেখানে কএকজন বিশেষ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী এবং সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই ঐরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব মধুময় উপদেশ নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হন।

পরদিন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম-মায়াপুরে যাত্রা করিবার কথা ছিল; কিন্তু শ্রীযুক্ত শচী বাবুর, বিশেষতঃ গত রাত্রির শ্রোতৃবর্গের সানুনয় প্রার্থনায় প্রভুপাদের যাওয়া হইল না। বৃহস্পতিবার সকালে প্রভুপাদ ভক্তগণের সহিত ও স্থানীয় বহু অনুগামী ব্যক্তির সহিত নগর-সঙ্কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে সহর-ভ্রমণ ও পুণ্যতোয় ব্রহ্মপুত্র নদ দর্শন করিলেন। সন্ধ্যার পর পূর্ব্বদিনের ন্যায় পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ করেন। গত দিন অপেক্ষা এই দিবস শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছিল। সভাস্থ সকলের অনুরোধক্রমে তৎপর-দিনও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীধাম-মায়াপুর-যাত্রা স্থগিত হইল এবং সহরের প্রসিদ্ধ 'দুর্গাবাড়ী' নামক স্থানে হরিকথা-প্রচারের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল।

শ্রীল প্রভুপাদের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-ব্যাখ্যা

শুক্রবার দিবস প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ব্যাখ্যা করিবার সময় মাত্র কএকজন ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তখন প্রভুপাদের যে-প্রকার অদ্ভুত ভাবাবেশ হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার মত চিত্তবৃত্তি ও যোগ্যতা আমাদের নাই। আমি শুনিয়াছি,—শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর কোন কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে অজস্র প্রেমাশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকারসমূহ লক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু গাম্ভীর্য্য-বিগ্রহ প্রভুপাদ চিরদিনই নিজ-অতিমর্ত্ত্য সাত্ত্বিক ভাবসমূহকে সংগোপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন।

প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য ভাবাবেশ

ঐদিন প্রাতে ভক্তগণ অরুণোদয় কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দমোহন-কলেজে ও সহরের নানা স্থানে গমন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ সেই সময় বাহিরে যান নাই, বড় বাসাতেই মাত্র উপস্থিত কএকজন ভক্তের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুও তখন একজন শ্রোতৃরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিপ্রহরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বার-লাইব্রেরীতে উকীল বাবুদের বিশেষ আগ্রহে অনেকক্ষণ হরিকথা বলিয়াছিলেন। ঐ দিনই (২৫শে নভেম্বর, ১৯২১; ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮ শুক্রবার) সন্ধ্যা ৬টায় নগরসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদ দুর্গাবাড়ীতে গমন করেন। প্রথমে তীর্থ মহারাজ ও ভারতী মহারাজ তথায় "জীবের স্বরূপ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে শ্রীল প্রভুপাদ "শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়া সকলের হৃদয়ের বহু সংশয় অপনোদন করেন। প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী তৎপরের রবিবার দিন (২৭শে নভেম্বর, ১১ই অগ্রহায়ণ) "সূর্য্যকান্ত টাউনহল" নামক স্থানে আরও একটি বক্তৃতা প্রদানের জন্য প্রভুপাদকে বিশেষ অনুরোধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ রবিবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহে অপেক্ষা করিতে না পারায় কএকজন সন্ন্যাসি-প্রচারককে টাউন-হলে বক্তৃতা প্রদানের জন্য রাখিয়া যান। তদনুসারে তাঁহারা রবিবার দিবস তথায় দুইঘণ্টা-কালব্যাপী বক্তৃতা ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে, বহু শ্রোতা স্থান না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহে প্রভুপাদের বক্তৃতা

দুর্গাবাড়ীর বক্তৃতার দিন আনন্দমোহন-কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন ঘোষ এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় আরও কতিপয় অধ্যাপকের সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রভুপাদের চেতনময়ী বাণীর বীজ এই সময়েই প্রথম উপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তখন হইতে কিছুকাল উহা সুপ্তপ্রায় হইয়াই হৃদয়ক্ষেত্রে বিরাজিত ছিল। পরে তীর্থ মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া উহার অঙ্কুরোদ্গম হইতে থাকে।

ইহার পরে (২৬শে নভেম্বর, ১০ই অগ্রহায়ণ তারিখে) শ্রীল প্রভুপাদ ময়মনসিংহবাসী সত্যানুসন্ধিৎসুগণকে যেন বিরহসাগরে ভাসাইয়া অন্য সেবা-কার্য্যের উদ্দেশ্যে ২৭শে নভেম্বর, ১১ই অগ্রহায়ণ প্রাতে কৃষ্ণনগরে পৌছেন, তথা হইতে প্রভুপাদ ঐ দিনই শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার একদিন পরেই (১২ই অগ্রহায়ণ, ২৮শে নভেম্বর) শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু জনৈক যুবকের সহিত কৃষ্ণনগর-শ্রীভাগবতপ্রেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আমি ভাগবত-প্রেসে ছিলাম; আমার সহিত সুন্দরানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎকার ও আলাপ হইল। তাঁহারা সেই দিনই শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে গমন করেন। যে-দিন সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীমায়াপুরে গিয়া পৌছেন, তাহার পরের দিনই (১৩ই অগ্রহায়ণ, ২৯শে নভেম্বর) পূর্ণিমা তিথিতে প্রাতঃকালে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া সুন্দরানন্দ প্রভুকে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত করেন। ঐ দিনই অপরাহ্নে ঢাকা হইতে স্বধামগত জমিদার সনাতন বাবুর জামাতা শ্যামবাবু প্রভুপাদের নিকট এই মর্ম্মে একটি টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন যে, সুন্দরানন্দকে যেন দীক্ষিত না করা হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য,—ইনি দীক্ষা গ্রহণ করিলে

তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ এইরূপ অযৌক্তিক অনুরোধ রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ না করিয়া কৃপা-পূর্ব্বক কৃপা-প্রার্থীর মঙ্গল-বিধানের জন্যই সর্ব্বতোভাবে স্নেহ ও যত্ন দেখাইয়াছিলেন। এই সময় শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী প্রভুর সহিত বর্দ্ধমান জেলার আম্‌লাযোড়া-গ্রামে গমন করেন। তথা হইতে কিছুদিন পরে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিলে তাঁহার এবং স্বধামগত শ্রীরাধারমণদাস অধিকারী ও শ্রীনন্দনন্দনানন্দ ব্রহ্মচারী—এই তিনজনের যথাশাস্ত্র সংস্কার হইয়াছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌর-গদাধরের লুপ্ত-সেবা-উদ্ধার

বর্ত্তমান সময় হইতে ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীমৎ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শিষ্য দ্বিজ-বাণীনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সমুদ্রগড় ডাকঘরের নিকটবর্ত্তী চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটি-গ্রামে শ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ যে বৎসর (ফাল্গুন, ১৩২৬; মার্চ্চ, ১৯২০) শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রথম পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন, সেই বৎসর চারিদিন মাত্র পরিক্রমা হইয়াছিল; কিন্তু যাহাতে পর বৎসরে সকলে নবদ্বীপের সমস্ত স্থান পরিক্রমা করিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে শ্রীল প্রভুপাদ পরিক্রমার পথ-সমূহ আবিষ্কারের জন্য ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত চম্পহট্টে কএকজন ভক্তের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন দ্বিজ-বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন চারিশত বৎসরের সেবা ও মন্দিরের দুর্দ্দশা দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হয়।

প্রমাণাকার শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমূর্ত্তি পরিত্যক্ত ও অনাবৃতভাবে সেবাবিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। চতুর্দ্দিকে সর্প, শিবা, ব্যাঘ্র, কুক্কুর প্রভৃতি জন্তুর সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাধ্য কি যে, দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করিয়া কেহ সেখানে প্রবেশ করে!, জনৈক মৎস্য-মাংসাশী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সেবাইত হয় ত' কোন দিন তাঁহার অবসর ও ইচ্ছা হইলে দিবালোকের সময় শ্রীবিগ্রহকে কিছু মুড়ি বা চিড়া ভোগ দিয়া যাইতেন! যে-স্থানে একদিন শ্রীজয়দেব "মধুর কোমলকান্ত পদাবলী" গান করিয়াছিলেন—যে-স্থানে একদিন ব্রহ্মা-শিবাদির আকাঙ্ক্ষিত শ্রীগৌরপদাঙ্ক রজোভিষেক করিয়াছেন—যে-স্থানে একদিন দ্বিজ-বাণীনাথ শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর গুণ গান করিতে করিতে ভুবন-মঙ্গল বিধান, করিতেন, সেই স্থানের এই প্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রভুপাদ অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

চাঁপাহাটির সেবার পূর্ব্বাবস্থা

শ্রীল প্রভুপাদ চম্পহট্ট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীগৌরজন্মোৎসবের পর কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রমুখ

কএকজন প্রচারককে চাঁপাহাটিতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সমুদ্রগড় ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পদব্রজে গমন করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে চাঁপাহাটিতে পৌঁছেন এবং লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে জঙ্গলের ভিতর দিয়া অনেক কষ্টে দ্বিজ-বাণীনাথের প্রাচীন সেবার স্থানে উপনীত হন। তাঁহারা বহুকালের পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ দুইটি পূর্ব্বাভিমুখী ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ এবং উহার উত্তরের ঘরে প্রমাণাকার শ্রীমূর্ত্তি-দ্বয় দর্শন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ কিছুদিন পূর্ব্বে এই শ্রীমূর্ত্তিযুগল দর্শন করিয়াই "শ্রীগৌর-গদাধর শ্রীমূর্ত্তি" বলিয়া জানাইয়াছিলেন। শ্রীবিগ্রহের গৃহটি পোকা-মাকড়ের রাজত্বে পরিণত ও 'ঝুল'র দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। আর পার্শ্বের গৃহে কতকগুলি পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ড এবং বারান্দায় মৎস্যের বহুকাল-সঞ্চিত শল্করাশি (আঁইশ-সমূহ) স্তূপাকৃত হইয়া রহিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া গেল, মামগাছি-গ্রামের জনৈক অধিবাসী সেবাইত সপ্তাহে দুই একদিন কিছু চিঁড়া, মুড়ি লইয়া তথায় আসেন এবং ঠাকুরের নাম-মাত্র ভোগ লাগান। যে-দিন তিনি এই উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকেন, সে-দিন পার্শ্বের গৃহে মৎস্যাদি রন্ধন করিয়া বন-ভোজন করিয়া যান।

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ এবং তাঁহার সঙ্গী অতুল দাস চাঁপাহাটি ও সমুদ্রগড়ের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দ্বিজ-বাণীনাথের সেই প্রাচীন সেবা উদ্ধারের কথা জানাইলে ঐ দিবস সন্ধ্যায় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীগৌর-গদাধরের স্থানের সংলগ্ন জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের মুখে শ্রীল প্রভুপাদের দ্বারা ঐ সেবা-উদ্ধারের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং সেই সভায় আগত পূর্ব্ব সেবাইত ও গ্রামবাসী সকলেই শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের সেবাভার এবং সেবার যাবতীয় উপকরণ রেজিষ্টারি-দলিল-যোগে শ্রীচৈতন্যমঠের অধিকারে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পরদিন শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ বহুকাল অনাদৃতভাবে পরিত্যক্ত শ্রীগৌর-গদাধর-শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের শ্রীঅঙ্গ স্বহস্তে মার্জ্জন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া নানাবিধ উত্তম নৈবেদ্য ভোগ দিলেন। তখন হইতেই শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণের দ্বারা যথাযথ শ্রীগৌর-গদাধরের সেবা চলিতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ও ইচ্ছাক্রমে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ পুনরায় দুইজন ব্রহ্মচারীর সহিত চাঁপাহাটিতে অবস্থান-পূর্ব্বক গ্রামের সজ্জন ও কৃষাণগণের দ্বারা এই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়াছিলেন এবং ঠাকুর-বাড়ীর চতুর্দ্দিক অবস্থিত মাটির দেওয়ালযুক্ত ছাউনী-বিহীন খড়ের ঘরটি সংস্কার করিয়া তথায় পাঠ, কীর্ত্তন ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে এই সেবার উন্নতি হইতে থাকিল। সেবার আরও ঔজ্জ্বল্যের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভুকে তথায় নিযুক্ত করিলেন। প্রভুপাদের আদেশে শ্রীচৈতন্যমঠের বিশিষ্ট সেবকরূপে শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু চাঁপাহাটির সেবার বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ভক্তনয়নমনোভিরাম শ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমূর্ত্তি ও সেবাপারিপাটী-দর্শনে কেবল যে গ্রামবাসী সকলেই পরমানন্দ লাভ করিলেন, তাহা নহে, বিশ্ববাসী পরিক্রমাকারী ভক্তগণও সেই সেবার ঔজ্জ্বল্য দর্শন করিয়া এবং উক্ত সেবায় যোগদান করিতে পারিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিলেন।

তৃতীয়বার নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে (বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন, একাদশী তিথি দিবস) ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন প্রভুপাদের আদেশে পরিক্রমাকারিগণের থাকিবার অনেকগুলি সাময়িক বিশ্রামাগার নির্ম্মিত হয়। এখানে প্রচারকগণ দুই দিন অবস্থান করিয়া অনর্গল হরিকীর্ত্তন ও পাঠ, বক্তৃতাদি দ্বারা হরিকথার স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

মোদদ্রুমদ্বীপে ছত্র-প্রতিষ্ঠা

নবদ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণের থাকিবার কিছু কিছু স্থান হইয়াছিল। গোদ্রুমদ্বীপে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ কিছু আশ্রয়-স্থান লাভ করিতেন। বিভিন্ন দ্বীপ-পরিক্রমা-কালেও যাত্রিগণ যাহাতে আশ্রয়-স্থান লাভ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সর্ব্বক্ষণ ভক্তির অঙ্গ-সমূহ যাজন করিতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ অন্তর্দ্বীপ-ব্যতীত বাকী আটটি দ্বীপেই ছত্র বা যাত্রিগণের আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করাইবার সঙ্কল্প করেন। বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের শীতকালে শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের প্রাচীন-সেবা-প্রতিষ্ঠিত স্থানের সন্নিকটে কিছু জমি সংগ্রহ করাইয়া প্রভুপাদ একটি ছত্র নির্ম্মাণ করান। মামগাছিতে ঠাকুর বৃন্দাবনের যে লীলাভূমি ও সেবা ছিল, তাহাও ব্যাঘ্র-শিবাদির রাজত্বে পরিণত ও নানাভাবে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালার আদিকবি শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাসের জন্মস্থান গৌড়নৈমিষের প্রতি আমাদের সেবাবিমুখতা দেখিয়া প্রভুপাদের হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহারই কৃপায় ও প্ররোচনায় এই ব্যাসপীঠ পুনরায় সেবা-ঔজ্জ্বল্যে বিভূষিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরজন্মোৎসব ও 'শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য'-প্রকাশ

বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ২৯শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১৯২২ সালের ১৩ই মার্চ্চ সোমবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মবাসর হইতে শ্রীযোগপীঠে উৎসব আরম্ভ হইল। প্রতি বৎসরই পরিক্রমার যাত্রিসংখ্যা এবং শ্রীগৌরজন্মোৎসবে লোকসংখ্যা প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ক্রমে ক্রমে বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পরিক্রমায় যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিক্রমার পূর্ব্বেই প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত

বৈষ্ণব

"শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য"-গ্রন্থের * দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করাইলেন এবং দশবিধ ধাম-অপরাধের † কথা জানাইয়া দিলেন। নিম্নে প্রভুপাদের "পরিক্রমায় আহ্বান"টী উদ্ধৃত হইল।

পরিক্রমায় আহ্বান

পরম কারুণিক প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব জীবের প্রতি অশেষ দয়াপরবশ হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের নির্ম্মাতা ও প্রদর্শকের লীলা দেখাইয়াছেন।

তিনি ও তাঁহার নিজ-জনগণ প্রকট-লীলায় যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার অনুগমন করাই শ্রীগুরু-পদাশ্রয়। শ্রীগুরুপদাশ্রয় করিলে আমাদের দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ ঘটিবে এবং আমরা সেই গুরুগণের শ্রীচরণকমল হইতে শিক্ষালতিকা অবলম্বন করিতে পারিব। আমরা নিজেদের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা প্রবল করিয়া নিজ-জড়াহঙ্কারে ভোক্তৃবুদ্ধিতে যে গুর্ব্ববজ্ঞা করি, তাহা কখনই ভক্তিপথ নহে। শ্রীগুরুবর্গের পদানুসরণে তাঁহাদের নির্দ্দেশমত যে-সকল অনুষ্ঠান সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিখিত হইল। আমরা শুদ্ধভক্তের দাস, সুতরাং আমাদেরই ভজনীয় বস্তু শুদ্ধভক্ত। শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে ও অনুষ্ঠানে অহৈতুকী ও ঐকান্তিকী ভক্তি অবস্থিত। তাহা কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা বিদ্ধভক্তি নহে।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালে আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাই ভক্তিধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবাই—সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির সেবা। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও তদীয় ভৃত্যগণ শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের মূল। শ্রীচৈতন্যকরুণা-কল্পদ্রুমের স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখাই ভক্তিপথের পথিকের একমাত্র আশ্রয়। সেই বৃক্ষের প্রেমফল-নির্য্যাস, প্রেমময়বিগ্রহ রস-স্বরূপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর। ভক্তিপথের পথিক আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পদানুসরণ-বিনা ইহ ও পরজগতে অন্য কোন কৃত্য নাই। সুতরাং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিয়া আমরা স্ব-স্বরূপ-বিস্মৃতি হইতে নিত্যকালের জন্য অবসর পাই।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের বসতিস্থলে আমরা নিত্য আবাস স্থাপন করিব। এজন্যই শ্রীধামত্রয়ে শ্রীহরিমন্দির-মঠাদি সংস্থাপন—আমাদের ভক্তির ঐহিক অনুষ্ঠান। আমরা শুনিয়াছি, কৃষ্ণবসতিস্থলেই জাতরুচি ব্যক্তির প্রীতি। যেখানে কৃষ্ণবসতি নাই, সেই স্থানই 'গৃহ'; গৃহব্রতগণের বুদ্ধি অপরের দ্বারা, নিজের দ্বারা বা পরস্পরের সাহায্যক্রমে কখনই হরিপদে নিযুক্ত হইতে পারে না। সেইজন্য গ্রাম্য গৃহবাস অপেক্ষা নির্গুণ কৃষ্ণ-নিকেতনে বাস করাই ভক্তি-পথাশ্রয়। এই রাজসিক গৃহ-পরিত্যাগ ও গৃহব্রতের সঙ্গত্যাগের নামই—চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস। খণ্ড, জড়ীয় জ্ঞানের সমষ্টি নির্ব্বিশেষজ্ঞানে ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ নাই, ভক্তিপ্রসঙ্গবিগ্রহ কার্ষ্ণ নাই, আছে কেবল—নির্জ্জনতা, মায়ার ধ্যান ও ধারণা। সেই মায়ামুক্ত হইয়া, মায়াসঙ্গ পরিহার করিয়া ভক্তসঙ্গে তৎসন্নিধানে বাস করিলেই "শ্রীভক্তবসতিস্থলে"—এই বাক্যের সার্থকতা হয়।

কৃষ্ণভক্তগণ, গৌরভক্তগণ, গৌরকৃষ্ণভক্তগণ, তোমাদের জন্য শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ, কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে সপরিকর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ প্রকট হইয়াছেন।

* সঃ ভঃ শ্রীঃ ২ শ্রীঃ ১২ পৃঃ দ্রঃ

† ধাম-অপরাধ দশটি যথা:—১। ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ২। ধামকে অনিত্য-বোধ, ৩। ধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ৪। ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ৫। শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জ্জন, ৬। জড়বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ৭। ধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, ৮। শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ৯। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্রনিন্দা, ১০। ধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

এই সকল মঠে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির কোন আবাহন নাই। মঠবাসিগণ যাবতীয় বৈকুণ্ঠে হরিগুণগান আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রপঞ্চে দেবীধামের সর্ব্বত্রই বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির আবাহন করাইতেছেন। প্রত্যেক শুদ্ধভক্তের হৃদয়রূপ জঙ্গম-হরিমন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শুদ্ধ ভজন হইতেছে, অহর্নিশ দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে সেই গৌরলীলা প্রকটিত হইতেছেন। কৃষ্ণসৌন্দর্য্যের ঔদার্য্যপ্রকাশকারী শ্রীগৌরসুন্দরের কেবল সেবাই ভক্তগণের নিদর্শন হইয়াছে।

ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ শুদ্ধভক্ত এক্ষণে ভক্তিপথের আবর্জ্জনা-অপসারণ প্রভৃতি নীরাজন-কার্য্যে ব্যস্ত। অনর্থযুক্ত বিমুখজনগণকে এই ভক্তিপথ সহজে অবলম্বন করাইবার জন্যই তাঁহাদের অস্তিত্ব। যিনি যতই হরিভজনে নিযুক্ত হইবেন, তিনি ততই স্বীয় অনর্থমুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবাদ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি পুষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি ভক্তিপথের সেবায় সিদ্ধহস্ত, তিনিই পরমহংস শুদ্ধভক্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরজনগণের বহুল ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তনকারী মহাপুরুষ। তাঁহার আশ্রিত অনুচরবর্গ নানাভাবে তাঁহারই সেবা-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীগৌরহরির প্রেরণাক্রমে নিযুক্ত।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অবস্থিতি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবী তদ্রূপবৈভব শ্রীধামে বাস করিয়া শ্রীনামের অনুশীলন করেন। সুতরাং সাম্প্রদায়িক হেয়তা অথবা কাম-ক্রোধাদি মৎসরতা-ধর্ম্ম এই অপ্রাকৃত বস্তুতে আরোপ না করিলেই জীবগণের বন্ধন-মোচন হইবে।

শুদ্ধভক্তগণ সম্প্রতি "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এই শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-মত হরিভক্তিকথা ও হরিনাম-কীর্ত্তনে ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া—তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র জগৎকে সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে শ্রীধামের চতুষ্পার্শে, শ্রীগৌড়মণ্ডলে এবং জগতের সর্ব্বত্র পরিক্রমা করিবেন। শুধু তাহা নহে, তাঁহারা যাবতীয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গ্রন্থও প্রচার করিবেন,—ইহাই তাঁহাদিগের কীর্ত্তন। তাঁহারা যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন,—ইহাই তাঁহাদের 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'। তাঁহারা গৃহব্রত হইয়া অনবধানে হরিনাম করিবেন না—নামাপরাধ করিবেন না। নামাপরাধ হইতেই যাবতীয় জাগতিক পাপ উৎপত্তি লাভ করে। সুতরাং নামকীর্ত্তনের এই দুর্ভিক্ষের দিনে এই শ্রীরূপানুগ কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের জগতে শুভাগমন—ভোগী ও ত্যাগীর মাৎসর্য্য নির্ম্মূলিত হইবার একমাত্র পথ্য ও ঔষধ। তাই বলি, হে ভক্তিপথের পথিকগণ, আপনারা বিষয়ের চতুর্দ্দিকে আবদ্ধনয়ন বলীবর্দ্দের ন্যায় অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিবেন না, শ্রীধাম পরিক্রমা করুন; কৃষ্ণচিন্তাক্রমে কৃষ্ণেতর চিন্তাকারী মন নিগৃহীত হইবে, তবেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলায় নিত্যাধিকার লাভ করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থের অধিকারী হইবেন।

অকিঞ্চন
শ্রীদরিদ্রদাস

'শরণাগতি' ও 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা'

এই সময়েই ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীযুক্ত গৌরেন্দু ব্রহ্মচারীজীর চেষ্টায় 'শরণাগতি' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমকোষ 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি'র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইল।

শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার অধিবেশন

বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ৩০শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১৯২২ সালের ২৬শে মার্চ, ৪৩৬ গৌরাব্দের ১ বিষ্ণু মঙ্গলবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উনত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইল। শ্রীল প্রভুপাদ এই সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তখন প্রভুপাদের আদেশে আমি 'পংক্তিভোজন'-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তৎপরে প্রভুপাদ 'মহাপ্রসাদ', 'স্পর্শদোষ', 'বৈষ্ণব-সমাজে পংক্তিভোজনের উপযোগিতা', 'অপাংক্তেয়ের সহিত ভোজনে সঙ্গদোষ' প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিশদ আলোচনা করেন। প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজও 'জীবের স্বরূপ', 'গুরুতত্ত্ব', 'গুরু-বৈষ্ণব-সেবা', 'বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্যধর্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

নির্য্যাণ ও সাত্বত শ্রাদ্ধ

শ্রীরাধারমণ প্রভু

বাঙ্গালা ১৩২৮ সালের ৯ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯২২ সালের ২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হুগ্‌লী জেলার কয়াপাট-বদনগঞ্জ-নিবাসী, পরে কলিকাতা-প্রবাসী অলঙ্কার-বিক্রেতা (জুয়েলার) শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাসাধিকারী মহাশয় স্বধাম গমন করেন। ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ইনি শৌক্রবিপ্রেতর কুলে উদ্ভূত হইলেও ইঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়া লৌকিক অদৈব বিচার-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠেই শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুসারে মহাপ্রসাদের দ্বারা ইঁহার দৈক্ষ-সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণোচিত শ্রাদ্ধ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহায়তায় বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন করেন।

বেহালায় শ্রীনাম-প্রচার

১২ই চৈত্র (১৩২৮), ২৬শে মার্চ (১৯২২) রবিবার চব্বিশপরগণার অন্তর্গত বেহালা গ্রামের শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইচ্ছায় ও আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল প্রভুপাদ তথায় একটি বিশেষ অধিবেশনে 'সনাতনধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কলিকাতায়

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন কলিকাতা-শ্যামবাজার-পল্লীস্থিত মোহনলালষ্ট্রীট্-নিবাসী শ্রীমাখন চাঁদ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রভুপাদ 'জীবের ধর্ম্ম' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। পরদিন (১লা বৈশাখ, ১৩২৯) টালা-নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ কাপাসি মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে কএকজন ভক্ত শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

নলপুরে

১৬ই বৈশাখ (১৩২৯), ২৯শে এপ্রিল (১৯২২) শনিবার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের প্রার্থনায় শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ নলপুর ষ্টেশন হইতে মাণিকপুর Delta Jute millএর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিকারীর ভবনে তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে দুইদিন বক্তৃতা ও পাঠ করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ সচ্চিৎ তখন কিশোর-বয়স্ক বালক।

কলিকাতায়

মহাভারতের অনুবাদকারী স্বধামগত স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের পুত্র জোড়াসাঁকো-নিবাসী শ্রীল প্রভুপাদের সহপাঠী অধুনা পরলোকগত বিজয়চন্দ্র সিংহ বি-এ মহাশয়ের আগ্রহ ও প্রার্থনায় এবং প্রভুপাদের আদেশে তীর্থ মহারাজ বিজয় বাবুর বাড়ীতে সমগ্র বৈশাখ মাসই 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩২৯) শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক কলিকাতা-শ্যামবাজার-পল্লীনিবাসী সুনীলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে পদার্পণ করিয়া সমবেত বহু লোককে হরিকথা উপদেশ করিয়াছিলেন।*

উত্তরপাড়ায়

পরলোকগত রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রাণী মহোদয়া ও ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রণজিৎ বাবু উত্তরপাড়ায় প্রভুপাদের পদার্পণ ও হরিকথা-উপদেশ শ্রবণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইলে প্রভুপাদ কএকজন ভক্তের সহিত তথায় শুভবিজয় করিয়া হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পরদিন প্রাতে স্থানীয় জমিদার মনোহর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে প্রভুপাদ তিনঘণ্টারও অধিক-কাল সকলকে 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া বৈকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে ফিরিয়া আসেন।

ঐদিন সন্ধ্যার পর কলিকাতার জমিদার-পরিবারের শ্রীযুক্ত মানবলাল বসু মহাশয়ের কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রভুপাদ 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য'-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। মুরারিপুকুর-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় এ বিষয়ে প্রধান উদ্‌যোক্তা ও পরম উৎসাহী ছিলেন।

* গৌঃ তোঃ ২৪খ ৭সং ২২১-২২৪ পৃঃ

চতুর্দ্দশ-বৈভব

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ-প্রতিষ্ঠা ও উৎকলে শ্রীনাম-প্রচার

"কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন॥"
—চৈঃ চঃ অঃ ৭।১১-১২

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের পরিচয় পাঠকগণের নিকট নূতন না হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায়
আমরা এই শ্রীক্ষেত্রের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিবার অবকাশ
পাইয়াছি; সে-সকল কথা যথাস্থানে ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

"হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ"—এই ব্যাসবাণীর সহিত শ্রীচৈতন্য-বাণীর যোগসূত্র রচনা
করিবার জন্য প্রভুপাদ বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯২২ সালের ৯ই জুন,
গৌরাব্দ ৪৩৬, ২৯ ত্রিবিক্রম শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিবস বিপুল সঙ্কীর্ত্তনমুখে
শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমুদ্রতটে ঠাকুর হরিদাসের সমাধির নিকটবর্ত্তী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের
'ভক্তিকুটি'তে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিপ্রলম্ভরসমূর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীমঠের
অধিদেব-রূপে প্রকট করিলেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই দিন বিশেষ
স্মরণীয় বলিয়া উজ্জ্বলভাবে চিরঅঙ্কিত থাকিবে।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ-প্রতিষ্ঠার কএকদিন পূর্ব্বেই প্রভুপাদ প্রায় পঞ্চাশ জন ভক্তসহ শ্রীপুরুষোত্তম-
ক্ষেত্রে শুভবিজয় করিয়া অবিরাম হরিকীর্ত্তন-মন্দাকিনীতে পুরুষোত্তম প্লাবিত করিয়াছিলেন।
সাগর ও গঙ্গায় তখন অপূর্ব্ব সম্মেলন হইয়াছিল।

প্রত্যহ শ্রীপুরুষোত্তমতীর্থ-দর্শনে সমাগত বহু ব্যক্তি প্রভুপাদের উপদেশ গ্রহণ করিবার
জন্য আগমন করিতেন। এই সময় বল্লভ-সম্প্রদায়ের পুষ্টিমার্গের রাজাবাবু অধুনা পরলোকগত
দামোদরলাল বর্ম্মণ কএকজন পণ্ডিতের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা-উপদেশ
শ্রবণের জন্য শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ভক্তিকুটিতে আগমন করেন।

প্রভুপাদের আনুগত্যে প্রত্যহ সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রীক্ষেত্র-পরিক্রমা, শ্রীজগন্নাথদেবের
নেত্রোৎসব-দর্শন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলার অনুসরণ ও রথাগ্রে নৃত্য প্রভৃতি

হরিকীর্ত্তন-উৎসবে সকলেই কৃষ্ণানুশীলনময় জীবনযাপন করিতে থাকেন। প্রভুপাদ স্বয়ং সম্মার্জ্জনী-হস্তে মহাপ্রভুর লীলানুসরণে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জনের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই সাধনভক্তি-যাজনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-সম্বন্ধে প্রভুপাদের সেই উপদেশের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলার সহিত মিলাইয়া ইহা পাঠ করিবেন।

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা-রহস্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলার দ্বারা এই শিক্ষা দিয়াছেন,—শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত, হৃদয়টিকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদি-রূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরম সেব্য ভগবান্‌কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ সমস্ত মল বা আবর্জ্জনাগুলি "অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-চেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বলেন,—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥" যেখানে ভক্তীতর অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপস্যাদি বা ভক্তিপ্রতিকূলভাব-দ্বারা আমার নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধ-ভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ "জগতে যতক্ষণ থাকিব, ততক্ষণ কেবল নিজ-ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব"—এইরূপ ইতর অভিলাষ; উহা কণ্টকময় তৃণের মত শুদ্ধজীবের সুকোমল হৃদ্‌বৃত্তি কেবলা ভক্তিকে বিদ্ধ করে। কর্ম্ম-চেষ্টা অর্থাৎ "যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গাদি উচ্চলোকে বা ইহলোকে সুখভোগ করিব,"—এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া; উহা—ধূলিসদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়া রাখিয়াছে, তাই তাঁহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না। হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা বোধ হয় কর্ম্মশল্যের নির্হরণ হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধারণা—ভুল; ভ্রমবশবর্ত্তী হইয়া তিনি কেবল আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন সেই হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তি-দ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল-হৃদয়-সিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রামযোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।"

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। তদ্দ্বারা শ্রীহরির তোষণ বা সেবা ত' দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে শেল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু-অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম-অভিমান-কালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগ্য বিমুক্তাভিমানী জীবের হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐ সকল তৃণ, ধূলি, কঙ্করাদি আবর্জ্জনারাশি ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানার ভিতরেও রাখিলেন না; পরন্তু নিজ-বহির্ব্বাস-দ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাত্যার সহায়তায় ঐ সকল জঞ্জাল পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাদিগকে 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'নিষিদ্ধাচার', 'লাভ', 'পূজা' প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 'কুটিনাটি'-শব্দে—কপটতা ; 'প্রতিষ্ঠাশা'-শব্দে—নির্জ্জন-ভজনাদি বা বুজরুগী দ্বারা 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে এক জন বড় সাধু বা মহান্ত বলুক্'—এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদি প্রাপ্তির আশা, অথবা বিষয়-ভোগক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশ্যে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস-প্রদর্শন-দ্বারা 'ভক্ত' বা 'অবতার' সাজিবার আশা ; 'জীবহিংসা'-শব্দে—শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠতা বা কৃপণতা, মায়াবাদী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের 'মন' রাখিয়া কথা বলা ; 'লাভ-পূজা'-শব্দে—ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র-বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান-প্রাপ্তি ; 'নিষিদ্ধাচার'-শব্দে—স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সমগ্রাংশ মার্জ্জন ও জল-দ্বারা প্রক্ষালন করিবার পর যদি কোথাও আবার কোনও সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য নিজের পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎ পীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এত করিয়া প্রক্ষালন-মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি, একটি সূক্ষ্ম দাগও নাই, শ্রীমন্দিরটি স্ফটিকবৎ নির্ম্মল এবং সুশীতল হইল অর্থাৎ সাধকের 'রবিতপ্ত মরুভূমি-সম' হৃদয়টি তাপ-হীন অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল-জ্বালা-রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা-রূপা ভুক্তি-মুক্তি-কামনা বিদূরিত হইয়া তথায় আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

কখনও কখনও সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোনও কোনও অজ্ঞাত কোণে এক একটি সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না ; উহাই 'মুক্তি-কামনা'। সাযুজ্য-মুক্তি-কামনা ত' দূরের কথা, অপর চতুর্ব্বিধ মুক্তি-কামনারূপ সূক্ষ্মদাগগুলিকেও প্রভু স্বীয় বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহার-স্থল করিবার জন্য—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার জন্য মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্ব-হৃদয় মার্জ্জনা করিবেন, তাহা শ্রীগৌরসুন্দর জীবের মঙ্গলার্থ আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা সা কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈব।" মহাপ্রভু প্রতিভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময়ী শ্রীরাধার ভাবসুবলিত প্রভুর নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র ভর্ৎসন-পূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণ-সেবা-প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহা নহে, চৈতন্য-শিক্ষানুগত লব্ধ-ভজন-কৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগযুক্ত, শুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের 'আচার্য্যে'র কার্য্য করিবার জন্যও আদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন।* আবার, যিনি যত বেশী পরিমাণে অভদ্ররাশি হৃদয় হইতে আহরণ-পূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি ততবেশী প্রভু-প্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি সামান্যই ঘটিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শাস্তিস্বরূপ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই একমাত্র বিধিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল।

* "তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভালকর্ম্ম সেই যেন করে॥"

গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রভুপাদের এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-অবস্থান-কালেও প্রভুপাদ শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ প্রচারকগণকে তথায় পাঠাইয়া শ্রীজগন্নাথ-দর্শনার্থিগণকে হরিকথা শ্রবণ করাইবার সুযোগ দিয়াছিলেন।

আলালনাথে

স্নানযাত্রারপর হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নেত্রোৎসব-কাল পর্য্যন্ত পনর দিন শ্রীজগন্নাথ-দেবের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হয় না। * এই অনবসরকালে কৃষ্ণানুসন্ধানলীলাকারী বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের দর্শন না পাইয়া কৃষ্ণবিরহে আলালনাথে গমন করিতেন,—

" অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন !
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন।
ভক্তসঙ্গে দিন কত তাহাঞি রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল॥
নিত্যানন্দ-সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিঞা।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা॥
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঞায় রাত্রি দিনে।
* * *
স্নানযাত্রা দেখি' প্রভুর হৈল বড় সুখ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুঃখ॥
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া॥"

—চৈঃ চঃ ম১।১২২-১২৫, ১১।৩২-৩৩

শ্রীল প্রভুপাদ সেই লীলার অনুসরণ করিয়া পুরী হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী আলালনাথে গমন করিলেন এবং বিপ্রলম্ভমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর চতুর্ভুজ নারায়ণ-দর্শনে কেনই বা দ্বিগুণিত বিপ্রলম্ভ হইত, আলালনাথ দর্শন করিতে করিতে প্রভুপাদ সেই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। তখনই প্রভুপাদ এই স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে ভক্তিবিনোদ-বিরহ-উৎসব

আলালনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুপাদ ১১ই আষাঢ় (১৩২৯), ২৫শে জুন (১৯২২), ১৬ বামন (গৌরাব্দ ৪৩৬) রবিবার শ্রীগদাধর পণ্ডিতের অপ্রকট ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের

* ততঃ পক্ষদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ।
অচিত্ররবিরূপং বা ন পশ্যেত কদাচন॥

বৈষ্ণব
বিরহোৎসবোপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে বিপুল মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।
ভক্তিকুটীর-সংলগ্ন পাথরকুটী নামক একটি বৃহৎ অট্টালিকা উৎসবে সমাগত ব্যক্তিগণের
আশ্রয়ের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। পুরুষোত্তমে চারি সম্প্রদায়ের যত বৈষ্ণব ও মঠধারী
আছেন, সকলেই এই মহামহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং প্রত্যেক স্থান হইতেই
বৈষ্ণবগণ শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান করিতে করিতে
মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট ভদ্রলোক, সাধারণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা
সকলেই এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ-বিরহোৎসবের
দিন শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ ভজনের কথা এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ভজনের বৈশিষ্ট্য
সাধারণকে বুঝাইয়া দেন।

কটকে ও বারিপদায় প্রচার

পুরীর উৎসবের পরে প্রভুপাদ কএকজন ভক্তের সহিত কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে ফিরিয়া
আসিলেন এবং উৎকলে প্রচারের জন্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ কএকজন প্রচারককে
নিযুক্ত করিলেন। তদনুসারে তীর্থ মহারাজ কটকে আসিয়া নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীগোপাল-
জীউর মন্দিরে অবস্থান করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্রভুপাদের আদেশে পুরুষোত্তম-
মঠের উৎসবোপলক্ষে একবার কটকে আসিয়া কটকের বিভিন্ন স্থানে পাঠ ও স্থানীয় টাউনহলে
বক্তৃতা করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়কে শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করেন। এবার তীর্থ মহারাজ
কটকে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ভবনে ও
রেভেন্সা কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র
গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়ের গৃহে পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়া কটকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের
নিকট প্রভুপাদের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বিস্তার করেন।

প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ কএকজন ভক্তের সহিত উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
করদরাজ্য ময়ূরভঞ্জের রাজধানী বারিপদায় প্রচারার্থ গমন করেন। পরলোকগত মহারাজ
পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুরের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু
স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল্-হলে 'সনাতনধর্ম্ম'-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহারাজের অনুজ
যুবরাজ (বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুর), রাজপিতৃব্য শ্রীরামচন্দ্র
ভঞ্জদেও রাহুৎরাওসাহেব, পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ দাস প্রভৃতি
অনেক সম্মানিত ব্যক্তি নিবিষ্টচিত্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতা ও কীর্ত্তনগান শ্রবণ
করেন; তাঁহারা শুদ্ধভক্তির কথা এই সর্ব্বপ্রথম শুনিতে পান। পরে পুনরায় একদিন স্থানীয়
ইংরাজী বিদ্যালয়ে রায়সাহেব জানকী বাবুর উদ্‌যোগে তীর্থ মহারাজ 'জীবের চরম কল্যাণ কি?'
এ বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। উপস্থিত গৃহপূর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে
গৃহটি প্রকম্পিত হইয়াছিল। ইহার পর আরও দুইদিন রাজপ্রাসাদে রাহুৎরাওসাহেবের

আগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন-গান হইয়াছিল। শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ রাহুৎরাওসাহেবের নিকট তাঁহার কিশোর-বয়স্ক সৌম্যদর্শন জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে 'শীঘ্রই বিবাহ ও রাজ্যলাভ করিবে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তৎফলে পরবর্ত্তী কালে বস্তার রাজ্যের মহারাণী প্রফুল্লকুমারীর সহিত এই রাহুৎরাওএর পুত্র প্রফুল্লকুমারের বিবাহ ও রাজ্যলাভ হয়।

কুয়ামারায় ও উদালায় প্রচার

প্রভুপাদের আদেশানুসারে প্রচারকগণ বারিপদা হইতে বেৎনুটি ষ্টেশন হইয়া প্রায় সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুয়ামারা-গ্রামে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপা-পাত্র শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের পরিচালিত শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে অবস্থান করেন। তীর্থ মহারাজ স্থানীয় মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

প্রচারকগণ কুয়ামারা হইতে প্রায় সাত ক্রোশ দূরবর্ত্তী উদালা-নগরে গমন করেন। মহকুমার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পণ্ডা মহাশয়ের সহায়তায় ও স্থানীয় মোক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ (যশোদাদুলাল দাস অধিকারী) মহাশয়ের সেবা-চেষ্টায় শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ স্থানীয় উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে শুদ্ধ-ভক্তিপথে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

কপ্তিপদায় ও নীলগিরিতে প্রচার

উদালা হইতে পাঁচ মাইল দূরে কপ্তিপদা রাজ্য অবস্থিত। উক্ত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র পরাক্রমবাহু বিরাট্ ভুজঙ্গমান্ধাতা সাহেবের আহ্বানে এবং ভক্তিরত্ন মহাশয় ও যোগেন্দ্রবাবুর আন্তরিক আগ্রহফলে তীর্থ মহারাজ রাজবাটীতে বক্তৃতার দ্বারা প্রভুপাদের উপদেশসমূহ সকলকে বুঝাইয়া দেন। রাজাসাহেব প্রমুখ উপস্থিত অনেক আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন।

কপ্তিপদা হইতে প্রচারকগণ সাত আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী নীলগিরি নামক উড়িষ্যার একটি করদরাজ্যে গমন করেন। নাবালক রাজা শ্রীযুক্ত কিশোরচন্দ্র মরদরাজ হরিচন্দন সাহেবের আগ্রহে তীর্থ মহারাজ রাজবাটীতে তিন দিন 'হরিভক্তি'-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এ সকল প্রদেশে শুদ্ধভক্তির কথা পুনঃ প্রচারিত হইল দেখিয়া সজ্জনগণ সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বারিপদার সেরেস্তাদার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র ও তাঁহার পুত্র নানাভাবে প্রচারকগণের যত্ন করিয়াছিলেন। *

* সঃ তোঃ ২৪ খঃ ৮ সং ২৪৮-২৫৬ পৃঃ

পঞ্চদশ-বৈভব

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-রক্ষকের আচার্য্য-দর্শন

নাগরিকগণের পার্থিব ভোগ-ত্যাগের অহঙ্কারমূলা
"যিনি বহির্ম্মুখ-চিন্তাপর কলিকাতা রাজধানীর নাগরিকগণের পার্থিব ভোগ-ত্যাগের অহঙ্কারমূলা চিন্তানদীকে শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সেবার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করিবার জন্য শ্রীগৌরশিক্ষা-প্রবাহ প্রচারের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিয়াছেন, যাঁহার অনুপম সেবা-প্রবৃত্তি নরলোকে দুর্ল্লভ, * * * তাঁহারই কুঞ্জে বিহারের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক-সম্প্রদায় ধামসহ শ্রীগান্ধর্ব্বাগিরিধরের সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন।" *

—শ্রীল প্রভুপাদের অভিভাষণ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি, প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারের সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠার আদিশিল্পী, বর্ত্তমান শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক, মহামহোপদেশক, আচার্য্য, পণ্ডিতবর শ্রীল কুঞ্জবিহারি-বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ প্রথম দর্শনের পূর্ব্বকাল হইতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটী তাঁহার স্মৃতিপট হইতে প্রদান করিয়াছেন। ইহা ঠিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারাবাহিক ভাবে লিখিত না হইলেও ইহাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় গুম্ফিত রহিয়াছে।

ধর্ম্ম-বিষয় জানিবার ও অনুশীলন করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় আমি সাধারণের নিকট প্রচারিত যে-সকল সাধু আছেন, তাঁহাদের নিকট প্রথমে যাই। পাহাড়ী বাবার নিকট, বেলুড়-রামকৃষ্ণ-মঠ প্রভৃতি বহু স্থানেই ধর্ম্মের অনুসন্ধানের জন্য গমনাগমন করিয়াছিলাম। কিন্তু systematic (ধারাবাহিক) ভাবে কোথায়ও অহৈতুক আত্মধর্ম্মের অনুশীলন দেখিতে না পাইয়া যখন সদ্‌গুরু-লাভের জন্য মনে মনে বিশেষ আর্ত্তি ও ব্যাকুলতার সহিত শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতে-ছিলাম, তখন আমার জনৈক আত্মীয় আমাকে বলিয়াছিলেন,—'আমরা যখন বংশ-পরম্পরায় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত, তখন তোমার অন্য স্থানে যাওয়া উচিত নয়।' তাঁহার এই উপদেশ প্রথমে গ্রাহ্য করিতে আমার ইচ্ছা হয় নাই, বরং তাঁহাকে আমি তখন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম ; কারণ, তথাকথিত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রতি আমার আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি আমাকে একবার নবদ্বীপে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে কৌতূহল-পরবশ হইয়া আমি নবদ্বীপ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।

আত্মধর্ম্ম ও দেহ-মনের ধর্ম্মানুশীলন

* গৌঃ ১০ম ৮ সং ৪৮৯ পৃঃ

শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় মহাশয়ের সহিত আমার পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ আলাপ ছিল। ই-আই-আর লাইন দিয়া নবদ্বীপে পৌঁছিয়াই আমি সখীবাবুর পরিচিত এক গোস্বামীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। উক্ত গোস্বামী খাদ্যের সহিত আমাকে মৎস্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমি নিরামিষাশী ছিলাম, সুতরাং খাদ্যের মধ্যে মৎস্য দেখিতে পাইয়া খাদ্য-গ্রহণে আমার অত্যন্ত অরুচি হইল। মৎস্য সরাইয়া রাখিয়া তখন কোন প্রকারে কিছু আহার করিয়া উঠিলাম। তৎপরে শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় মহাশয়ের সহিত পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য গমন করি। তিনি তখন কুলিয়া-নবদ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা ইংরাজী ১৯১৪ সালের কথা। শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে তখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত "কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলই 'অশান্ত'॥"—এই পদটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য শ্রবণ করিলাম। বাবাজী মহারাজের আশীর্ব্বাদ লইয়া সখীবাবুর সহিত সেই বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-দর্শনের জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর পৌঁছিলে তথায় শ্রীযুক্ত বনমালী পোদ্দার ও অনন্ত পোদ্দারের সহিত আমার দেখা হইল। তাঁহারা আমাকে তখন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লইয়া গেলেন। প্রভুপাদ আমাকে দেখিয়াই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই পদটি ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন,—

শ্রীল গৌরকিশোরের বাণী-শ্রবণ

শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও বাণী-শ্রবণ

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১-১৫৪

প্রভুপাদের শ্রীমুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে পণ্ডিত আছেন, বিচারের কথা আছে,—ইহা আমি এই প্রথম দেখিলাম ও শুনিলাম।

বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত রূপের প্রতি অশ্রদ্ধা

প্রভুপাদের দর্শন ও তাঁহার উপদেশ-শ্রবণের পূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আমার বিশেষ বিতৃষ্ণা ছিল। প্রভুপাদের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শুনিয়া—বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে অকপট, নির্ম্মল চরিত্রবান্, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আছেন,—ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের

কথা অধিকতর জানিবার জন্য নদ্দি-নিবাসী অধুনা পরলোকগত——গোস্বামী মহাশয়, লোহাগড়া-নিবাসী অনন্ত পোদ্দার প্রভৃতির নিকট অনেক দিন যাতায়াত করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম,—ইঁহারা শাস্ত্র ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাতায়াত করায় তাঁহারা কতকগুলি formality (আনুষ্ঠানিক বাহ্য আচার-মাত্র) অনুকরণ করিয়াছিলেন।

ইংরাজী ১৯১৫ সালের উত্থান একাদশীর দিন আমি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-রাত্রের প্রথম ভাগে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে পৌঁছিয়া তথায় রাত্রিবাস করি।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট-লীলা

ভোর-রাত্রে কুলিয়া-নবদ্বীপে পৌঁছিয়া দেখিলাম,—শ্রীমৎ পরমহংস বাবাজী মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমার সঙ্গে হীরালাল গোস্বামী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায়, শ্রীযুক্ত বনমালী পোদ্দার, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক ও শ্রীযুক্ত নিবারণ দত্ত প্রভৃতি কএক ব্যক্তি ছিলেন। বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণের পর কে তাঁহার সমাধি দিবেন, ইহা লইয়া নানাপ্রকার মতভেদ ও গোলোযোগ উপস্থিত হইল। হীরালাল গোস্বামী প্রভৃতি কএকজন শ্রীল প্রভুপাদকে আনিবার জন্য পদ্মনাভ ব্রহ্মচারী ওরফে কৃষ্ণচৈতন্যদাসকে শ্রীধাম-মায়াপুরে পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমাকেও যাইতে বলিলেন। কুলিয়ার খেয়া-নৌকায় পার হইয়া দেখিলাম,—প্রভুপাদ নগ্নপদে সবুজ বর্ণের * একটি গরম চাদরে আবৃত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তখন চাতুর্ম্মাস্যের সময়,—প্রভুপাদের কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি বড় হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়াই দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম এবং সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে জানাইলাম। প্রভুপাদ খেয়া-নৌকায় নদী পার হইয়া রাণীর ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে শ্রীল বাবাজী মহারাজ অবস্থান করিতেন। নবদ্বীপের বিভিন্ন আখড়ার মহান্তগণ বাবাজী মহারাজের চিদানন্দদেহ লইয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং সমাধি দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন ; উদ্দেশ্য,—এইরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষের সমাধিকে ভবিষ্যতে তাঁহারা অর্থ-রোজগারের যন্ত্র করিয়া তুলিতে পারিবেন ! শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদিগের ঐরূপ অবৈধ চেষ্টায় বাধা দিলেন। শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় নবদ্বীপের দারোগা বাবু তখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ডিটেক্‌টিভ্ ডিপার্টমেণ্টের বর্ত্তমান অ্যাসিষ্টাণ্ট্ কমিশনার রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তখন নবদ্বীপের দারোগা ছিলেন।

অনেক বাদানুবাদের পর বাবাজীগণ বলিলেন,—'সরস্বতী ঠাকুর সন্ন্যাসী নহেন, সুতরাং ত্যক্তগৃহ ব্যক্তিকে সমাধি দিবার তাঁহার অধিকার নাই।' প্রভুপাদ তদুত্তরে বজ্রনির্ঘোষস্বরে

* এই সময় প্রভুপাদ সবুজ বর্ণের চাদর এবং দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন, সবুজ বর্ণের কালিতে লিখিতেন। সবুজ বর্ণটি বিপ্রলম্ভের জ্ঞাপক, এইজন্য বিপ্রলম্ভবিগ্রহ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে ভক্তগণ সবুজ রঙের কাপড়াদি পরাইয়া থাকেন। সবুজবর্ণটি কোন বিশিষ্ট অপ্রাকৃত ভাবসেবার উদ্দীপকও হইতে পারে।

বলিলেন,—'আমি পরমহংস বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলেও আকুমার ব্রহ্মচারী এবং বাবাজী মহারাজের কৃপায় কোন মর্কট ব্যক্তির ন্যায় গোপনে কদাচার-পরায়ণ ও ব্যভিচার-বিশিষ্ট নহি। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি কেহ প্রকৃত নির্ম্মল চরিত্র ত্যক্তগৃহ ব্যক্তি থাকেন, তাহা হইলে তিনি বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করিতে পারেন, ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। গত এক বৎসর কাল, কিম্বা ছয়মাস, তিনমাস, একমাস, অথবা অন্ততঃ গত তিনদিন যিনি অবৈধ যোষিৎসঙ্গ করেন নাই, তিনি এই চিদানন্দদেহ স্পর্শ করিতে পারিবেন, অপরে স্পর্শ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।' এই কথা শুনিয়া যতীন্দ্র বাবু বলিলেন,—'ইহার প্রমাণ কিরূপে পাওয়া যাইবে'? প্রভুপাদ বলিলেন,—'ইঁহাদের কথাই আমি বিশ্বাস করিয়া লইব।' আমরা সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম,—শ্রীল প্রভুপাদের এই কথার পর উপস্থিত বাবাজী বেশধারী ব্যক্তিগণ একে একে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন, দারোগা বাবু অবাক্ হইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নির্ভীক সত্যবাণী

তখন শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে আমরা পরমহংস বাবাজী মহারাজের ভুবনপাবন চিদানন্দদেহ বহন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম, কেহ কেহ আমাদিগকে পরামর্শ দিলেন, 'বাবাজী মহারাজ প্রকটকালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহ যেন শ্রীধাম নবদ্বীপের রাস্তা দিয়া টানিতে টানিতে ধামের রজে অভিষিক্ত করা হয়। বাবাজী মহারাজের এই আদেশ পালিত হওয়া উচিত।' প্রভুপাদ তখন বলিলেন,—'আমার শ্রীগুরুদেব—যাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র নিজের স্কন্ধে, মস্তকে ধারণ করিলে কৃতার্থ মনে করেন, তিনি বহির্ম্মুখ লোকের দাম্ভিকতা বিনাশের জন্য দৈন্যভরে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা মূর্খ, অনভিজ্ঞ, অপরাধী হইয়াও উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বিমুখ হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর ঠাকুরের চিদানন্দদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কত গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিলেন! সুতরাং আমরাও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বাবাজী মহারাজের চিদানন্দদেহ মস্তকে বহন করিব।'

প্রাকৃত-সহজিয়া-মত নিরসন

প্রভুপাদের এই সকল উপদেশ শুনিয়া আমরা বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত দেহকে বহন করিয়া লইয়া চলিলাম। নূতন চড়ার উপর অনন্ত পোদ্দারদের একখণ্ড জমিতে বাবাজী মহারাজের সমাধি দিবার প্রস্তাব হইল। অনন্ত পোদ্দার বলিলেন,—'ঐ স্থান বাবাজী মহারাজের সমাধির জন্য প্রদত্ত এবং সম্পূর্ণভাবে আমাদের স্বত্বহীন হইল।' শ্রীল প্রভুপাদ তখন স্বহস্তে বাবাজী মহারাজের সমাধি দিয়া অপরাহ্নে শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া গেলেন। আমরা চড়াতেই বাস করিতে লাগিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদের স্বহস্তে সমাধি-প্রদান

তখন হইতে প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দুইদিন পরে শ্রীযুক্ত বনমালী পোদ্দার শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে একটি মহোৎসব দিবেন স্থির করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে তথায় পাঠাইলেন।

আমি শ্রীমায়াপুরে পৌঁছিয়া প্রভুপাদকে নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিবার পরেই প্রভুপাদ বলিলেন,— "বিক্রীতপশোর্যথা।" 'আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশু, আমাদের কোন স্বতন্ত্রতা নাই, কোথায় প্রসাদ পাইব জানি না, কৃষ্ণ যেখানে তাঁহার উচ্ছিষ্টের ব্যবস্থা করেন, উচ্ছিষ্টভোজী আমরা সেই স্থানেই প্রসাদ পাইব।' ইহার পর প্রভুপাদ দুই ঘণ্টারও অধিক সময় আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন। যে-সমস্ত কথা জানিবার জন্য বহুদিন হইতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াও কোথায়ও শুনিতে পাই নাই, আজ অযাচিতভাবে সেই সমস্ত-কথা শুনিয়া আমি কৃতার্থ ও মুগ্ধ হইলাম। ব্রজপত্তনে ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দের সহিত আমার খুব আলাপ হইল। তিনি আমাকে ব্রজপত্তনে প্রেস্ দেখাইলেন। তখন সেখানে অনুভাষ্যের সহিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছিল। তথা হইতে দ্বিপ্রহরে আমি কুলিয়ায় ফিরিয়া আসি।

বিষয়ীর নিমন্ত্রণ ও প্রভুর আদর্শ

পরদিন পুনরায় শ্রীমায়াপুরে যাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইলাম। উৎসব-উপলক্ষে আমাদের সকলেরই শ্রীমায়াপুর যাইবার কথা ছিল। আমি সকলের আগেই শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ব্রজপত্তনে উপস্থিত হইলাম। তথায় আসিয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখে পুনর্ব্বার হরিকথা শ্রবণ করায় শ্রবণ-পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দের নিকট তখন প্রস্তাব করিলাম,—'শ্রীমায়াপুরে আসিয়া একমাস কি দুইমাস-কাল থাকা যায় কি না, থাকিবার সুবিধা হইলে আমি আরও অধিক হরিকথা শুনিবার সুযোগ পাইতে পারি।' শ্রীপরমানন্দ তখন বলিলেন,— 'আপনি আসিলে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিব।' সেই দিনই আমি কলিকাতায় ফিরিয়া তৎপর-দিবস দুই মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করিলাম।

শ্রীমায়াপুর-বাসের অভিলাষ

আমি শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতেছি, ইতোমধ্যে হীরালাল গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন ৩০নং গৌরীবেড়ে-লেনে সখীবাবু ও আমি একত্র বাস করি। হীরালাল গোস্বামী মহাশয় আমাদের বাসায় আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—যাহাতে আমি শ্রীমায়াপুরে প্রভুপাদের নিকট না যাই। গোস্বামী মহাশয় আমাকে বলিলেন,—'সরস্বতী ঠাকুর উত্তমাধিকারী, তাঁহার কথা তুমি বুঝিতে পারিবে না, সেখানে তোমার না যাওয়াই ভাল।' তাঁহার এই কথায় আমার আদৌ শ্রদ্ধা হইল না। তিনি যে-দিন কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলেন, সেই দিনই আমি ষ্টীমারে শ্রীমায়াপুর যাত্রা করিলাম; রাত্রে স্বরূপগঞ্জে থাকিয়া প্রাতে শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তনে পৌঁছিলাম। তখন ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ ও শ্রীবৈষ্ণবদাস শ্রীল প্রভুপাদের নিকট থাকিতেন। ব্রজপত্তনেই আমার থাকিবার বন্দোবস্ত হইল।

সত্যগ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক

আমি তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন প্রকার বিচার বুঝিতাম না। মিছাভক্ত ও প্রকৃত বৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য কিছুই জানিতাম না। হীরালাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল, তথাপি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সর্ব্বদাই হরিকথা শুনিতাম। প্রভুপাদ প্রত্যহই

'জৈবধর্ম্ম' পাঠ করিয়া আমাকে ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করাইতেন। এইরূপ কিছুদিন হরিকথা শ্রবণ করিবার পর বুঝিলাম,—হীরালাল গোস্বামী প্রভৃতি যাঁহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহারা হরিভক্তের শ্রেণী হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছেন।

প্রভুর বিপ্লবী বাণী

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনবরত হরিকথা-শ্রবণে ভগবদ্ভক্তি ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে যেমন একদিকে অকাট্য প্রমাণের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে প্রতীতি হইতে লাগিল, অপরদিকে তেমনি যাঁহাদিগকে এতদিন 'ভক্ত' বা 'ধার্ম্মিক' বলিয়া মনে করিতাম, তাঁহারাও খাঁটি ভগবদ্ভক্তি বা প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন,—এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। প্রথমে আমি প্রভুপাদের কথার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম, ভাবিলাম,—'এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব; কারণ, যাঁহাদিগকে এতদিন ধার্ম্মিক ও বৈষ্ণব বলিয়াছি, লোকেও যাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক বলেন, তাঁহারা কি কিছুই নহেন! আমার না হয় ভুল হইয়াছে, অন্যান্য এতগুলি লোকেরও কি ভুল হইল!'

এই সব বিষয় চিন্তা করিয়া একদিন শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট প্রস্তাব করিলাম,—'আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব।' তিনি বলিলেন,—'আরও কিছুদিন থাকুন।' তখন হৃদয়ে বিচার আসিল,—আচ্ছা, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া দেখা যা'ক্ না। এরূপ বিচার করিয়া অকপটে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাইলাম,—'প্রভো, আমার নিকট প্রকৃত সত্য প্রকাশ কর, আমি যেন কাহারও প্ররোচনায় বা কোন ব্যক্তির ভোগা-দেওয়া কথায় পড়িয়া প্রকৃত সত্য হইতে ভ্রষ্ট না হই।' এইরূপ কৃপা-প্রার্থী হইয়া আরও কিছুদিন তথায় অবস্থান-পূর্ব্বক প্রভুপাদের নিকট অহর্নিশ হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকি। প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিয়া হৃদয়ে খুব উৎসাহ হইল। প্রায় দেড়মাস-কাল প্রভুপাদের নিকট অনুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে কৃপা করিলেন—আমি দীক্ষিত হইলাম। প্রভুপাদ অপার্থিব স্নেহভরে তাঁহারই প্রদত্ত ভক্তিলতাবীজে অজস্র ও অবিরাম হরিকথা-মন্দাকিনী-ধারা সেচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বাণীধারা আমি কর্ণাঞ্জলিতে পান করিতে লাগিলাম।

হরিকথা-শ্রবণ ও দীক্ষা-লাভ

কৃষ্ণনগরে ভাগবত-প্রেস্

ইহার পর একদিন কৃষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেস্ স্থাপন করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ নৌকাযোগে তথায় যাত্রা করিলেন। আমি, ব্রহ্মচারী শ্রীপরমানন্দ প্রভৃতি কএক মূর্ত্তি তখন প্রভুপাদের সঙ্গে গেলাম। কৃষ্ণনগর পৌঁছিবার পর প্রভুপাদ একদিন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাসায় গেলেন। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের প্রতি শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিলাম। কৃষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেস্ স্থাপিত হইল।

দৌলতপুরে

আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রায় প্রতি শনিবারেই ভাগবতপ্রেসে যাইতাম। তখন ভাবিতে লাগিলাম,—প্রভুপাদের প্রচারের অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার বাণী জগতে প্রচারিত হইলে মানবজাতির বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ১৩২৫ সনের ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৮ সনের ২০শে মে সোমবার দৌলতপুরে শ্রীবনমালী পোদ্দারের বাসায় প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে অনেক হরিকথা হইয়াছিল।

উড়িষ্যা-যাত্রার প্রাক্কালে কলিকাতায়

বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-দিবস শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন। উড়িষ্যার নানা স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে যাইবেন,—এইরূপ ইচ্ছায় প্রভুপাদ ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ (১৩২৫), ৭ই জুন (১৯১৮) তারিখে কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতায় শুভবিজয় করিলেন। আমি তখন কলিকাতায় গৌরীবেড়ে-লেনের ৭নং বাড়ীতে থাকি। প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক দুইদিন (২৫ ও ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ) আমার বাসায় অবস্থান করেন। ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ, ১০ই জুন তারিখে আমরা তেইশ মূর্ত্তি প্রভুপাদের অনুগমনে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া সাউরী, কুয়ামারা, রেমুণা, কটক প্রভৃতি স্থান হইয়া কএক দিবস পরে পুরীতে পৌঁছিলাম। *

* সঃ অঃ শ্রীঃ ৩বৈঃ ১৮ পৃঃ

ষোড়শ-বৈভব

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন-প্রতিষ্ঠা ও প্রচার

"সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপি * * * নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্তে।"

—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদ মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া দুই চারি দিন হরিকথা-কীর্ত্তনার্থ রামবাগানের "ভক্তিভবনে" থাকিতেন। কলিকাতা করপোরেশনের অধুনা অবসর-প্রাপ্ত City-architect

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন কলিকাতায়

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কএকবার আসিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়াছিলেন। প্রভুপাদের কথা শুনিতে শুনিতে শ্রীশ বাবুর চোখ দিয়া জল পড়িত—ইহাও দেখিতে পাইতাম। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রস্তাব করিলাম,—'কলিকাতায় পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের লোকই অবস্থান ও গমনাগমন করিয়া থাকেন। অতএব এই মহানগরীতে আপনার অবস্থানের ব্যবস্থা হইলে এই সকল সত্যকথা প্রচারের বিশেষ সুবিধা হয়।' প্রভুপাদ ইহা অনুমোদন করিলেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহায়তায় বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে ও ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাস হইতে উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডের ১নং বাড়ীটি মাসিক পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া করিয়া তথায় প্রভুপাদের ইচ্ছাক্রমে "শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন" প্রতিষ্ঠিত হইল।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন-প্রতিষ্ঠার পরের বৎসর প্রভুপাদ অকস্মাৎ বলিলেন,—'শ্রীভক্তি-বিনোদ-আসনে শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রকটতিথি-উপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হউক।'

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রথম মহোৎসব

তখন আমি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর (পরে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ) প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের সহিত একত্র শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ছিলাম। প্রকট-উৎসবের দিন অতি নিকটবর্ত্তী, কি প্রকারে এই উৎসব হইবে, বিশেষ চিন্তার কারণ হইল। উৎসবের কোনই ব্যবস্থা বা সম্বল ছিল না। প্রভুপাদের অপার্থিব কৃপায় ফরিদপুর জেলার ডোমসারের জমিদার (পরলোকগত) ব্রজেন্দ্র-কুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে শ্রীযশোদানন্দন ভাগবতভূষণ একদিন শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লইয়া আসিলেন। লোকটিকে প্রথম দৃষ্টিতেই বিশেষ সজ্জন বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

তিনি কিছুক্ষণ প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—'আমি উৎসবের জন্য ত্রিশ মণ চাউল দিব।' তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহান্বিত হইয়া উৎসবের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। তিনি চাউল-ভিক্ষা-ব্যতীত কিছু নগদ টাকাও ভিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রভুপাদের অবিশ্রান্ত হরিকথা-কীর্ত্তনের মধ্যে বহু লোককে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইল।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট প্রায়ই শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে আসিতে লাগিলেন। কএকদিন পরে তিনি নামাপরাধের কথা শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—'হরিনামে আবার অপরাধ কি? হরিনাম ত' নিত্যশুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত। আমার গুরুদেব (শ্রীযুক্ত প্রাণ-গোপাল গোস্বামী) ত' এ কথা আমাকে কখনও বলেন নাই!' প্রভুপাদ বলিলেন,—'শ্রীনামে কোন অপরাধ স্পর্শ করে না, তিনি চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত—এ কথা সত্য; কিন্তু নামানুশীলনের প্রণালীতে অর্থাৎ অভিধেয়ে যদি কোন প্রকার অপরাধ থাকে, তাহা হইলে শ্রীনামের যথার্থ স্বরূপ অপরাধীর নিকট প্রকাশিত হয় না। 'পদ্মপুরাণ' 'ষট্‌সন্দর্ভ' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' নামাপরাধের কথা বিশেষভাবে বিবৃত রহিয়াছে। নাম-প্রদানকারী গুরুদেব নাম প্রদান করিবার পূর্ব্বে ইহা শিষ্যকে অবশ্যই জানাইয়া দেন। সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীনামে কোন অপরাধ নাই, কিন্তু অভিধেয়ের অনুশীলনে অপরাধের আবরণ প্রতিবন্ধকরূপে উদিত হইয়া থাকে। সেই আবরণ হইতে মুক্ত হওয়া উচিত। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ নিম্নলিখিত প্রমাণ-সমূহের ব্যাখ্যা করিতেন,—

নামাপরাধের বিচার

"'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।

* * * *

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ।
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার।
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন।

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার।
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর।"

—চৈঃ চঃ আঃ ৮ পঃ

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত এই শ্লোকটীও ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুপাদ নাম-কীর্ত্তনের প্রণালী জানাইতেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২ লঃ ১০৯ শ্লোক

শ্রীপদ্মপুরাণের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া জানাইতেন,—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্॥" * ইত্যাদি

শ্রীল প্রভুপাদ "তদশ্মসারং" (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন,—বাহিরের কৃত্রিম অশ্রু-পুলক কিংবা "নিসর্গপিচ্ছিল" চিত্তযুক্ত ব্যক্তির বাহ্য অশ্রু-পুলকাদি কখনও তাহার হৃদয়-বিকারের লক্ষণ নহে,—

অশ্রুপুলকাবেব চিত্তদ্রবলিঙ্গমিত্যপি ন শক্যতে বক্তুম্; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণৈঃ—

"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥" ইতি।

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৩ লঃ ৫২ শ্লোক)

* * * ততশ্চ বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসারমিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণান্যসাধারণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসক্ত্যাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। * * * কনিষ্ঠাধিকারিণাং মৎসরাণান্তু সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণবাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্বাহ্যকাঃ ক্ষান্ত্যাদয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেবাশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপ্যশ্মসারহৃদয়তয়া নির্দ্দেশঃ; কিন্তু, তেষামপি সাধু-সঙ্গেনানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাদিভূমিকারূঢ়ানাং কালেন চিত্তদ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্তদ্রবেঽপি সতি চিত্তস্যাশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ॥"

—ভাঃ ২।৩।২৪ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী'

নামাপরাধের কথা কি অশাস্ত্রীয়?

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে এই সকল কথা বলিলেও তিনি নামাপরাধের কথা ধরিতে পারিলেন না, অথবা কোন কোন কারণ বশতঃ নামাপরাধের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে পারিলেন না। একদিন কলিকাতা পরেশনাথের বাগানে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ (তখন গৃহস্থাবস্থা এবং কলিকাতা-টাউন-স্কুলের শিক্ষক) শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবুর পুত্রকে বলিয়াছিলেন,—'অর্থাদির বিনিময়ে যাঁহারা মন্ত্র-ব্যবসায় বা ভাগবত-ব্যবসায়াদি করেন,

* সম্পূর্ণ শ্লোক 'পদ্মপুরাণ' স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য

তাঁহাদের দ্বারা যে নাম-প্রদান বা নাম-গ্রহণের অভিনয় হয়, তাহা নামাপরাধ। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের নিকট শুদ্ধ হরিনাম ও হরিকথার শ্রবণেই পরম মঙ্গল লাভ হয়।' ইহার পর একদিন হঠাৎ শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবু সজল নয়নে প্রভুপাদের নিকট আসিয়া বলিলেন,—'আপনাদের প্রদীপতীর্থ মহাশয় আমার পুত্রকে বলিয়াছেন,—অর্থাদি লইয়া যাঁহারা মন্ত্রদান বা দীক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিত নাম প্রভৃতি নামাপরাধ এবং তাঁহারা 'সদ্‌গুরু'-পদবাচ্য নহেন। আমার পুত্র এই কথা আমার স্ত্রীকে বলিয়াছে। আমার গুরু অর্থাদি গ্রহণ করেন বলিয়া কি তিনি সদ্‌গুরু নহেন?' প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত শ্রীশ বাবুকে অনেক শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও হরিকথা বলিয়া বিদায় দিলেন। সেই অবধি আমাদের প্রতি শ্রীশ বাবুর সহানুভূতি ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে লাগিল।

হীরালাল গোস্বামী মহাশয় বাহিরে প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি দেখাইতেন। "প্রভুপাদের ন্যায় মহাভাগবত ও শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব-পণ্ডিত বর্ত্তমানে আর কেহ নাই"—এ কথা তাঁহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা কএকজন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করায় তাঁহার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। অনন্ত পোদ্দার প্রভৃতি কএক ব্যক্তি আপনাদিগকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত বলিয়া মুখে প্রকাশ করিলেও তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর কিছুই বোঝেন নাই, ইহা তাঁহাদের আচরণে প্রকাশিত হইত। তাঁহারা ন্যায়-অন্যায়ভাবে বিষয়-গ্রহণের জন্য পিপাসু হইয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিয়ামকত্বে কুলিয়া-নবদ্বীপে প্রতিবৎসরই শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিল। প্রভুপাদের প্রচার-কার্য্য যশোহর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ করায় হীরালাল গোস্বামী মহাশয় অন্তরে অন্তরে বিশেষ দুঃখিত হইতে থাকিলেন। অনন্ত পোদ্দারদের কুলিয়ার জমিতে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা হীরালাল গোস্বামীর সহিত যোগদান করিয়া আমাদের সহিত কলহ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সখীবাবুও ক্রমশঃ আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া হীরালাল গোস্বামীর বিশেষ আনুগত্যে চলিতে লাগিলেন। বাবাজী মহারাজের উৎসবে তখন বহু লোকের সমাগম হইত। প্রভুপাদ এই সময়ে অনুক্ষণ শুদ্ধভক্তির কথা সকলের নিকট কীর্ত্তন করিতেন। হীরালাল গোস্বামী, অনন্ত পোদ্দার প্রভৃতি যেন পৃথক্ দল বাঁধিবার উদ্দেশ্যে বাবাজী মহারাজের উৎসবে আমাদের সহিত নানাপ্রকার গোলমাল বাঁধাইতে লাগিলেন। আমরা যাহাতে ঐ উৎসবে না যাই, তাঁহাদেরই প্রাধান্য হয়,—ইহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহারা হরিকথা-বিস্তার-কার্য্যকে জাগতিক প্রাধান্য বা বিষয়-সম্পত্তি-লাভের মতই ব্যাপার-বিশেষ মনে করিয়াছিলেন। জগতে প্রকৃত সত্যকথা প্রচারিত হউক,—এইরূপ নির্ম্মৎসর-প্রাণ, অকপট আচার ও আদর্শের অনুসরণের আবশ্যকতা বিষয়-মদমত্ত হইয়া তাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারিলেন না।

অহৈতুক-হরিসেবা ও বিষয়বুদ্ধি

শ্রীল গৌরকিশোর-বিরহ-মহামহোৎসবের সময় কএকবারই অনন্ত পোদ্দার প্রভৃতি কএকজন ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যের দাম্ভিকতায় মত্ত হইয়া কএকজন ব্যক্তির সহায়তায় বাবাজী মহারাজের নির্ম্মৎসর শিক্ষাকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিলে তাহাদের বৈষ্ণবাপরাধময় চেষ্টা-দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষ দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—'তোমরা বাবাজী মহারাজের চিন্ময় সমাধি-ক্ষেত্রকে বিষয়ের অন্যতম মনে করিতেছ এবং তথায় জাগতিক ধনের দাম্ভিকতা, অনাচার, অত্যাচার ও অবৈধ অসদাচার প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তিসমূহ প্রকাশ করিতেছ ! তোমাদের মঙ্গল-লাভ সুদুষ্কর।' সেইবার হইতে প্রভুপাদ কুলিয়ার সমাধি-উৎসবে আর যান নাই। বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে সমাধিক্ষেত্র ক্রমশঃ গঙ্গার গর্ভে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিল। যখন সমাধিস্থানকে গঙ্গাদেবী প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিজ-বক্ষে টানিয়া লইলেন, তখন ভগবদিচ্ছায় চিন্ময় সমাধি প্রভুপাদের হস্তগত হইল। বর্ত্তমান কালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠের রাধাকুণ্ডের তীরে বাবাজী মহারাজের সমাধি আনয়ন করিয়া পুনঃ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তদুপরি শ্রীল প্রভুপাদের পদাশ্রিত ও জড়-ঐশ্বর্য্য-দম্ভহীন সরল-প্রাণ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভড় মহাশয় একটি সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। প্রভুপাদের সহিত ঐরূপ দুর্ব্ব্যবহারের অনতিকালের মধ্যেই অনন্ত পোদ্দারের বিপুল বিষয়-সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইতে থাকিল। এখন তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারা অত্যন্ত ভাবনা-চিন্তায় কাতর ও নানাপ্রকার সাংসারিক তাপে জর্জ্জরিত হইয়া দীন-দরিদ্রের মত বেড়াইতেছেন।

বৈষ্ণবাপরাধের ফল

ভক্তিবিনোদ-আসনের কার্য্য ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক কলিকাতায় আসিয়া প্রভুপাদের উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইংরাজী ১৯২০ সালের মে মাসে আমি মেসোপটেমিয়ায় চলিয়া গেলাম। ভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর প্রভুপাদ পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার এবং ঢাকায় শুভবিজয় করিয়া শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঢাকায় মঙ্গলময় দত্তদের ঝুলনবাড়ীতে প্রভুপাদের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোক-ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তির দিন কীর্ত্তন-মহামহোৎসব হইতেছিল; আমি মেসোপটেমিয়া হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর সেই দিন ঢাকায় পৌঁছিয়া পুনরায় প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন করিলাম।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চেন্সেলার অধুনা পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অনেক সময় হরিকথা শ্রবণ করেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে জনৈক ব্যবসায়ী ভাগবত-পাঠকের পাঠ হইতেছিল। কিন্তু তিনি প্রভুপাদের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক ব্যবসায়িগণের প্রচারিত বিদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম ও বড়গোস্বামি-প্রচারিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট

ভূপেন্দ্রনাথ বসু

হইয়াছিলেন এবং এই সকল কথা যাহাতে তিনি আরও অধিকভাবে জানিতে পারেন, তজ্জন্য প্রভুপাদের জনৈক শিষ্যকে তাঁহার নিকট কৃপা-পূর্ব্বক প্রেরণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

শ্রীমদন বাবু

বরানগর-নিবাসী শ্রীমদনমোহন দাস ভক্তিমধুকর মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয় বহন করিতে ইচ্ছা করেন। আমাদের ইচ্ছা ছিল,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুরের আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ, আর ঐ মূল মঠের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রধান শাখা কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠ এবং ভক্তগণের থাকিবার স্থান নির্ম্মিত হয়। মদন বাবু বহু অর্থ-ব্যয়ে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

ভক্তিরঞ্জন শ্রীজগবন্ধু

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিতে থাকেন। তিনি বিচক্ষণ বিষয়ীর ন্যায় মঠের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি একদিন আমাকে বলিলেন,—'নানাস্থানে বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যভিচার ও ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় প্রভৃতি দেখিয়া আমি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলাম। গৌড়ীয়মঠও সেই শ্রেণীর কি না, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার জন্য আমি প্রায় তিন বৎসর চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু পরে গৌড়ীয়মঠের ভক্তগণের আচার-নিষ্ঠা, একান্ত গুরুভক্তি, নির্ম্মল চরিত্র, হরিকথা-প্রচারে অদম্য উৎসাহ এবং প্রাণপাত পরিশ্রম প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলাম,—শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয় না করিলে অসংখ্য সাধারণ ভ্রমে পতিত এবং ধর্ম্মের বিকৃত ধারণায় অভিভূত জীবের পরম মঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা নাই।' ভক্তিরঞ্জন শ্রীল জগবন্ধু কায়মনোবাক্যে প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া প্রভুপাদের প্রচারের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রভুপাদের অহৈতুক কৃপায় আমরা শ্রীজগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম। তিনি কলিকাতা বাগবাজারে গঙ্গার তীরে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের শ্রীমন্দির ও সেবক-খণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ও প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট-প্রচারের একজন প্রধান স্তম্ভ হইয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের নিরপেক্ষতা

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও ধনকুবের অধুনা পরলোকগত সাক্ষিগোপাল বড়াল মহাশয় অনেক সময় গৌড়ীয়মঠে আসিতেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেন। একদিন গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কসে প্রভুপাদ বসিয়া আছেন, এমন সময় তথায় সাক্ষিগোপাল বড়াল মহাশয় উপস্থিত হইয়া জনেক ভাগবত-ব্যবসায়ী ব্যক্তির শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা-পাঠের কথা উল্লেখ-পূর্ব্বক তাঁহার ব্যাখ্যা-লালিত্যের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ বড়াল মহাশয়কে বলিলেন,—'শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে পারমহংস্যধর্ম্মের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট তাহার যে ব্যাখ্যা শুনা যায়, তাহাতে প্রাকৃত কাব্য ও সাহিত্যের সম্ভোগ হইলেও উহা দ্বারা জীবের পরম কল্যাণ লাভ হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিবার পর লোকের বিষয়ে রুচিপূর্ণ লৌল্য থাকিতে পারে না। পৃথিবীর চিন্তাস্রোত হইতে যাঁহারা নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে পারেন।' বড়াল মহাশয়ের নিকট এই কথা অভিনব বলিয়া মনে হইল। তিনি বলিলেন,—'বহু শ্রোতা যাঁহার পাঠ শুনিয়া মুগ্ধ হন, প্রত্যক্ষভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন করেন, তিনিও কি লোকের মঙ্গল করিতে পারেন না?' প্রভুপাদ বলিলেন,—'অশ্রুবিসর্জ্জনের পর আবার বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় কেন?' বড়াল মহাশয় এই কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না; কিন্তু তাহাতে প্রতিষ্ঠাশালী ধনকুবেরের মনের মত কথা বলিয়া প্রভুপাদকে অকপট সত্যের অপলাপ করিতে দেখিলাম না। প্রভুপাদের চরিত্রে এরূপ সহস্র-সহস্র উদাহরণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, কেহ জাগতিক ধন, পাণ্ডিত্য কিম্বা জগতের কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠ সহায়-সম্পদের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও প্রভুপাদ তাঁহার মন যোগাইতে গিয়া কখনও অকপট সত্যকে সঙ্কুচিত করেন নাই। কোনও অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাশালী ও জাগতিক বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিও যদি প্রভুপাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠানের চির-বিরোধী হইয়া যান এবং ব্যষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে নানা উপায়ে নির্য্যাতন আরম্ভ করেন, তথাপি প্রভুপাদ কোন দিন অকৈতব সত্যকে মানুষের ইন্দ্রিয়তর্পণের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে পারেন নাই,—ইহাই তাঁহার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মেরুদণ্ড।

হীরালাল গোস্বামী মহাশয়ের দেহত্যাগের পর শ্রীযুক্ত সখীবাবু পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত নিরপেক্ষ কল্যাণের কথা তাঁহার

শ্রীযুক্ত সখীবাবু

হৃদয়ে সুপ্তভাবে রহিয়াছিল; কিছুদিন ঐ সমস্ত কথা বাধাপ্রাপ্ত হইলেও পুনরায় তাহা উদ্বুদ্ধ হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি আমাদের অনুরোধে প্রভুপাদের অনুগমনে দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে বাহির হইলেন; বুঝিলেন,— শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীভগবানের অনুশীলন-ব্যতীত প্রকৃত মঙ্গলের অন্য উপায় নাই। সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ—যাহা শ্রীল প্রভুপাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে প্রকাশিত, তাহা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ বিচার করায় অনতিবিলম্বেই প্রভুপাদের নিকট হইতে যথাবিধি কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষাদি গ্রহণ করিলেন। যদিও তাঁহার পূর্ব্ব জীবনে ও বর্ত্তমান জীবনে বাহ্যতঃ কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি একটু সুসূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার চিত্তের অবস্থা বর্ত্তমানে বহু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার বিষয়-ভোগাকাঙ্ক্ষা এখন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও তিনি অনুকূল কৃষ্ণভজনের জন্য সতত চেষ্টান্বিত। বিষয় কি প্রকারে কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্ত হইতে পারে, তাহা তাঁহার বর্ত্তমান জীবনে দেখিবার বিষয়। প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার নিরপেক্ষ ভাব, সমদৃষ্টি, উদার-স্বভাব লক্ষ্য করিয়া আমি বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রভুপাদের শ্রীপদাশ্রিত হইবার পূর্ব্বে তিনি শুদ্ধ হরিকথার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার ঐ

বৈষ্ণব সকল গুণাবলী আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সখীবাবুর পুত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বাল্যে ও যুবকালে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট এবং সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীল প্রভুপাদের নিকটও সময় সময় হরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া বৈষ্ণব পিতার আদর্শে ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য-দর্শনে ক্রমশঃ শুদ্ধভক্তিপথে আকৃষ্ট হইতেছিল।

শ্রীমান্ প্রমথনাথ

শ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথির কএক দিন পূর্ব্বে শ্রীমানের এক মারাত্মক ব্যাধি হয়। তাহাতে তাহার প্রাণের আশা ছিল না। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারের এক জন বিশিষ্ট সেবক শ্রীযুক্ত সখীচরণ ভক্তিবিজয় প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীমান্ প্রমথনাথ শ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া অচিরেই সেই দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং শ্রীব্যাসপূজার অঞ্জলিরূপে বৈষ্ণব পিতার অভিলাষানুসারে প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করে।

যখন মঠের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইল, তখন কোনও প্রাকৃত অর্থবল লইয়া এ সকল কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। একমাত্র নিরপেক্ষ ও অকপট হরিকীর্ত্তনই প্রভুপাদের চিরদিনের

অকৈতব হরিকীর্ত্তনই মূলবস্তু

প্রধান অস্ত্র। তিনি সর্ব্বদাই বলেন,—'অর্থ হইলেই ভগবৎসেবা হইবে না; পরন্তু হরিকথা-প্রচার ও হরিসেবার জন্য নির্ব্বন্ধিনী মতি, অকপট সেবাময় প্রাণ থাকিলেই কার্য্য হইবে। তোমরা অর্থের জন্য চিন্তা করিও না। অর্থের দ্বারা মঠাদি রক্ষিত হয় না। পরন্তু বিষয়ের স্বভাব—হরিসেবায় অযুক্ত ব্যক্তিকে বিষয়েই প্রমত্ত করাইয়া দেয়।' প্রত্যক্ষভাবেও সর্ব্বদা ইহাই দেখিয়া আসিতেছি। কত বড় বড় কার্য্য হইয়া গেল, কোনও সময়েই দশ টাকা পর্য্যন্ত Reserve-fund রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করি নাই; কেবল সত্য-সঙ্কল্প প্রভুপাদের আদেশ, আশীর্ব্বাদ ও অনুপ্রেরণাই শত শত অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছে।

প্রভুপাদের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদা দেখি,—তাঁহার অনুগত জনগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদা বহুপ্রকারে সেবা করেন, তাঁহাদেরও কোন ত্রুটী দর্শন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করেন।

প্রভুপাদের নিরপেক্ষ শাসন

কেহ অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হইবেন বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অনুগত জনকে মঙ্গলময় কঠোর শাসন করিতে কখনও ত্রুটী করেন না। সত্য সত্য ভক্তি-সিদ্ধান্তের অনুসরণে কোনও ব্যক্তির বাক্য, কার্য্য, আচার, ব্যবহার নিয়মিত না হইলে তখনই প্রভুপাদকে কোটি-জিহ্বায় তাহার গর্হণ করিতে সর্ব্বদাই দেখিয়া আসিতেছি। প্রভুপাদের বাণী এই যে—'সকলে মিলিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জড়ীয়-ইন্দ্রিয়-তর্পণে কোন ব্যক্তি বা সমাজ-বিশেষের প্রকৃত মঙ্গল লাভ হইবে না।'

সপ্তদশ-বৈভব

শ্রীগুরুবর্গের কৃপা ও বিবিধ শিক্ষা

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ
—চৈঃ চঃ মঃ ১৯পঃ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম বর্ত্তমান ট্রাষ্টী, সুসাহিত্যিক, সুকবি, বিবিধ কলা-বিদ্যা-নিপুণ, আচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রভু তাঁহার বাল্যকাল হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ-লাভের সুযোগ পাইয়াছেন। তিনি কৃপা-পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিবরণ-সমূহ প্রদান করিয়াছেন। ইহা যথাসাধ্য তাঁহারই ভাষায় নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ইংরাজী ১৮৭৮-৭৯ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন নড়ালের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন, তখন ঠাকুরের প্রথম আত্মজ স্বধামগত অন্নদাপ্রসাদ বাবুর সহিত আমার পিতাঠাকুর মহাশয় নড়াল-হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাদের বাংলায় গিয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেন। পিতাঠাকুর মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি,—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নড়ালে থাকা-কালে অনেক সময় 'ভাউলে' নৌকাযোগে কালীয়া, লোহাগড়া ও লক্ষ্মীপাশায় গমন করিয়া তত্তৎস্থানে শিবির সংস্থাপন-পূর্ব্বক স্থানীয় বিচার ও পরিদর্শন-কার্য্যাদি করিতেন। তখন অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ঠাকুরের নিকট শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

নড়ালে শ্রীভক্তিবিনোদ

স্থানীয় বহু লোকের আবেদনে একদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'কন্যাদহে'র খালের জল-নিকাশের অবস্থা পরিদর্শন করিতে গিয়া আমাদের ঘাটে 'ভাউলে' রাখিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ঐ খাল দেখিতে গিয়াছিলেন। শুনিয়াছি,—তখন অতি বালকরূপী আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মও ঐ নৌকায় তথায় গিয়াছিলেন, আর আমাদের বাড়ী হইতে কিছু দুগ্ধ এবং নারিকেল ও ক্ষীরের প্রস্তুত মিষ্ট দ্রব্যাদি তাঁহাদের সেবার জন্য নৌকায় প্রেরিত হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশঃ এই আচার্য্যবর্য্যের সঙ্গ-সৌভাগ্য আমার পিতাঠাকুর মহাশয়কে ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল।

শিশুকালে প্রভুপাদ নড়ালে

নদীয়ার হীরালাল গোস্বামী মহাশয়, লোহাগড়ার ডাক্তার নিবারণচন্দ্র দত্ত ও জয়পুরের
যজ্ঞেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পিতাঠাকুরের সহিত
বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। ইঁহাদের কেহ কেহ ধূলট ও
আচার্য্যগণের সন্ধান-লাভ
দোলের সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে মাঝে মাঝে নবদ্বীপে যাইতেন
এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তথাকার অনেক কথা বলিতেন।
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ-সনাতনাদি ছয় গোস্বামী যেরূপ শ্রীধাম-বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণলীলা-
স্থলীসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু
শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর আবিষ্কার করিয়াছেন—তাঁহার অলৌকিক জীবন-কথা;
আর এক পরমহংস-প্রবর শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপে গঙ্গার চড়ায়
'ছই'য়ের মধ্যে থাকেন—তাঁহার অলৌকিক বৈরাগ্যের কথা; পরমহংস বাবাজী মহারাজের
কৃপা-প্রাপ্ত একটি আকুমার ব্রহ্মচারী, নাম—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ধর্ম্মশাস্ত্রাদি,
বেদ-বেদান্তে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—ইনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জন্মস্থানে একাকী একান্তে
শতকোটি মহামন্ত্র-কীর্ত্তন ও ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন; লোহাগড়ার শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত ভৌমিক
ও ছাতড়ার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার (পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়) প্রভৃতি অনেকে
নবদ্বীপে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম-আশ্রয়-পূর্ব্বক হরিভজন করিতেছেন—
প্রভৃতি অনেক কথা হীরালাল গোস্বামী প্রমুখ ব্যক্তিগণের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমার জানিবার
সৌভাগ্য হইয়াছিল। ডাক্তার নিবারণচন্দ্র দত্তের পুত্র আমার সহপাঠী রামকৃষ্ণের সঙ্গে
তাহাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতাম এবং ডাক্তার বাবুর ঔষধালয়ে বসিয়া শ্রীল ভক্তি-
বিনোদ ঠাকুরের রচিত "শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি" প্রভৃতি গ্রন্থ-পাঠ শুনিতাম।

বাঙ্গালা ১৩১৭ সালের চৈত্র মাসে আমি একদিন রাত্রি ৩ টায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া
পড়িলাম; উদ্দেশ্য,—শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীনবদ্বীপ দর্শন করিয়া হৃষীকেশে চলিয়া
যাইব। প্রায় পনর মাইল রাস্তা পদব্রজে এবং কিছুপথ নৌকায় আসিয়া
নবদ্বীপে আগমন
সিঙ্গিয়া (Singia) ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রেল-লাইন ও রেলগাড়ীর
সঙ্গে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। একটি ভদ্রলোক আমাকে টিকিট করিয়া ট্রেণে উঠাইয়া
দিয়াছিলেন। বনগাঁ' ও রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিয়া মধ্যরাত্রে কৃষ্ণনগরসিটি-ষ্টেশনে, তথা
হইতে ঘোড়ার গাড়ী ও নৌকা-যোগে শেষরাত্রে সহর-নবদ্বীপে পৌঁছিলাম। একটু বেলা
হইলে 'মহাপ্রভুর বাড়ী'র খোঁজ করিয়া একটি ঠাকুর-বাড়ীর দরজায় গিয়া হাজির হইলাম।
শুনিলাম, এইটাই সহরের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রধান মন্দির। ভিতরে ঢুকিতেছি, অমনি একজন
লোক কর্কশ-কণ্ঠে "তিন আনা ভেট দিতে হইবে" বলিয়া হাঁকিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত
হইয়া ফিরিয়া আসিয়া পোড়ামা-তলায় একটি ভগ্ন শিব-মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া কি করা
কর্ত্তব্য, চিন্তা করিতে লাগিলাম। "শ্রীমন্মহাপ্রভু পতিতপাবন, তিনি লোকের দ্বারে-দ্বারে
গিয়া কত ভব-মহা-দাব-দগ্ধ জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদ শ্রীহরিভজন-উপদেশ দিয়াছেন, আর

আজ কি না তাঁহার দর্শন-চেষ্টাতে এইরূপ ব্যাপার!"—এই চিন্তা আমার ন্যায় বালককেও তখন সাতিশয় বিচলিত করিল।

দুইটি ভদ্রলোক স্নানান্তে সেই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের কথোপকথনে শ্রীমায়াপুরের উল্লেখ শুনিয়া আমার পূর্ব্বশ্রুত অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল; আমি তখনই শ্রীমায়াপুর-দর্শনের জন্য উঠিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়া গঙ্গা পার হইলাম। মহাপ্রভুর বাড়ীতে তখন পূজারী—রাজারাম তেওয়ারী, টহলিয়া—সত্যরাম এবং ভাণ্ডারী—পদ্মনাভ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন,—'নিকটেই ব্রজপত্তনে আমার গুরুদেব শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর অবস্থান করিতেছেন। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী; প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করেন এবং শাস্ত্রাদিতে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। আপনি প্রসাদ পাইয়া চলুন, তাঁহাকে দর্শন করিবেন। এখানে আপনি কিছুদিন থাকিয়া যান; আপনার স্বাস্থ্য এখানে ভাল হইবে এবং অনেক পারমার্থিক কথা শুনিবার সুযোগ পাইবেন।' কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ পাইতে গিয়া 'ভক্তিভবনে'র পরমপূজ্যা শ্রীমাতা ঠাকুরাণীর (শ্রীল প্রভুপাদের জননীদেবীর) শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে নিকটে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়াইলেন এবং প্রসাদ পাওয়ার পরেই পদ্মনাভ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমাকে ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীপরমানন্দ প্রভুর প্রথম শ্রীমায়াপুর-দর্শন

ব্রজপত্তনে গিয়া আমার পরমারাধ্য অভীষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্ম **প্রথম দর্শন** করিলাম। তিনি তখন "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্ত" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। তাঁহার সৌম্য, প্রিয়দর্শন শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ও তাঁহার শ্রীমুখে অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার যাবতীয় পথ-ক্লেশ ত' দূর হইলই, পরন্তু মনে হইল যেন আমি এক নূতন জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমি শ্রীযোগপীঠে থাকিয়া কিছু কিছু সেবা-কার্য্য করি, আর প্রত্যহ বৈকালে ৩ টার সময় ব্রজপত্তনে গিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক সিদ্ধান্তের লিখিত অংশ ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করি। ১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে আমি একবার দেশে গিয়াছিলাম; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রীযোগপীঠে কএক দিন থাকিবার পর ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদের নিকটে গিয়া থাকিতে আরম্ভ করি।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম দর্শন

আমি শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল—যাহা আমি পরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ও প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিগণের মুখ হইতে শুনিয়াছি, নিম্নে এইরূপ কএকটি ঘটনা বিবৃত করিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরের ব্রজপত্তনে একটি কুটীরে দরজা বন্ধ করিয়া অনুক্ষণ নির্ব্বন্ধ-সহকারে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতেন। একবার ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর পূর্ব্ব দিন

প্রাতে ভগবন্নৈবেদ্যের জন্য আদৌ দুগ্ধ পাওয়া গেল না। অকস্মাৎ শ্রীল প্রভুপাদের মনে হইল,—"আজ যদি কিছু দুগ্ধ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ভোগ দিতাম।" এই কথা মনে উদিত হইতেই প্রভু নিজকে ধিক্কার দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"আগামী কল্য নিরম্বু উপবাসের ভয়েই কি আমার মনে এরূপ বুদ্ধি উদিত হইল? তাহা হইলে ত' আমার খুবই অন্যায় হইয়াছে।" তখন বর্ষাকাল; গৌরজন্মভিটার চতুর্দ্দিক জলমগ্ন, নৌকা-ব্যতীত কোথাও যাতায়াতের কোনও উপায় নাই। এই অবস্থায় অপরাহ্নে একটি গোয়ালা একগলা জল ভাঙ্গিয়া প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ, ক্ষীর, মাখন, ছানা, সর প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া যোগপীঠে উপস্থিত হইল। গোয়ালাটি আসিয়া বলিল যে, হরিনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার জমিদারী হইতে আগত এই সকল দ্রব্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। যোগপীঠের পূজারী সেই দ্রব্যগুলি ঠাকুরকে ভোগ দিয়া ব্রজপত্তনে লইয়া আসিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষভাবে নিষেধ ছিল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ীতে প্রদত্ত কাহারও কোন উত্তম দ্রব্য তাঁহার নিকট যেন কেহ না আনে। কিন্তু সে-দিন পূজারী এইরূপ নিষেধ-সত্ত্বেও উহা লইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন,—'আমি আপনাকে কত কষ্টই না দিলাম। কেন আমার এরূপ একটা দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইল, আপনি আমার জন্য অপর লোকের হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া এই সকল দ্রব্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন!'

সহায়সম্বল প্রভুপাদ

আর একটি ঘটনা আমি শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে আসিবার পর বিশ্বস্ত-সূত্রে শুনিয়াছিলাম। তাহা আমার শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার কিছু পূর্ব্বের ঘটনা। ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষের ভ্রাতুষ্পুত্র বরিশালের ভোলা-নিবাসী কোমলশ্রদ্ধ যুবক শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ মহাশয় হরিভজন-শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে কুলিয়া-নবদ্বীপে আসিয়া মাজদিয়া-ব্রহ্মনগরের 'বৈষ্ণব' নামধারী কোন বাউলের কল্পিত অবৈধ অনাচারকে প্রকৃত সাধন-ভজন মনে করিয়া উহা অভ্যাস করিতে থাকেন। উক্ত বাউল ও তাহার জনৈকা অবৈধ-সেবা-দাসীর অনুগত হইয়া রোহিণী বাবু তাহাদিগকে 'পিতা' ও 'মাতা' সম্বোধন করেন এবং তাহাদের করতলগত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। রোহিণী বাবু একদিন কোন বিশেষ পর্ব্ব-উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান-দর্শনার্থ শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ সৌভাগ্য-ক্রমে সেইদিন তখন শ্রীল প্রভুপাদ যোগপীঠের নাট্য-মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। রোহিণী বাবু যোগপীঠে আসিয়া অনেকক্ষণ যাবৎ প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেন এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় মাজদিয়া-ব্রহ্মনগরে তাঁহার গুরুর নিকট ফিরিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় পথে এবং তথায় পৌঁছিয়াও তাঁহার হৃদয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ঝঙ্কৃত হইতেছিল। তিনি সেই রাত্রে কিছু আহার না করিয়া 'শরীর অসুস্থ হইয়াছে' বলিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং শ্রীযোগপীঠে যে মহাপুরুষ বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার

জীবোদ্ধারক প্রভুপাদ

বৈধ আচারের চিত্রসমূহ নিরাস করিয়া আত্মধর্ম্মের আদর্শসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই মহাজনের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সকল কথাই মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সেই বাউল গুরু একটি ব্যাঘ্র-মূর্ত্তিতে এবং বাউলের সেবা-দাসীটি একটি ব্যাঘ্রী-মূর্ত্তিতে তাঁহাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই দেখিয়া তিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, বিপদের বন্ধু ভগবান্ শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতেছেন ; এমন সময় পূর্ব্ব দিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে বসিয়া যে মহাপুরুষ-সিংহ ওজস্বিনী ভাষায় হরিকথা বলিতেছিলেন, সেই মহাপুরুষ দিব্যমূর্ত্তিতে তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রীকে বিতাড়িত করিলেন এবং রোহিণী বাবুকে অভয়দান-পূর্ব্বক হাতে ধরিয়া শ্রীমায়াপুরে লইয়া গেলেন।

এইরূপ স্বপ্ন-দর্শনের পর রোহিণী বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল ; তখন তিনি দেখিতে পাইলেন,—আকাশে অরুণোদয় হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীমায়াপুরের দিকে ছুটিলেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আদ্যোপান্ত সকল কথা জানাইয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিলেন। প্রভুপাদের শ্রীপদাশ্রয় করিয়া কিছুদিন তিনি শ্রীমায়াপুরে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। পরে একদিন রোহিণী বাবুর আত্মীয়া, সন্তোষের স্বধামগতা রাণী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণী শ্রীযোগপীঠ-দর্শনে আসিলে রোহিণীবাবু শ্রীমায়াপুর-শ্রীমন্দির হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার অনুগমন করেন এবং গৃহে গমন করিয়া হরিভজন করিতে থাকেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রভুপাদ

ইংরাজী ১৯১০ সালে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন গোদ্রুমে শ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে অবস্থান করিয়া "স্বনিয়মদ্বাদশকম্" নামক গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, তখন একদিন অকস্মাৎ ঠাকুর বাতব্যাধিরোগগ্রস্তের অভিনয় করিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে কর্ম্মফলভোগী পাষণ্ডিগণ শ্রীভগবানের নিজ-জনের এইরূপ অসুস্থাভিনয়কে সাধারণ কর্ম্মফলভোগী জীবের রোগভোগের সহিত সমান-জ্ঞানে ঐ অসুস্থতার কথাকে কল্পনা-বলে নানারঙ্গে রঞ্জিত করিয়া প্রচার করিতে লাগিল। কারণ, ইহাই এই দেবীধামের স্বাভাবিক অবস্থা যে, এখানে মায়াদেবী তাঁহার কারাগারে পতিত জীবকে অধিকতর ত্রিতাপে দণ্ডিত করিবার জন্য জীবের নির্ম্মল জ্ঞান আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া অপ্রাকৃত হরিজন ও সাধারণ কর্ম্মফলভোগী জীবকে সমান দর্শন ও সমান বুদ্ধি করিবার মন্ত্রনা প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ একদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কাতরভাবে নিবেদন করিলেন,— 'আপনি আরও কিছুকাল এই জগতে প্রকটিত থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার-পূর্ব্বক জগতের মঙ্গল বিধান করুন, তাহা হইলে পাষণ্ডি-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তির মঙ্গল হইতে পারে।' শ্রীল প্রভুপাদের এই আবেদনে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন দেখিয়া বহু বিরুদ্ধবাদী পাষণ্ড ব্যক্তিও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া শরণাগত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেই অসুস্থাভিনয়-লীলার তাৎপর্য্য

বৈষ্ণব

কোমলশ্রদ্ধ জীবকুলকে অপরাধপঙ্ক হইতে রক্ষার জন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'শ্রীউপদেশামৃত' গ্রন্থের অনুবৃত্তির পরিশিষ্টে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

"কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত, প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপশিক্ষামৃত যেই, গৌরশিক্ষামৃত সেই, অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কানে॥
শ্রীগৌর-বিমুখ-ভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব, ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি, বাতব্যাধিচ্ছলে মৌনী তবে॥
অবলম্বি' জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজলাভ, অনুক্ষণ এই কথা মুখে।
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি' প্রকাশিল জরা, অপর দশায় ভজে সুখে॥
মিছা-ভক্ত-অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে, অপরাধ কৈল ভক্ত-পায়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে, অবশেষে অপরাধ হায়॥
জীবের দুর্গতি হেরি', কত অশ্রুপাত করি', শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি-কাজ, এবে তুমি করিয়া আচার॥"

বহির্মুখ-বঞ্চক বৈষ্ণব ও প্রভুর কৃপা

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন অসুস্থের অভিনয় করিয়া কলিকাতার ভক্তিভবনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন জনৈক লৌকিক গোস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে পরমহংস বাবাজী মহারাজ উক্ত গোঁসাইজীকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন,—'আপনি কলিকাতায় গিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে মাথায় করিয়া মায়ার ব্রহ্মাণ্ড কলিকাতা হইতে এই শ্রীধামে লইয়া আসুন।' উক্ত গোঁসাইজী লৌকিক সাধারণ বিচারানুসারে পরম-মুক্ত গৌর-নিজ-জনের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে পারেন নাই ; তাঁহার এই বিচার জানা ছিল না,—

"তোমার (বৈষ্ণবের) হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।"

* * * *

"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ।"

মহাভাগবতের বাসস্থান সাক্ষাৎ গোলোক

মহাভাগবত বৈষ্ণব যে-স্থানেই অবস্থান করুন, সে-স্থানেই তিনি গোলোকের সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা অবতরণ করাইয়া অষ্টকাল তাঁহার অভীষ্ট ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। শ্রীল ঠাকুরের "গৃহেতে গোলোক ভায়" প্রভৃতি উক্তি অপ্রাকৃত গৌর-নিজ-জনের স্বভজনের মধ্যে সম্প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহাদের মাংস-চক্ষুর ভ্রান্ত দর্শন বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারাই এই আদর্শ প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিতে পারেন। উক্ত লৌকিক গোসাইজী কলিকাতায় আসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রীধাম-নবদ্বীপ যাইবার জন্য পরমহংস বাবাজী মহারাজের অনুরোধ জানাইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সরস্বতী মহারাজকে হরিভজনের জন্য আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ

মহাভাগবত বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিতে অক্ষম উক্ত গোসাইজীকে সকল কথা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,—'বৈষ্ণবগণ আমাদের দুষ্ট চিত্তবৃত্তি দেখিয়া "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ন্যায়ানুসারে অনেক ভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা করেন। আমরা বৈষ্ণবের নিকট যেরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া যাই, তাহাতে আমরা মঙ্গল বরণ করিব না দেখিয়া তাঁহারা আমাদের রুচির অনুকূল নানা কথা বলিয়া নিজেরা অন্তরে নির্ব্বিঘ্নে ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীল পরমহংস গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের নিকট অনেক বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ রুচি লইয়া যাইতেন, সেইরূপ রুচির কথা শুনিয়াই বঞ্চিত হইয়া আসিতেন। ধান, চাউল, তিল, সুপারী, আলু, পটোলের গল্প শুনিয়া অনেকে অধিকতর বিষয়ে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করিতেন। ভোগোন্মুখ কপটতাময় চিত্তবৃত্তি লইয়া কখনও সাধুসঙ্গ হয় না। সাধুর সম্পূর্ণ শরণাগত হইলেই সাধু সেবোন্মুখ শরণাগতের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন ও অমায়ায় একান্ত সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।'

বাঙ্গালা ১৩১৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কিছু কাঁচা লঙ্কা লইয়া একদিন নূতন চড়ায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে গেলাম।

শ্রীল গৌরকিশোরের চরিত্র

বাবাজী মহারাজ কৃষ্ণপ্রীতিপর তীব্র বৈরাগ্যের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তিনি একদিন যে চাল বা কলাই ভিজাইতেন, কেবল-মাত্র উহাই পাঁচ সাত দিন পর্য্যন্ত লঙ্কাযোগে চিবাইয়া খাইতেন। আমি শ্রীমায়াপুর হইতে গিয়াছি জানিয়াই বাবাজী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার প্রভু কেমন আছেন? তাঁহাকে আমার দণ্ডবৎ জানাইবে, আমার প্রভুকে বলিবে,—তিনি যেন সকল কার্য্য রাখিয়া 'ষট্‌সন্দর্ভ' প্রচার করেন।' তখন বনমালী বাবুকে তাঁহার নিকটে দেখিলাম। বৈকালে বহু ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। শুনিলাম, প্রত্যহ এই সময়ে এইরূপভাবে অনেক লোক বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আসিয়া থাকেন। তিনিও ঐ সময়ে 'ছই'য়ের সম্মুখে বসিয়া সকলকে দর্শনের সৌভাগ্য দান করেন। দেখিলাম, শ্রীল বাবাজী মহারাজ গাঁট দিয়া মালার মত করা একটি নেকড়ার মালিকায় সংখ্যা রাখিয়া হরিনাম করিতেছেন। বাবাজী মহারাজ কিছুকাল উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম করিতে লাগিলেন এবং উপস্থিত সকলকে ঐ নাম আবৃত্তি করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশে সকলেই তখন শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার শ্রীচরণ-বন্দনা করিয়া আমি শ্রীধাম-মায়াপুরে ফিরিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা

১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীল প্রভুপাদ একটি তুলসী-মালা জপ করিয়া আমাকে শ্রীহরিনাম প্রদান এবং তৎসঙ্গে নামাপরাধ ও নামাভাসের কথা উপদেশ করেন।

অষ্টাদশ-বৈভব

বালিঘাই-বিচার-সভার পূর্ব্বে ও পরে

"কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন।"*

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ভাদ্র মাসে (ইংরাজী ১৯১১ সালের আগষ্ট মাস) বালিঘাই-উদ্ধবপুরে যখন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে সামাজিক অনুগ্রহ-প্রার্থী লৌকিক বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তান-নামধারী কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া সমবেত চেষ্টায় শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বিচারকে নানাভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন, তখন মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস ভক্তিতীর্থ মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদ-পদ্মে উক্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিয়া জানাইলেন। সেই পত্র পাইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার সেই অসুস্থাভিনয় এবং বার্দ্ধক্য-লীলায়ও বৈষ্ণব-জগতের এই মহাদুর্দ্দিনে কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবার জন্য তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভক্তিতীর্থ মহাশয়কে জানাইলেন যে, ঐরূপ সামান্য কথার জন্য এ সময়ে ঠাকুরকে উদ্বিগ্ন করা উচিত নহে। একদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অত্যন্ত আবেগের সহিত বলিলেন,—'বৈষ্ণবধর্ম্মের এই প্রকার বিপত্তির সময় কি এমন কোনও ব্যক্তি নাই—যিনি ষড়্ গোস্বামীর প্রচারিত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত সিদ্ধান্ত-সমূহ পুনঃ সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বিরুদ্ধবাদিগণের অপস্বার্থপর দোষময় বিচার-যুক্তির ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারেন?'

বিচার-সভার সূচনা

শ্রীল প্রভুপাদ তখন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণে পতিত হইয়া বলিয়াছিলেন,—'আপনি যদি কৃপাদেশ ও শক্তি সঞ্চার করেন, তবে আপনার এই অযোগ্য ভৃত্য ঐ সামান্য কার্য্যটির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে।' শ্রীল প্রভুপাদের এই কথা শুনিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আনন্দে প্রভুপাদকে সস্নেহ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আনন্দ ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং শত শত বার আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'তুমিই বৈষ্ণব-জগতের এই দুর্দ্দিনে বালিঘাই-উদ্ধবপুরের বিচার-সভায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে পারিবে। তুমি সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের [illegible]

প্রভুপাদের ব্রত-গ্রহণ

* চৈঃ শিঃ ২ বৃঃ ৩ ধাঃ

হইবে। অকপট, নিরপেক্ষ সত্য প্রচার করিতে গেলে অপস্বার্থপর সমস্ত বহির্ম্মুখ জগৎ যদি তোমার বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াও দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও কেহ তোমার নির্ভীক কণ্ঠ রোধ করিতে পারিবে না। সত্য-প্রচারে তুমি কোন দিন পশ্চাৎপদ হইবে না।'

ইহারই কিছুদিন পরে বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২০শে ভাদ্র, ইংরাজী ১৯১১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বালিঘাই-উদ্ধবপুরের উক্ত সভায় যোগদান করিবার জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। সেই দিনই বৈকালে ৪ ঘটিকায় কণ্টাইরোড্-ষ্টেশনে পৌছিয়া তথা হইতে রাত্রি ১০টার সময় সাউরী-প্রপন্নাশ্রমে পৌছেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-ঘেরার শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পরিবারের পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় এবং গোপীবল্লভপুরের শ্রীল শ্যামানন্দ-পরিবারের পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের জন্য সাউরী-প্রপন্নাশ্রমে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সভায় যোগদানার্থ জয়যাত্রা

শ্রীল প্রভুপাদ সাউরী-প্রপন্নাশ্রমে পৌছিলে তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দ ও শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। প্রভুপাদ সেই রাত্রি ৩টার সময় তাঁহাদের সহিত বালিঘাই-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন বেলা ৯টায় তাঁহারা বালিঘাই-উদ্ধবপুরের বাজারে পৌছিলে স্থানীয় বৈষ্ণব-পক্ষীয় ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে অভ্যর্থনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। তৎপরে প্রসাদাদি সম্মান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বালিঘাই গ্রাম, বাজার এবং বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর উপবেশন-যোগ্য নব-নির্ম্মিত সভামণ্ডপটি পরিদর্শন করিলেন।

প্রভুপাদের অভ্যর্থনা

তৎপর দিবস (২২শে ভাদ্র, ৮ই সেপ্টেম্বর) সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল। অতএব পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব-গোস্বামী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সেই দিনের কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। অপর পক্ষে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পণ্ডিত বিচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈষ্ণবগণের পক্ষে শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতের সংখ্যার অল্পতা দেখিয়া আনন্দে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

পূর্ব্বাহ্ণে পরামর্শ

বৈষ্ণব-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২২শে ভাদ্র (১৩১৮), ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯১১) শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রথম দিবসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথমেই সভাপতি দেবগোস্বামী মহাশয় ও পণ্ডিত সার্ব্বভৌম গোস্বামী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ উচ্চ কণ্ঠে "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" নামক প্রবন্ধের 'ব্রাহ্মণ' শীর্ষক অধ্যায়টি পাঠ করিলে অপর পক্ষীয় পণ্ডিতগণ প্রভুপাদের অসামান্য প্রতিভা এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশ্লেষণপূর্ণ বিচারের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে নিরপেক্ষ শ্রোতৃবর্গের পক্ষ হইতে

প্রভুপাদের অভিভাষণ

মুহুর্মুহু বিপুল আনন্দ-ধ্বনি হইতে থাকিল। ইহাতে অপর পক্ষীয় কতিপয় অপস্বার্থপর ব্যক্তি প্রমাদ গণিয়া গণ্ডগোল আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামীজী উঠিয়া তখন সকলকে উচ্চ সম্বোধনে শান্ত করিয়া বলিলেন,—'শ্রীল সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়ের বক্তব্য আপনারা শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করুন, তৎপরে আপনাদের যাবতীয় বক্তব্য বলিবেন।' ইহার পরে আরও দুই দিন সভার অধিবেশন হইল। সভায় অপর পক্ষীয় কর্ম্মজড়-স্মার্ত ও তদনুগ লৌকিক আচার্য্য-সন্তান-নামে পরিচিত ব্যক্তিগণের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল,—

১। শূদ্রকুলে উদ্ভূত ব্যক্তি যদি শাস্ত্রীয় বৈষ্ণব-বিধান-মতে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন, তাহা হইলেও তাঁহার শালগ্রাম-পূজায় অধিকার নাই।

২। শৌক্রবিচারপর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে কেহ বৈষ্ণবের যাবতীয় কৃত্যে অধিকার পাইতে পারেন না, তিনি উত্তম অধিকারী হইলেও কখনও দীক্ষা-দাতা আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন না, ইত্যাদি।

পণ্ডিতবর মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, রামানন্দ দাস বাবাজী, ভক্তিতীর্থ মহাশয়—সকলেই বৈষ্ণবের শালগ্রাম-পূজা ও বেদ-পাঠাদিতে নিত্যসিদ্ধ অধিকার-সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে বক্তৃতা করিলেন। শেষের দিন শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দুই ঘণ্টা-কাল একটি মৌলিক অভিভাষণ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিশেষ-ভাবে শাস্ত্র-যুক্তি-দ্বারা বুঝাইলেন। অপর পক্ষীয়গণ পূর্ব্বদিন কিছু কিছু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষের দিন তাঁহারা নির্ব্বাক্ হইয়া ধীরে ধীরে সকলেই সভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কাহারও কোন প্রতিবাদের শক্তি থাকিল না। তখন সেই সভাস্থলে সহস্র-সহস্র কণ্ঠে বৈষ্ণবগণের '**জয়**' বিঘোষিত হইল।

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য

সভাভঙ্গের পর তথায় আর একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রকাশিত হইল। যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ইহা দেখিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় সমবেত শ্রদ্ধাশীল জনস্রোত শ্রীল প্রভুপাদের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য প্রবল আগ্রহভরে ধাবিত হইতে-ছিলেন। এই বিরাট্ জন-স্রোতের দ্বারা পাছে প্রভুপাদের শ্রীঅঙ্গ কোনরূপে আহত হয়, এই আশঙ্কায় কএকজন ব্যক্তি একটি বড় গাম্লার মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপদযুগল জোর-পূর্ব্বক স্থাপন করিয়া তথায় প্রায় আট দশ কলসী জল ঢালিয়া দিলেন এবং প্রভুপাদকে সেখান হইতে নিরাপদে স্থানান্তরিত করিলেন। প্রভুপাদ অপরকে পদধূলি বা পাদোদক-প্রদানে বিশেষ অনিচ্ছা ও অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও উক্ত জনস্রোতের হস্ত হইতে প্রভুপাদকে রক্ষা করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দেখিতে দেখিতেই বিরাট্ জনসঙ্ঘ শ্রীল প্রভুপাদের এই পাদোদক বিন্দু বিন্দু করিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য

শ্রীল প্রভুপাদ পরদিনই কলিকাতায় 'ভক্তিভবনে' প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট প্রণত হইয়া যখন বালিঘাই-সভার পূর্ণ সাফল্যের সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন ঠাকুরের শ্রীমুখমণ্ডলে ও শ্রীবাণীর মধ্যে যে আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত অপরের অনুভব অসম্ভব।

১৩১৮ সালের পৌষ মাসে (ইংরাজী ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাস) আমি প্রভুপাদের সহিত কলিকাতার রামবাগানস্থিত ভক্তিভবনে আসি। ঐ সময়ে আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্ম-সেবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। ঐ পৌষ মাসে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী কলিকাতায় আসেন।

১৬ই পৌষ (১৩১৮), ১লা জানুয়ারী (১৯১২) এলাটীর শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয় বালিঘাই-উদ্ধবপুরের দুই জন লোক-সহ ভক্তিভবনে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদের সহিত বালিঘাই-সভার সম্বন্ধে অনেক কথা হইল।

রামসদন সিংহ প্রভৃতি

এই দিবস বৈকালে নদীয়া মহেশগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিলেন এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দর্শন করিয়া গেলেন। রামসদন সিংহ মহাশয় সম্রাটের আগমন-উপলক্ষে ত্রিপুরা হইতে কলিকাতায় আসিয়া ভক্তিভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রায়ই শ্রীল প্রভুপাদের সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন।

পরদিন (১৭ই পৌষ, ২রা জানুয়ারী) শ্রীল প্রভুপাদের সহিত নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া সাল্‌খিয়ায় পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তথায় উক্ত গোস্বামী মহাশয়ের নিকট এলাটীর শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয়কেও

মধুসূদন গোস্বামী

দেখিলাম। বালিঘাই-উদ্ধবপুরের সভার পরে অপর পক্ষ যে-সকল শাস্ত্র-বিরুদ্ধ প্রচারাদি করিতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য,—এই বিষয়ে অনেক কথা তথায় আলোচিত হইল। তখন মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থখানা দেখিলাম। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' ও 'জৈবধর্ম্ম'—এই দুই খানি গ্রন্থ তাঁহার সার্ব্বকালিক সঙ্গী এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতার প্রধান অবলম্বন। তিনি যেখানেই যান, সেখানেই এই গ্রন্থ দুই খানি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং গ্রন্থদ্বয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়-সমূহ প্রচার করিবার যত্ন করেন। ইংরাজী ১৯০১ সালে শ্রীবৃন্দাবনের পণ্ডিতপ্রবর বনমালী গোস্বামী মহাশয় একটি পত্রে প্রভুপাদকে জানাইয়াছিলেন যে, 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' ও 'জৈবধর্ম্ম' পড়িয়াই তিনি গোস্বামিগণের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়ের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ বহুক্ষণ আলাপ করিয়া রাত্রি ৯ টায় ভক্তিভবনে ফিরিলেন।

বালিঘাই-সভার পরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীল প্রভুপাদ যখন ডাঃ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন রসিক

বাবু বলিয়াছিলেন যে, পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাকে জানাইয়াছেন,—'আপনি বৈদিক মন্ত্রের তাৎপর্য্য জানিবার জন্য আমার নিকট পত্র লেখেন কেন? আপনার বাড়ীর কাছেই পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয় আছেন, তাঁহার নিকটই ত' বৈদিক মন্ত্রার্থ জানিয়া লইতে পারেন।'

১৮ই পৌষ, ৩রা জানুয়ারী তারিখে গোস্বামী মহাশয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শনার্থ ভক্তিভবনে আসিয়াছিলেন। তখন ঠাকুরের প্রতি তিনি বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণ প্রদর্শন করিলে ঠাকুর তাঁহার তদানীন্তন অসুস্থের অবস্থায়ও গোস্বামী মহাশয়কে আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—'গোস্বামি-সন্তানদিগের মধ্যে একমাত্র আপনিই আমার মহাপ্রভুর পক্ষে আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা রক্ষার জন্য আপনি যত্ন করিতেছেন দেখিয়া আমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে।' কিছুদিন পূর্ব্বে বালিঘাই-উদ্ধবপুরের সভায় উক্ত গোস্বামী মহাশয় 'গোস্বামী' নামধারী বহু ব্যক্তি ও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের বাধা-সত্ত্বেও নির্ভীকভাবে বৈষ্ণবদিগের পক্ষ হইতে নিরপেক্ষ কথা বলিয়াছিলেন; তাহারই উল্লেখে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐরূপ আনন্দ প্রকাশ করেন। গোস্বামী মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ঐরূপ আনন্দ-প্রকাশের উত্তরে বলিলেন,—'আপনি যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীরত্ন রাখিয়া যাইতেছেন, ইনিই শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণকে ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। বালিঘাই-উদ্ধবপুরের সভায় ইনি যে শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই।'

ভক্তিভবনে মধুসূদন গোস্বামী

গোস্বামী মহাশয় তখন সত্যকথা-প্রচারে শ্রীল প্রভুপাদের অসামান্য নির্ভীকতা, অতুলনীয় ঐকান্তিকতা ও অদম্য চেষ্টার বহু নিদর্শনের কথা শতমুখে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ-বৈভব

অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য-চরিত্রের বিবিধ প্রসঙ্গ

"একমাত্র কৃষ্ণৈক-প্রপন্ন সজ্জনই নিজোপকারক ও সর্ব্বোপকারক। শুদ্ধভক্ত সর্ব্বদাই অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত। আবার 'মিছাভক্ত'গণের দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার চেষ্টাও তাঁহার হৃদয়ে একান্ত বলবান।" *

—শ্রীল প্রভুপাদ

আন্দুলের দামোদর দত্ত চৌধুরী নামক জনৈক চিত্রকর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন। আমি কএক দিন কলিকাতায় থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ৭ই জানুয়ারী (১৯১২) গোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া ৮ই জানুয়ারী শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তনে পৌঁছিলাম। এই দিন (৮ই জানুয়ারী) ভারত-সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ কলিকাতা ত্যাগ করেন।

১৩১৮ সালের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা-উৎসবের প্রায় একমাস পূর্ব্বে বনগ্রাম হইতে পরমা ভক্তিমতী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা বিদ্যুল্লতা দেবী শ্রীব্রজপত্তনে আসেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং পরমত্যাগী মহাভাগবত-জ্ঞানে তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। তিনি নানারূপ ব্যঞ্জনাদি রন্ধনে সিদ্ধহস্তা। তাঁহার নিকট হইতে আমি অনেক প্রকার রুচিকর, নৈবেদ্য-রচনা ও রন্ধন-কার্য্য শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ ও দিদি ঠাকুরাণী আমাকে পূর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে স্নেহভরে 'পরমানন্দ' বলিয়া ডাকিতেন, তাই পরবর্ত্তিকালে আমি এই নামেই পরিচিত।

শ্রীযুক্তা বিদ্যুল্লতা দেবী

ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় এই বৎসর শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অসুস্থতার জন্য এই মহোৎসবে আসিতে পারিলেন না। তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ উৎসবের যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ভক্তিভবনের পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা মাতা-ঠাকুরাণী (শ্রীল প্রভুপাদের জননী) কলিকাতা হইতে বহু মহিলা ভক্তসহ মহোৎসবের সাত আট দিন পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে আসেন। গঙ্গাদেবী তখন ভারুই-ডাঙ্গার নিকটস্থ ঘাটে প্রবাহিতা থাকায় নবদ্বীপ হইতে যাঁহারা উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে নৌকাযোগে ভারুইডাঙ্গার ঘাটে নামিয়া আসেন।

* সঃ তোঃ ২১ খঃ ১সং ১০পৃঃ

শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুনিয়াছি,—আমি শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার (১৩০৭—১৩০৮ বঙ্গাব্দ) অনেক দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনের রাধারমণ-ঘেরা হইতে শ্রীগোপালভট্ট-পরিবারের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয় সস্ত্রীক শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রভুনাথ মিশ্র নামে তাঁহার একজন ব্রাহ্মণ-সেবক আসিয়াছিলেন। প্রভুনাথ অতি সরল এবং ভক্তিমান ব্যক্তি—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি। শ্রীযুক্ত বনমালী লাল গোস্বামী মহাশয় স্নিগ্ধ ভক্ত এবং শ্রীল প্রভুপাদের অকৃত্রিম বন্ধু। গোস্বামী মহাশয় যখন শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন, তখন প্রভুনাথ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীযোগপীঠে থাকিয়া শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-সেবালাভের প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে প্রভুনাথ মহাপ্রভুর বাড়ীতে থাকেন ও অর্চ্চন-কার্য্য করেন। প্রভুনাথকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বড় ভালবাসিতেন। এই প্রভুনাথের প্রীতির জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীউপদেশামৃতে'র টীকা ও ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। তাই আমরা ঠাকুরের 'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি' টীকার উপসংহারে দেখিতে পাই,—

প্রভুনাথ মিশ্র

"আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদ্‌গোস্বামি-বনমালিনঃ।
তথা শ্রীপ্রভুনাথস্য সুধায়াত্মনিবেদিনঃ॥"

প্রভুনাথ শ্রীমন্দিরে একান্তভাবে সেবা-কার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন হঠাৎ ভাগ্যক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে আলোকময় মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। প্রভুনাথ খুব সরল ও প্রভুপাদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

১৩১৯ সালে গোপাল সাউ নামে গঞ্জাম জেলার এক ভক্ত বিপ্র শ্রীযোগপীঠে থাকিয়া ঠাকুর-সেবা করিতেন। এই পূজারীর ভীষণ শূলব্যাধি ছিল। ব্যাধির যাতনায় গোপাল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করিয়া অতি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এই যাতনা দেখিয়া ব্যথিত হন। একদিন রাত্রিকালে গোপাল রোগ-যন্ত্রণায় শ্রীমন্দিরের বারান্দায় পড়িয়া আছেন, এমন সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, অভাবনীয় মধুর আলোক দেখিতে পাইলেন। তদবধি এই শূলব্যাধি আর তাঁহাকে কষ্ট দেয় নাই।

গোপাল সাউ পূজারী

১৩১৯ সালের শেষভাগ হইতে প্রায় বৎসরাবধি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীকৃষ্ণ পূজারী নামে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর বাড়ীতে ঠাকুর-সেবার কার্য্য করেন। ১৩২০ সালের মাঘ মাসে ধূলটের (বসন্ত গানোৎসবের) সময় একদিন শ্রীকৃষ্ণ পূজারী রাত্রি ২ টার সময় হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রজপত্তনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় পূজারী বলিলেন যে, সেই রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভু ভীষণ নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে তাঁহার বুকের উপর উঠিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—"তুই আমার প্রণামী আত্মসাৎ করিয়াছিস্, অতএব তুই এখনই

শ্রীকৃষ্ণ পূজারী

আমার বাড়ী হইতে পলায়ন কর, নচেৎ আমি তোকে বিনাশ করিব।" পূজারী এই কথা বলিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল, কিন্তু তিনি কিছুতেই কোন কথা শুনিতে চাহিলেন না। (তাঁহার দুই মাসের বেতন বাকী ছিল, উহা দিতে চাহিলে তিনি এক কপর্দ্দকও লইলেন না) সেই রাত্রেই তিনি পদব্রজে কলিকাতা হইয়া নিজের দেশে চলিয়া গেলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুমে

১৩১৯ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতা 'ভক্তিভবন' হইতে শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে আগমন করেন। এই সংবাদ পাইয়াই শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে ব্রজপত্তন হইতে তথায় পাঠাইয়া দেন। পরদিন প্রভুপাদও তথায় আসিলেন। এই সময় প্রভুপাদ জুরার হইয়া কৃষ্ণনগর গেলেন। সে-দিন ফিরিয়া আসিয়া আবার ২৬শে জ্যৈষ্ঠ নৌকাযোগে আমরা কৃষ্ণনগরে যাই। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ সেসনে একটি ডাকাতি মোকদ্দমায় ফোরম্যান্ হইয়া জুরীতে বসিলেন। মোকদ্দমাটি তিন চারি দিন চলিল; আমরা সেই কএকদিন নৌকাতেই কাটাইয়া শ্রীমায়াপুরে ফিরিলাম।

জগতের প্রতি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষা

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কএক মাস শ্রীগোদ্রুমে থাকিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। ঠাকুর ট্রেণে কোথাও যাইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সঙ্গী লোকদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিতেন এবং নিজেও প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি শিক্ষা দিতেন যে, হরিভজন করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্লেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। ঠাকুর বলিতেন,—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্য ধ্রুবমর্থদম্।"
—ভাঃ ৭।৬।১

যাঁহারা অন্তিমকালের জন্য হরিভজন রাখিয়া দেন, তাঁহাদের জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গানটি রচনা করিয়াছিলেন,—

জীবন-সমাপ্ত-কালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহ-সুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥

১৯৩৮

ঐ গানের উপসংহারে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ জাগতিক পাটোয়ারী বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির কপটতা ছেদন করিয়া গাহিয়াছেন,—

সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন,
ঋণত্রয় শোধিবারে করি:ছি সুযতন,
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে, যাবে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধু-চরণ সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক—ইথে তর্ক অকারণ॥—কল্যাণকল্পতরু

শ্রীল প্রভুপাদ ২রা ভাদ্র (১৩১৯) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত প্রাতঃকালের ট্রেণে কলিকাতায় গেলেন। প্রভুপাদের কামরায় বসিয়া নাকাশীপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় তাঁহার দুইটি অল্পবয়স্ক পুত্র (শিবেন্দ্র ও শচীন্দ্র) সহ কলিকাতা যাইতেছিলেন। প্রভুপাদ একখানি হাতপাখায় ঠাকুরকে বাতাস করিতেছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু প্রভুপাদের নিকট ঐ পাখা খানি প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—'আমাকে মহাপুরুষের একটু সেবা করিবার অধিকার দিন।' প্রভুপাদ পাখা খানি দিলে দেবেন্দ্র বাবু ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বাতাস দিতে দিতে শিয়ালদহ পর্য্যন্ত আসিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

১৩১৯ সালের ৯ই কার্ত্তিক কলিকাতায় কালীঘাট হইতে আশুবাবু (স্বধামগত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী), শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ব্যাণ্ডো), শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিলাত-প্রত্যাগত সিভিলিয়ান্‌দিগের বাঙ্গালা-ভাষার শিক্ষক শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু শ্রীমায়াপুর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দুই তিন দিন ব্রজপত্তনে থাকিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

ব্রজপত্তনে শ্রোতৃবৃন্দ

বিবাহিত ব্যক্তির প্রতি উপদেশ

শ্রীযুক্ত শম্ভু বাবু নূতন বিবাহ করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদের নিকট তাঁহার বিবাহিত জীবনে কিরূপভাবে হরিভজন করিবার সুযোগ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করেন। প্রভুপাদ শম্ভুবাবুর পক্ষে বিবাহিত জীবনে হরিভজনের অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবে বলিলে শম্ভুবাবু ইহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলেন বলিয়া মনে হইল। ইহার পরে ১১ই কার্ত্তিক শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শম্ভুবাবু প্রভৃতি আমরা কএকজন আমাদের নিজের নৌকায় চড়িয়া কুলিয়ার চড়ায় শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইলাম। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট অন্যান্য কথার পর শম্ভুবাবুর বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়ায় তিনি

জগৎ জীবভোগ্য নহে, কৃষ্ণভোগ্য

(পরমহংস বাবাজী মহারাজ) বলিলেন,—'বেশ শম্ভুবাবু বিবাহ করিয়াছেন ত' ভালই, এখন তিনি প্রত্যহ নিজ-হস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিণীকে সেবন করাইয়া বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে সহধর্ম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রতি ভোগ্য বুদ্ধির পরিবর্ত্তে ন্যূনাধিক সেব্য গুরুবুদ্ধি করিবেন, তাহা হইলেই শম্ভুবাবুর মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু; তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ-সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা-বুদ্ধিতে সম্মান করুন।'

শম্ভুবাবু শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই আদেশ শুনিয়া পথে আসিতে আসিতে অত্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিলেন,—'বাবাজী মহারাজ আমাকে এ কি আদেশ করিলেন!' শম্ভুবাবু প্রভৃতি কএকজন গোদ্রুম হইয়া কলিকাতায় গেলেন। আমি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুর ব্রজপত্তনে ফিরিলাম।

রিটার্ণ টিকিট ও বাবাজী মহারাজের উপদেশ

অন্য একদিন শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমি, প্রবোধ বাবু, নকুল বাবু প্রভৃতি কএক জন শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমরা বাবাজী মহারাজের নিকট শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের পরিচয় করাইয়া দিলে বাবাজী মহারাজ প্রবোধ বাবুকে বলিলেন,—'বেশ ভাল, এখানে আসিয়াছেন, এখন এখানে থাকিয়া হরিভজন করুন।' প্রবোধ বাবুর বাড়ী কলিকাতায়, তিনি বলিলেন,—'আমি ত' রিটার্ণ টিকিট করিয়া আসিয়াছি।' ইহাতে বাবাজী মহারাজ যেন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—'আপনি রিটার্ণ টিকিট করিয়া আসিয়াছেন! তাহা হইলে আমার নিকট আসিলেন কেন? ফিরিয়া চলিয়া যাইবার জন্য আমার নিকট আসা নিষ্প্রয়োজন; যাঁহারা চিরতরে আসিয়া হরিভজন করিবেন, তাঁহারাই শ্রীধামে আসেন আমি জানিতাম।'

সাধুসঙ্গ কিরূপে হয়?

শ্রীল বাবাজী মহারাজ ইহা দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমরা কেবল কৌতূহল-নিবারণোদ্দেশ্যে সাধুর চেহারা-মাত্র দেখিবার জন্য যে অন্যাভিলাষ লইয়া সাধুর নিকটে যাই বা কেবল-মাত্র দেশ দেখিবার জন্য তীর্থে গমন করি, তদ্দ্বারা প্রকৃত-প্রস্তাবে সাধুসঙ্গ বা তীর্থ-পর্য্যটনের ফল লাভ হয় না; তীর্থ গমনের মুখ্যফল—সাধুসঙ্গ-লাভ। অকৃত্রিম সাধুর শ্রীচরণে চিরতরে অহৈতুকভাবে আত্মসমর্পণ না করিলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ হয় না। প্রকৃত সাধুর শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ-পূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত অনুক্ষণ সাধুর আদর্শের অনুগমনই—সাধুসঙ্গ। 'সঙ্গ' অর্থে—সম্যক্ গমন। রিটার্ণ টিকিট ক্রয় করিয়া সাধু-দর্শনে আগমন করিলে অর্থাৎ ভোগপর বিষয়-

জীবের প্রতি শিক্ষা

সেবায় পুনরায় ফিরিয়া যাইবার বুদ্ধি থাকিলে আমাদের সাধু-চরণে আত্মসমর্পণ হয় না এবং অকৈতব হরিভজনের কথাও কর্ণে প্রবেশ করে না। এখনও আমরা শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই উপদেশ সকলের নিকট কীর্ত্তন করিতে শুনিয়া থাকি। প্রভুপাদ বলেন,—যাঁহারা রিটার্ণ টিকিট করিয়া দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করিতে আসেন, তাঁহাদের কর্ণে কখনও হরিভজনের সম্পূর্ণ অকৈতব কথা প্রবেশ করে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদও তাঁহার 'শরণাগতি'তে এ সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ একযোগসূত্রে গ্রথিত। যেরূপ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে কোন ভেদ নাই, সেরূপ শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশে কোন প্রকার পার্থক্য নাই, কেবল বিচিত্রতার চমৎকারিতা আছে। বস্তুতঃ এই তিন জনের উপদেশই এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের অহৈতুকী সেবার উদ্দেশ্যে গ্রথিত। ঠাকুরের শরণাগতির গীতিটি এই,—

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমিত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে॥
তব নিজ-জন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম আনন্দে,
প্রতিদিন হ'বে তাহা॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতি বিনোদ, তোমারে পালক,
বলিয়া বরণ করে॥

বিংশ-বৈভব

সত্যবাণী-প্রচার, মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন ও রাঢ়দেশ-ভ্রমণ

The Lord desires His word to be preached to all living beings. * * * A day will come when His word will be preached everywhere all over the world through the medium of all the languages including the language of animals and plants when this will be practicable. *Gaurasundara* will in the fullness of time raise up fit preachers in every part of the world and in numbers amply sufficient for His Purpose. *

—His Divine Grace Prabhupad

১৩১৯ সালে যখন কুলিয়া-নবদ্বীপের চড়ায় মাননীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের আহূত বৈষ্ণব-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল, তখন আমি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তথায় গিয়াছিলাম। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ প্রার্থনায় প্রভুপাদ তথায় উপস্থিত হইলে মহারাজ-বাহাদুর প্রভুপাদকে দণ্ডবৎপ্রণাম-পূর্ব্বক সাদর সম্বর্দ্ধনা করেন। সমাগত অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। বহু ব্যক্তির সহিত প্রভুপাদের আলাপ হইল ; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে প্রভুপাদের সহিত বিশেষ বিশ্রম্ভভাবে আলাপ করিতে দেখিলাম। কএক বৎসর পূর্ব্বে এই গোস্বামী মহাশয় যখন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, তখন তিনি তাঁহার জীবনের আশা নাই জানিয়া শ্রীল প্রভুপাদকেই বৈষ্ণব-জগতের সুযোগ্য সংরক্ষক ও পণ্ডিত-বিবেচনায় তাঁহার গ্রন্থাগারের কএকখানি বৈষ্ণব-গ্রন্থ এবং কতিপয় গ্রন্থের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি প্রদান করিয়াছিলেন।

কাশিমবাজার-সম্মিলনী কুলিয়ায়

ঐ সভা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় সভায় আগত কএকটি কলেজের ছাত্র আমাদের সঙ্গে শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (পরে এম্-এ,বি-এল্ এবং য়্যাড্ভোকেট্,দেশনেতা) অন্যতম। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুরের পারে গঙ্গার ধারে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভুপাদ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অকৃত্রিম হরিকীর্ত্তনোৎসব ও বৈষ্ণব-নামধারী অপসম্প্রদায়ের

* The Harmonist Vol XXV No I. p. 5.

ব্যবহারিকতারই চিত্রবিশেষ মালপোয়া-মহোৎসবাদির মধ্যে পার্থক্য তাঁহাদিগকে বিশেষ-ভাবে বুঝাইয়া দেন। মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে বর্ত্তমানে যে-সব অনাচার, অবিচার চলিতেছে, তাহার আমূল উৎপাটনের জন্য আচারবান্ বৈষ্ণবগণ চেষ্টা না করিলে কোন দিনই জগতের লোক বাস্তব উপকার পাইতে পারিবে না—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শুনিবার পর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু খুব আবেগের সহিত বলিয়াছিলেন,—'আপনি যদি আদেশ করেন এবং শক্তি দেন, তবে আমরা জীবন পণ করিয়া সমস্ত উলট্-পালট্ করিয়া দিয়া বৈষ্ণব-জগতে আবার একটি নূতন স্রোত আনিয়া দিতে পারি। আপনার ন্যায় মহা-পুরুষের শক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যাইতে পারে।' আমরা যখন কলিকাতা ৪নং সা-নগর-লেনের বাড়ীতে ছিলাম, তখন (১৩২০ সালে) উক্ত সত্যেন্দ্র বাবু শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শুনিবার জন্য আরও দুই তিন বার আসিয়াছিলেন। পরে তিনি হরিভজন অপেক্ষা দেশ-সেবাকে বহুমানন করিয়া দেশের নেতা হইয়াছেন।

শুনিয়াছি, প্রায় চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সহর-নবদ্বীপে 'কলিকাতার আখড়ায়' শ্রীল প্রভুপাদ একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন ; তাহাতে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভাগবতের তারতম্য-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আধুনিক ভাগবত-ব্যবসায়ী কোন প্রসিদ্ধ পাঠক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জীবনে এই প্রথম শুনিতে পাইলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্ত-গণের মধ্যে ঐরূপ তারতম্যের কথা আছে। "প্রাকৃত ভক্ত" কথাটি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে 'ভক্তাভাস', 'ভক্তপ্রায়', 'প্রাকৃত' ও 'মাটিয়া' প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

কুলিয়ায় প্রভুপাদের বক্তৃতা

কতকগুলি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি "শাস্ত্রে কোথায়ও গৌরমন্ত্র নাই"—এইরূপ একটা আন্দোলন করিতেছিলেন। তাঁহাদের এই আন্দোলনের প্রতিবাদে সহর-নবদ্বীপে বড় আখড়ায় একটি প্রতিবাদ-সভা হয়। এই সভায় শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে স্বধামগত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে এই সভায় যোগদান করেন। সম্বলপুরের শ্রীমধুসূদনদাস কৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্' নামক সংস্কৃত-ভাষ্য-সহ 'শ্রীচৈতন্যোপনিষদে'র যে সংস্করণটি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকাশ করাইয়াছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমি সেই গ্রন্থখানি সঙ্গে লইয়া তাঁহারই অনুগমনে উক্ত সভায় উপস্থিত হই। ঐ সভার একজন বিশিষ্ট বক্তা পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয়কে প্রভুপাদ অথর্ব্ববেদান্তর্গত 'শ্রীচৈতন্য-উপনিষদ্' হইতে কএকটি বিষয় এবং কোথায় কোথায় শ্রীগৌর-মন্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। ইহা আজও আমার স্মৃতিপটে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কুলিয়ায় 'গৌরমন্ত্র'-সভা

তৎপর দিবস সপুত্র পণ্ডিতবর মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় এবং শ্রীবৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ শা-জীর মন্দিরের মালিক, শা-জীর রাণী প্রভৃতি কএকজন শ্রীমায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্রজপত্তন হইতে ২১শে অগ্রহায়ণ (১৩১৯), ৬ই ডিসেম্বর (১৯১২) কলিকাতায় গেলেন। প্রভুপাদের সঙ্গে পাইক পিজরুদ্দি সেখও গিয়াছিল। ৫ই মাঘ (১৩১৯) তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে পুনরায় ব্রজপত্তনে আসিলেন। তখন প্রেস্-আইনের কঠোরতা-হেতু মফঃস্বলে প্রেস্ স্থাপন করা দুঃসাধ্য ছিল। প্রভুপাদ বলিলেন,—'প্রেসের জামিন মাপ পাইবার জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে, পুলিসের তদন্ত হইতে আরও আট দশ দিন সময় লাগিবে।' শ্রীল প্রভুপাদ আট নয় দিন ব্রজপত্তনে থাকিয়া পুনরায় কলিকাতা গেলেন। ২০শে মাঘ তারিখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গোদ্রুমে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া আমি তৎপর দিবস তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শন-পূর্ব্বক কলিকাতা ভক্তিভবনে গেলাম।

মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা

কলিকাতা কালীঘাটের দিকে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার জন্য একটি বাড়ী ভাড়ার চেষ্টা হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর কালীঘাটে ৪নং সানগর-লেনে একটি বড় বাড়ী এক বৎসরের জন্য মাসিক ছয়ত্রিশ টাকা ভাড়ায় লওয়া হইল। "এই বাড়ীটিতে ভূত আছে"—এইরূপ জন-প্রবাদে বাড়ীর মালিক অল্প ভাড়াতেই স্বীকৃত হইলেন। ২৩শে মাঘ তারিখে আমরা ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। বাড়ীটি চারি মহল, চারিদিকে দোতলার সমান উচ্চ প্রাচীর, ভিতরে ঘাট-বাঁধান পুকুর, ফোয়ারা, টেনিস্ খেলিবার গ্রাউণ্ড, হরিণ ও ময়ূর থাকিবার ঘর। তিন চারিটি কাঁঠাল গাছ প্রভৃতিও এই বাড়ীর মধ্যে ছিল।

সানগরে 'ভাগবত-যন্ত্র'

২৭শে মাঘ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসবের জন্য আমি শ্রীমায়াপুরে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-জন্মোৎসবের দিন (২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩) ডাঃ শ্রীযুক্ত ললিতলাল ঘোষ (পরে শ্রীযুক্ত ললিতলাল ভক্তিবিলাস) তাঁহার এক পুত্র, স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীসহ শ্রীমায়াপুরে আসিলেন। তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবা প্রকাশ করিবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। সঙ্গী লোকদিগকে দেশে রাখিয়া শীঘ্রই তিনি শ্রীমায়াপুরে চলিয়া আসিবেন বলিয়া তিন চারি দিন পরে সঙ্গি-গণ-সহ দেশে ফিরিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনে একটি বেড়া দিবার ভার আমার উপর দিয়া গেলেন :

শ্রীবাস-অঙ্গনে সেবা-প্রকাশ

আমরা কালীঘাটে থাকা-কালে শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু, শম্ভু বাবু, নকুল বাবু, নৃসিংহ বাবু, বিপিন বাবু, প্রবোধ বাবু, মৃণাল বাবু প্রভৃতি অনেকেই প্রভুপাদের নিকট যাতায়াত করিতেন। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদি হইত এবং শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা বলিতেন। আমি তখনও খুব ছোট, তাই আমার অভিভাবকেরা বাড়ী হইতে খুব উৎপাত করায় তখন আমি তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য কালীঘাটের স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। আর্টস্কুলের ছাত্র মধুসূদন দাস, নকুল বাবুর ষ্টুডিওর কুঞ্জবিহারী দাস, ই-বি রেলওয়ের কর্ম্মচারী রাস-বিহারী দাস (পরে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ), অমরেন্দ্রনাথ বসু (পরে

সানগরের বাড়ীতে

বৈভব

শ্রীঅদ্বৈতানন্দ দাসাধিকারী), প্রেসের কম্পোজিটার দ্বিজপদ সরকার, বৈষ্ণবদাস এবং আমি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সানগরের বাড়ীতে থাকিতাম। দুইজন শিষ্যসহ সাউরীর শ্রীযুক্ত সীতানাথ দাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ মহাশয় এবং বরিশাল বানরীপাড়ার শ্রীযুক্ত প্রমোদ-বিহারী গুহঠাকুরতা (পরে শ্রীযুক্ত পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ) ঐ বাড়ীতে আসিয়া কএক দিন ছিলেন। এখানে প্রমোদ বাবু, বৈষ্ণবদাস, মধুসূদন ও আমি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ১৯শে শ্রাবণ (৪ঠা আগষ্ট, ১৯১৩) তারিখে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করি।

বহুদিন পরে জামিন মাপ হইলে প্রেসের ডিক্লারেশন্ দিয়া আঢ্যদের দোকান হইতে একটি সুপার্ রয়েল্ হ্যাণ্ড্ প্রেস্ ক্রয় করিয়া উক্ত ৪নং সানগরের বাড়ীতে ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে প্রভুপাদ 'শ্রীভাগবত-যন্ত্র' স্থাপন করিলেন ; ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে

শ্রীভাগবত-যন্ত্র

মে (১৯১৪) তারিখে প্রেসে প্রথম ফর্মা ছাপা হইল। পরে ঐ সানগরে থাকা-কালেই ঐ প্রেসে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' দ্বিতীয় সংস্করণের কএক খণ্ড, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকাসহ 'গীতা,' 'শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়' (সংস্কৃত) মহাকাব্য প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ ছাপা হয়। এই সানগরের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি) সানগরস্থিত তাঁহার কোন পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকিয়া চাকুরি করিবার সময় মাঝে মাঝে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আসিতেন।

আগন্তুক ভক্তগণের মধ্যে একদিন একজন কীর্ত্তনের একটি গানে আখর দিবার সময় 'ভুবনমোহিনী রাধে'—এইরূপ উক্তি করেন। তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ উক্তিকে সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া বর্ণন করেন এবং বলেন যে, শ্রীমতী রাধিকা ভুবনমোহন অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণেরও মনোমোহিনী, সুতরাং তাঁহাকে 'ভুবনমোহিনী' বলা সঙ্গত নহে ; 'ভুবন-মোহনমনোমোহিনী' বলাই সিদ্ধান্ত-সঙ্গত। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমতী বার্ষভানবী-সম্বন্ধে শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত-সমূহ কীর্ত্তন এবং প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজে শ্রীমতী বার্ষভানবীর নাম লইয়া মাতামাতির ছলনায় যে-সকল প্রাকৃতবুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহাও নিরাস করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

এক বৎসর সানগরে থাকিবার পর ১৩২০ সালের মাঘ মাসে শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তনে শ্রীভাগবত-যন্ত্র স্থানান্তরিত হইল।

একবিংশ-বৈভব

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিত্যলীলাপ্রবেশ, প্রভুপাদের 'সজ্জনতোষণী' ও 'অনুভাষ্য'

"ঠাকুর অপ্রাকৃত মহাকবি শ্রীরূপের অভিন্ন কলেবর ছিলেন। প্রাকৃত কবি দ্রষ্টা বা ভোক্তার অভিমানে মায়ার বিলাস-দর্শনে মুগ্ধ; কিন্তু আমাদের ঠাকুর স্বরূপশক্তিবিলাসী শক্তিমান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবায় মুগ্ধ। প্রাকৃত কবি প্রকৃতি-সম্বন্ধি বিরাট্ বা বিশ্বরূপে লোলুপ, কিন্তু আমাদের ঠাকুর প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে মপ্রণয়বিকৃতি শ্রীনন্দনন্দনের রূপসেবার মূর্ত্তবিগ্রহ। "হরিভজন কর, করাও"—ইহাই ছিল তাঁহার জিহ্বার ও লেখনীর ভাষা। বিষয়-কথা-কীর্ত্তনে তিনি সর্ব্বদাই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন।"

১৩২০ সালের মাঘ মাসেই আমি কলিকাতার স্কুল হইতে ট্রান্স্ফার সার্টিফিকেট লইয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিলাম এবং সহর-নবদ্বীপের হিন্দু-স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম।

কুলিয়ায় বিসূচিকার প্রকোপ

কুলিয়া-নবদ্বীপে একটি বাসা ভাড়া করিয়া কখনও তথায় অবস্থান করি, কখনও বা শ্রীমায়াপুর হইতে কুলিয়ায় যাতায়াত করি। বসন্ত বাবুর ভ্রাতা আশুবাবু (স্বধামগত প্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী) ও আমি কুলীয়া-নবদ্বীপে পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলাম। মাঘমাসে ধূলটের সময় সহর-নবদ্বীপের চারিদিকে মহামারীর ন্যায় বিসূচিকা-রোগ ব্যাপ্ত হইল। আমি তখন স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া শ্রীমায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট কএকদিন থাকিয়া পুনরায় সহর-নবদ্বীপে আসিলাম। তখনও নবদ্বীপে বিসূচিকা-ব্যাধি প্রশমিত হয় নাই। আতঙ্কে আমাকেও ঐ ব্যাধি আক্রমণ করিল, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। তখন সহর-নবদ্বীপের মহানুভব ডাক্তার প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-ডি মহাশয় সারা রাত্রি আমার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া পরম যত্নে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আমার ঐ ব্যাধির সংবাদ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীমায়াপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। রাত্রে ভীষণ জলঝড়, সাধ্য নাই কোন লোক রাস্তায় চলাফেরা করিতে পারে; এইরূপ দুর্য্যোগের মধ্যেও শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর হইতে পাইক পিজরুদ্দি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে আমার তত্ত্বাবধানের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা অতিকষ্টে গঙ্গাপার হইয়া রাত্রি প্রায় ৩টার সময় আমার নিকট আসিয়া পৌছিলেন। তখন আমার খানিকটা জ্ঞান হইতেছে! তাঁহাদের নিকট প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

পরদিনই আমি অত্যাশ্চর্য্যভাবে সুস্থ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সমীপে চলিয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলাম। ডাক্তার বা অন্য কেহই আমাকে যাইতে দিবেন না ; কিন্তু আমি জোর করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে প্রণত হইলাম। যে-ব্যক্তি পূর্ব্বদিবস বিসূচিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছিল এবং প্রতি মুহূর্ত্তে শ্রীল প্রভুপাদ বোধ হয় যাহার অশুভ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত ও বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তখন বুঝিতে পারিয়াছিলাম,—যে গুরুপাদপদ্মের কৃপায় অনায়াসে ভবব্যাধি বিদূরিত হয়, সেই গুরুপাদপদ্মের কৃপার সামান্য একটু আভাস-মাত্রেই এরূপ অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্য্যান্বিতভাবে নিরাময় লাভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষে কত ব্যক্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়াছিলেন ; কাজেই আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের উপর যে গৌর-নিজ-জন পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? প্রভুপাদ আমাদিগকে শত শত দৃষ্টান্তে ও তাঁহার বাণীর মধ্যে অবিরাম অসংখ্যবার জানাইলেও আমরা বুঝি না যে, তাঁহার যে-কৃপা আমাদিগকে একমাত্র অহৈতুক হরিভজনে নিযুক্ত করে, তাহাই তাঁহার অকপট কৃপা।

আশ্চর্য্যভাবে নিরাময়

এই সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে একদিন (শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের কিছু পূর্ব্বে) কুলিয়ার বড় আখড়ার নিকটে একটি বাগানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে যাই। শ্রীল বংশীদাস তখন কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না, তিনি কেবল অনুক্ষণ নিজে নিজে তাঁহার ভাবসেবায়-সেবিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র পদসমূহ গান করিতেন। প্রভুপাদকে দেখিয়া শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং আবেগ-ভরে বলিলেন,—'আমার গৌরের নিজ-জন আসিয়াছে।' তৎপরে তিনি প্রভুপাদকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ঠাকুর মহাশয়ের "প্রার্থনা" গান করিতে লাগিলেন। শুনা গেল, তিনি প্রত্যহ যে-কোন উপায়েই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের গলায় একটি করিয়া চম্পকপুষ্পের মালা প্রদান করিয়া থাকেন। প্রভুপাদ শ্রীল বংশীদাসের সেই সেবা দর্শন করিয়া আমাদের নিকট তাঁহার ভাবসেবা-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আনুগত্যে অনুক্ষণ অভীষ্টসেবা করিতেছেন। প্রভুপাদ তখন আরও বলিয়াছিলেন যে, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বহির্ম্মুখলোক-বঞ্চনার জন্য যে-সকল অসদাচার প্রদর্শনের অভিনয় করেন, তাহা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ধরিতে পারে না। অগাধচরিত্র সিদ্ধবৈষ্ণবগণের ক্রিয়া-মুদ্রা ভোগী, ত্যাগী ও মিছাভক্তগণের কখনও বোধগম্য নহে।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পত্র

বাঙ্গালা ১৩২০ সালের চৈত্র মাসের শেষভাগে শ্রীমায়াপুর-উৎসবের পরে প্রভুপাদ তথায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতা হইতে শ্রীগোদ্রুমে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদকে লিখিয়াছিলেন,—

"এখানে বৈষ্ণবের বড়ই অভাব; শুনিলাম, তোমার নিকট অনেক বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে আমার নিকট দুইজন বৈষ্ণব পাঠাইয়া দিও।"

ঠাকুরের পত্রানুসারে শ্রীল প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ ও লোহাগড়া-জয়পুর-গ্রামনিবাসী শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস অধিকারী মহাশয়কে শ্রীল ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত অধিকারী মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া একাকীই কলিকাতার 'ভক্তিভবনে' উপস্থিত হইয়া কিছুদিন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। ইহার পরে শ্রীল ঠাকুর কলিকাতা হইতে প্রভুপাদের নিকট আর একটি পত্রে লিখেন,—

"তুমি আমার একমাত্র বৈষ্ণব-পুত্র, এখানকার ইঁহাদের সঙ্গ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া আমাকে শীঘ্র শ্রীগোদ্রুমে লইয়া যাও।"

এই পত্র পাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে গোদ্রুমে লইয়া যাইবার জন্য ভক্তিভবনে উপস্থিত হইলেন। ভক্তিভবনের কেহ কেহ ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া তাঁহাকে গোদ্রুমে যাইবার পক্ষে নানারূপ বিঘ্ন উৎপাদন করেন। অগত্যা প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর ফিরিয়া যাইবার জন্য একাকীই শিয়ালদহ-ষ্টেশনে চলিয়া আসেন; কিন্তু পরিশেষে ঠাকুরের একান্ত অভিলাষ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া যাঁহারা প্রথমে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই কেহ কেহ ঠাকুরকে একটি মোটর-যোগে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

'তোমার দুঃখ করিবার আর কোন কথা নাই। "অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ম্ গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্।"

বাঙ্গালা ১৩২০ সালের ফাল্গুনীপূর্ণিমার পর হইতে আমি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মে থাকিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। তখন ঠাকুরের সেবক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ অসুস্থ হওয়ায় তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীমায়াপুরে আসিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এ জগতে তাঁহার অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাকে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যাইতে আদেশ করিয়া শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় গমন করিলেন। যাইবার সময় আমাকে যে কএকটি উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার স্মৃতিপটে অনন্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—'পরমানন্দ, আমি তোমার পক্ষে

বৈভব

অর্থকরী বিদ্যা-অর্জ্জনের কোনই আবশ্যকতা দেখি না। প্রাকৃত বিদ্যার্জ্জন অপেক্ষা তুমি শ্রীমায়াপুরে গমন করিয়া সরস্বতীর (তোমার শ্রীগুরুদেবের) সেবা কর। তাহাতেই তোমার পরম মঙ্গল লাভ হইবে। আমার এ জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার সময় হইয়াছে, শীঘ্রই আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে; অতএব তুমি এখন আমার সঙ্গে কলিকাতা যাইবার পরিবর্ত্তে শ্রীধাম-মায়াপুরে গমন কর। তোমার প্রভু এ জগতে থাকা-কাল পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিবে। তুমি আমাকে বড় যত্ন করিয়াছ, শ্রীমন্মহাপ্রভু তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।' এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর আমাকে আরও অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরকে কৃষ্ণনগর-ষ্টেশন হইতে ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে ফিরিয়া আসিলাম। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের ইহাই আমার শেষ-দর্শন।

ঠাকুরের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ

১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ় * (ইংরাজী ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন) কলিকাতা ভক্তিভবন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট তারে একটি সংবাদ পাওয়া গেল যে, শীঘ্রই প্রভুপাদের কলিকাতায় উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। ঐ তার পাইয়াই প্রভুপাদের সহিত আমি কলিকাতা যাত্রা করিলাম। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে রাস্তা-ঘাট সব জলময় ছিল। আবর ও শিবের ডোবা জলে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। খুব তাড়াতাড়ি করিয়াও আমরা প্রথম ট্রেনটী ধরিতে পারিলাম না। পরের ট্রেনে সন্ধ্যার পরে ভক্তিভবনে পৌছিয়া শুনিলাম,—সেইদিন দ্বিপ্রহরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মাধ্যাহ্নিক কৃষ্ণবিহার-লীলাস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত স্বানন্দসুখদকুঞ্জে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আর ইহজগতে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন পাইব না জানিয়া দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেইদিন শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রভুপাদকে জানাইলেন যে, ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীল প্রভুপাদই তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও নিয়ামক হইলেন।

নিত্যলীলা-প্রবেশ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমহংস সন্ন্যাসী ছিলেন; তাই শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ-অনুসারে ঠাকুরের গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের লীলাভিনয়কালের পরিজনগণ একাদশাহে কলিকাতা ভক্তিভবনে প্রেত-শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র-গ্রন্থ দান ও শ্রীগিরিধারী-জীউর ভোগান্তে মিষ্ট প্রসাদ বিতরণ করেন। ভক্তিভবনে মঃ মঃ চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ প্রভৃতি কলিকাতার প্রায় পঞ্চাশ, বাট্‌জন পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সস্ত্রীক স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি-আই-ই মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার এই প্রথম আলাপ হইল। তদবধি তিনি আমাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন।

সাত্বত স্মৃতি-বিধানে শ্রাদ্ধ

* ইহার ঠিক অর্দ্ধযুগ অর্থাৎ ছয় বৎসর পরের ৯ই আষাঢ় (১৩২৭) [illegible] পরম পূজনীয়া নন্দাস্বরূপিণী নিত্যধামে গমন করেন; 'সরস্বতী-জয়শ্রী' ১১শ বৈভব ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৩২১ সালের ১২ই পৌষ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'সংস্কার দীপিকা'র বিধানানুসারে ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুষ্প-সমাধি প্রদত্ত হইল। এতদুপলক্ষে আমি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তথায় উপস্থিত ছিলাম। প্রভুপাদের আদেশে ঠাকুরের এই সমাধি-মহোৎসবের সেবায় শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়কে সাহায্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম।

গোদ্রুমে ঠাকুরের পুষ্প-সমাধি

১১ই পৌষ (১৩২১) হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে ঠাকুরের বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-সভায় শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ হরিকথা বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের অপার্থিব অকপট সরলতা, অসামান্য বিনয়, সার্ব্বজনীন আপ্যায়ন, অসৎসঙ্গ-ত্যাগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, প্রতিষ্ঠাশাবর্জ্জন, ভগবদ্ভক্তগণের প্রাণপণ উপকার-সাধন, ন্যায়নিষ্ঠতা, অকৃত্রিম সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি অশেষ বৈষ্ণবসদ্‌গুণ একাধারে পূর্ণমাত্রায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ধন্য হইয়াছিল।

বিরহ-মহোৎসবে প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটাবস্থায় যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হয় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ছয় গোস্বামীর কথিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-পরিপূর্ণ গ্রন্থরাজি সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রাণপণ যত্ন করিতেছিলেন। এই সকল দেখিয়া ঠাকুর যে আনন্দে কিরূপ উৎফুল্ল হইতেন, তাহা জগতের সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে না। শুনিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যের কিয়দংশ লিখিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন, তখন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীচরিতামৃতের—

প্রচার-প্রমোদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।"

এই পদটির মৌলিক সুসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা দেখিয়া যে কতদূর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাষায় বর্ণন করা অসম্ভব। শ্রীল প্রভুপাদ ৫নং সানগর-লেন কালীঘাটে থাকিবার সময় বাঙ্গালা ১৩২০ সালের ২২শে ভাদ্র, ইংরাজী ১৯১৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' রচনা আরম্ভ করেন এবং বাঙ্গালা ১৩২২ সালের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৫ সালের ১৪ই জুন শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তনে অনুভাষ্য সমাপ্ত করেন। এই ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে প্রভুপাদের লিখিত আম্ন-গুরুপরম্পরাটী যথাযথভাবে নিম্নে প্রকাশিত হইল; ইহা পরবর্ত্তিকালে শ্রীমদ্ভাগবতের "গৌড়ীয়ভাষ্যে"র গুরুপরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ-জনের জীবন!
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন॥

রূপপ্রিয় মহাজন, রঘুনাথ ভক্তধন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ।
ভক্তরাজ বিশ্বনাথ, তাঁহে শ্রদ্ধ জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় ভকতিবিনোদ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজ-জন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে যাঁর কাম।
শ্রীবার্ষভানবী বরা, সদা সেব্য সেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম।
হরিজন-সেবা-আশে, ভক্তিবৃদ্ধি-অভিলাষে,
প্রবাহভাষ্যের অনুগত।
গৌরজন-শাস্ত্র দেখি, সেই অনুসারে লিখি,
অনুভাষ্য রূপানুগ মত।

আমি শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া দেখিয়াছি, চাতুর্মাস্যের সময় শ্রীল প্রভুপাদ একবস্ত্রে থাকিতেন ; শয্যা, উপাধান প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিতেন, অতি সামান্য মাত্র অন্ন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ব্যঞ্জনাদি কোনপ্রকার উপকরণ-ব্যতীত ভূমিতে চালিয়া কোন মতে প্রাণরক্ষার্থ গ্রহণ করিতেন।

চাতুর্মাস্যে প্রভুপাদ

অত্যধিক কঠোর বৈরাগ্যের জন্য তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অত্যন্ত কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অথচ তাঁহার মুখশ্রী অতিশয় সুন্দর, সৌম্য এবং এক অতিমর্ত্ত্য কান্তিতে উদ্ভাসিত ছিল, তিনি প্রতিদিন অপতিতভাবে নির্বন্ধ-সহকারে তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং শতকোটী হরিনাম গ্রহণ করিবার পর সেই মালিকাটি শ্রীল প্রভুপাদকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মালিকাতেই প্রভুপাদ তাঁহার শতকোটী মহামন্ত্র-গ্রহণের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া বর্ত্তমানেও ঐ মালিকাটীতেই শ্রীহরিনাম করিতেছেন। যাঁহারা প্রায়ই শ্রীহরিনামের মালিকা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন মালিকা-গ্রহণের জন্য কৌতূহলী, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের ঐরূপ কার্য্য অনুমোদন করেন না।

ব্রজপত্তনে শ্রীভাগবত-যন্ত্র থাকা-কালে বাঙ্গালা ১৩২১ সালের শেষভাগে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা পুনরায় শ্রীল প্রভুপাদের যত্নে প্রকাশিত হইল। সপ্তদশ খণ্ডের শেষদিকের যে দুই সংখ্যা বাকী ছিল, তাহাতে 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা'র পরিশিষ্ট 'সংস্কার-দীপিকা' মুদ্রিত হইল এবং ১৩২২ সালে অষ্টাদশ খণ্ড 'শ্রীসজ্জনতোষণী' শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রভুপাদ অষ্টাদশ খণ্ড (বর্ষ) 'সজ্জনতোষণী'র প্রথম সংখ্যার "পূর্ব্ব ভাষে" এইরূপ কএকটি কথা জানাইয়াছিলেন।

পূর্ব্ব ভাষ

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় এতদিন পরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকার পুনরায় আবির্ভাব হইল। পত্রিকার প্রকাশ কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকায় শুদ্ধভক্তমণ্ডলী অনেক সময় নানাপ্রকার আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে শুদ্ধভক্তিকথার আলোচনা উদ্দেশ করিয়াই এখন হইতে শ্রীপত্রিকা অপ্রাকৃত ভজনশীল মহাত্মাগণের শ্রীকরে বিরাজ করিবেন।

বিষয়কথারত সামাজিকগণ যেরূপ জড়বিষয়-ভোগতাৎপর্য্যপর হইয়া সাময়িক পত্র-পাঠে কালক্ষেপণ করেন, সেইরূপই সুচতুর হরিজনগণ সময়োচিত শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া হরিসেবা করিয়া থাকেন। ইতঃপূর্ব্বে ইষ্টগোষ্ঠী ও সাধুসঙ্গমূলে বাক্য এবং গ্রন্থাদি পঠন-পাঠনাদির অনুশীলনে ইহজগতে থাকিয়াও বৈষ্ণবগণ হরিপ্রসঙ্গে হরিসেবা করিতেন। সেই সুযোগ সকলকে প্রদান করিবার জন্য 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' বর্ত্তমান কাল হইতে চৌত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা প্রচার আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ জানিতে পারিলেন যে, শ্রীগৌরহরির এক নিজ-জন যে সাময়িক পত্রিকা প্রচলন করিলেন, তদ্দ্বারা জীবগণ হরিকীর্ত্তন-শ্রবণাদির সত্য-সত্যই সুযোগ পাইয়াছেন। সজ্জনতোষণীর অনুকরণে সম্প্রতি বঙ্গীয় সমাজে শুদ্ধাশুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়া কএকখানি সাময়িক পত্রিকার প্রচার দেখা যাইতেছে; তবে সেগুলি দ্বারা বিশুদ্ধ হরিজনগণের চিত্তোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। ঐ সাময়িক পত্রগুলি সময় সময় কেবল বিষয়কথা লইয়া হরিকথা-ছলনায় মায়ার কথা লইয়া —ভক্তিবিরুদ্ধ কথা লইয়া—পরস্পর কলহ ও প্রণয় উপস্থিত করিয়া হরিকথা হইতে দূরে চলিয়া যান; তাহাতে ভক্তগণের হৃদয়ে সুখোদয় হয় না। কেহ বা বিষয়িগণের মতানুগমনে শুদ্ধভক্তির পথকে বিপন্ন করাই ভক্তিমার্গের উন্নতি মনে করেন, কেহ বা প্রাকৃত-সম্প্রদায়-বিশেষের সুবিধা লক্ষ্য করিয়া শুদ্ধভক্তির সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। আমরা তাঁহাদের কথা অধিক আলোচনা করিয়া সজ্জনতোষণীর পাঠকবর্গের সময়ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে শুদ্ধভক্তির বিরুদ্ধভাবসমূহ ভক্তিকথার সহিত অজ্ঞাতভাবে স্থান পাইলে ভাগবতগণের হৃদয়ে সেবা-বিরোধ ঘটাইতে পারে,—এই আশঙ্কায় মায়িক প্রসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সাবধান হইবার অনুরোধ-সমূহ সময় সময় সজ্জনতোষণীতে স্থান পাইবে। ভক্তির প্রতিকূল মতসমূহে যাঁহাদের চিত্ত সুদৃঢ়, তাঁহারা নিসর্গক্রমে ভক্তিসুখ-সন্দর্শনে অন্ধ; সুতরাং ভক্তিমধুরিমা তাঁহাদের লোভনীয় পদবী নহে। তাদৃশ পাঠকের চিত্তবিনোদনে 'সজ্জনতোষণী' অসমর্থা।

সজ্জনতোষণী পত্রিকা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীকরকমল হইতে বৈষ্ণবজগতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারই শ্রীকরে লালিত, পালিত ও সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। সজ্জনতোষণী বৈষ্ণব-জগতের হিতৈষিণীস্বরূপে কি পরিমাণে সেবা করিয়া সমাজের কিরূপ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা নিরপেক্ষ হরিজনগণেরই আলোচ্য বিষয়। এস্থলে সজ্জনতোষণীর অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর না হইলেও আমরা বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান শুদ্ধবৈষ্ণবজগৎ সজ্জনতোষণী পত্রিকার নিকট যেরূপ ঋণী, তাদৃশ ঋণ অন্য কেহ বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তজগৎকে প্রদান করিতে পারেন নাই।

সজ্জনতোষণীর যে উদ্দেশ্য ছিল, এখনও তাহাই থাকিবে। আমাদের ধারণা,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সজ্জনতোষণীকে অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তগণ "অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী। জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জন-তোষণী" বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদাই আদর করিবেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঠাকুর মহাশয়ের কৃপায় এই পত্রিকা পূর্ব্বের ন্যায় হরিকথা-দ্বারা সকল সজ্জনের সন্তোষ বিধান করিবেন।

মায়িক জড়জগতে মায়ার বিচিত্রতাপ্রভাবে সশক্তিক অদ্বয়বস্তুর বিভিন্ন ধারণা উপস্থিত হওয়ায় জীব ভক্তিমার্গকে একমাত্র অনুসরণীয় পথ বলিয়া বুঝেন না। শুদ্ধভক্তি-কথাকে নিজ-কথা জানিলেই জীব কৃষ্ণোন্মুখ

বৈভব

হন। শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে পরস্পর কোন মতভেদ নাই। কৃষ্ণভক্তির অভাব হইতেই ভেদ উদ্ভূত হয়। কৃষ্ণপ্রপত্তিই মায়ার হস্ত হইতে জীবকে উদ্ধার করিয়া জীবের নিত্য নির্ম্মল স্বরূপ প্রদর্শন করে। সজ্জনতোষণী—হরিপ্রপন্না, হরিজনতোষণী ও শ্রীগৌরহরির পরা প্রিয়া। সুতরাং পাঠক, আপনারা আপনাদিগকে অপ্রাকৃত হরিজন বলিয়া অভিমান করিলেই সজ্জনতোষণীর নিত্যপাঠক হইতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত সজ্জনতোষণীতে (১৮শ—২৪শ বর্ষ পর্য্যন্ত) প্রকাশিত প্রভুপাদের লিখিত প্রবন্ধাবলীর নাম-সহ স্থান নির্দ্দেশ করা হইল। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় প্রবন্ধ বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮শ বর্ষ—(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯, বঙ্গাব্দ ১৩২২, খৃষ্টাব্দ ১৯১৫) ১। পূর্ব্ব ভাব—১ ; * ২। প্রাণীর প্রতি দয়া—১০ ; ৩। মধ্বমুনি-চরিত—১৫ ; ৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভক্তিগ্রন্থ—৪৫; ৫। ঠাকুরের স্মৃতিসমিতি—৪৬ ; ৬। দিব্যসূরি বা আল্‌বর—৪৮ ; ৭। জয়তীর্থ—৬৩ ; ৮। গোদাদেবী—৬৭ ; ৯। পাঞ্চরাত্রিক অধিকার—৭১ ; ১০। প্রাপ্তি-স্বীকার—৭৭ ; ১১। বৈষ্ণবস্মৃতি—৮৪ ; ১২। শ্রীপত্রিকার কথা—৮৯ ; ১৩। ভক্তাঙ্ঘ্রি-রেণু—৯৭ ; ১৪। কুলশেখর—১১৩ ; ১৫। সাময়িক প্রসঙ্গ—১১৬ ; ১৭৪, ২১৯, ৩০৭, ৩৫২ ; ১৬। শ্রীগৌরাঙ্গ—১৩৪ ; ১৭। অভক্তিমার্গ—১৪১ : ১৮। বিষ্ণুচিত্ত—১৪৮ ; ১৯। প্রতিকূল মতবাদ—১৬৩ ; ২০। কৃষ্ণদাস বাবাজী—১৬৯ ; ২১। তোষণীর কথা—১৭৭ ; ২২। গুরুস্বরূপ—১৮৬ ; ২৩। প্রবোধানন্দ—১৯৫ ; ২৪। ভক্তিমার্গ—২০২ ; ২৫। সমালোচনা—২১৫, ৩০৪, ৩৩৬ ; ২৬। তোষণী-প্রসঙ্গ—২৬৫ ; ২৭। অর্থ ও অনর্থ—২৯৮ ; ২৮। বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত—৩০৯ ; ২৯। গোহিতে পূর্ব্বাদেশ—৩৩১ ; ৩০। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—২৮৬ ; ৩১। অন্তর্দ্বীপ—৩৯১, ৪১৬ ; ৩২। প্রকট পূর্ণিমা—৩৯৭ ; ৩৩। চৈতন্যাব্দ—৪০৩ ; ৩৪। উপকুর্ব্বাণ—৪৩৯ ; ৩৫। বর্ষশেষ—৫২৩।

১৯শ বর্ষ—(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩০, বঙ্গাব্দ ১৩২৩, খৃষ্টাব্দ ১৯১৬) ১। নববর্ষ—১ ; ২। আসনের কথা—৩৯ ; ৩। সাময়িক প্রসঙ্গ—৪২, ১২৫, ২০৭, ২৪০, ২৭২, ৩৪৪, ৩৮০, ৪০৯ ; ৪। আচার্য্য-সন্তান—৪৫; ৫। বিদেশে গৌরকথা—৮৯ ; ৬। সমালোচনা—১৬৭, ৪০৫ ; ৭। আমার প্রভুর কথা—১৭৭, ২২০ ; ৮। বৈষ্ণবের বিষয়—২১১ ; ৯। গুরুস্বরূপে পুনঃ প্রশ্ন—২১৫ ; ১০। বৈষ্ণব-বংশ—২৪১ ; ১১। বিরহ-মহোৎসব—২৮২ ; ১২। শ্রীপত্রিকার উক্তি—৩০৯ ; ১৩। প্রাকৃতরসশতদূষণী—৩১৩ ; ১৪। দুইটি উল্লেখ—৩৪১ ; ১৫। গানের অধিকারী কে ?—৩৪৫ ; ১৬। সদাচার—৩৫৮ ; ১৭। অমায়া—৩৭২ ; ১৮। প্রার্থনা রসবিবৃত্তি—৩৭৪ ; ১৯। প্রতিবন্ধক—৩৮১ ; ২০। ভাই সহজিয়া—৩৯৮। ২১। বর্ষশেষে—৪৫১।

২০শ বর্ষ—(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩১, বঙ্গাব্দ ১৩২৪, খৃষ্টাব্দ ১৯১৭) ১। নববর্ষ—১ ; ২। সমালোচনা ৩৩ ; ৩। সাময়িক প্রসঙ্গ—৩৫, ১০৬, ১৪৪ ; ৪। সজ্জন কৃপালু—৩৭ ; ৫। শক্তিপরিণত জগৎ—৪৭ ; ৬। সজ্জন অকৃতদ্রোহ—৭৩ ; ৭। প্রার্থনারসবিবৃতি—৯৬, ২০৭, ২১৩ ; ৮। সজ্জন সত্যসার—১১০ ; ৯। প্রাকৃত শূদ্র বৈষ্ণব নহে—১১৬ ; ১০। নাগরীমাঙ্গল্য—১৩১ ; ১১। সজ্জন সম—১৪৫ ; ১২। সজ্জন নির্দ্দোষ—১৮১ ; ১৩। সজ্জন বদান্য—২০৯ ; ১৪। ভাড়াটিয়া ভক্ত নহে—২৩৯, ২৬০ ; ১৫। সজ্জন মৃদু—২৪৫ ; ১৬। সজ্জন অকিঞ্চন—৩০৫ ; ১৭। সজ্জন শুচি—৩৪১ ; ১৮। বৈষ্ণব-দর্শন—৩৬৭ ; ১৯। বর্ষশেষ —৩৯৪।

২১শ বর্ষ—(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩২, বঙ্গাব্দ ১৩২৫, খৃষ্টাব্দ ১৯১৮) ১। নববর্ষ—১ ; ২। সজ্জন সর্ব্বোপকারক—৬ ; ৩। সজ্জন শান্ত—২৯ ; ৪। শ্রীগৌর কি বস্তু ?—৪৫ ; ৫। সজ্জন কৃষ্ণৈকশরণ—৫৭ ; ৬। সজ্জন অকাম—৮৫ ; ৭। সজ্জন নিরীহ—১১৩ ; ৮। সজ্জন স্থির—১৬৯ ; ৯। সজ্জন বিজিত ষড়্‌গুণ

* প্রবন্ধের পশ্চালিখিত সংখ্যাসমূহ 'সজ্জনতোষণী'র পৃষ্ঠা-নির্দ্দেশক।

—২০৫ ; ১০। শ্রীমূর্ত্তি ও মায়াবাদ—২৫৭ ; ১১। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা—২৫৯ ; ১২। সজ্জন নিতভুক —২৬৫ ; ১৩। ভক্তিসিদ্ধান্ত—২৮৫ ; ১৪। সজ্জন অপ্রমত্ত—২৯৩।

২২শ বর্ষ—(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৩, বঙ্গাব্দ ১৩২৬, খৃষ্টাব্দ ১৯১৯) ১। বর্ষোদ্ঘাত—১ ; ২। সজ্জন মানদ—৬ ; ৩। অমানী—৩১ ; ৪। 'কালসংস্থায় নাম—৬৪ ; ৫। সমালোচনা—১০১ ; ৬। শৌক্রগত বর্ণভেদ—১০৩ ; ৭। গম্ভীর—১২১ ; ৮। কর্ম্মীর কাণাকড়ি—১৬৫ ; ৯। করুণ—১৮৯ ; ১০। গুরুদাস—২৮৩ ; ১১। মৈত্র ২৮৯ ; ১২। দশা—২৯৭ ; ১৩। দীক্ষিত—৩২২।

২৩শ বর্ষ—(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৪, বঙ্গাব্দ ১৩২৭, খৃষ্টাব্দ ১৯২০) ১। হায়নোদ্ঘাত—১ ; ২। ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী—৩৩ ; ৩। নির্জ্জনে অনর্থ—৩৭ ; ৪। সজ্জন কবি—৫৭ ; ৫। চাতুর্ম্মাস্য—৭৪ ; ৬। পঞ্চোপাসনা—৯৫ ; ৭। বৈষ্ণব ও ইতর স্মৃতি—৯৯ ; ৮। সংস্কার-সন্দর্ভ—১০৩ ; ৯। সজ্জন দক্ষ—১০৯ ; ১০। বৈষ্ণব-মর্য্যাদা—১২৭ ; ১১। সজ্জন মৌনী—১৩৭ ; ১২। যোগপীঠে শ্রীমূর্ত্তিসেবা—১৪৩ ; ১৩। অপ্রাকৃত—১৯২।

২৪শ বর্ষ—(শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৫, বঙ্গাব্দ ১৩২৮, খৃষ্টাব্দ ১৯২১) ১। নববর্ষ—১ ; ২। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—৩৩ ; ৩। মেকি ও আসল—৬৫ ; ৪। গুরু-শিষ্যের কথা—৯৭ ; ৫। শ্রীমদ্ভাগবত—১৭৭ ; ৬। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন—১৮১ ; ৭। হরিনাম-মহামন্ত্র—২২৫ ; ৮। সগুণোপাসনা—২৩০ ; ৯। নিষিদ্ধাচার—২৪০।

শ্রীচরিতামৃত দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তন হইতে যে-সময় 'সজ্জনতোষণী' অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইতেছিল, সেই সময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত অনুভাষ্যযুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণের বাকী খণ্ডগুলিও ছাপা হইতে থাকিল। এই সময় প্রভুপাদ স্বয়ং শ্রীসজ্জন-তোষণীর কাপি (পাণ্ডুলিপি) লিখিয়া দিতেন, শ্রীচরিতামৃত ও সজ্জন-তোষণীর প্রুফ্ দেখিতেন এবং নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ-পাঠে বিশেষ অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। প্রভুপাদের আদেশে আমি শ্রীসজ্জনতোষণীতে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিতাম। "শ্রীভাগবতমণিমালা" নামে শ্রীমদ্ভাগবতের সরল পদ্যানুবাদ প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে সজ্জনতোষণীতে প্রকাশ এবং শ্রীচরিতামৃতের একটি সূচীও প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীল প্রভুপাদ বাঙ্গালা ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে অনুভাষ্য সমাপ্ত করেন। প্রভুপাদের রচিত নিম্নলিখিত পদ্যটী অনুভাষ্যের উপসংহারে সংযুক্ত রহিয়াছে।

চারিশত উনত্রিংশে, জ্যৈষ্ঠ দিন একত্রিংশে,
চৈতন্যাব্দে, মাস ত্রিবিক্রম।
শ্রীব্রজপত্তনে থাকি', 'গৌরহরি' বলি' ডাকি,
দয়িতদাসিয়া নরাধম॥
নবদ্বীপ-মায়াপুরে, প্রভুগৃহ-নাতিদূরে,
অনুভাষ্য কৈল সমাপন।
শ্রীগৌরকিশোর দাস, সম্প্রতি কুলিয়া বাস,
যাঁর ভৃত্য—এই অভাজন॥

আজি এই সুখ-দিনে, ভকতিবিনোদ বিনে,
সুখবার্ত্তা জানা'ব কাহারে ?
'অনুভাষ্য' শুনি' যেই, পরম প্রফুল্ল হই',
উরুকৃপা বিতরিল মোরে ॥
তাঁহার করুণা-কথা, মাধব-ভজন-প্রথা,
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁ'র সম অন্য কেহ, ধরিয়া এ নরদেহ,
নাহি দিল কৃষ্ণপ্রেমধনে ॥
সেই প্রভু-শক্তি পাই, এবে 'অনুভাষ্য' গাই,
ইহাতে আমার কিছু নাই।
যাবৎ জীবন রবে, তাবৎ স্মরিব ভবে,
নিত্যকাল সেই পদ চাই ॥
গদাধর-মিত্রবর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
সদাকাল গৌর কৃষ্ণ যজে।
জগতের দেখি' ক্লেশ, ধরিলা ভিক্ষুক-বেশ,
অহরহঃ কৃষ্ণনাম ভজে ॥
শ্রীগৌর-ইচ্ছায় দুই, মহিমা কি কব মুই,
অপ্রাকৃত-পারিষদ-কথা।
প্রকট হইয়া সেবে, কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেবে,
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-নিজ-জন, ভকতিবিনোদ-গণ,
অপ্রাকৃত-ভাবে যাঁ'র স্থিতি।
'অনুভাষ্য' সযতনে, পাঠ কর ভক্ত-সনে,
লাভ কর যুগল-পীরিতি ॥

দ্বাবিংশ-বৈভব

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর অপ্রকট-লীলা, কৃষ্ণনগরে ভাগবতপ্রেস্‌ ও বিবিধ প্রসঙ্গ

"দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্‌ ॥"*

বাঙ্গালা ১৩২২ সালের ৩০শে কার্ত্তিক (ইং ১৯১৫ সালের ১৬ই নভেম্বর) সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে আমি ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদের পদান্তিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতে পাইলাম, —প্রভুপাদ অত্যন্ত বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট আছেন। আমাকে দেখিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, —'পরমানন্দ, এইমাত্র কুলিয়া হইতে সংবাদ পাইলাম, শ্রীল বাবাজী মহারাজ লোকলোচনে বিশেষ অসুস্থের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাদের এখনি তথায় যাওয়া আবশ্যক।'

শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট-লীলা

তখন ব্রজপত্তনে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন না ; তজ্জন্য গোমস্তা যোগেন্দ্র হালদারকে তথায় থাকিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইল। শ্রীল বাবাজী মহারাজ-সম্বন্ধে পরবর্ত্তী সংবাদ-প্রাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় কুলিয়া হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস আসিয়া আমাদিগকে অবিলম্বে তথায় যাইতে বলিয়া গেলেন। তদনুসারে আমরা শেষরাত্রে কুলিয়া-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রত্যূষে পারঘাটে পৌছিয়াই সংবাদ পাইলাম, ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি,—শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি-প্রদান-ব্যাপার লইয়া স্থানীয় ভেকধারী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছেন। ইতোমধ্যে দৌলতপুরে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন শেষ করিয়া যশোহরের (অধুনা স্বধামগত) হীরালাল গোস্বামী মহাশয়, শ্রীযুক্ত বনমালী দাস প্রভৃতি কএকজন তথায় আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবুও আসিয়াছিলেন। প্রভুপাদ সকলকে বিচারে নির্ব্বাক্‌ করিয়া নূতন চড়ায় **১লা অগ্রহায়ণ ১৩২২, ১৭ই নভেম্বর ১৯১৫**, উত্থান-একাদশী-তিথিতে মধ্যাহ্নকালে 'সংস্কার দীপিকা'র বিধানানুসারে স্বহস্তে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি প্রদান করিলেন। প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা বৈকালে ব্রজপত্তনে ফিরিলাম।

* সমগ্র "পরমগুর্ব্বষ্টকম্‌"টি পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়' ৪র্থ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা ১ম পৃষ্ঠায় ঐ অষ্টকটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

পরদিন প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমি শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধির সেবাকার্য্যাদির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য কুলিয়ায় গিয়াছিলাম। তথায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত মৌলিক (পরে নরোত্তম দাসাধিকারী) এই দুই জনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের নিকট প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বিষয় বলিলে তাঁহারা শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শুনিতে আসিলেন। শ্রীযুক্ত নিশি বাবু তখনই শ্রীল প্রভুপাদের পাদাশ্রয় করিলেন এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু ক্রমশঃ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

নিশিকান্ত মৌলিক ও কুঞ্জ বাবু

শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবুর সহিত আমার এরূপ প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল যে, প্রতি সপ্তাহেই হয় তিনি মায়াপুরে আসিতেন, না হয় আমি কলিকাতা যাইতাম। ১৩২৩ সালের আষাঢ় মাসে কৃষ্ণনগরে শ্রীভাগবতপ্রেস্ স্থাপনের পর শ্রীযুক্ত কুঞ্জ বাবু সময় পাইলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই প্রেসে আসিতেন এবং প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেন।

১৩২২ সালে শ্রীব্রজপত্তন হইতে যখন ভক্তিগ্রন্থের প্রচার হইতেছিল, সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় প্রত্যহ বৈকালে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীস্তবাবলী', 'শ্রীস্তবমালা' প্রভৃতি গোস্বামি-গ্রন্থ-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে শুনাইতেন। ১৩২২ সালের গৌরজন্মোৎসবের সময় শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞানুসারে আমি সম্প্রদায়-বৈভব পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। আমার সহিত আরও দশজন ঐ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে 'স্তবমালা' ও 'স্তবাবলী' হইতে বহু স্তব এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বহু অত্যাবশ্যকীয় শ্লোক কণ্ঠস্থ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম।

প্রভুপাদের গোস্বামি-গ্রন্থ-কীর্ত্তন

পূর্ব্বে শ্রীগৌরজন্মোৎসবের সময় উৎসবের শেষদিনে অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা হইত। ভক্তগণ প্রাতে কীর্ত্তনসহ শ্রীযোগপীঠ-জন্মস্থান হইতে বাহির হইয়া অন্তর্দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান-সমূহ দর্শন ও পরিক্রমা করিতেন এবং দ্বিপ্রহরে শ্রীযোগপীঠে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেন। এবৎসরও তদনুরূপ পরিক্রমা হইল। শ্রীল প্রভুপাদ এই উৎসবের পরেই একদিন বলিলেন,—'শ্রীধাম-নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপে নয় দিবসব্যাপী পরিক্রমা পূর্ব্ব প্রথানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসবের পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হইলে বহু ব্যক্তি এই নবধা ভক্তির পীঠ শ্রীনবদ্বীপধাম সাধুসঙ্গে দর্শন ও পরিক্রমা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। পরের বৎসর (১৩২৩ বঙ্গাব্দে) যাহাতে ইহার ব্যবস্থা হয়, তদ্রূপ করিতে হইবে।'

পূর্ব্বের শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতপ্রেস্

কএকটী অনিবার্য্য কারণে ১৩২১ সালের ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ব্রজপত্তন-স্থিত শ্রীভাগবত-যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ থাকিল। ১৩২১ সালের ৮ই মাঘ (ইং ১৯১৫ সালের

২২শে জানুয়ারী) তারিখে পুনরায় প্রেসের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ পকেট-সংস্করণ শ্রীনবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। অর্থের অনাটনবশতঃ ১৩২২ হইতে ১৩২৩ সালের বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত শ্রীভাগবতপ্রেসে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশ খুব ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। যাহাতে আমাদের অর্থাভাব দূর হইয়া শ্রীভাগবতপ্রেস্ হইতে ভক্তিগ্রন্থের প্রচার-কার্য্য অপ্রতিহত-ভাবে চলিতে পারে, তজ্জন্য আমার কিছু অর্থার্জ্জনের ইচ্ছা হইল। শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে এই প্রেস্ স্থানান্তরিত করিয়া কিছু কিছু বাহিরের কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক তাহার লভ্যাংশের দ্বারা ভক্তিগ্রন্থ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের আনুকূল্য করিবার জন্য আদেশ করিলেন।

শ্রীভাগবতপ্রেসের উদ্দেশ্য

প্রভুপাদের আদেশে ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর-হাইষ্ট্রীটে সতের টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি বাড়ী স্থির করিয়া আসিলাম এবং আষাঢ় মাসে প্রেসের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম-সহিত তথায় প্রেস খুলিলাম। শ্রীভাগবত-যন্ত্র কৃষ্ণনগরে আসিয়া 'শ্রীভাগবতপ্রেস' নামে পরিচিত হইল। স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধুনা পরলোকগত হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক ও স্থানীয় বারের স্বনামধন্য উকীল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরলোকগত রায় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, কৃষ্ণনগরের মহারাজা অধুনা পরলোকগত রায় ক্ষৌণীশচন্দ্র বাহাদুর নানাপ্রকারে এই ভাগবতপ্রেসের সেবাকার্য্যে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় তখন হইতে শ্রীভাগবতপ্রেসে ক্রমশঃ 'শ্রীসজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকা, 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র সূচীপত্রসহ ষোড়শ খণ্ড, 'জৈবধর্ম্ম', 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময় ব্রজপত্তনের পূর্ব্বতন গৃহটীও সংস্কৃত হইয়া তথায় ক্রমশঃ 'তীর্থকুটীর,' 'ভারতীকুটীর' প্রভৃতি বাসস্থান নির্ম্মিত এবং এইরূপে শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হইল। চাঁপাহাটীর শ্রীগৌর-গদাধরের প্রাচীন স্থানটী সংস্কৃত হইয়া তথায় নূতন শ্রীমন্দির এবং শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দিরের জন্য ইষ্টক প্রস্তুত হইল। বাঙ্গালা ১৩২৭ সালে শ্রীভাগবতপ্রেস্ হইতে প্রদত্ত অর্থে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রথম প্রকটিত হন। উক্ত মঠের সম্পত্তি আবর নামক একটি বিল—যাহা অন্যায়-পূর্ব্বক অপরে দখল করিতেছিলেন, উহা এই সময়ে বহু অর্থব্যয়ে ধর্ম্মাধিকরণের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়।

প্রেস্ কৃষ্ণনগরে আনয়ন ও সেবা-কার্য্য

যখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভাগবতপ্রেসে আসিয়া অবস্থান করিতেন, তখন নানাস্থান হইতে বহু শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য আসিতেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্-এ, স্বধামগত কিশোরী-মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-নাথ ভৌমিক প্রমুখ বহু ভক্ত ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসে আসিয়া প্রভুপাদের চরণান্তিকে অবস্থান-পূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীপাদ জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ ঠাকুর (পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ) ১৩২০ সালের

কৃষ্ণনগর ভাগবতপ্রেসে শ্রোতৃবৃন্দ

আশ্বিন মাসে সপরিবারে এই ভাগবতপ্রেসে আগমন করিয়া প্রভুপাদের নিকট অনেক উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৩২৩ সালে নদীয়ার পোষ্টেল্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় (পরে রায়বাহাদুর) কিছুদিন প্রভুপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নদীয়ার সদর এস্-ডি-ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও তখন প্রাণগোপাল বাবুর ভবনে গমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। শ্রীযুক্ত কাশীভূষণ সেন, পরলোকগত রায় বিশ্বম্ভর রায়বাহাদুর এম্-বি-ই প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভাগবতপ্রেসে প্রভুপাদের উপদেশ শ্রবণের জন্য আসিতেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা

১৩২৩ সালের শেষভাগে একদিন শ্রীব্রজমোহন দাস নামক একজন ভেকধারী ব্যক্তি শ্রীভাগবতপ্রেসে আসিলেন। ঐ লোকটী নবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তক লিখিতেছেন বলিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, যদি আমরা ঐ বহিখানি বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেই, তবে তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরের পক্ষে বিশেষভাবে লিখিয়া দিবেন। ইহাতে আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, তখন আমাদের পক্ষে ঐরূপ পুস্তক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাপাইয়া দেওয়া অসম্ভব। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি অসন্তোষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন এবং পরে আরও দুই একবার আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন যে, ঐ পুস্তকখানি বিনামূল্যে ছাপাইয়া না দেওয়ায় আমাদের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে ও হইবে।

শ্রীব্রজমোহন দাস

১৩২৪ সালের ১৩ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ২৭শে মার্চ্চ বুধবার ফাল্গুনী-পূর্ণিমায়—যে-দিন শ্রীল প্রভুপাদ সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকাশ করেন, সেই দিনই শ্রীব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-বিগ্রহ স্থাপিত এবং **শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠিত** হইলেন। তখন শ্রীচৈতন্যমঠের সেবার ব্যয় শ্রীভাগবতপ্রেস্ হইতেই নির্ব্বাহ হইত।

ধর্ম্মা সাউ নামে একটি উড়িয়া চাকর শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুরী হইতে আসিয়া অনেকদিন প্রভুপাদের নিকট ছিল। আমি যখন সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমায়াপুর আসি, তখন ধর্ম্মা ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদের কার্য্য করিত, পরে তাহার অসদাচারের জন্য তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ১৩২৪ সালের শেষে সে যকৃৎ প্রদাহ রোগে বিশেষ আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় গোবরডাঙ্গা হইতে আমাদের নিকট পুনরায় আগমন করে এবং সকাতর ক্রন্দনে তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিতে থাকে। পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীল প্রভুপাদ ধর্ম্মার ঐ আর্ত্তিপূর্ণ ক্রন্দনে দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে পুনরায় আশ্রয় দিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করেন। আমি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার সেই দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করাই। রোগমুক্ত হইলে সে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে জানায় যে,

ধর্ম্মা সাউ

সে তাহার শেষজীবন তাহার প্রাণ-দাতার পাদপদ্মে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীহরিনাম এবং প্রভুপাদের সেবা করিবে।

শ্রীমায়াপুরে কিছুদিন থাকিবার পর সে অপর গ্রামবাসী কোন একটি অসৎ লোকের সঙ্গে পড়িয়া মাদক দ্রব্যাদি সেবন অভ্যাস করে। আমরা তখন কৃষ্ণনগরে থাকিতাম, কাজেই সে যথেচ্ছ অসৎসঙ্গে মিশিবার অবসর পায়। তাহার মন্ত্রণা-দাতা জনৈক অসৎ প্রকৃতির অহিন্দু ব্যক্তির সঙ্গক্রমে সে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাড়ী ছাড়িয়া ঐ অহিন্দু ব্যক্তির বাড়ীতে আশ্রয় লয় এবং ইংরাজী ১৯১৭ সালের মধ্যভাগে মাহিয়ানা দাবী করিয়া আমাদের নামে একটি নালিশ দায়ের করে।

অসৎসঙ্গে বুদ্ধিনাশ

করুণাবাবু, ছোট বারাণসীবাবু প্রমুখ কৃষ্ণনগর বারের ব্যবহারাজীবগণ আমাদের পক্ষ সমর্থন করেন। ধর্ম্মার পক্ষে কোন প্রকার প্রমাণ বা নিদর্শন না পাইয়াও পণ্ডিত বিচারক মহাশয় তাহার চোখের দুই এক বিন্দু কপট অশ্রু দেখিয়াই আমাদের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিলেন। গভর্ণমেণ্ট্ প্লীডার রায়বাহাদুর বিশ্বম্ভর রায় ঐরূপ ডিক্রীর রিভিউ করিবার জন্য কোর্টে প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু পণ্ডিত বিচারক মহাশয় ইংরাজী ১৯১৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী শনিবার রিভিউএর শেষ বিচারেও পূর্ব্বের ডিক্রীই বহাল রাখিলেন।

অবৈধ বিচার

যে-দিন এই অভাবনীয় মোকদ্দমাটী ডিক্রী হইল, সে-দিন জগতের এরূপ অবিচার দেখিয়া কোর্টের মধ্যেই অতিদুঃখে আমার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়াছিল, যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ কাটরায় উঠিয়া সাক্ষ্য দিলেন না, সেই হেতু ধর্ম্মা চাকরের প্রতি নিশ্চয়ই অন্যায় করা হইয়াছে,— ইহা পণ্ডিত বিচারক মহাশয়ের বিশ্বাস হইয়াছিল; কিন্তু যিনি সকল বিচারকগণের বিচারক, যিনি "বিশ্বতশ্চক্ষু", তিনি যে দৈব ও দুর্দ্দৈব দণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা আদালতের সামান্য দণ্ড অপেক্ষা অধিকতর ভীষণ। যদিও আমরা কোনও দিন ইচ্ছা করি নাই যে, আমাদের জন্য কেহ কোনরূপ উদ্বেগ প্রাপ্ত হউক, তথাপি দৈব-বিধানানুসারে যে অহিন্দু ব্যক্তিটি ধর্ম্মাকে মিথ্যা কার্য্যে প্ররোচনা দিয়াছিল, উক্ত মোকদ্দমার দিনই তাহার উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হয়; ধর্ম্মা অহিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে এবং কিছুদিন পরে উদরী ব্যাধিতে ছয়মাসকাল ভীষণ যন্ত্রণা পাইতে থাকে। তাহার প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে সে একটি গাছতলায় পড়িয়া থাকিত এবং তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের শোচনীয় পরিণামের কথা সকলের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইত। যে বিচারক ঐরূপ বিচার করিয়াছিলেন, তিনিও পরবর্ত্তিকালে আর কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন নাই। বিচারের পরদিনই তাঁহার একমাত্র প্রিয়তম ভ্রাতার বিসূচিকা-ব্যাধিতে মৃত্যু হয় এবং সেই শোকে তাঁহার মস্তিষ্ক চিরতরে বিকৃত হইয়া যায়। X

বৈষ্ণবাপরাধের দণ্ড

প্রাচীন 'সজ্জনতোষণী'তে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শরণাগতি' শীর্ষক গীতি-সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আমার যখন শ্রীমদ্-

বৈভব

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণান্তিকে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তখন ভক্তি ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে ঐ সকল গীতি মাঝে মাঝে গান করিয়া ঠাকুরকে শুনাইতাম। বঙ্গাব্দ ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে একদিন রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিলাম,—পতিত-পাবন ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ আমাকে আদেশ করিয়া বলিতেছেন,—'পরমানন্দ, তুমি অবিলম্বে 'সজ্জনতোষণী' হইতে 'শরণাগতি'র পদ্যসমূহ চয়ন করিয়া উহা একটি পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ কর। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অনেকে ইহা পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া পরমার্থ-বিষয়ে বিশেষ লাভবান্ হইবেন।' আমি ঠাকুরের এই কৃপাদেশ পাইয়া প্রভুপাদের সম্পাদিত তদানীন্তন সজ্জনতোষণীতে * 'কৃপাদেশ' শীর্ষক একটি কবিতা লিখি এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা দুহিতা নিয়ত ভগবৎসেবাপরায়ণা পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবীর অর্থানুকূল্যে শ্রীভাগবত-প্রেস্ হইতে সর্ব্বপ্রথমে 'শরণাগতি'র গীতিসমূহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি।

গ্রন্থাকারে 'শরণাগতি' প্রথম প্রকাশ

বঙ্গাব্দ ১৩২৫, ইংরাজী ১৯১৮ সালে 'শরণাগতি' মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 'শরণাগতি' ও 'তত্ত্বসূত্র' প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন একটি রাজসংস্করণ ও একটি সাধারণ সংস্করণরূপে 'শরণাগতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বলিতে কি, এই 'শরণাগতি' গ্রন্থের যত অধিক সংস্করণ ও যত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ হইয়াছে, একমাত্র ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ব্যতীত এত অধিক সংখ্যক বৈষ্ণব-গ্রন্থ আর প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ আজ 'শরণাগতি' শুধু বাঙ্গালা ভাষায় আবদ্ধ থাকে নাই, ইহা উৎকল, হিন্দী, ইংরাজী, তামিল প্রভৃতি বহু ভাষায় অনুদিত হইয়াছে এবং সকল সেবোন্মুখ হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছে।

* সঃ তোঃ ২০খঃ ৬সং ১৯৫ পৃঃ

ত্রয়োবিংশ-বৈভব

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল গৌরকিশোরের অপ্রকট-লীলার পরে

"কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥"
"প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥"

—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ১ম অঙ্ক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিবার পর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুর-ব্রজপত্তনে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। "আমি কি করিয়া শ্রীগুরুবর্গের মনোঽভীষ্টস্বরূপ শুদ্ধ শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে পুনরায় প্রচার করিতে সমর্থ হইব? আমার কোন জনবল নাই, উপযুক্ত ধনবল নাই, প্রাকৃত-লোক-মোহকরী বিদ্যা-বুদ্ধি নাই, জাগতিক কোন প্রকার সম্পদ্ই নাই, আমা' দ্বারা কিরূপে ঐরূপ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবে? গুরুবর্গের মনোঽভীষ্ট বুঝি প্রচার করিতে পারিলাম না," —ইহা ভাবিয়া শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত বিমর্ষ-চিত্তে অবস্থান এবং ভক্তিগ্রন্থ প্রচারাদিও সম্ভব হইল না ভাবিয়া অত্যন্ত হতাশের ন্যায় লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'উপদেশামৃতে'র একাদশটী শ্লোকের মধ্যে আটটী শ্লোকের অনুবৃত্তি রচনা করিয়া রচনা-কার্য্যও স্থগিত রাখিলেন। এই সময় একদিন প্রভুপাদ রাত্রিকালে স্বপ্ন-সমাধি-যোগে দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের নাট্যমন্দিরের পূর্ব্বদিক্ হইতে পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলীর সহিত শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলীতে আরোহণ করিতেছেন; সঙ্গে গোস্বামি-আচার্য্যবৃন্দ এবং বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভৃতি গুরুবর্গ সকলেই দিব্যমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদকে প্রত্যক্ষভাবে আশ্বস্ত করিয়া বলিতেছেন—"তুমি ভাবনা কর কেন? শুদ্ধভক্তি-সংস্থাপন-কার্য্য আরম্ভ কর—সর্ব্বত্র গৌরবাণী প্রচার কর—গৌর-ধাম, গৌর-নাম ও গৌর-কামের সেবা বিস্তার কর; **আমরা সকলেই নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি;** তোমার এই শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণই আমাদের সাহায্য পাইবে, তোমার পশ্চাতে

প্রভুপাদের স্বপ্নসমাধি

পঞ্চতত্ত্বাত্মক মহাপ্রভুর আদেশ

অসংখ্য লোকবল, অগণিত ধনবল, অসামান্য পাণ্ডিত্য প্রভৃতি অপেক্ষা করিতেছে; যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তখনই সেই সকল উপস্থিত হইয়া তোমার ভক্তি-প্রচার-সেবার দাস্যে নিযুক্ত হইবে। তুমি পূর্ণ উদ্যমে জগতের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেম-ধর্ম্মের কথা প্রচারে অগ্রসর হও। কোন প্রকার জাগতিক বাধা-বিপত্তি তোমার এই কার্য্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমরা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে রহিয়াছি।" এই স্বপ্ন দর্শন করিবার পরদিনই প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ অতীব আনন্দভরে আমাকে এবং আরও কএকজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে এই স্বপ্ন-প্রসঙ্গ জানাইয়াছিলেন। তদবধি শ্রীল প্রভুপাদ কোটিগুণ প্রোৎসাহের লীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন। ইহার পরই প্রভুপাদ অনুবৃত্তির অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন এবং ভক্তিগ্রন্থ-সমূহের প্রকাশ ও প্রচার-কার্য্য বিপুলভাবে আরম্ভ করেন। আজ সেই শুদ্ধভক্তি-প্রচারের বন্যা সমগ্র ভারতের সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণের হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া পাশ্চাত্য দেশকেও প্লাবিত করিতে বসিয়াছে। এজন্যই বুঝি আজ শ্রীল প্রভুপাদ কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী অনুক্ষণ সকলকে জানাইয়া বলিতেছেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮, ১২৯

ইংরাজী ১৯১৭ সালের প্রথমভাগে নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বালক শ্রীভাগবত-প্রেসে আসিয়া আমার সহিত আলাপ করে। বালকটি খঞ্জ ছিল; তাহার

খঞ্জ নারায়ণদাস

কবিতা লেখার দিকে খুব ঝোঁক দেখিয়া আমি তাহাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'কল্যাণকল্পতরু', 'শরণাগতি' প্রভৃতি পড়িতে দেই এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করাইয়া পরমার্থ-সম্বন্ধে কবিতা-রচনা শিক্ষা করিতে সাহায্য করি। পরম কৃপাময় প্রভুপাদ নারায়ণদাসের নিকট অনেক হরিকথা বলিয়াছিলেন। প্রভুপাদের আদেশে নারায়ণদাস 'সজ্জনতোষণী'র প্রায় প্রতি সংখ্যায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করে। যখন শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে অবস্থান করিতেন, তখন নারায়ণ প্রায়ই প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইত। কিন্তু প্রভুপাদ সন্ন্যাস-লীলা গ্রহণ করিবার পর কলিকাতায় এবং পরিব্রাজক-রূপে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান-সময়ে নারায়ণ-দাস সর্ব্বদাই অন্যাভিলাষী বিষয়ী জনের সঙ্গে থাকিয়া অন্যাভিলাষের প্রতি রুচিবিশিষ্ট হয় এবং প্রাকৃত সাহিত্যিক হইয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনকেই অধিকতর বরণীয় বিচার করে। কিছুকাল হইল, নারায়ণদাস ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

ইংরাজী ১৯১৭ সালের জুন, জুলাই মাসে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়-বিনোদ'-ভাষ্য-সহ শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তদনুযায়ী তদানীন্তন বিংশ খণ্ডের 'সজ্জনতোষণী'তে এই কথা বিজ্ঞাপিত হইল। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকটির (প্রথম শ্লোক) প্রায় বিশ প্রকার ব্যাখ্যা-সম্বলিত একটি পাণ্ডুলিপি লিখিয়া তাকের উপর রাখিয়াছিলেন। গণদেবতার বাহন মূষিক ঐ পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে কতকগুলি চুরি করিয়া লইয়া গেল; অনেক অনুসন্ধান করিয়াও ঐ সকল আর উদ্ধার হইল না। তখন শ্রীল প্রভুপাদ কতকাংশ বাদ দিয়া উহা লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুপাদ বলিলেন,— 'কৃষ্ণ তখন যেরূপ স্ফূর্ত্তি করাইয়াছিলেন, সেরূপটি আর হইল না।'

মূষিক কর্ত্তৃক 'ভাষ্য' অপহরণ

ইংরাজী ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে বড়দিনের সময় শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত অনেক ভক্ত হরিকথা আলোচনার জন্য শ্রীভাগবত-প্রেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম-এ, শ্রীযুক্ত কাশীভূষণ সেন বি-এ, বিভাগীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী পরিদর্শক শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন প্রভৃতি বহুভক্ত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার এম-এ মহাশয়ের ভবনে এবং স্থানীয় বহু ব্যক্তির গৃহে পাঠ, হরিকথা এবং নগর-সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণনগরে কীর্ত্তনবন্যা প্রবাহিত হইল।

কৃষ্ণনগরে প্রভুপাদের হরিকথা

বাঙ্গালা ১৩২৫ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৯১৮ সালের ৭ই জুন প্রাতে প্রভুপাদের অনুগমনে উড়িষ্যার নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে যাইবার জন্য প্রায় আট, দশজন ভক্ত কৃষ্ণনগরে শ্রীভাগবতপ্রেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিপ্রহরের ট্রেনে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত কৃষ্ণনগর হইতে আমরা কলিকাতায় যাই। বৈকালে রামবাগান ভক্তিভবনে পৌঁছিয়া কএকজন ভক্তসহ শ্রীল প্রভুপাদ ৭নং গৌরীবেড়ে লেনে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণের বাসায় গমন করেন এবং কেহ কেহ ভক্তিভবনে থাকেন। ঐদিন সন্ধ্যায় আমরা প্রায় ত্রিশজন প্রভুপাদের অনুগমনে এণ্টনি বাগানে হরিদাস নন্দী মহাশয়ের ভবনে গমন করি। শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে হরিকথা উপদেশ করিয়াছিলেন। পরদিন সন্ধ্যায় রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয়ের সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ রসাভাস-কীর্ত্তন শাস্ত্র ও মহাজনগণের অনুমোদিত নহে বলিয়া আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই।

শ্রীক্ষেত্র-গমন-পথে কলিকাতায়

ঐ দিবস প্রাতে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাসায় ভিক্ষা গ্রহণ করেন। রাত্রে প্রভুপাদ ব্যতীত কেহ কেহ শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসায় প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তৎপর দিন (৯ই জুন) রবিবার প্রাতে ব্যাণ্ডো এণ্ড কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় তাঁহার ২৪নং মনোহরপুকুরস্থিত ভবনে শ্রীল প্রভুপাদ সকল ভক্তসহ পদার্পণ-পূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন এবং ভিক্ষা গ্রহণ করেন। রাত্রে ভক্তিভবনে কীর্ত্তন ও মহোৎসব হয়। ধান্যকুড়িয়ার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সাউ নামে জনৈক ভদ্রলোক এইদিন প্রভুপাদের শ্রীমুখে ভক্তিভবনে হরিকথা শ্রবণ করেন।

পরদিন (১০ই জুন) আমরা ভক্তিভবনে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ২৬ মিনিটের ট্রেনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করি। সন্ধ্যার সময় কণ্টাইরোড্ বা বেল্‌দা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তথা হইতে রাত্রি ৯ টায় সাউরী প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হই। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে আমরা তেইশ জন ছিলাম,—১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ২। শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ, ৩। শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, ৪। শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, ৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তি-সিন্ধু, ৬। শ্রীযুক্ত বনমালী দাস ভক্তানন্দ ৭। শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরী প্রসাদ ব্রহ্মচারী, ৮। শ্রীযুক্ত সনাতন ব্রহ্মচারী, ৯। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাসাধিকারী, ১০। শ্রীযুক্ত হরিদাস মুনি, ১১। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সমাদ্দার, ১২। শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রিয়দাস বাবাজী, ১৩। শ্রীযুক্ত রাধামাধব দাস, ১৪। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চৌধুরী, ১৫। শ্রীযুক্ত কল্পবিহারী দাস, ১৬। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস, ১৭। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর রায়, ১৮। শ্রীযুক্ত অটলচন্দ্র দাস, ১৯। শ্রীযুক্ত রামচরণ সাহা, ২০। শ্রীযুক্ত গুরুদাস মোদক, ২১। শ্রীযুক্ত আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য, ২২। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ এবং ২৩। আমি (শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্ন)।

শ্রীল প্রভুপাদের পুরী-যাত্রার সঙ্গী

১১ই ও ১২ই জুন সাউরী প্রপন্নাশ্রমে শ্রীল প্রভুপাদ বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১২ই জুন বুধবার দিবস বেলা ৩॥ টার সময় আমরা প্রভুপাদের অনুগমনে সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় বেল্‌দার বাজারে পৌঁছিয়া 'গঙ্গাধরলজ্' নামক ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাস করি। পরদিন ভোরের ট্রেনে রূপসা হইয়া বেলা ১০টার সময় আমরা বেতনুটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। অধুনা স্বধামগত নটবর মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন মহাশয়ের প্রেরিত শরৎবাবুর যত্নে তথায় আমরা ভগবৎপ্রসাদ পাইয়া গো-যানে এবং পদব্রজে প্রায় তের মাইল রাস্তা অতিক্রম-পূর্ব্বক সন্ধ্যার পূর্ব্বে কুয়ামারায় পৌঁছি। ভক্তিরত্ন মহাশয় শতাধিক ভক্তসহ একটি সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী রচনা করিয়া কুয়ামারা হইতে প্রায় একমাইল অগ্রসর হইয়া স্বগণসহ শ্রীল প্রভুপাদকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। প্রভুপাদ তথায় ত্রিরাত্র অবস্থান-পূর্ব্বক অবিরাম হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

সাউরী ও কুয়ামারায়

১৬ই জুন প্রত্যূষে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা কুয়ামারা হইতে পদব্রজে রেমুণা-অভিমুখে যাত্রা করি। কুয়ামারা হইতে বিদায়-অভিনন্দন দিবার সময় ভক্তিরত্ন মহাশয় অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। জল ও ঝড়ের মধ্যে পাহাড়ের উপর দিয়া অতিকষ্টে সেই দুর্গম চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা ১টার সময় আমরা রেমুণায় পৌঁছি।

রেমুণার মন্দিরের অধিকারী মহাশয় সভক্তে শ্রীল প্রভুপাদের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী প্রভু যে হাটে বসিয়া হরিকীর্ত্তন করিবার সময় তাঁহার প্রার্থিত অযাচিত ক্ষীরপ্রসাদ পাইয়াছিলেন, সেই হাটস্থান বলিয়া কথিত স্থান এবং শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দিরের বেষ্টনীর মধ্যে শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর সমাধি ও ভজনস্থান প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কানুসরণে আমরা দর্শন করিলাম। রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে সে-দিন বালেশ্বরের সব্‌ডিভিসন্যাল্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তি মহাশয় প্রভুপাদের দর্শন লাভ করেন। অষ্টদুর্গের রাজার খনিত একটী পুষ্করিণী শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত দেখা গেল।

রেমুণায়

পরদিন প্রাতে আমরা রেমুণা হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে বালেশ্বর গমন করিয়া নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়ের "শ্রীগৌরকিশোর আশ্রমে" উপস্থিত হইলাম। তিনি একজন সাহিত্যিক ; প্রাচীন 'সজ্জনতোষণী'তে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ আমরা পড়িয়াছি। নিত্যসখা বাবুর অনুগৃহীত লক্ষ্মীকান্ত মিশ্রের ঠাকুরবাড়ী ও ধর্ম্মশালায় আমাদের থাকিবার স্থান হইল। লক্ষ্মীকান্ত মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমিশ্র নামক একটি একাদশ বৎসরের বালক শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আনন্দের সহিত নিযুক্ত ছিল। পরদিন (১৮ই জুন) প্রাতে প্রভুপাদ নিত্যসখা বাবুর নিকট অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিলেন। নিত্যসখা বাবু বলিয়াছিলেন,— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত—

নিত্যসখা মুখোপাধ্যায়

"সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।"

এবং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লিখিত —

"তবে লাথি মার তার শিরের উপরে।"

প্রভৃতি উক্তি-সমূহ "তৃণাদপি সুনীচ" বৈষ্ণব-ভাবের বিশেষ বিরুদ্ধ। মহাজনগণের এই উক্তি-সমূহ যে প্রকৃত "তৃণাদপি সুনীচ" ভাবেরই প্রকৃষ্ট আদর্শ, ইহা শ্রীল প্রভুপাদ বিশদভাবে নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে স্থানীয় পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্ দেওয়ান-বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয় প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ এবং বালেশ্বরে আরও দুই এক দিন অবস্থান-পূর্ব্বক একটি সাধারণ সভায় সর্ব্বসাধারণকে প্রভুপাদের এই অমূল্য হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ-প্রদানার্থ বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। ঐ দিন রাত্রে নিত্যসখা বাবুর রচিত "লীলা-বিলাস" নামক একটি নাটক বালকগণের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল।

"তৃণাদপি সুনীচ"

দেওয়ান-বাহাদুরের বিশেষ প্রার্থনাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ তৎপর দিবসও বালেশ্বরে অবস্থান করিয়া প্রাতে দেওয়ান-বাহাদুরের বাসায় এবং সন্ধ্যায় বালেশ্বর "হরিভক্তি-প্রদায়িনী" সভার কর্ত্তৃপক্ষের উদ্‌যোগে একটি বিরাট্ সভায় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। এই সভায় স্থানীয় অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রায় পাঁচ ছয়শত শ্রোতৃমণ্ডলীর

সম্মুখে প্রভুপাদ দুই ঘণ্টাকাল 'শিক্ষাষ্টক' সম্বন্ধে একটি মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। একদিন প্রভুপাদ বালেশ্বরে একটি সুন্দর কিশোর-বয়স্ক বালক-দর্শনে বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ন্যায় কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বল-হৃদয়ে অতিমর্ত্ত্য কৃষ্ণস্মৃতিতে অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন এবং অপ্রাকৃত বিরহ-বিভাবিত হৃদয়ে কএকটি উক্তি করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদের (৫৮-৬১) নিম্নলিখিত পদসমূহ নানাভাবে আমাদিগের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,—

বালেশ্বরে বক্তৃতা ও ভাবাবেশ

"সুন্দর, রাজার পুত্র—শ্যামল-বরণ।
কিশোর-বয়স, দীর্ঘ কমল নয়ন॥
পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তিঁহ হৈলা 'উদ্দীপন'॥
তাঁরে দেখি' মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি' কহিতে লাগিল॥
এই—মহাভাগবত, যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥"

কটকের পথে প্রভুপাদ

বালেশ্বর হইতে কটক যাইবার পথে নীলগিরি পাহাড়ের পাদদেশে বহু গোবৎস বিচরণ করিতেছে দেখিয়া প্রভুপাদের শ্রীবৃন্দাবনীয় পূর্ব্বগোষ্ঠ স্মরণ হওয়ায় সঙ্গের ভক্তগণের নিকট অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

"বন দেখি' ভ্রম হয় এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি' মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন'॥
যাহাঁ নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে 'কালিন্দী'।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ১৭।৫৫-৫৭

এই পদসমূহ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রভুপাদ মহাভাগবত অবস্থার দর্শন-বিষয়ে নিম্নলিখিত কএকটি অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮৫

প্রত্যেক দৃশ্যবস্তুই কৃষ্ণ-সম্বন্ধী, কৃষ্ণসেবোপকরণ বা কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক; শ্রীমন্মহাপ্রভুর গোদাবরী-দর্শনে যমুনা-স্মৃতি-উদ্দীপন-লীলায় (গোদাবরী দেখি' হইল যমুনা-স্মরণ) তিনি ইহাই দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক দৃশ্যবস্তু-দর্শনেই কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হয়। দৃশ্যবস্তুতে ভোগ্য-বুদ্ধির পরিবর্ত্তে আপনাকে দৃশ্য এবং বস্তু-মাত্রে কৃষ্ণভোগপর দ্রষ্টাজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে।

২০শে জুন প্রাতের ট্রেনে শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তগণ-সহ বালেশ্বর হইতে কটক শুভাগমন করেন। দেওয়ান-বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র, সব্‌ডিভিসন্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তী প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে বালেশ্বর-ষ্টেশনে আসিয়া অভিনন্দন প্রদান করেন। দেওয়ান-বাহাদুর কাঠজুড়ি নদীর ধারের তাঁহার নবনির্ম্মিত ভবনে শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইলে প্রভুপাদ দেওয়ান-বাহাদুরের প্রার্থনা স্বীকার করেন। পরদিন প্রাতে কটকে শ্রীকৃষ্ণ মহাপাত্র মহাশয়ের ভবনে বহু ব্যক্তি আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। তন্মধ্যে র‍্যাভেন্‌সা কলেজের তদানীন্তন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মহান্তী, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত রেবতীবল্লভ মিত্র, পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি কএক ব্যক্তি বিশেষ আগ্রহ-সহকারে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

কটকে প্রভুপাদ

২২শে জুন আমরা কটক হইতে পুরী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী 'ভক্তি-কুটী'তে প্রায় সন্ধ্যার সময় পৌঁছিলাম। রাত্রে কৃষ্ণনগরের পরলোকগত রায় সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ভক্তিকুটীতে আসেন। তিনি ভক্তিকুটীর-সংলগ্ন পাথরকুটীতে পরিবারসহ বাস করিতেছিলেন। ৩০শে জুন রবিবার দিবস প্রাতে আমরা সকলে স্নানাদি করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সঙ্কীর্ত্তন-মণ্ডলী রচনা করিয়া ভক্তিকুটী হইতে প্রথমে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি এবং ক্রমশঃ সিদ্ধবকুল ও শ্রীরাধাকান্তমঠ দর্শন-পূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হই। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ "আহুশ্চ তে নলিননাভ" শ্লোকটি আবৃত্তি করেন। প্রভুপাদের আদেশে ভক্তগণ এই শ্লোকটি ও শ্রীচরিতামৃত হইতে নিম্নলিখিত কয়টি পদ সুললিত রাগিণীতে মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

পুরীতে প্রভুপাদ

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাময় শুদ্ধহৃদয়রূপ বৃন্দাবনেই কৃষ্ণের উদয়-যোগ্যতা হয়—

অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন, 'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় ঐশ্বর্য্যসূচক জ্ঞান শিথিল—

পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে, যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায়।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়, মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়॥

ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমে তদিতরাভিনিবেশ অসম্ভব—

চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, যত্ন করি' নারি কাঢ়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার, স্থানাস্থান না কর বিচারে॥

বৈভব

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভাসে গোপীর বিরাগ—

নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার, ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী, শুনি' গোপীর আরো বাড়ে রোষ॥

কৃষ্ণবিরহের গ্রাস হইতেই গোপীর উদ্ধার-লাভেচ্ছা, স্বীয় সংসারবন্ধন-মোচনেচ্ছা নাই—

দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাহাঁ তার, তাহাঁ হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে, গোপীগণে নেহ' তার পার॥

জলীলা ও স্বজনবর্গের বিস্মরণ-জন্য কৃষ্ণকে অনুযোগ—

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন, সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ, বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা॥

কৃষ্ণের ব্রজ-বিস্মৃতি-দর্শনে দয়িতকে দোষ না দিয়া নিজাদৃষ্টকে ধিক্কার—

বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্গুণ-সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ, তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজ-জন, সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস॥

যশোদার দুঃখ জানাইয়া আবেদন-দ্বারা কৃষ্ণের করুণোদ্রেক-চেষ্টা; কৃষ্ণবিচ্ছেদাপেক্ষা ব্রজবাসীর মৃত্যুকামনা—

না দেখি' আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ, ব্রজ-জনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি' কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে?

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-লীলায় ব্রজবাসীর অরুচি, অথচ ব্রজত্যাগে কৃষ্ণবিরহে মৃতবৎ—

তোমার সে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ, ব্রজ-জনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে, ব্রজ-জনের কি হ'বে উপায়।

কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে কাতর নিবেদন—

তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন, তুমি—সকল ব্রজের সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজ-জন, ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ॥

—চৈঃ চঃ মঃ ১৩শ পঃ

গুরুগৌরাঙ্গ-বসতিস্থান পরিক্রমা

শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম
দর্শন এবং প্রভুপাদের প্রদর্শিত আদর্শানুসারে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন
করিলাম। প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-লীলা-সম্বন্ধে অনেক
কথা বলিয়াছিলেন। পরদিন (২৪শে জুন) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার
দিবস বৈকালে যশোহরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব রায় যদুনাথ মজুমদার
বাহাদুর সি-আই-ই ভক্তিকুটীতে আসিয়া প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।
২৫শে জুন তারিখে প্রভুপাদের আদেশে আমরা শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল-মঠে
কীর্ত্তন করিতে যাই। পরদিন পরলোকগত হরিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র
ঘোষ ভক্তিকুটীতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। ২৭শে জুন আমরা

প্রভুপাদের আদেশে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মঠ ও সাতাসনের মঠ-সমূহে এবং ২৮শে জুন গঙ্গামাতা-মঠে কীর্ত্তন করিতে যাই।

২৯শে জুন তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ অটলবিহারী মৈত্র মহাশয়ের ভবনে গমন করি। পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ যখন পুরীতে ছিলেন, তখন অটল বাবু প্রভুপাদের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তথায় অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। আমরা প্রভুপাদের আদেশে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। পরদিন প্রাতে প্রভুপাদ শ্রীভাগবতপ্রেস্ হইতে আগত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের "তত্ত্বসূত্র" নামক গ্রন্থের প্রথম ফর্ম্মার প্রুফ্ দেখিয়া পাঠাইলেন; সেই সময় শ্রীভাগবতপ্রেস্ হইতে তত্ত্বসূত্র গ্রন্থাকারে ছাপা হইতেছিল।

অটলবিহারী মৈত্র

১লা জুলাই শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে আমরা কীর্ত্তন করিতে করিতে টোটা গোপীনাথ দর্শন করিতে যাই। ২রা জুলাই শনিবার পুরী পোষ্ট-অফিসের সম্মুখস্থ পরলোকগত রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর মহাশয়ের 'শশী-নিকেতনে'র প্রাঙ্গণে স্থানীয় সঙ্গীত-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে একটি মহতী সভায় শ্রীল প্রভুপাদ একটি অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ বাসুদেব প্রভু "কবে হবে বল সে-দিন আমার"— এই পদটি মূলগায়করূপে কীর্ত্তন করিলে আমরা তাঁহার দোহাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। পরে শ্রীযুক্ত ভক্তিসিন্ধু বিষ্ণু বাবু উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তনে সমাগত ভদ্রলোকদিগকে বিশেষ পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

"শশী-নিকেতনে"

৩রা জুলাই প্রত্যূষে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীগৌরপদাঙ্কিত বিগুণিত বিপ্রলম্ভক্ষেত্র আলালনাথে গমন করি। পদব্রজে পনর মাইল পথ অতি আনন্দের সহিত অতিক্রম করিয়া বেলা ১২টার সময় আমরা আলালনাথ পৌছিলাম। পথে যাইতে যাইতে শ্রীল প্রভুপাদ অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন; কখনও বা "বন দেখি' ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন" প্রভৃতি পদসমূহ, কখনও বা—

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্।
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্।

প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে আমাদিগের সম্ভোগময় চিত্তবৃত্তি নিরাস করিয়া হরিভজনের চেষ্টার জন্য নানাপ্রকার উপদেশ করিতেছিলেন। শ্রীআলালনাথের কানিকা ও ক্ষীর-প্রসাদ পাইয়া আমরা অপরাহ্ণ ৫ টার সময় তথা হইতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে যাত্রা করি এবং রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় ভক্তিকুটীতে ফিরিয়া আসি।

চতুর্ব্বিংশ-বৈভব

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজের পূর্ব্বকথা—আচার্য্য-চরণ-দর্শন

"মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥
দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥
অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥"

—ভাঃ ১১।২।২৮-৩০

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমপ্রিয় কৃপা-ভাজন, শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত ও অনুকম্পিত ত্রিদণ্ডিপাদগণের অগ্রণী, বর্ত্তমানে আচার্য্যাদেশে--পাশ্চাত্যপ্রদেশে শুদ্ধ-গৌরাঙ্গবাণী প্রচারকপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তাঁহার স্মৃতিপট হইতে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ১৩১৬ সালের ১১ই চৈত্র, ইংরাজী ১৯১০, ২৫শে মার্চ্চ ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন আমি ধুবুলিয়া ষ্টেশন হইতে পদব্রজে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে গমন করি—সঙ্গে ত্রিপুরা-রাজের তদানীন্তন সভা-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল ভক্তিতত্ত্ব-বাচস্পতি মহাশয়। ইঁহার সহিত আমার চাঁদপুরে প্রথম আলাপ হয় এবং ইনি আমার নিকট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর অনেক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আপনাকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগত বলিয়া পরিচয় দেন। আমি উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিবসে শ্রীমায়াপুর-শ্রীযোগপীঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের নিকট উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এবং টাকির খ্যাতনামা জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বি-এল্ মহাশয় প্রমুখ কতিপয় সজ্জন উপস্থিত। তাঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষাল মহাশয় শ্রীল ঠাকুরের নিকট আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উভয়েই আমার প্রতি স্নেহ ও করুণা প্রদর্শন করিলেন।

ভক্তিবিনোদ ও সরস্বতী ঠাকুরের দর্শন

তখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মহাজ্যোতির্ম্ময় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বেশ ছিল। তাঁহার কি যেন একটা অলৌকিক অতিমর্ত্ত্য প্রভাব আমাকে তাঁহার ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের প্রতি গাঢ়ভাবে আকৃষ্ট করিয়া দিল। আমি তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার করুণা যাচ্ঞা করিলাম। শ্রীল ঠাকুর আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"আপনি শিক্ষিত ও সম্মানিত ব্যক্তি, সুতরাং আপনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিলে বহু লোক তাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারিবে। আপনি মহাপ্রভুর এই জন্মবাসরে কিছু হরিকথা বলুন।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য প্রভাব

আমি ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশে 'ব্রহ্মচর্য্য'-সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করিলাম এবং অতিমর্ত্ত্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ যে অহর্নিশ শ্রীহরিনামের আচার প্রদর্শন করিয়া ঠাকুর হরিদাসের অনুগমনে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন, তাহাও বলিলাম। আমি যেন কাঁহারও কৃপাপ্রণোদিত হইয়াই তখন আরও বলিয়াছিলাম,—'এই আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতেই "পৃথিবী পর্য্যন্ত আছে যত দেশ-গ্রাম। সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর পরিপূর্ণতা সাধিত হইবে।'

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ-আদেশে বক্তৃতা

আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমার প্রতি বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করিলেন এবং আমাকে বলিলেন,—'আপনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশ লইয়া আগামী কল্য ওপারে অর্থাৎ কুলিয়ার চড়ায় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ নামক এক অত্যদ্ভুত চরিত্র পরম-হংস-প্রবরের পাদপদ্ম সন্দর্শন করুন।' আমি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আদেশ-অনুসারে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যখন ওপারে যাইতে উদ্যত হইলাম, তখন ঠাকুর আমাকে তৎপর দিবস শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে যাইতে বলিয়া দিলেন। মহাপুরুষ-দর্শনার্থ কুলিয়ায় যাইবার সময় আমি একটি তরমুজ-ফল কিনিয়া লইয়া গেলাম।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আদেশ

ওপারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, গঙ্গার চড়ায় একটি ছইএর ভিতর এক মহাত্মা আপন মনে বসিয়া আছেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম এবং তরমুজ-ফলটি নিকটে রাখিলাম। যদিও ঐ মহাত্মা কাহারও কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না শুনিতে পাইলাম, তথাপি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে আমি আসিয়াছি শুনিয়া তিনি কৃপা-পূর্ব্বক আমার প্রদত্ত ঐ ফলটি গ্রহণ এবং আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। আমি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আদেশেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছি শ্রবণ করিবার পর শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ আমাকে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের একটি প্রার্থনা কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন।

শ্রীগৌরকিশোর-প্রভুর দর্শন

আমি ঠাকুর মহাশয়ের "গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর।"—এই প্রার্থনা-সঙ্গীতটী কীর্ত্তন করিলাম। কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার পর তিনি আমাকে একটি উপদেশ দিলেন,—

'গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট থাকিবেন। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তন করিবেন। অসৎসঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্যে দূরে থাকিবেন।'

আমি বলিলাম—'আমার এখনও গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই।' তাহাতে তিনি বলিলেন,—'আপনি ত' শ্রীমায়াপুরে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছেন। শ্রীমায়াপুর আত্মনিবেদনের স্থান; সেখানে যখন আপনি সদ্গুরুর চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন, তখন আর আপনার গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই কিরূপে? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; যান, তাঁহার কৃপা গ্রহণ করুন।' ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের এই বাক্য-শ্রবণে আমি যে তখন কিরূপ উৎসাহান্বিত হইয়াছিলাম, তাহা বলিবার ভাষা আমার নাই আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কুলিয়ায়ই মস্তক মুণ্ডন করিলাম এবং গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট গোদ্রুমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

শ্রীল গৌরকিশোরের কৃপা

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু আমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—'আপনাকে ভবিষ্যতে সদ্গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাস লইয়া দেশে-দেশে গ্রামে-গ্রামে মহাপ্রভুর নাম প্রচার করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি আমাকে প্রচুর পরিমাণ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আপত্তি করেন নাই। কিন্তু শুনিয়াছি,—কেহ তাঁহার পাদস্পর্শ করিতে গেলে তিনি—'তোমার সর্ব্বনাশ হইবে, ভিটামাটী উচ্ছন্ন যাইবে' প্রভৃতি বলিয়া ক্রোধ-লীলা প্রকাশ করিতেন।

আমি শ্রীগোদ্রুমে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমাকে কামবীজ ও কামগায়ত্রী প্রদান করিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরই শিষ্য শ্রীযুক্ত কল্যাণকল্পতরুদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীকুমুদকান্ত ভৌমিক) মহাশয় তখন শ্রীগোদ্রুমস্থ কুঞ্জে উপস্থিত ছিলেন; তিনি আমাকে ঠাকুরের অধরামৃত প্রদান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে টাকির জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ও গোদ্রুমে শ্রীল ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বেলা প্রায় ২টার সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ 'শিক্ষাষ্টক' ব্যাখ্যা করিলেন। বৈকালে ঠাকুরেরই অনুগত শিষ্য ও সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুরের আদেশে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষার মূল পাঠ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন সঙ্গে-সঙ্গে উহা ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

দীক্ষা-লাভ

ইহার কিছুদিন পরে গ্রীষ্মাবকাশে আমি কলিকাতার 'ভক্তিভবনে' দ্বিতীয়বার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন করি এবং ঠাকুরের সহিত পুনরায়

গোদ্রুমে উপস্থিত হই। শ্রীল ঠাকুর আমাকে ও শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়কে প্রত্যহ প্রাতঃকালে—

"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে! শ্রদ্ধাবান্ জন হে !!
প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥"

এই কীর্ত্তনটী গাহিয়া শ্রীধামের চতুর্দ্দিকে টহল এবং সকলের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। প্রত্যহ বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং তৎপরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈত-শ্রীগদাধর-শ্রীবাসাদি-শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ।"—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হইত। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ হাতে তালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেন এবং অপ্রাকৃতভাবে গদ্‌গদ হইতেন। গোদ্রুমে স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে উপরের তলায় এই নৃত্য-কীর্ত্তনাদি হইত। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সেখানে আসিতেন ও আমাকে বহু উপদেশাদির দ্বারা প্রচুর কৃপা করিতেন। সরস্বতী প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত ও অতুলনীয় সহজ পাণ্ডিত্য তখনই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

শ্রীগোদ্রুমে থাকা-কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যদি নীচের তলায় কেহ গল্প-গুজব করিতেন, অমনি ঠাকুর বজ্রগম্ভীরস্বরে শাসন করিয়া বলিতেন,—'প্রজল্প পরিত্যাগ কর, কৃষ্ণকথা বল, সর্ব্বত্র কৃষ্ণ-কোলাহল হউক।' ঠাকুর আদৌ প্রজল্পের প্রশ্রয় দিতেন না। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনই যে কলিযুগের ধর্ম্ম, এ বিষয়ে খুব বেশী বলিতেন, আর বলিতেন,—'অসৎসঙ্গে কখনও নাম হয় না।' শ্রীজগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্তে'র এই পদটী সর্ব্বদাই বলিতেন,—

"অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়।"

বিশেষতঃ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আদর্শ উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বলিতেন,—'দেখুন, সরস্বতী কিরূপ সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া একান্তমনে শ্রীমায়াপুরে দশাপরাধশূন্য শ্রীনামের ভজন করিতেছে। আপনারা তাহার আদর্শ অনুসরণ করুন।' ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আরও বলিতেন,—'নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণ না করিলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয় না। অপরাধের সহিত নাম-গ্রহণের ফল—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম; অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি। সরস্বতী এই সকল কথা উপলব্ধি করিয়াছে, তাই তাহাতে

সরস্বতী ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তিবিনোদ

অপতিতভাবে শ্রীরূপানুগ নামভজনানুশীলনের আদর্শ একান্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; আপনারা সকলে তাহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া শ্রীনাম ও শ্রীধামের সেবায় নিযুক্ত হউন।'

শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু তখন কুলিয়া-নবদ্বীপে বড় আখড়ার নাটমন্দিরে একটি ছইএর মধ্যে বাস করিতেন। শ্রীগোদ্রুমে থাকা-ক ই একদিন আমি ঠাকুরের আদেশ লইয়া শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত কুলিয়া-নবদ্বীপে শ্রীল গৌরকিশোর-দাস গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনার্থ গমন করি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি শুনিয়া শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন—'আপনি সর্ব্বদা সরস্বতী প্রভুর সঙ্গ করিবেন। তিনি আমার গুরুদেব এবং আদর্শ বৈষ্ণব। দেখুন, তিনি রাজার ছেলে হইয়াও কিরূপ বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। সকল প্রকার অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-আশ্রয়ে একান্তভাবে নাম-সেবা করিতেছেন। তাঁহার বৈরাগ্য অতুলনীয়; তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের ও আমার মহাপ্রভুর নিজ-জন। আপনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা বৈষ্ণব-সেবা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবেন—খুব উচ্চ কীর্ত্তন করিবেন।'

সরস্বতী ঠাকুর সম্বন্ধে গৌরকিশোর

কিছুদিন পরে আমি শ্রীল ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীগোদ্রুম হইতে কলিকাতা 'ভক্তিভবনে' আসিলাম। সেখানে শ্রীল ঠাকুরেরই শিষ্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়েই আমার সহাধ্যায়ী,—এ কথা শ্রীল ঠাকুরকে জানাইলে তিনি শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। আমি যখন ঠাকুরের সঙ্গে কলিকাতা আসিলাম, তখন শ্রীল ঠাকুর একদিন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুকে ডাকিয়া তাঁহারই উপর আমার উপনয়ন-সংস্কার-প্রদানের ভার অর্পণ করিলেন। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশমত শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর রচিত 'সৎক্রিয়াসার দীপিকা'র প্রয়োগ-পদ্ধতি-অনুসারে আমাকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন এবং তৎসঙ্গে ঠাকুরেরই অনুজ্ঞায় ব্রহ্ম-গায়ত্রী, গুরু-গায়ত্রী ও গৌরাঙ্গ-গায়ত্রী প্রদান করিলেন। আমার সহাধ্যায়ী ও সতীর্থ শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু এবং মন্মথ বাবু,—এই দুইজনও পূর্ব্বে ঠাকুরেরই আদেশে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর দ্বারা সংস্কৃত হইয়াছিলেন।

দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-সংস্কার ও শ্রীভক্তিবিনোদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাকে অনেকদিন বলিয়াছেন যে, শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং শুদ্ধবৈষ্ণব-সমাজ-সংস্থাপন-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-জগতে শুদ্ধনাম-প্রচারের জন্য পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। এই দুই কার্য্যে তিনি গৌরসুন্দরের ভারপ্রাপ্ত। আমি তখন শ্রীল ঠাকুরের এই সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। অনেকবার 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' পড়িয়াছি, ঠাকুরের শ্রীমুখে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে উহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। পরবর্ত্তিকালে এই গুরু-বাক্য যখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর আচারময় প্রচার-লীলায়

সরস্বতী ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তিবিনোদ

প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম, তখনই শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-শাস্ত্রের উপদেশটি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে ঐক্য স্থাপন করিল।

পারমার্থিক বিপ্রত্ব

ঠাকুর যেমন শ্রীযুত বসন্ত বাবু, মন্মথ বাবু এবং আমাকে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-দ্বারা পারমার্থিক-বিপ্রত্ব অর্থাৎ পরমহংসগুরুর দাস্যাভিমান-সূচক তৃণাদপি-সুনীচ-ধর্ম্মের জ্ঞাপক দীক্ষাঙ্গ উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণে আদেশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাউরীর ভক্তিতীর্থ মহাশয়কেও আদেশ করেন। কিন্তু আমরা জানি না, কি জন্য তিনি শ্রীশ্রীগুরুদেবের পরমহংস-লীলার অনুকরণের পক্ষপাতী হইয়া সংস্কার-গ্রহণের দিবস অনুপস্থিত ছিলেন। ভক্তিবিনোদ প্রভু সেইদিন আমাকে দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট ভবিষ্যতে আরও উপদেশ-গ্রহণার্থ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য ভাবাবেশ

ভক্তিভবনে আমি অনেকদিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতাম, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব্যাখ্যা করিতেন; শ্রীচরিতামৃত-পাঠ-কালে ঠাকুরের এক একদিন আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইত। কোনদিন তিনি ভাব-বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন, লোকাপেক্ষা না রাখিয়া কখনও সকরুণ আহ্বান, কখনও গান, কখনও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য এবং কখনও বা নৃত্য করিতেন। এইরূপভাবে একদিন তিনি মাদৃশ পতিতকেও আলিঙ্গন-দানে কৃপা সঞ্চার করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীল ঠাকুরে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার লক্ষিত হইত। তবে তিনি সহজিয়াগণের কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিতেন না।

অধিকাংশ সময় তিনি গোদ্রুমেই বাস করিতে ভালবাসিতেন এবং শ্রীগোদ্রুম-বাসে কেহ আপত্তি জানাইলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাকে যেরূপ 'ভক্তিভবনে' দেখিয়াছি,—তিনি অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতেন, গোদ্রুমেও তদ্রূপই দেখিয়াছি। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জের ছাদ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীমন্দির দর্শন ও তদুদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন এবং আমাদিগকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রেও 'ভক্তিকুটীর' দ্বিতলের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির দিকে তাকাইয়া রাত্রি ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতেন। নানাপ্রকার বিদ্ধ বৈষ্ণব-অপসম্প্রদায়ের লোক ঠাকুরের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাদের নিকট হরিকথা না বলিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ আসন ও প্রতিষ্ঠা দিয়া বিদায় দিতেন।

শ্রীল ঠাকুর অনেক সময় এই উপদেশটি ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন,—

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি'।

—কল্যাণকল্পতরু

কি ব্রহ্মচারী, কি গৃহস্থ,—সকলকেই ঠাকুর বলিতেন,—'প্রমদা-বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, সকলকে কৃষ্ণদাস বা গুরুবুদ্ধি করিবে।' এতৎপ্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই বলিতেন,—'সিদ্ধান্তসরস্বতী এ বিষয়ে আদর্শ; তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিবেন।'

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত্রিম নির্জ্জন-ভজনকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন,—'দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে নিষ্কপটে হরিভজনই—প্রকৃত নির্জ্জন-ভজন।' তিনি স্বয়ং অপতিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে নামসংকীর্ত্তন, প্রত্যহ ভক্তিগ্রন্থ লিখন, ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা এবং শ্রীনামহট্টের পরিব্রাজকরূপে শ্রীনাম-প্রচারে সকলকে আদেশ করিতেন।

তিনি অনেক সময়ে শুদ্ধনামকীর্ত্তনকারীর আদর্শরূপে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর নাম উল্লেখ করিতেন এবং আমাদিগকে আউল, বাউল প্রভৃতি তের প্রকার অপসম্প্রদায়ের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বদা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সঙ্গ করিতে বলিতেন। আরও বলিতেন,—'আপনারা ঐ সকল হরিবিমুখ লোকের সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবেন। কারণ, ইহাদের দূষিত রোগ কোনও রূপে সাধক-জীবনে সংক্রামিত হইয়া পড়িলে আত্মার স্বাস্থ্য-লাভের আশা সুদূরপরাহত।' তিনি তাঁহার নিজ-রচিত দশমূলের ব্যাখ্যা করিয়া অনেক সময়ই শুনাইতেন এবং বলিতেন,—'অপ্রাকৃত হরিজনের সহিত হরি-রস আস্বাদন করাই জীবনের কর্ত্তব্য।'

শুদ্ধনামসংকীর্ত্তনকারীর আদর্শ সঙ্গ

অরাধ-গোবিন্দ অর্থাৎ যেখানে গোবিন্দের সহিত বৃষভানুনন্দিনীর সাহিত্য নাই, সেইরূপ ভাবকে তিনি আদর করিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার "স্বনিয়মদ্বাদশকম্" শ্লোক হইতে এতৎপ্রসঙ্গে আমাদিগকে নানা উপদেশ দিতেন। বৃষভানুনন্দিনীর কথা শ্রবণমাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন। শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস প্রভুর ন্যায় ওঁ বিষ্ণুপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদেও সর্ব্বদা দেখিয়াছি,—শ্রীমতী বার্ষভানবীর সেবাসম্পত্তিকে তিনি তাঁহার হৃদয়-সম্পুটের এত অন্তরতম প্রদেশের গুহ্যতম এবং গাঢ়তম প্রীতির বস্তুরূপে সংরক্ষণ করিতেন যে, যেখানে-সেখানে বৃষভানুনন্দিনীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন,—'আপনারা যে-দিন শরণাগতির "আমি ত' স্বানন্দসুখদবাসী"—এই সব শিক্ষা বুঝিতে পারিবেন, সে-দিন আপনাদের সর্ব্বোত্তম মঙ্গল হইবে।'

আমি মুহূর্ত্তের জন্যও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সরস্বতী প্রভুর প্রতি আমাদের কোন-প্রকার মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিবার অনুমোদন করিতে দেখি নাই বা সরস্বতী প্রভুকেও কোন সময়ে কায়মনোবাক্যে কোথায়ও ঠাকুরের প্রতি মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে দেখি নাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীচরণ যতবার দর্শন করিয়াছি, ততবারই তাঁহার শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, সরস্বতী প্রভুর ন্যায় শুদ্ধবৈষ্ণব জগতে বিরল। ইঁনি ভবিষ্যতে পৃথিবীর বহুলোককে বৈষ্ণব করিবেন।

"ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত"

পঞ্চবিংশ-বৈভব

সরস্বতী-স্নেহ-সম্বর্দ্ধিত 'ভক্তিপ্রদীপ', সন্ন্যাস ও প্রচার

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি।"
—বিলাপকুসুমাঞ্জলি

উপরি-উক্ত বিবরণ ব্যতীত শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ হইতে নিম্নলিখিত কএকটি কথা আমাদের বিশেষ প্রার্থনা-অনুসারে একটি পত্র-মধ্যে * জানাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গলাভ করিবার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠের যে দিব্যমূর্ত্তি আমার মানস-পটে অঙ্কিত ছিল, তাহাই নিত্য শ্রীধামবাসী শ্রীনামভজনরত শ্রীল প্রভুপাদের তৎকালীন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারি-বেষের তপ্তকাঞ্চন-সন্নিভ দিব্যমূর্ত্তি-দর্শনে সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

ইংরাজী ১৯১০ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মাবকাশ ও শারদীয়া পূজাবকাশে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনার্থ আমি 'ভক্তি-ভবনে' যাইতাম এবং তথায় সময় সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরেরও শ্রীচরণ দর্শন পাইতাম। বালিঘাই-সভায় যে-সকল ব্যক্তি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-প্রভু প্রমুখ গুরুবর্গের প্রতি জাতিবুদ্ধি ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়াছিল, শ্রীল সরস্বতীসিংহ তাহাদিগের সেই সকল অপরাধ-মত্তহস্তীকে দলন করিবার জন্য যে হুঙ্কারপূর্ণ দিব্য তেজোময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেন, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইতাম। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের ঐরূপ বিচার দর্শন করিয়া আমাদিগের নিকট বলিতেন যে শ্রীল সরস্বতী প্রভুই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।

সরস্বতীসিংহের হুঙ্কার

যতক্ষণ 'ভক্তিভবনে' থাকিতাম, ততক্ষণই ঠাকুর বলিতেন,—'কখনও অসৎসঙ্গ করিবেন না—প্রজল্প করিবেন না। শ্রীউপদেশামৃতের "উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ" শ্লোকটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন।' শ্রীল ঠাকুরকে 'ভক্তিভবনে' অবস্থান-কালে অনেক সময়ই শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর কথা বলিতে শুনিয়াছি। শ্রীল সরস্বতী প্রভু শ্রীমায়াপুরে ব্রজপত্তনে অবস্থান করিতেন। শ্রীল ঠাকুর আর কাহারও জন্য কোন প্রকার

* শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের নিকট শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের পত্র

আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু তিনি শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুকে দেখিবার জন্য অনেক সময়ই ব্যস্ত হইতেন। বলিতেন,—'তাহাকে পত্র লিখিয়া এখানে আনান হউক।'

ভক্তিবিনোদ-অপ্রকট-দিবসে প্রভুপাদ

ইংরাজী ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের দিবসে সন্ধ্যার পরে শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ভক্তিভবনে সদ্য আগত শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীচরণ আমি দর্শন পাইলাম। শ্রীল প্রভুপাদ সে-দিন ভক্তিভবনে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-মতানুযায়ী অশৌচধারণ, প্রেত-শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান ও শুদ্ধবৈষ্ণব-সদাচারের বিরুদ্ধ-আচার-সমূহ নিরাস করিয়া প্রভুপাদ সেই সময় সাত্বত-স্মৃতি-নিবন্ধরাজ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকার সদাচার-মূলক উপদেশাবলী আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

'ভক্তিপ্রদীপ' নাম

ইংরাজী ১৯১৪ হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত আমি কার্য্য-ব্যপদেশে অন্যত্র অবস্থান করিলেও প্রতি বৎসরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুর-ব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও হরিকথা শ্রবণের জন্য আগমন করিতাম। প্রভুপাদের উপদেশের মধ্যেই আমরা শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অকৃত্রিম অপ্রাকৃত সাক্ষাৎ সঙ্গ লাভ করিতাম। প্রভুপাদের বিশেষ স্নেহানুকম্পায় সংবর্দ্ধিত হইয়াই আমি 'ভক্তিপ্রদীপ' আখ্যা লাভ করিয়াছি।

আমার যখন সংসার-বন্ধন হইতে ছুটী পাইতে বিলম্ব হইতেছিল এবং নানাবিধ বিঘ্ন আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাত করিতেছিল, তখন অহৈতুক কৃপাসিন্ধু প্রভুপাদ আমাকে "গোরা পহুঁ না ভজিয়া মইনু" ঠাকুর মহাশয়ের এই গানটী স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া শ্রবণ করাইতেন।

কুঞ্জদা'র সঙ্গ-লাভ

ইংরাজী ১৯১৭ সালে গ্রাম্যকোলাহলপ্রদ বিষয়কার্য্য হইতে অবসর-গ্রহণ-পূর্ব্বক আমি শ্রীধাম-মায়াপুর-ব্রজপত্তনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণানুগত্যে শ্রীধামবাস করিবার মানসে আগমন করিলাম। প্রভুপাদের কৃপায় কলিকাতার উল্টাডিঙ্গি-পল্লীতে গৌরীবেড়ে-লেনে শ্রীপাদ কুঞ্জদা'র সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভের সৌভাগ্য হইল এবং বৈষ্ণব-সঙ্গে অনুক্ষণ শ্রীহরিকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুযোগ ঘটিল। তৎপরে আমি ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডে শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত একত্র অবস্থান করিবার অপূর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ করিলাম। তখন প্রভুপাদের রচিত 'মায়াবাদ-শতদূষণী', 'ভাই সহজিয়া', 'কথাবলী' প্রভৃতি ভুবনমঙ্গল অপ্রাকৃত সাহিত্য-সমূহ প্রকাশ করিবার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হইল। বৃদ্ধকালে এখন সামর্থ্য নাই বলিয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য দেহের প্রতি শত শত ধিক্কার দিয়া অশ্রু বিসর্জন করি।

ইংরাজী ১৯১৯ সালে কৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরিব্রাজক-বানপ্রস্থবেশে শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলাম।

১৯২০ সালের ১লা নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক আমার কায়মনোবাক্যকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় দণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীচৈতন্যমঠে আমাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করিলেন। সেই সময় প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ কতিপয় সেবক তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ মাসেই পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞা পাইয়া আমি পরিব্রাজকবেষে ঢাকা-নগরীতে গমন করি। তথায় আপনার সাক্ষাৎলাভ, আমার নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা, পরলোকগত লালমোহন শাহ শঙ্খনিধি মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ীতে আমার অবস্থান, তথায় গোষ্ঠীসহ শ্রীল প্রভুপাদের আগমন, শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠা, আপনার ও গিরি মহারাজ প্রভৃতি শুদ্ধভক্তগণের সহিত সম্মেলন, শ্রীল প্রভুপাদের একমাস-ব্যাপী তথায় শ্রীমদ্ভাগবতের "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রভৃতির কথা আপনার অবিদিত নাই। তৎপরবর্ত্তিকালে প্রভুপাদের আদেশে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রচারাদি 'গৌড়ীয়ে' যথাসম্ভব প্রকাশিত আছে।

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রাপ্তি ও প্রচার

যদিও আমি কীর্ত্তনে নিপুণ নহি, তথাপি শ্রীল প্রভুপাদ ভক্ত-গোষ্ঠীর সহিত প্রসাদ-সম্মান-কালে আমার প্রসাদে ভোগবুদ্ধির নিরসনকল্পে আমার মুখে প্রসাদ-মহিমাসূচক পদাবলীর উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন; বিশেষতঃ "নারদমুনি বাজায় বীণা" সঙ্গীতটী কীর্ত্তনমুখে শুনিতে ভালবাসেন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ একনিষ্ঠ সেবকগণের মধ্যে শ্রীল কুঞ্জদা', শ্রীল বাসুদেব প্রভু প্রমুখ মহামহোপদেশকগণ আমার জীবনের ধ্রুবতারা —নয়নতারার সেবাসান্নিধ্য-লাভের সর্ব্বপ্রধান সহায়ক।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এই অযোগ্য জরাতুর ভৃত্যকে লণ্ডনের মত কর্ম্ম-প্রাণ মহা-
নগরীতে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রভুপাদের কৃপায় লণ্ডনে আসিয়া স্থানে স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন
এবং কএকজন সত্যানুসন্ধিৎসুর নিকট বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী-
আলোচনা ব্যতীত 'শ্রীগুর্ব্বষ্টক' 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক,' 'শ্রীনামাষ্টক,' 'শিক্ষাষ্টক,'
'মনঃশিক্ষা,' 'উপদেশামৃত,' 'শ্রীদশমূল,' 'শ্রীগুরুবন্দনা,' 'প্রার্থনা' 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'
ও সমগ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় পঞ্চাশটী
ইংরাজী রচনা (thesis) প্রস্তুত হইয়াছে। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা শিরে ধারণ করিয়া
শ্রীচৈতন্যভাগবত-অবলম্বনে সরল ইংরাজী ভাষায় 'Career & Activities of Sree
Krishua Chaitanya and His Teachings' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি।
শ্রীল প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে বহু কৃপাপত্রে আমাকে অনেক সদুপদেশ ও প্রচারের প্রণালী-সমূহ
শিক্ষা দিয়াছেন। প্রভুপাদের দুই একটি কৃপালিপি আমার নিকট এখানে যাহা আছে
এবং লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে বিভিন্ন কৃপা-লিপিতে তাঁহার যে-সকল উপদেশ লাভ করিয়াছি, নিম্নে
তাহা হইতেই কোন কোন স্থান উদ্ধার করিয়া আপনার নিকট পাঠাইলাম। প্রত্যেক
উদ্ধৃত অংশের পার্শ্বে প্রভুপাদের লিখিত পত্রের তারিখ ও সাল দেওয়া হইল।

লণ্ডনে প্রেরণ

ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী। একাংশের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে কৃষ্ণসেবার ধারণা বিলুপ্ত হইয়া গর্ভোদক-শায়ীর উপাসনা হইয়া যায়। কৃষ্ণোপাসনা গর্ভোদকশায়ী বা নারায়ণসেবা হইতে পৃথক্। আপনাকে একদেশ-দর্শিতার পরামর্শ দিলে কৃষ্ণার্থে-অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণের আংশিক সেবা ব্যতীত সর্ব্ববিধ সেবা করিতে পারিবেন না, versatile অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে সেবাকুশল না হইয়া কূপমণ্ডূক হইলে শ্রীবার্ষভানবীর সর্ব্বতোমুখী সেবায় বৈমুখ্য লাভ ঘটিবে। একচক্ষু-বিশিষ্ট হইলে সবদিগের কার্য্যে :নাযোগ ঘটে। ভগবান্ কৃষ্ণ কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ; শ্রীবার্ষভানবীর ধন বার্ষভানবীর আনুগত্যেই লাভ হয়।

(কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে লিখিত পত্র—ইং ৮।৬।৩১)

[আশা করি শ্রীল প্রভুপাদের এই অমূল্য উপদেশটী আমাদের অনেকের ভ্রমপূর্ণ ধারণা যথা—'অমুক সেবার জন্য অমুক নিযুক্ত,—আমি নহি ; বা অমুক সেবার জন্য গচ্ছিত ভৈক্ষ্য সেই নির্দ্দিষ্ট সেবায় না লাগিয়া অপরাপর সেবায় লাগিতেছে কেন ?'—প্রভৃতি একদেশ-দর্শিতা-মূলক বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া শ্রীবার্ষভানবীর নয়নতারার আনুগত্যে আমাদের সর্ব্বতোমুখী সেবা-বুদ্ধি আনয়ন করিবে।]

যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব, তথা ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদেব। আর যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব এবং ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদাস, সুতরাং কৃষ্ণের অধিক প্রিয়।—(ইং ২৩।৭।৩১)

"Your conversation with the cultured people of the west following the words of the Divine Lord will surely be appreciated by all sincere souls amidst their busy life. I don't know any body who was more de-lighted than myself to hear that at last the Gaudiya Math Office has been opened in the British Isles"—(21-4-33)

বহুলোকের নিকট হরিকথা বলিতে বলিতে দুই এক জন ভাল লোকও ভগবৎকথায় মনোযোগী হইতে পারেন—ইহাই আমার আশাবন্ধ।—(ইং ২৫।৫।৩৩)

[ফলে Dr. Herr Ernest Schulze of Berlin ও Mrs. Hilda Kerbel of London—উভয় আত্মাকে পাওয়া গিয়াছে ১৯।৩।৩৪ তারিখে]

The Esoteric representation need not be placed on the table at the sacrifice of the exoteric code and exposition, as the people are found to be very hasty to judge a person by his external appearance. —(27-6-33.)

মনে রাখিবেন—আপনার সহকর্ম্মিদ্বয়ের শুভানুধ্যায়ী ও সৎপরামর্শদাতৃসূত্রে আপনার নির্ব্বাচনেই আমাদের সাফল্য নির্ভর করে। আপনার অভাবে এখানে বহু কার্য্য বহুভাবে suffer করিলেও আপনার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নবীন উদ্যমিগণের বিশেষ সাহায্য করিবে, সন্দেহ নাই।—(ইং ৭।৭।৩৩)

We are no meditators, but on the other hand solicitors of congre-gational meetings. So shifting from the centre of London is now out of the question—(26-7-33.)

I have enjoyed much to learn that the senior Tridandi Swami has been honoured and received by Her Majesty, the Queen of England. This unforeseen chance is really a very rare opportunity that hardly falls to the lot of a monk with his tripple staff and bowl in his hand.—(21-8-33.)

We take pride in that you are acting as our proxy in a distant land, where our crippled movements have not yet approached—(21-8-33.)

I learn with great delight that the City of London has found you keeping fast on the *Janmastami* day and am more glad to learn that you could make 'পারায়ণ' of *Sree Chaitanya Charitamrita* on the day. —(28-8-33.)

The service of cooking is meant for the Supreme Lord *Sree Krishna* and His devotees like "ব্রজগোপীs" who uttered 'গেহং জুষাম্' etc., and that the cooking should be done as far as possible by 'দীক্ষিত', in as much as it forms a part of 'অর্চ্চন'। A devotee is a co-sharer of the remains of *Krishna's* dish, while the wordly affairs of His devotees are also isolated for His service.—(19-10-33.)

গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলা আমার এ কয়দিন আলোচ্য বিষয় ছিল। সংজ্ঞা বিযুক্ত হইলে আর এই গৌর-কৃষ্ণসেবার কথা মনে করিতে পারিব না বলিয়া সংজ্ঞা-থাকা-কাল-পর্য্যন্ত গৌরকৃষ্ণ-সেবা চিন্তা করিব। আপনি দন্তে তৃণ ধারণ-পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে বিনয়-সহকারে পরম দৈন্যের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বলিতে থাকুন; আপনি কৃতি-পুরুষ, কৃষ্ণ-কৃপা অবশ্য পাইবেন।—(ইং ২।১।৩৪)

You should always be submissive and courteous to all whom you meet however unpleasant situation they create. You should know that you are after all poor Indians—you are always to crave sympathy from the people there right and left; specially as you are a true Vaishnava, you should endure all sorts of sufferings and should be proving fully submissive to all you meet in a foreign country. (16-1-34.)

May *Sree Krishna* bless you in your noblest endeavours in carrying the message of the Supreme Lord *Sree Chaitanya* to a land where such transcendental news had not reached before you graced the banks of the Thames.--(13-2-34.)

Though we are distantly placed by the will of Providence, still the symbolical sounds in letters will not keep us at such a distance.

ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবদ্ভক্ত-দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠান যায়।

Telegramএর আগে, Air Mailএর আগে, Wireless Radioর অনেক আগে সেরূপ communication হয়। The Benign Hand of *Sree Krishna* is a better judge than our silly selves. We should ever be in the service of the Supreme Lord *Krishna*, however troubles we meet in our journey of life.—(23-2-34.)

ষড়্‌বিংশ-বৈভব

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বার্ষিক উৎসব ও "গৌড়ীয়" পত্র

"বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহুগ্যালন রক্ত—'গৌড়ীয়' পত্র ও 'গৌড়ীয় মঠ'।

—প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবে শ্রীল প্রভুপাদ প্রতি বৎসরের ন্যায় হরিকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করিলেন। কলিকাতাবাসী বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এ বৎসরের উৎসবে 'গৌড়ীয়' পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলিকাতা বড়বাজারের স্বধাম-প্রাপ্ত রাজা কাশীনাথের সুযোগ্য পুত্র বল্লভ-সম্প্রদায়ভুক্ত পরমভাগবত বর্ষীয়ান্ রাজা বাবু দামোদর দাস বর্ম্মন্ ৯ই ভাদ্র (১৩২৯) কএকজন বৈষ্ণব-পণ্ডিতের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন; তন্মধ্যে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-শাখা শ্রীল অনন্তাচার্য্য ও শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতের উপশাখা আন্ধ্র বিল্লনাটীয় শ্রীগদাধর ভট্টবংশজাত জনৈক বৃন্দাবনবাসী শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১১ই ভাদ্র (১৩২৯) বড়বাজারের গোবিন্দ ভবনের পাঠক ও বহু শ্রোতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া প্রভুপাদের বাণী শ্রবণ করেন। ঐ দিবস বিক্রমপুরান্তর্গত আড়িয়ল-গ্রাম-নিবাসী পরলোকগত পণ্ডিত হরিমোহন শিরোমণি মহাশয়ও গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা কাষ্ঠাকাটা শ্রীজগন্নাথ দাসের বংশজাত।

গৌড়ীয়মঠের উৎসব ও 'গৌড়ীয়'

শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত হরিকথা প্রচার করিয়াছিলেন। ঢাকার কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, বাগমারা, গাজিরহাট প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ প্রমুখ প্রচারকগণ গৌড়ীয়-মঠের উৎসবে যোগদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত এই সময় পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের যে-সকল প্রচারক বালেশ্বর, ভদ্রক মহকুমা, নীলগিরি-রাজ্য, উহার নিকটবর্ত্তী কপ্তিপদা, উদালা, কুমারা এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের বারিপদা রাজধানীতে হরিকথা প্রচার করিতেছিলেন,

পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার

তাঁহারাও আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। ২৩শে শ্রাবণ শ্রীবলদেব-জন্ম-পূর্ণিমা হইতে উৎসব আরম্ভ হইল। ১২ই সেপ্টেম্বর (১৯২২) তারিখের দৈনিক 'সার্ভেণ্ট'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে গৌড়ীয়মঠের উৎসব ও প্রচার-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, —

We are very glad to express our high appreciation of the activities of the *Sree Vishva-Vaish... -Raja-Sabha* for some years. The other day we visited the Math at 1, Ultadingi Junction Road, Calcutta and were gratified with what we had occasion to view and learn.

We all know that the earth moves round the sun and that this hanging lamp of Heaven is burning night and day to emit light to this moving globe. With this popular belief we do not wink a moment to say that the said eternal glowing ball rises up in the eastern horizon and goes down in the west. This poor similarity may help us to some extent to understand that the eternal *Sevakas* or the devotees of *Sree Bhagavan* who are eternally associated part and parcel of His *Nitya Leela*, seem to appear before us in this horizon and go down in the other, like so many *Baddha Jeevas* or beings putting on coats——one, this visible perceptible body and the other, the invisible subtle mind. We must not commit this sad error when we learn that the 84th Advent Anniversary of Sree Thakur Bhaktivinode was performed with great eclat on Monday the 4th instant at Sree Gaudiya Math, where thousands of poor people and ladies and gentlemen of various ranks and castes were treated sumptuously with *Sree Mahaprasad*.

Thakur Bhaktivinode appeared in this stage of life in the year 1838 and was known to us as a competent Civil Officer as well as a religious devotee. But very few of us can shake off the prevalent notion of birth and death and take that these eternal devotees of *Sree Bhagavan* do not open their mortal eyes to see the earthly light and close them after a period like us. Thakur Bhaktivinode is one of *Sree Mahaprabhu's* dearest devotees. His life before us was full of activities in propagating *Shuddha Bhakti or Atma-Dharma*, himself following strictly the path of *Sree Mahaprabhu* and six *Goswamins* and publishing numerous works in English, Sanskrit and Bengali on *Bhagavata-Dharma*. People who are running after *Kanaka-Kamini-Pratishtha* (Money-Enjoyment-Fame) shivered at his appearance as he laid axe at the root of the tree whose forbidden fruit was being tasted for the last two centuries or so by the so-called preachers in the garb of spiritual guides. He pumped off the stagnant waters and filled the channel of *Bhakti* with a stream of sweet and invigorating liquid.

We cannot see him with our fleshy eyes, nor can we know him with our passionate mind. The devotees of *Sree Bhagavan* only can see him distinctly with their *Atma-Jnana*.

The readers will kindly note that it is far from our mind to ignore the benefits of our society, nay our country will desire much from such pu.ely devotional institutions of the most genuine type.

'গৌড়ীয়'

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাসিক 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকা নব পর্য্যায়ে অষ্টাদশ খণ্ড হইতে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

মনুষ্যজাতির প্রতি প্রভুর কৃপা

হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন হইতে মনুষ্যজাতিকে এক মুহূর্ত্তও বিরাম দিবার পক্ষপাতিত্ব প্রভুপাদের চিরদিনই নাই। প্রভুপাদ বলেন,—কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" মানুষকে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ও তাহার স্মৃতি হইতে মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম দিলে সেই মুহূর্ত্তেই মায়াদেবী ছিদ্র পাইয়া মানুষের বহির্ম্মুখতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করে এবং তাহাকে নানা দুর্ব্বুদ্ধির বশীভূত করিয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিয়া থাকেন,—জাগতিক কোন কাজ অনেকক্ষণ যাবৎ করিতে করিতে সেই কাজ হইতে বিশ্রাম গ্রহণ না করিলে তাহা একঘেয়ে বোধ হয়, চিত্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠে ও তাহা হইতে শীঘ্রই বিশ্রামের জন্য পিপাসাতুর হইয়া পড়িতে হয়; কিন্তু অনুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন বা হরিসেবা অতিমর্ত্ত্য বিচিত্রতাময় বলিয়া প্রতিপদে নবনবায়মান।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মানুসারে ছয় দিন অন্যান্য কার্য্য করিবার পর রবিবার দিবস যে বিশ্রাম করিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাহা হরিসেবা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। হরিসেবা প্রতিদিন,

হরিকীর্ত্তন-প্রচারই জীবে দয়া

প্রতিক্ষণ—সব সময়ই করিতে হইবে; "ভগবানের নাম বৃথা লইও না"—এই খৃষ্টীয় নীতির অর্থ ইহা নহে যে, অনুক্ষণ ভগবানের নাম গ্রহণ করা অনুচিত। "শ্রীহরির বিশ্রামকাল চাতুর্ম্মাস্যের সময় তাঁহাকে ডাকা অন্যায়" ভগবদ্বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তমতের এইরূপ অভিমত বটে। শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামীর কৃপা লাভ করিবার পূর্ব্বে এক সময়ে শ্রীবল্লভ ভট্ট বলিয়াছিলেন,—"আমরা যখন প্রকৃতি এবং ভগবান্ যখন পতি, তখন পতির নাম সতী স্ত্রীগণের কাহারও নিকট উচ্চ করিয়া বলিতে নাই।" অতিবাড়ী জগন্নাথ দাসেরও অনেকটা এই জাতীয় বিচার ছিল। শুনা যায়,—তিনি মুখে কাপড় বাঁধিয়া রাখিতেন,—পাছে হরিনাম-মহামন্ত্রটি ভুলক্রমে মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়, আর কেহ তাহা শুনিয়া ফেলে! শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন নবদ্বীপবাসিগণের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল! সময়ে বে-সময়ে উচ্চকীর্ত্তন তাঁহাদের বিশ্রাম-সুখের ব্যাঘাত করিত; এজন্য তাঁহারা কাজির নিকট নিমাই পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল, অনুক্ষণ 'হরি হরি' করিলে কৃষি-বাণিজ্যাদি-ব্যাপারে শৈথিল্য-নিবন্ধন শস্য-দ্রব্যাদির উৎপাদন, আমদানী রপ্তানীর অল্পতা ও বিশৃঙ্খলা বশতঃ 'ধান', 'চাল', 'দাল' প্রভৃতি শস্যের মূল্যও বাড়িয়া যাইবে, দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে! কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার আশ্রিতবর্গ মনোধর্ম্ম হইতে উত্থিত এই সকল নানাপ্রকার মতবাদ সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন। শ্রুতি যে একমাত্র শব্দব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—প্রণবকেই

বেদবীজ ও মহাবাক্য বলিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যদেব সেই শব্দব্রহ্ম নামের অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনই মানবের পরমধর্ম্ম বলিয়া জানাইয়াছেন। বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥" *
(৬।৩।২২)

শ্লোকে অনুক্ষণ যে নামকীর্ত্তন-দ্বারা ভগবানের সেবাকেই জীবের পরমধর্ম্ম বলিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—বেদান্তের এই চরম সূত্র হইতে সেই শব্দ-ব্রহ্মের আবৃত্তি দ্বারাই অতি সহজে আনুষঙ্গিকভাবে অনাবৃত্তি অর্থাৎ জগতে গতাগতিরহিত হইয়া নিত্যধামে ভগবানের নিত্যসেবা ও প্রেম-লাভের কথা জানাইয়াছেন। প্রভুপাদ শাস্ত্র-প্রমাণ এবং নানাপ্রকার সাধারণ যুক্তি-দ্বারাও 'শ্রবণই ভক্তি-অনুশীলনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও মুখ্য',—ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রভুপাদ আরও জানাইয়াছেন,—আমরা যে বস্তুকে আমাদের পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রাজা মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, সেইরূপ অতীন্দ্রিয় বস্তুর অভিজ্ঞান একমাত্র সেবোন্মুখ কর্ণেন্দ্রিয়ই আমাদের নিকট আনিয়া দিতে পারে। আমরা সেবোন্মুখ শ্রবণের দ্বারাই অতীন্দ্রিয় পরাৎপর বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি। এজন্য সনাতনধর্ম্মে শ্রুতিকেই মূল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয়।

হরি-কীর্ত্তনে অনাবৃত্তি

শ্রুতিবিদ্যাই—ব্রহ্মবিদ্যা। জগতে এই ব্রহ্মবিদ্যা বা শব্দব্রহ্মের অবতার অনুক্ষণ প্রকট করাইবার জন্যই বর্ত্তমান জড়সর্ব্বস্বযুগের মধ্যে প্রভুপাদের আবির্ভাব; ইহা তাঁহার আবির্ভাবের মূল বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান যুগ 'জড়'-শব্দ ও তাহার পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা ভরপূর হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই হরিকীর্ত্তনের মহা-দুর্ভিক্ষ। 'জড়'-শব্দ মহামারীর ন্যায় তাহার বিজয়-অভিযানে বাহির হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেই প্রভুপাদের অপার করুণা—এখানেই তিনি ভাগবতের ভাষায় 'ভূরিদ' (মহাদাতা) নামের প্রকৃত সার্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন—এরূপ যুগেও তিনি শব্দব্রহ্মের কৃপাময় অবতারকে প্রতি জীবের রুদ্ধ কর্ণদ্বারের নিকট পৌঁছাইয়া দিতেছেন। শুধু বঙ্গবাসীর কর্ণদ্বারে নহে, শুধু ভারতীয় মানবজাতির কর্ণ-প্রাঙ্গণে নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র—বিশ্বের সকল দ্বারে তিনি এই শব্দ-ব্রহ্মের অবতারকে প্রকট করাইবার জন্য অতিমানুষিক চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন। কয়লার খনির মধ্যে, পর্ব্বতের গহ্বরে, সাগরের বক্ষে, নির্জ্জন কান্তারে, জনাকীর্ণ নগরীতে, জাগতিক অভাব-পীড়িত পল্লীতে, অট্টালিকা ও প্রাসাদ-শোভিত রাজধানীতে, বাষ্পীয় শকটে, ব্যোমযানে, অর্ণবপোতে, কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে, নিস্তব্ধ-নির্জ্জনতার ক্রোড়ে—সর্ব্বত্রই তিনি এই শব্দব্রহ্মের অবতারের আবির্ভাব করাইতেছেন। ইহাই আচার্য্যের বিশিষ্ট অবদান।

হরিকীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষে প্রভুর দয়া

* শ্রীনামকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবানে ভক্তিযোগই এই জগতে জীবের পরম ধর্ম্মের অবধি।

যান্ত্রিক যুগের অবদানগুলি এতকাল পর্য্যন্ত কেবল ভাবী মানবমেধযজ্ঞের উপকরণরূপে পরিণত হইয়া অপদানে পর্য্যবসিত হইতেছিল। কিন্তু এই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য জড়যান্ত্রিক-যুগকে চৈতন্যশিক্ষার বাহন মান্ত্রিক-যুগ করিয়া ফেলিয়াছেন—যন্ত্রকে হরিনাম-মহামন্ত্রের তত্ত্ব-প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ মুদ্রাযন্ত্রকে 'বড়খোল' নাম দিয়াছেন, আর নিত্যহরিভজনপরায়ণ ত্রিদণ্ডি-যতিগণকে শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত-মৃদঙ্গ—প্রকৃতপ্রস্তাবে 'চিদঙ্গ' আখ্যা দিয়াছেন। যাঁহারা কায়, মন ও বাক্য—এই তিনটিকে দণ্ডিত বা নিগৃহীত করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন, অনুক্ষণ হরি-কীর্ত্তনই যাঁহাদের একমাত্র কার্য্য, তাঁহাদের জিহ্বাতেই শ্রীচৈতন্যবাণী অবতীর্ণ হইয়া জগতে সেই শব্দব্রহ্মাবতারকে প্রকাশিত করিবে।

যান্ত্রিক যুগে মন্ত্রযুগের অবতারণ

য়্যাপথিওসিসের আখড়াগুলি জগতে যে-সকল শৃগাল-বাসুদেবের অবতার প্রকাশিত করিতেছে, তাহা ভগবদবতার বা শ্রীচৈতন্যাবতার নহে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে,—শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের অব্যবহিত পরে জগন্মাতা শ্রীশচীদেবীর নিকট অচিরেই তাঁহার নিজের দুইটি আবির্ভাব বা অবতারের কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অনুকরণ করিয়া ভারতে,বিশেষতঃ বাঙ্গালায় গণ্ডায় গণ্ডায় অনেক পাষণ্ডতার অবতার উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর যে অচিরেই তাঁহার 'নাম' ও 'অর্চ্চা'রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া জগন্মাতা শ্রীশচীদেবীকে সান্ত্বনা-প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গে সকল সজ্জন-সমাজের হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন, বিপ্রলম্ভময়ী হরিসেবার উৎকর্ষ প্রচার করিয়া বিশ্বের প্রকৃত বাস্তব শান্তি আনয়ন করিবেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতের সেই স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা অনেকেই প্রাক্তন দুষ্কৃতি-হেতু এতাবৎকাল বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। অধুনা আচার্য্যের অবদানে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। তাই 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র মধ্যে আমরা শ্রীচৈতন্যের অবতার লক্ষ্য করি এবং শ্রীচৈতন্যমঠে, শ্রীচৈতন্যদেবের 'অর্চ্চা'মূর্ত্তির মধ্যে তাঁহার অবতার তদীয় জনের কৃপায় লক্ষ্য করিয়া চৈতন্যবাণীর দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে পারি।

শ্রীচৈতন্যের বাণীতেই শ্রীচৈতন্যাবতরণ

শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ ত্রিদণ্ডিগণ অনুক্ষণ যে হরিকীর্ত্তন করেন, তাহা বিশ্বের সর্ব্বত্র বিস্তার করিতে হইলে যান্ত্রিক যুগের অবদান কিরূপে শ্রীচৈতন্যের বাণীর বাহন হইয়া আচার্য্যের অবদান ঘোষণা করিতে পারে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি—যখন আচার্য্যের কৃপায় মুদ্রাযন্ত্র-সমূহ ভক্তিসিদ্ধান্তের রুদ্ধ পেটিকার মুদ্রা উদ্‌ঘাটন করিয়া জগতে গৌড়ীয়ের বাণী প্রচার করে। মৃদঙ্গের ধ্বনি আমাদের ন্যায় করণাপাটবদোষে দুষ্ট ব্যক্তিগণের কর্ণরন্ধ্রে অধিক দূর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না; কিন্তু যখন আচার্য্যের অধিনায়কত্বে মুদ্রাযন্ত্র হরিনাম-প্রচারের আনুকূল্য করে, তখন দেখিতে পাই,—এই যান্ত্রিক যুগে মুদ্রাযন্ত্র সত্য সত্যই 'বড় খোল'। ইহার ধ্বনি শুধু আধ মাইল, এক মাইল ব্যাপ্ত করে না,—পরন্তু আচার্য্যের কৃপায় আপনাকে সমস্ত বিশ্বে বিলাইতে পারে। তাই আজ আচার্য্যের অবদানরূপে এই 'বড়খোলে'র ধ্বনি কখনও 'গৌড়ীয়ে'র

শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত মৃদঙ্গ

বাণীরূপে, কখনও 'সজ্জনতোষণী'র ঐকতান সঙ্গীতরূপে, কখনও 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশে'র মধুর পদরূপে, কখনও 'ভাগবতে'র কীর্ত্তনরূপে, কখনও 'পারমার্থিকে'র কথামৃতরূপে, কখনও বা 'কীর্ত্তনে'র কাকলিরূপে বিশ্বে বিতরিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী' শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হইতেছিল। ইহাতে প্রভুপাদের আশা মিটিল না—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল না। স্বল্পায়ুঃ মানব-জীবন একমাস পরে পরে যদি শ্রীহরিকথা শুনিবার অবসর পায়, তাহা হইলে তাহাদের মঙ্গল সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে। মানব-জাতিকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শুনাইতে হইবে। অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে যদি পরমার্থের কথা অনর্থের মোহে মুগ্ধ মানবের কর্ণবেধ করিয়া কীর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সাতদিন ধরিয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতে থাকিবে এবং শ্রবণের পর কীর্ত্তন করিতে করিতে অনুধ্যান করিবে। ভাষাবিদ্‌গণের প্রতি এই শুভানুধ্যান হৃদয়ে লইয়া প্রভুপাদ কলিকাতায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণনগরের ভাগবতযন্ত্র তথায়ই রহিল। সেখানে 'সজ্জনতোষণী'-পত্রিকা ছাপা হইত; 'গৌড়ীয়ে'র জন্য কলিকাতায় 'গৌড়ীয়-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্' নামক পৃথক্ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে কিছু সময় লাগিয়াছিল, অর্থাৎ 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন-রোডস্থিত তদানীন্তন গৌড়ীয়মঠের সন্নিকটস্থ একটি বাড়ীতে প্রস্তাবিত মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রপঞ্চে বিশ্বদ্রুচির প্রচারাকাঙ্ক্ষা

'গৌড়ীয়ে'র প্রথম সংখ্যা গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবকালে বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের ২রা ভাদ্র শনিবার কৃষ্ণনগর 'ভাগবতপ্রেস্' হইতেই মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

"গৌড়ীয়ে"র প্রথম সংখ্যা

প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং এবং মহামহোপদেশক পণ্ডিতবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ প্রভু কৃষ্ণনগর ভাগবত-প্রেসে গেলেন। শ্রীল প্রভুপাদ, মহামহোপদেশক প্রভু ও তৎসহযোগী শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি তৎপূর্ব্ব দিবস (শুক্রবার) সমস্ত দিন পরিশ্রম ও সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রথম সংখ্যাটি বাহির করিলেন। এই ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের এক আশ্চর্য্য কৃপা ও অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা গিয়াছিল,—প্রথম ফর্ম্মার অষ্টম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের নীচের লাইন হইতে আরম্ভ করিয়া উপর দিকে মেক্-আপ করিতে করিতে অর্থাৎ শেষের দিক্ হইতে গোড়ার দিকে বিপরীতক্রমে প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ পর্য্যন্ত মেক্-আপ করান হইয়াছিল।

পরমার্থ এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক পরসাহিত্যপরিষদের সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষে সম্পাদক হইলেন,—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্; প্রকাশক ও

গৌড়ীয়ের কৃত্য।
(ভাগবতধর্ম্ম)

১। একাদশী হরিবাসর ব্রত পালন
২। বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ
৩। শীতল তাপ ও পুণ্ড্র ধারণ ও নাম ~~মুদ্রা~~ ধারণ
৪। ~~দীক্ষা~~ মন্ত্রগ্রহণ ও তদনুষ্ঠান
৫। নৈবেদ্য-কর্ম্ম (অর্চ্চনাদি)
৬। সংখ্যা-নির্ব্বন্ধে নাম গ্রহণ
৭। দশ প্রকার বিধি গ্রহণ } ভক্তির প্রবেশদ্বার: ২০
৮। দশ প্রকার নিষেধ পরিহার }
৯। অধর্ম্ম স্থান পঞ্চক পরিহার
১০। সর্ব্বকাল হরিসেবা (বাল্যাদি আমৃত্যুপর্য্যন্ত অহর্নিশাদি নিরবচ্ছিন্ন)
১১। সর্ব্বোপকরণে হরিসেবা (কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা) (নিমিত্ত একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা, সমগ্র দৃশ্যবস্তু দ্বারা
১২। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন
১৩। আধিক্য ও ন্যূনতা
১৪। অস...

... হইতে
... মেক্-আপ করান হইয়াছিল।
...মোক্ষাদি অপরা বিদ্যার সমালোচক পরসাহিত্যপরিষদের
...াহিক পত্র 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষে সম্পাদক হইলেন,—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ
অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল্; প্রকাশক ও

মুদ্রণ-কর্ত্তা হইলেন—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী এবং পরিদর্শক হইলেন—শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ। প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম পৃষ্ঠার দুই পার্শ্বে গৌড়ীয়ের মূল নীতিরূপে 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র দুইটি শ্লোক এবং তন্নিম্নে তাঁহার স্বকৃত দুইটি পদ্যানুবাদও স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন। প্রভুর স্বহস্ত-লিখিত সেই শ্লোক-দুইটী ও পদ্যানুবাদ এই,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥
—শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

যাঁহারা হরিকথা-প্রচার, পত্রিকা-প্রকাশ প্রভৃতিকে বিষয়কথা-প্রচার ও বিষয়-চেষ্টার অন্যতম মনে করেন এবং হরিকথা-প্রচার পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনভজন-ছলনার ফল্গুবৈরাগ্য-প্রদর্শনকে অধিকতর শ্রীচৈতন্যপদানুসরণ বা ধর্ম্মানুসরণ মনে করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উপরি-উক্ত শ্লোক-দুইটির দ্বারা প্রদর্শন করিয়া সর্ব্ববিষয়কে একমাত্র কৃষ্ণসেবায় নির্ব্বন্ধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাই ইহাই হইল গৌড়ীয়ের মূলনীতি—শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও প্রচারের মূল আদর্শ।

ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্য

এই সময়ে 'গৌড়ীয়ে'র প্রচারে সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'গৌড়ীয়' সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রত্যহই বহু প্রশংসাপত্র আসিতে থাকিল। 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম সংখ্যার "আবার কেন ?", "মধুর লিপি", "পরমার্থে ভেজাল" প্রভৃতি কএকটি বিশেষ প্রবন্ধ একদিকে যেমন সজ্জন ও অকপট গৌড়ীয়গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল, অপর দিকে এক শ্রেণীর ব্যক্তি গৌড়ীয়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই নিজেদের বিপদ গণিয়াছিলেন। এইরূপ বিপন্নগণের মধ্য হইতে চট্টগ্রাম সদরঘাটের কোহিনুর প্রেসের কাগজে লিখিত 'মরুভূমি' স্বাক্ষরিত একখানি পত্র গৌড়ীয়-কার্য্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিল। উহার সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম খণ্ড ষষ্ঠ সংখ্যায় (৬ই আশ্বিন ১৩২৯) "মরুতে সেচন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল।

যখনই কোন অপ্রাকৃত প্রচার বিপ্লব আনয়ন করে, তখনই জানা যায় যে, উহা ন্যূনাধিক কার্য্যকরী হইতেছে। যেখানে চেতন, সেখানেই অচেতনের—প্রাকৃতের বিরুদ্ধে অপ্রাকৃতের বিপ্লব। বিদ্রোহ জিনিষটি খারাপ বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত বিপ্লব —প্রাকৃত বিদ্রোহ ও আত্মদ্রোহ,—এই উভয়ের বিরুদ্ধেই অভিযান। যে প্রাকৃত-বিপ্লব ইহসর্ব্বস্বতাকে কেন্দ্র করিয়া উদিত, তাহাতে চেতন নাই, চেতনাভাস বা চেতনের প্রতিবিম্ব আছে। আচার্য্য যে অপ্রাকৃত বিপ্লবের স্রোত আনয়ন করিয়াছেন, তাহা চেতনের বিপ্লব, তাহা সংস্কার নহে,—তাহা পুনঃ সংস্থাপন। সংস্কারের মধ্যে ভাঙ্গা-গড়া,

গৌড়ীয়ের বিপ্লব-বাণী

জোড়াতালি দেওয়া, আপোষ করা অথবা এক ভেজাল সরাইতে গিয়া আর এক ভেজাল চাপাইয়া দেওয়া; ইহাতে এক মতবাদ নিরাস করিতে গিয়া নূতন মতবাদ সৃষ্টি করার ফলে অসুবিধা প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। সে-প্রকার সংস্কারের চেষ্টা গৌড়ীয়ের নাই, পুনঃ সংস্থাপন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠাই গৌড়ীয়ের ব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপনের দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া যখন 'গৌড়ীয়' প্রকাশিত হইলেন, তখ· শুধু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে নয়, সমগ্র ধর্ম্মজগতে তাহা এক বিপ্লব আনয়ন করিল। 'গৌড়ীয়' ঐকান্তিক সত্যের বাণী-বৈজয়ন্তী হস্তে ধারণ করিয়া ঘোষণা করিলেন,—জগতের সমস্ত ব্যক্তিও যদি একযোগে বাস্তবসত্যের সহিত মতভেদ করে, তথাপি 'গৌড়ীয়' তাঁহার আদর্শ হইতে একচুলও বিচ্যুত হইতে প্রস্তুত নহেন, অপ্রাকৃত মহাজনের পথই তাঁহার অনুসরণীয়; শ্রীমদ্ ভাগবত যে দ্বাদশ জনকে 'মহাজন' বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের একান্ত অনুগত বিশ্বের যেখানে যত জন আছেন, 'গৌড়ীয়' তাঁহাদিগকেই প্রধান বিচারক-রূপে স্বীকার করেন; এই দ্বাদশ জন মহাজনের বিরুদ্ধে জগতের দশ জন সমস্বরে যাহা বলেন, সেই চীৎকারে অধিক লোক সংগ্রহ হইলেও 'গৌড়ীয়' সর্ব্বক্ষণই লোকপ্রিয়তা অপেক্ষা সত্যানুসন্ধিৎসাকেই বড় মনে করেন। ইহার একটি চিত্র প্রথম বর্ষ 'গৌড়ীয়'র ৭ম সংখ্যায় "বিচার আদালত" শীর্ষক তালিকার মধ্যে অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছিল; আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম,—

বিচার-আদালত

বিচারপতি

১। স্বয়ম্ভু, ২। নারদ, ৩। শম্ভু, ৪। সনৎকুমার, ৫। কপিল, ৬। মনু, ৭। প্রহ্লাদ, ৮। জনক, ৯। ভীষ্ম, ১০। বলি, ১১। বৈয়াসকি, ১২। যম (দ্বাদশ জন)

মানব-সাধারণ বনাম গৌড়ীয়

নালিশের কারণ

গৌড়ীয়গণ মানব হইয়া অন্যায়-পূর্ব্বক মানব-সাধারণের কায়মনোবাক্যের প্রাকৃত অনুষ্ঠানের সহিত গৌড়ীয়ের কায়মনোবাক্যের অপ্রাকৃত অনুশীলনের ভেদ স্থাপন করেন। তাহার ক্ষতিপূরণ বাবৎ নালিশ।

বাদীপক্ষে—

ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। বশিষ্ঠ, ২। শক্তি, ৩। পরাশর, ৪। দত্তাত্রেয়, ৫। অষ্টবক্র, ৬। দুর্ব্বাসা প্রভৃতি।

উকীলের তালিকা

১। ঈশ্বরকৃষ্ণ, ২। গৌড়পাদ, ৩। গোবিন্দ, ৪। শঙ্করাচার্য্য, ৫। বিদ্যারণ্য, ৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৭। আনন্দগিরি, ৮। মধুসূদন সরস্বতী, ৯। সুরেশ্বর, ১০। বিজ্ঞানভিক্ষু, ১১। শেষনাগ, ১২। বাচস্পতি মিশ্র ইত্যাদি।

মোক্তারের তালিকা

১। কুল্লুকভট্ট, ২। উদয়ন, ৩। শিরোমণি মিশ্র, ৪। কুমারিল ভট্ট ৫। রঘুনন্দন, ৬। কমলাকর ৭। হলায়ুধ প্রভৃতি।

বিবাদীর পক্ষে—

ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। ঋষভ, ২। নবযোগেন্দ্র, ৩। প্রাচীনবর্হির দশপুত্র প্রচেতোগণ, ৪। ধ্রুব, ৫। পৃথু, ৬। মৈত্রেয়, ৭। উদ্ধব প্রভৃতি।

উকীলের তালিকা

১। রামানুজ, ২। মধ্বাচার্য্য, ৩। নিম্বাদিত্য, ৪। বিষ্ণুস্বামী, ৫। বেদান্তদেশিকাচার্য্য, ৬। জয়তীর্থ, ৭। শ্রীনিবাস, ৮। শ্রীধরস্বামী, ৯। বিল্বমঙ্গল, ১০। জয়দেব, ১১। বল্লভাচার্য্য, ১২। শ্রীজীব, ১৩। বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি।

মোক্তারের তালিকা

১। কৃষ্ণদেব, ২। গোপালভট্ট, ৩। ধ্যানচন্দ্র, ৪। কৃষ্ণদাস, ৫। গোপীনাথ দাস প্রভৃতি।

বিচারাকালে সাক্ষীর তালিকা উভয় পক্ষ হইতে দাখিল করা হইবে এবং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই ইচ্ছামত নিজ-নিজ ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তারাদি নিয়োগ, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিবার অধিকার রাখিবেন। সম্প্রতি প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে বাদিগণের নয়শত অভিযোগ দাখিল করা আবশ্যক।

ললিতাপ্রিয়দাস

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে ৩২শে শ্রাবণ (১৩২৯) শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত প্রাচীন উদাসীন ভক্ত শ্রীললিতাপ্রিয়দাস বাবাজী মহাশয় নির্য্যাণ লাভ করেন। এই মহাত্মা কিছু-দিন পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন এবং গোস্বামী মহারাজের অপ্রকটের পরে নিজ-গুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরে বাস করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-লীলা প্রদর্শন করিলে শ্রীললিতা-প্রিয়দাস মহাশয়ও শ্রীগুরুদেবের অনুবর্ত্তী হইয়া দুই মাসের মধ্যেই বেষ গ্রহণ করেন। তিনি ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া গৌড়দেশে আসেন এবং নবদ্বীপে কিছুকাল শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিকুঞ্জে সেবা করেন। তৎপরে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে, গোদ্রুম শ্রীসুরভিকুঞ্জে এবং ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'সংস্কারদীপিকা'-পদ্ধতিমতে শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ দিকে তাঁহার সমাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

গৌড়ীয়মঠের উৎসবের পরে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ২৩ শে ভাদ্র (১৩২৯) হইতে ৩০ শে ভাদ্র মেদিনীপুরে প্রচার করেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের অপর একটি সঙ্ঘ ধানবাদে শ্রীহরিকথা-প্রচারার্থ গমন করেন। আচার্য্য শ্রীমৎ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ চাঁপাহাটিতে দ্বিজ বাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের জীর্ণ-শীর্ণ, ভগ্নস্তূপে পরিণত শ্রীমন্দিরের সংস্কার-কার্য্যে বিশেষ উদ্‌যোগী হন।

সপ্তবিংশ-বৈভব

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল প্রভুপাদ

"গৌড়-ব্রজ-জনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী॥
দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে
নিজ স্থূল পরিচয়।
নয়নে হেরিব ব্রজপুর-শোভা
নিত্য চিদানন্দময়॥"

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের পরে শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের ১১ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৯২২ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর রাত্রির ট্রেণে

শ্রীমধ্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে.

শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি ও বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তখন প্রভুপাদের সঙ্গে শ্রীপাদ কুঞ্জদা', শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু, শ্রীমান্ সম্বিৎ ও মদন বাবু ছিলেন। শ্রীধাম-বৃন্দাবন-বাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস মহাশয়ের উদ্যোগে লালাবাবুর ঠাকুর-বাড়ীর সম্মুখস্থ ঘোষ-বাবুদের বাড়ীতে সভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রভুপাদ সে-দিন শ্রীবৃন্দাবনে বহু ব্যক্তির নিকট শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়গণের সহিত তত্ত্ববাদিগণের বিচারের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিলেন। ঐ দিন ভক্তগণ সকলে প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীযমুনায় স্নান করিয়া বেলা প্রায় ১ টার সময় ভগবদ্‌প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিন (১লা অক্টোবর) প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদ শেঠজীর শ্রীমন্দির দর্শন করিতে গেলেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে রাণীক্ষেত হইতে শ্রীযুক্ত অধোক্ষজ সেবাকোবিদ এবং ধানবাদ হইতে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রিয় ভক্তিগুণাকর আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

১৬ই আশ্বিন, ৩রা অক্টোবর প্রাতে ভক্তগণের সহিত শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ দর্শন করিতে গমন করিলেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর প্রাচীন ভগ্নচূড় শ্রীমন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নূতন মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ দর্শনার্থ গমন করিলেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিবার পর শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু, 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও শ্রীরূপানুগ-গণের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাহাতে শ্রীচৈতন্যমঠের একটি শাখা-মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইজন্য প্রভুপাদ কএকটি স্থান দর্শন করিলেন। সংবাদ পাইয়া ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রীরাধারমণঘেরার শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-পরিবারের স্বধামগত পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। প্রভুপাদ প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত নানাপ্রকার শাস্ত্রীয়-প্রসঙ্গ আলোচনা করিলেন এবং পরে নবপ্রকাশিত 'গৌড়ীয়'-পত্র প্রথম বর্ষের কএক খণ্ড গোস্বামী মহাশয়কে উপহার দিলেন। 'গৌড়ীয়ে'র ন্যায় উচ্চবিচারপূর্ণ পারমার্থিক-পত্র-দর্শনে গোস্বামীজী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, এই 'গৌড়ীয়'ই একদিন সমগ্র 'গৌড়ীয়'-সমাজের নিয়ামক হইবেন।

ব্রজমণ্ডলে মঠ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প

১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-বিগ্রহ দর্শনার্থ গমন করিলেন। তখন শ্রীমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ থাকায় শ্রীল প্রভুপাদ কালীয়দহে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি বাগানে রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের মন্দিরের পার্শ্বে শ্রীমদনমোহনের ঠোরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদাসজীর সহিত প্রভুপাদের অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদাস অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শ্রীনামকীর্ত্তন অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের সহিত তুল্য এবং আধুনিক কল্পিত রসাভাসদুষ্ট যে-সকল ছড়াগান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও শ্রীনামকীর্ত্তনের সহিত সমান! তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—"ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য না থাকিলে বেদান্তে অধিকার হয় না এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিষয়ে আলোচনার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।" ইহাতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের এবং শ্রীল বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ প্রমুখ মহাজনগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"শ্রীনামকীর্ত্তনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে মুখ্য সাধন ও সাধ্য এবং কীর্ত্তন-মুখে স্বাভাবিক অপ্রাকৃত স্মরণই গোস্বামিপাদগণের সিদ্ধান্ত। অপ্রাকৃত বিচারই শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়গণের বৈশিষ্ট্য। অপ্রাকৃত বিচারে অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে প্রাকৃত সাহজিক চিত্তবৃত্তি হরিভজনের রূপ ধরিয়া লোকবঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করে। শ্রীরূপানুগ-বর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের শিক্ষায় 'রসাভাসযুক্ত ছড়াগান' বা কোন প্রকার 'নামাপরাধ'—'শুদ্ধনাম' বা 'শ্রীনামকীর্ত্তন' পদবাচ্য হয় নাই। হেলায় শ্রদ্ধায় হরিনাম-গ্রহণ এক কথা, আর 'নামাপরাধ' পরিত্যাগ না করা বা 'নামাপরাধ'কেই 'নাম' বলিবার জ্ঞাত বা

শ্রীরামকৃষ্ণদাস বাবাজী

অজ্ঞাত বিচার লইয়া দশবিধ অপরাধের যে-কোন একটি সংরক্ষণ বা পোষণ করিয়াও শ্রীহরি-নামকীর্ত্তনই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইতেছে—এরূপ আত্মবঞ্চনার প্রশ্রয় দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা।" শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপূর্ব্ব অকৃত্রিম যুক্তবৈরাগ্য প্রভৃতির কথাও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের স্থান হইতে আসিয়া ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে শ্রীমদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ ও অন্যান্য স্থান দর্শন করিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে

১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর প্রত্যুষে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সকলেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন দর্শনার্থ গমন করিলেন। ঐ দিন কোজাগরী পূর্ণিমা-তিথি। তাঁহারা মথুরা হইতে যাত্রা করিয়া ভরতপুর-রোডের উপরে শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ, পরে কুসুমসরোবর এবং গোল মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড দর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাকুণ্ডে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং শ্রীকুণ্ডে অবগাহন করিতে করিতে অতিমর্ত্ত্যভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীকুণ্ডাষ্টক কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে কএকটি স্থান দর্শন করিয়া ভক্তগণ শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং প্রসাদ-গ্রহণান্তে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরস্থ গোফায় নরহরিদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহার নিকট শ্রীল প্রভুপাদ কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

কতিপয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ

তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য জনৈক ভেকধারী ব্যক্তির সহিত প্রভুপাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত গৌরশিরোমণি মহাশয়ের বিশেষ পরিচয় আছে শুনিয়া খুব কাঁদিলেন। বসিরহাটের শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু বর্ত্তমানে তথায় নিত্যানন্দদাস-নামে পরিচিত হইয়া বাস করিতেছেন। তিনি প্রভুপাদের পূর্ব্ব-পরিচিত এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন। অনেক খোঁজ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা হইল। প্রভুপাদকে দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে তথায় সে-দিন অবস্থান করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

অন্যান্য স্থান দর্শন

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন করিয়া ফিরিবার পথে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান ও শ্রীকেশবদেব দর্শন করিলেন এবং তৎপরে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভুপাদ শ্রীধাম-বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন,—ধানবাদ হইতে শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরদিন শুক্রবার বৈকালে শ্রীল প্রভুপাদ কেশিঘাট ও শ্রীশ্রীরাধাদামোদর দর্শন করিলেন। শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের শ্রীমন্দিরের একদিকে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর সমাধি এবং অপর দিকে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সমাধি আছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপানুগ-গণের অনর্পিতচর করুণা ও দানের কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৭ই অক্টোবর শনিবার প্রভুপাদের অনুগমনে ভক্তগণ শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে ট্রেণে মথুরায় গমন করিলেন। মথুরায় বিশ্রামঘাট এবং কংসটিলা দর্শন করিবার পর Cantonmentএ (ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে) শ্রীযুক্ত অধোক্ষজদাস প্রভুর বন্ধু লালা শ্রীযুক্ত রাজারাম কণ্ট্রাক্টার মহাশয়ের ভবনে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তথা হইতে প্রভুপাদ আগ্রায় গমন করিয়া সন্ধ্যার পর পুনরায় মথুরা ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয় প্রভু ও শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ঐদিনই রাত্রিতে আগ্রা হইতে ধানবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মথুরা-ষ্টেশনে আসিয়া শ্রীঅধোক্ষজ প্রভু রাণীক্ষেতে তাঁহার কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মথুরায় লালা রাজারামজীর বাসায় সেই রাত্রি বাস করিয়া পরদিন প্রাতে প্রভুপাদের সহিত অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন।

লালা রাজারামের ভবনে

৯ই অক্টোবর সোমবার প্রাতে প্রভুপাদ কালীচরণ পাল নামক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে গমন করিলেন। তথায় শ্রীষড়্ভুজ মহাপ্রভু-বিগ্রহ দর্শন এবং স্বধামগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গল্লুজী গোস্বামীর পুস্তকাগার পরিদর্শন করেন। তথা হইতে আসিয়া প্রভুপাদ শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সমাধি, শ্রীরাধাবিনোদজীউ, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সমাধি ও শ্রীগোকুলানন্দ দর্শন করিলেন। এখানে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের সহিত প্রভুপাদের আলাপ হইল। বৈকালে শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ গোস্বামী এবং ময়নাডলের শ্রীযুক্ত রসরাজ মিত্র ঠাকুর প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থাগার পরিদর্শন

বৈকালে লালা বাবুর ঠাকুর-বাড়ীর নাট্যমন্দিরে পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী প্রমুখ স্থানীয় ব্যক্তিগণের বিশেষ উদ্যোগে আহূত একটি সভায় প্রভুপাদ অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকা হইতে ৬॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও বৈষ্ণবধর্ম্ম"-সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রীধামবাসী শ্রোতৃমণ্ডলী ও পণ্ডিতগণ শ্রীল প্রভুপাদের এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় একটি অভিনন্দন প্রদান করিয়া প্রভুপাদকে বর্ত্তমান সময়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অকৃত্রিম বান্ধব, প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী ও আশ্রয়স্থল বলিয়াছিলেন। সভায় শ্রীধামবাসী বহু পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গোস্বামী, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরি দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

লালাবাবুর মন্দিরে প্রভুর বক্তৃতা

ঐ দিবস প্রভুপাদ আরও কএকটি স্থান দর্শন করেন। ১২ই অক্টোবর প্রাতে প্রভুপাদের সহিত ভক্তগণ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ট্রেণে প্রভুপাদ বলবন্ত সিং নামক এক ভদ্রলোকের নিকট হরিকথা বলিয়াছিলেন। দ্বিপ্রহরে দিল্লী পৌছিয়া ১৩ই তারিখে প্রভুপাদ কাণপুরে আগমন করেন এবং ১৫ই অক্টোবর তারিখে কাণপুর হইতে ভক্তগণ-সঙ্গে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। *

* শ্রীমৎ পরমানন্দ প্রভুর প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত

অষ্টাবিংশ-বৈভব

চতুর্থবার ঢাকায় শ্রীল প্রভুপাদ

"আমরা যে-স্থলে বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব, সে-স্থলে ভক্তিরই আলোচনা হইতে থাকিবে। কখন কখন নিষেধ-মুখে অনর্থ ও পাপাদির বিচার করিব, কখন বা ভক্তি-সংস্থাপনের জন্য অন্যান্য ধর্ম্ম লইয়া বিচার করিব। আমরা কখনই অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিব না।

ভক্তির নাম করিয়া অনেক স্থলে অবৈধ ও ভক্তি-বিরোধী ক্রিয়া-সমূহ আচরিত হয়। সেই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয়লাভ হয় না।" *

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে দুই সপ্তাহ

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিয়মসেবা-কালে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবে (১৪ই আশ্বিন হইতে ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৯) ঢাকা-নগরীতে কৃপা-পূর্ব্বক শুভবিজয় করিলেন। প্রভুপাদ মাধ্বগৌড়ীয়মঠে তখন প্রায় দুই সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রভুপাদের আগমনে কেবল ঢাকানগরী নহে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রাম ও নগরগুলিতেও হরিকথার বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রত্যহ বহু সম্মানিত ও শিক্ষিত ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের জন্য আগমন করিতেন। ইহাতে এক শ্রেণীর ধর্ম্মব্যবসায়ী ও স্মার্ত্ত-সমাজের কতিপয় ব্যক্তি ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া গোপনে নানাপ্রকার দুরভিসন্ধি করিতে লাগিলেন। ইঁহারা অন্যাভিলাষের পুষ্পিত পথকে আপাত রুচিকর জানিয়া উহাতে মনোধর্ম্মের তাণ্ডব-নৃত্যে যথেচ্ছ বিহার এবং ঐকান্তিক ভগবৎসেবা-পথকে ছিদ্রযুক্ত মনে করিয়া তাহাতে অন্যাভিলাষের জোড়াতালি দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 'বৈষ্ণব'-নামধারী ব্যক্তিগণ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ঐ দলে গৌণরূপে আসন পাইবার জন্য উহাদের বহির্ম্মুখ সমাজ-বন্ধন ও নিজ-ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের খাতিরে তাহাদের ধুর বহন করিতেছিলেন। কিন্তু যিনি আবাল্য ঐকান্তিকী ভগবৎসেবার সহিত কোনপ্রকার অন্যাভিলাষের জোড়াতালি দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী, সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের আদর্শ-প্রচারের জন্যই যাঁহার অবতার, সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হইবার সৎসাহস কোন পাপপরায়ণ ব্যক্তিরই ছিল না; তাঁহারা তাঁহাদের সমচরিত্র সংখ্যাধিক্যকে লইয়াই মাতামাতি করিতেছিলেন।

* সঃ তোঃ ২ খঃ ৫২ পৃঃ

শ্রীল প্রভুপাদের ঢাকা-পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই ব্যবসায়ী ভাগবত-কথক ও পাঠক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম্মবিদ্বেষী, মহাপ্রভুকে জীববিশেষজ্ঞানকারী, বৈষ্ণবধর্ম্মকে অবৈদিক কল্পনাকারী, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসমূহকে বেদ-বিরুদ্ধ, স্বতন্ত্র ও অবৈদিক জ্ঞানকারী, শ্রীমদ্ভাগবত-নিন্দিত কলির স্থান-পঞ্চকের অনুশীলনাসক্ত এবং ভক্তি-ভক্ত-ভগবানের অনিত্যতা-বিচারকারী কতিপয় ব্যক্তির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের দুঃখ হইয়াছিল যে, তাঁহাদের দলের নেতৃবৃন্দ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-পর্ব্বত হইতে চিরপতিত হইয়া পড়িতেছেন। অতএব কতিপয় ব্যক্তির সমবেদনা আকর্ষণ করিয়া ঐ ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাঁহাদের মৎসরতা চরিতার্থ করিবার জন্য একটি অবৈধ চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে মুখোপাধ্যায়-কুলোদ্ভূত জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের বন্ধুসূত্রে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনি বাবুরবাজার কোন ঔষধের দোকানে বসিয়া জনৈক ব্যবসায়ী ভাগবত-কথককে তামাক সেবন করিতে করিতে বলিতে শুনিয়াছেন,—"আমাদের দাদা এত বোকামি করিবেন জানিতাম না, তিনি উত্তর দিয়া কি বোকামিটাই না করিয়াছেন! রাজা রামমোহন রায় কোন এক গোস্বামীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই বিচার ছিল তত্ত্ব লইয়া; তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় আছে, সেই বিচারও চরম বিচার হয় নাই। কিন্তু দাদা আমাদেরই মুখে আমাদের যে-সকল ঐতিহাসিক ও সামাজিক গলদ বাহির করিয়া দিয়াছেন এবং সেই গলদগুলি প্রতিপক্ষ লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়া যেরূপভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে ইহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অনন্তকালের জন্য আমাদের কলঙ্ক হইয়া রহিল। অতএব ইহার একটা কূল-কিনারা করিতেই হইবে। অন্ততঃ কতকগুলি লোককে আমাদের পক্ষে রাখিবার জন্য বাহিরে একটা পাণ্ডিত্যের জাঁকজমক দেখাইয়া অতর্কিতভাবে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান-পূর্ব্বক পূর্ব্বের লিখিত কাগজ হইতে সংস্কৃত ভাষায় একটি হেঁয়ালি-প্রায় উক্তি অকস্মাৎ পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় উহার উত্তর দিতে বলা হইবে এবং যখন ইঁহাদের প্রধান অধিনায়ক অনুপস্থিত থাকিবেন, তখনই এই কাজটি করিতে হইবে। এইজন্য সভার সময় নির্দ্ধারিত হইবে,—বৃহস্পতিবার বারবেলা। তাঁহাদিগকে ঠিক বার-বেলায় বিচার-সভায় আসিতে হইবে এবং বারবেলা কাটিয়া গেলে আমরা আমাদের দলবল লইয়া সভায় উপস্থিত হইব," ইত্যাদি।

মৎসর ব্যক্তিগণের আচরণ

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে পাঠের বিনিময়ে কোন প্রকার অর্থাদি গ্রহণ না করিয়া ঢাকা লক্ষ্মীবাজার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর বা'ড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং নিয়মসেবাকালে ঢাকার বিভিন্ন প্রধান প্রধান কেন্দ্রে, সাধারণ স্থানে ও আখড়ায় এরূপভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এতদ্ব্যতীত ঢাকার বিশিষ্ট সত্যানুরাগী সজ্জনগণের গৃহেও এই সকল অভৃতক প্রচারক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

অভৃতকগণের প্রচার

তখন নিয়মসেবার কাল। এই নিয়মসেবার কাল এক শ্রেণীর ধর্ম্মব্যবসায়িগণের অর্থ-সংগ্রহের একটা বিশেষ সময়। ইঁহারা মাসিক ভাগবত-পাঠের ফুরণ-ব্যতীত শাল, বস্ত্র, বনাত এবং পত্নী, কন্যা প্রভৃতির জন্য নানাপ্রকার বসন-ভূষণ পাইয়া থাকেন। এই সময় পাঠের পুণ্যাহ-দিবসে পাঠক মহোদয়কে আসনে বসাইয়া সহজ-ভক্তি-প্রবণা মহিলাগণ পাঠকের পদদ্বয়ের উপর দুয়ানি সিকি হইতে বহুমূল্য গিনি, মোহর পর্য্যন্ত স্তূপীকৃত করিয়া সাজাইয়া থাকেন। এই ব্যাপারটিকে তাঁহাদের বংশপরম্পরার খাতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত রাখিবার যথেষ্ট প্রযত্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

নিয়মসেবা-কালে ব্যবসায়

যদি এই সকল অর্থ প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের সেবায়, শুদ্ধনাম-প্রচারে অকপটভাবে নিযুক্ত হয়, তবে শুধু ঐ পরিমাণ অর্থ কেন,—পৃথিবীর যাবতীয় স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা ও উপকরণ প্রভৃতি সংগৃহীত হওয়াই কর্ত্তব্য। যিনি তাহাতে আপত্তি করেন, তিনি হয় ভোগী, না হয় ত্যাগী—পরমেশ্বর-বিমুখ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায় এইরূপ অবৈধভাবে যে-সকল অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তদ্দ্বারা কাঁহারও পুত্রের অসচ্চরিত্রতা বৃদ্ধি পাইত, কেহ বা স্বয়ংই নানা অবৈধ আচারে লিপ্ত হইয়া পড়িতেন, কেহ বা নানাপ্রকার জাগতিক ভোগ-বিলাসের রসদ ও ইন্ধন সংগ্রহ করিতেন। অন্ধবিশ্বাসী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া তাহাদিগের ভীষণ অমঙ্গল-সাধন এবং নিজেদের নিরয়ের পথ-প্রশস্ত করিবার চেষ্টা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম-সংরক্ষকের প্রাণ যদি বিগলিত হয়, তাহাতে জগতের অপস্বার্থ-সর্ব্বস্ব সংখ্যাধিক্য নিজ-ভোগহানির ভয়ে যাহা ইচ্ছা বলিলেও প্রকৃত সত্যপ্রচার প্রতিহত হইবে না। ঐরূপ ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য, কিম্বা তাঁহাদিগকে অন্ন-বস্ত্রে ক্লেশ দিবার জন্য, অথবা তাঁহাদের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার অভ্যুদয়ে মাৎসর্য্যবশতঃ মাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারের আরম্ভ নহে। "কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"—ন্যায়ানুসারে একশ্রেণীর লোক, এমন কি, জগতের সংখ্যাধিক্যও যদি ঐরূপ মনে করেন, দৈবীমায়া তাহাদিগকে ঐরূপে বঞ্চিত করিতে পারেন। শুদ্ধভক্তিপথ চিরদিনই কোটিকণ্টকরুদ্ধ। গোলাপের কণ্টকগুলি প্রহরীর মত উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকে। তাই ভগবান্‌ও পরম সত্যকে ভেজালের অন্যতম বা ভেজাল হইতেও নিকৃষ্ট ভাবিবার মত বুদ্ধি দৈবীমায়ার দ্বারাই প্রেরণ করিয়া পরম সত্যকে সুগোপ্য সম্পুটে সংরক্ষণ করেন।

ভ্রান্ত-ধারণা নিরাস

লক্ষ্মীবাজারে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর বাড়ীতে অভৃতক ভগবদ্ভক্তগণের পাঠ হইতেছে দেখিয়া ভৃতক পাঠক-সম্প্রদায় বিপদ গণিলেন এবং এক শ্রেণীর ভৃতক স্মার্ত্তদলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা বিনাশের জন্য বৈষ্ণবগণ এখানে পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন ; ইহা ব্রাহ্মণের আখড়া, সুতরাং এখানে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠাই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে কোটি ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেও তাহা আপাততঃ ধামাচাপা দিয়া রক্তমাংসের প্রাধান্যই চালাইব, চেতনকে যখন অচেতন শরীর

অবৈধ ষড়যন্ত্র

গ্রাস করিয়াছে, তখন চেতনের ধর্ম্ম বৈষ্ণবতাকেও কর্ম্মজড়রাহু অবশ্যই গ্রাস করিবে!"—এইরূপ পরামর্শ করিয়া একদল ব্যক্তি লক্ষ্মীবাজারে এক সভা-আহ্বানের ফাঁদ পাতিলেন। তখন মাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য ঢাকার উৎসবের কার্য্য শেষ করিয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, প্রচারকগণ নানা স্থানে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন। এই অবকাশে একদিন বৈকালে একজন 'গোস্বামী' নামধারী ব্যবহারাজীব মাধ্বগৌড়ীয়মঠে আসিয়া মঠের সেবকগণকে উক্ত সভায় উপস্থিতির জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তদনুসারে উক্ত মঠের দুই একজন সেবক লক্ষ্মীবাজারের সেই সভায় (?) যথাসময়ে (বৃহস্পতিবারের বারবেলাতেই) উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সেখানে সভা-আহ্বানকারী ব্যক্তিগণের কেহই আসেন নাই, কেবল কএকজন বাহিরের লোক আছেন।

উপস্থিত কএকজন ভদ্রমহোদয়ের আগ্রহে মঠের সেবকগণ বৃথা বসিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করিবার পরিবর্ত্তে আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে কিছু হরিকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য দাঁড়াইলেন। এমন সময় ত্রিপুণ্ড্রধারী স্মার্ত্ত-সমাজের এক ব্যক্তি—"সভাপতি ব্যতীত অন্য কাহাকেও কিছুই বলিতে দেওয়া হইবে না" ছল করিয়া বক্তাকে বসিতে বাধ্য করাইলেন। সভার সময় ছিল অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা; সভাপতি ও সভার উদ্‌যোগকারিগণের সেই সময়ে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রায় ৬॥ ঘটিকার সময়। তাঁহারা সদলবলে সভায় আসিয়া নিজেরাই সভাপতি নির্ব্বাচন প্রভৃতি করিয়া মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণকে জানাইলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় দুই তিন মিনিটে তাঁহাদের কথার উত্তর দিতে হইবে। সভায় উপস্থিত সত্যানুরাগী সজ্জনগণ সকলেই ইঁহাদের ঐরূপ ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। "সমবেত সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে খুব কম লোকেই সংস্কৃত বুঝেন, মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় দুই তিন মিনিটে শাস্ত্রীয় মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বিচার-প্রণালী কখনও কোথায়ও হয় নাই"—এইরূপ বলিয়া কেহ কেহ সাধারণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিতেও দাঁড়াইলেন।

অন্যায় কার্য্য-প্রণালী

ঢাকা জজকোর্টের উকীল লক্ষ্মীবাজার-নিবাসী প্রসিদ্ধনামা পরলোকগত গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল মহাশয় তখন সাধারণের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"আমরা সংস্কৃত বুঝি না, বাঙ্গালা ভাষাতেই স্বামীজী মহারাজের কথা শুনিব।" কিন্তু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ তখন সভায় দাঁড়াইয়া প্রথমে সংস্কৃতেই কেবলমাত্র শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের সহিত সম্মিলিত ব্যবসায়ী, কথক ও পাঠক-সম্প্রদায়ের মতের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করিলেন। যখন তীর্থ মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন ঢাকার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ সব্‌জজ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন লাহিড়ী প্রভৃতি কএকজন শিক্ষিত সজ্জন ব্রাহ্মণ সাধারণের পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ আনন্দ-ধ্বনি করিতেছিলেন।

নিরপেক্ষ সাধারণের অভিমত

শ্রীমন্মহাভারতের একটি প্রমাণ উল্লেখ-পূর্ব্বক শৌক্রবিচারপর ব্রাহ্মণতায় নানাপ্রকার সন্দেহ এবং বৃত্ত অর্থাৎ গুণানুসারে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণতার বিচারের সুষ্ঠুতার কথা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের একজন সেবক সংস্কৃতে শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা সভায় বলিতে আরম্ভ করিলে দুরভিসন্ধিযুক্ত চক্রান্তকারী ব্যক্তিগণ বক্তার বক্তৃতাকালেই হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোক নিবাইয়া দিয়া বক্তাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ তাঁহাদের সঙ্গে যে-সকল শাস্ত্র-গ্রন্থ, সুপ্রাচীন দুর্ল্লভ পুঁথি ও সেই সভায় বিতরণের জন্য "ব্রাহ্মণ কে ?" নামক এক সহস্র পুস্তিকা আনিয়াছিলেন, চক্রান্তকারিগণ অন্ধকারে সেই সমস্ত লুটপাট করিয়া লইলেন। নিরপেক্ষ সজ্জনগণ এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছাক্রমে মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণের শরীর রক্ষা করিবার জন্য পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া একটি ব্যূহ রচনা করিলেন এবং অচিরেই বৈদ্যুতিক আলোক পুনরায় জ্বালাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ইত্যবসরে ধর্ম্মব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; কেবল তাঁহাদের চরগণ শুদ্ধভক্তগণের কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারা যায় কি না, সেই আশায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। উপস্থিত জনগণের অনেকে বলিতে বলিতে গিয়াছিলেন,—"আজ সেই ব্রাহ্মণ জগাই মাধাইর নিত্যানন্দের প্রতি আক্রমণের দ্বিতীয় অভিনয় দেখিলাম। মাধ্বগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ যথার্থই শ্রীনিত্যানন্দের, ঠাকুর হরিদাসের অনুগত সেবক, নতুবা এরূপ সহিষ্ণুতা কি অপরে সম্ভব ?" তখন সাধারণের পক্ষ হইতেই কএকজন ব্যক্তি একটি গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন এবং গাড়ীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া চারি পাঁচ জন লোক সঙ্গে-সঙ্গে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে মঠে পৌঁছাইয়া দিলেন।

অবৈধ আচরণ

এইরূপ বিচার-সভার অভিনয় যে কেবল নিজেদের গাত্রদাহ শান্তির জন্য ষড়যন্ত্রমাত্র, ইহা অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তি বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীবাজারে আর একটি সভায় (?) জনৈক স্মার্ত্ত-শিষ্য 'গোস্বামী'নামধারী ব্যবসায়ী কথক বলিলেন,—"সে-দিন মাধ্বগৌড়ীয় মঠ যে পঞ্চরাত্রের প্রমাণ দিয়াছেন, সেই প্রমাণ স্বীকার করা যাইতে পারে না। কেন না, সাতচল্লিশটি পঞ্চরাত্র আছে এবং শঙ্করাচার্য্য পঞ্চরাত্রকে অবৈদিক * বলিয়াছেন !" ইহার প্রতিবাদ 'গৌড়ীয়'-পত্রের প্রথম বর্ষের ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ইহা আলোচনা করিলে অনেক নূতন তথ্য ও শাস্ত্রীয় বিচার জানিতে পারিবেন।

যাঁহারা পঞ্চরাত্রকে অবহেলা করিয়া মহাপ্রভুর অনুগত বা শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপ্রভুর অভিন্ন অপ্রাকৃত অঙ্গসমূহের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে চাহেন, তাঁহাদের কপটতা ঐ সভায় সজ্জনব্যক্তিগণের বুঝিতে বাকী রহিল না।

* শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতবাদের বিস্তৃতখণ্ডন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি পঞ্চম পরিচ্ছেদের অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

আমরা এতৎপ্রসঙ্গে 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের কএকটি প্রবন্ধ * পাঠ করিবার জন্য সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করি।

সাত্বত পঞ্চরাত্র

শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ এবং স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু ও তদনুগত শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, বেদান্তভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যগণ বিশদভাবে পঞ্চরাত্রদূষণ-মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে বিশদ বিচার প্রদর্শন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের বিচার আহরণ করিয়াছেন। ডক্টর রামগোপাল ভাণ্ডারকার প্রভৃতি মনীষিগণ যে-সকল পঞ্চরাত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা ব্যতীত শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য আরও অনেক পঞ্চরাত্র-গ্রন্থের কথা বলিয়াছেন। পঞ্চরাত্রের মধ্যে সাত্বত, রাজস ও তামস-ভেদে ত্রিবিধ ভেদ আছে। সাত্বত পঞ্চরাত্রই শ্রুতি, বেদান্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত একতাৎপর্য্যপর। এই জন্যই স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।"—চৈঃ চঃ ম ২২।১৩৯

বাঙ্গালা ১৩২৯ সালের ৩০শে কার্ত্তিক উক্ত সভার অভিনয় হইয়াছিল। তাহাতে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল এবং যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের আভাসে অবৈধ অভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ আলোক নিবাইয়া দিয়া অমানুষিক ব্যাপার-সৃষ্টিকে সভা-জয় মনে করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ উত্তর সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ 'গৌড়ীয়' প্রথম বর্ষ ২৯শ সংখ্যায় "বৈজব্রাহ্মণ" এবং ৪১শ সংখ্যায় "ব্রাহ্মণব্রুব" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় পাঠে অবগত হইতে পারিবেন।

মাধ্বগৌড়ীয়গণের সুবিচার

শৌক্রবিচারপর ব্রাহ্মণতায় মাধ্বগৌড়ীয়গণের কোন আপত্তি নাই। তবে সেইরূপ শৌক্রধারা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে অষ্টচত্বারিংশৎ অথবা অন্ততঃপক্ষে দশসংস্কার-বিশিষ্ট সাত্বিক ব্রাহ্মণতায় অব্যাহত ও অমল থাকিলেই প্রকৃত বৈজ-বিচার সংরক্ষিত হইতে পারে; নতুবা অবৈধ বীজের সংমিশ্রণে বৈজ-বিচার তাহার নিজের প্রতিজ্ঞাকেই নিজে ভঙ্গ করিয়া ফেলিবে। এইজন্য গুণ, বৃত্ত, স্বভাব বা লক্ষণ বর্ণ-নিরূপণে অধিক ফলপ্রদ বলিয়া 'শ্রীমন্মহাভারত', 'শ্রীমদ্-ভাগবত', 'ছান্দোগ্য' 'বজ্রসূচিক' প্রভৃতি শ্রুতি এবং আগম-প্রামাণ্য-প্রণেতা শ্রীযামুনাচার্য্য, তদনুগ শ্রীরামানুজাচার্য্য, তথা শ্রীধরস্বামী প্রমুখ আচার্য্যগণ বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

* ১। 'বর্ণাশ্রম'—১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা; ২। 'চ্যুতগোত্র'—১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা; ৩। 'নৃমাত্রাধিকার'—১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা; ৪। 'সামান্য ও শুদ্ধবৈষ্ণব'—১ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা; ৫। 'দীক্ষা-বিধান'—১ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যা; ৬। 'সদাচারস্মৃতি'—১ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যা; ৭। 'পঞ্চরাত্র'—১ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যা; ৮। 'বর্ণান্তর'—১ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যা; ৯। 'অশূদ্র-দীক্ষা'—১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা; ১০। 'পূজাধিকার'—১ম বর্ষ ২৪শ সংখ্যা; ১১। 'বংশ-প্রণালী'—১ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যা; ১২। 'তৃতীয় জন্ম'—১ম বর্ষ ২৮শ সংখ্যা; ১৩। 'বৈজ ব্রাহ্মণ'—১ম বর্ষ ২৯শ সংখ্যা; ১৪। 'আছে অধিকার'—১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা; ১৫। 'ব্যবহার'—১ম বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা; ১৬। 'ব্রাহ্মণব্রুব'—১ম বর্ষ ৪১শ সংখ্যা; ১৭; 'বেদে বর্ণ-বিধান'—২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা; ১৮। 'দীক্ষিত'—২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা প্রভৃতি।

যে-সমস্ত নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রীমৎ সরস্বতী ঠাকুরের * বালিঘাই-সভার বক্তৃতা-অবলম্বনে রচিত "ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব" গ্রন্থ, 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহারে'র বর্ণধর্ম্মতত্ত্ব এবং 'শ্রীসজ্জনতোষণী', 'গৌড়ীয়'পত্র ও 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশে'র বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত শাস্ত্রগবেষণামূলক প্রবন্ধ-সমূহ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটি প্রধান বিষয় তথাকথিত স্মার্ত্ত-সমাজ ও ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধক হইয়াছে,—

১। ধর্ম্মের আবরণে ভৃতক পাঠকাদির শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করা বৈষ্ণবাচার্য্যের কর্ত্তব্য নহে। ২। শূদ্রকে শূদ্র রাখিয়া দীক্ষা দিবার অভিনয় করিলে আচার্য্য পতিতপাবন হন না ও তাঁহার আচার্য্যত্ব সিদ্ধ হয় না, পতিতের সংসর্গে তাঁহার নিজেরই পাতিত্য সূচিত হয়। ৩। শূদ্রকুলোদ্ভূত শিষ্যকে দীক্ষাপ্রদানান্তে পূজার অধিকার না দিয়া তাহাকে অস্পৃশ্য-জ্ঞান, অথচ তাহার অর্থাদি গ্রহণ উচিত নহে। ৪। যৌন ও শৌক্রবিচার-দ্বারা কেবল বংশ-পরম্পরার পরিচয় প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা ভক্তি বা বৈষ্ণবতার পরিমাণ স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। ৫। লোক-শিক্ষক আচার্য্যের কোন প্রকার মাদকদ্রব্য-গ্রহণ, পাপচরিত্র সংরক্ষণ, শিষ্যের পাপরাশিকে নিজের জীবিকার উপায় জানিয়া তাহার অনুমোদন ও পোষণ, শিষ্যের দুশ্চরিত্রতাকে কোন প্রকারে সাহায্য করা এবং তজ্জন্য শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া শিষ্যনামধারী ব্যক্তির বা গণগড্ডলিকার ইন্দ্রিয়-তর্পণাদি কর্ত্তব্য নহে। ৬। বহির্ম্মুখ-সমাজের অধীনে ধর্ম্মকে পাতিত না করিয়া ধর্ম্মের অধিনায়কত্বেই সমাজকে পরিচালিত করা কর্ত্তব্য।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের অভৃতক প্রচারকগণের এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও প্রচারে ধর্ম্মব্যবসায়িগণ বৃথা আশঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছিলেন,—"লোক যদি বিনা পয়সায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শুনিতে পায়, তবে কেই বা টাকা পয়সা দিয়া পাঠ শুনিবে?" পাছে তাঁহাদের চরিত্রের অন্তঃপুরের অসূর্য্যম্পশ্যা রহস্যকথা শ্রোতৃবর্গের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, এই ভয়ে তাঁহারা মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের পাঠ শুনিলে গুরুনিন্দা-শ্রবণ হইবে, পূর্ব্বপুরুষগণের কুলক্রমাগত প্রথাকে পরিত্যাগ করার অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে, সন্তান-সন্ততির অমঙ্গল হইবে ইত্যাদি নানা বিভীষিকাও প্রদর্শন করিয়াছিলেন!

তাঁহারা সাধারন স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—"আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা করিয়া নির্দ্দিষ্ট কিছু অর্থ গ্রহণ করি এবং আমরা অন্যান্য নীচ কার্য্য করিতে পারি না বলিয়াই ঐরূপ শুক্লবৃত্তি (?) দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যোগ্য প্রতিগ্রহ-বৃত্তি স্বীকার করিয়া অর্থ সঞ্চয় করি, কিয়দংশ আমাদের গৃহদেবতার সেবায় ব্যয় করি এবং গৃহস্থ-বিধায় অর্থের দ্বারা স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু মাধ্বগৌড়ীয়মঠের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় আমাদিগকে নিন্দা (?) করিয়াও আমাদের অপেক্ষা অধিক অর্থ গ্রহণ করেন, সন্ন্যাসী হইয়া অর্থ স্পর্শ

ভাড়াটিয়া-সম্প্রদায়ের ভ্রান্তমত

* সঃ জঃ শ্রীঃ ১৫৫-১৫৭ পৃঃ দ্রঃ

করেন, পাঠ-কীর্ত্তনের পরিবর্ত্তে সোজাসুজি টাকা পয়সা না লইয়া একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাই গ্রহণ করেন। তাঁহারা যেরূপ ঠাকুর-পূজা করেন, আমাদের ঘরেও ত' সেইরূপ ঠাকুর-পূজা, অতিথি-অভ্যাগত-সেবা আছে।"

ধর্ম্মব্যবসায়ি-সম্প্রদায়ের এই সকল যুক্তি শুনিয়া স্থূলবুদ্ধি, কোমলশ্রদ্ধ, বিষয়ভোগ-প্রবণ ব্যক্তিগণ অনেকে প্রতারিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—কথা ত' ঠিকই, মাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণও ত' ভিক্ষার দ্বারা টাকা গ্রহণ করেন। আর এক শ্রেণীর তথাকথিত পরার্থী কর্ম্মি-সম্প্রদায় মনে করিলেন,—সন্ন্যাসিগণকে আমরা আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পরিশ্রম-লব্ধ অর্থ দিতে প্রস্তুত আছি—যদি তাঁহারা আমাদের হইয়া দরিদ্রগণকে অর্থ দান করেন, দুর্ভিক্ষ-বন্যায় সাহায্য করেন, ইত্যাদি। আর এক শ্রেণী ভাবিলেন,— মাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচারক-সম্প্রদায়কে আমরাই আংশিকভাবে আমাদের অন্নে, অর্থে প্রতিপালন ও পরিপোষণ করিতেছি। সাধারণের অর্থ তাঁহারা সাধারণের জাগতিক সেবাকার্য্যে যদি নিয়োগ না করেন, তবে তাঁহাদিগকে অর্থ বা একমুষ্টি চাউল দিলে আমাদের কোন্ স্বার্থসিদ্ধি হইবে?

অসারগ্রাহিগণের বিচার

বিষয়ি-সম্প্রদায়ের দুই একজন ব্যক্তি তাঁহাদের পুত্র-পরিজনকে শ্রীমঠের কোন প্রসাদী দ্রব্যও গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন ; কেন না, উহা সাধারণের অর্থ-লব্ধ বস্তু, যদি তাঁহাদের পুত্র-পরিজন উহা গ্রহণ করে, তবে সাধারণের নিকট তাঁহাদিগকে ঋণী থাকিতে হইবে। অতএব 'হরিভজন করিব না, হরিভজন করিতেও দিব না'—এইরূপ নিরপেক্ষভাবে থাকাই শ্রেয়ঃ, কেহ কেহ এরূপ বিচারও করিলেন!

ইঁহারা কেহই বস্তুতঃ মাধ্বগৌড়ীয়মঠের কথা ও উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। ঐ সকল স্থূল ও ছল যুক্তি-বিচার বঞ্চনা-প্রয়াসী দুরদৃষ্ট ব্যক্তিগণকেই মুগ্ধ করিবে, সন্দেহ নাই। পিতামহের আমলের অব্যবহার্য্য কূপের জল ভেকের আড্ডা, পোকা-মাকড়ের রঙ্গালয় ও দুর্গন্ধের আবাস-ভূমি হইলেও উহা পান করিয়া ধরাধাম হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করাই পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি ভক্তির পরম আদর্শ!—এইরূপ বিচার সত্যানুসন্ধিৎসুগণের দ্বারা কখনও অভিনন্দিত হইবে না। জগতের মায়ামুগ্ধ বিষয়াসক্ত জীব অধিকাংশই পূর্ব্বোক্ত বিভীষিকা-সকলকে ভয় করিয়া থাকে,—ইহা সাধারণ নিয়ম বটে। কিন্তু যিনি ভগবৎপ্রেরিত প্রকৃত জগদ্গুরু আচার্য্য, তিনি অজ্ঞান জীবের তাদৃশ অমূলক ভয়-দর্শনে উহার প্রশ্রয় দিবার পরিবর্ত্তে উহাকে নির্ম্মূল করিয়াই প্রকৃষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মিলিত নিন্দা ও বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বকে কখনও স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে অকৈতব সত্য প্রচার হইতে বিচলিত ও তাঁহার সত্য-প্রচারকে প্রতিহত করিতে পারে না। মানুষের অর্থ, সম্পদ্, বিদ্যা, বুদ্ধি, দেহ, প্রাণ, বাক্য, ইন্দ্রিয়—এতৎসমস্ত তালাবদ্ধ করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া দেওয়াইবার জন্য অর্থাৎ লোককে নির্ব্বিশেষবাদী করিবার জন্য, কিম্বা ঐগুলিকে বহির্ম্মুখতা-প্রসারার্থ নিযুক্ত

বাস্তব উপকার

করাইবার জন্য অর্থাৎ মানুষকে অধিকতর ভোগী করিয়া চরমে তাহাদিগকে ক্লেশের সীমায় উপনীত করিবার জন্য মাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচার-কার্য্য নহে। অর্থ, বিত্ত, প্রাণ, মন, বিদ্যা, বুদ্ধি, শরীর—জগতের যাবতীয় উপকরণ ঐকৈতবে অন্যাভিলাষ রহিত হইয়া ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি-নাম-প্রচারের জন্য নিয়োগ করা ও করানই জগতের জীবমাত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার ও কর্ত্তব্য। জগৎকে এই শ্রেষ্ঠ উপকারের কথা শি দেওয়া এবং তাহাতে ব্রতী করাই মাধ্বগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের একমাত্র বিষয়।

এইরূপ উপকারের কথা বিরাট্ মানবজাতির মধ্যে একটি লোককেও বুঝাইতে হইলে বহু গ্যালন রক্ত ব্যয় করা আবশ্যক। বহু আক্রমণ, বহু প্রতিবাদ, বহু ছল, বহু কুযুক্তি, বহু কুতর্কের শত শত পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এই পরম সত্যের বাণী একটিমাত্র জীবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রবাদ,—যখন আল্প্স্ পর্ব্বত বীর নেপোলিয়নের সৈন্যগণের সম্মুখ-গতিকে অবরুদ্ধ করিল, তখন প্রত্যক্ষ অভ্রভেদী পর্ব্বতকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়াও বীরবর নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন,—"এখানে মোটেই আল্প্স্ নাই, তোমরা চলিয়া যাও।" নেপোলিয়ন আরও বলিতেন,—"'অসম্ভব' বলিয়া কোন শব্দ আমার অভিধানে নাই।" কিন্তু জগতের এরূপ একটি আল্প্স্ পর্ব্বত কেন, অসংখ্য স্থূল-সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধকের কোটি কোটি আল্প্স্গুলি, ছলনাগুলি, ইন্দ্রজালগুলি মানবের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে অতি প্রত্যক্ষভাবে দণ্ডায়মান হইয়া যখন ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ করে, তখন "কোন বাধা-বিপত্তি নাই, কোন বিপদ-আপদ নাই, নৃসিংহমন্ত্র জপ করিতে করিতে—মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হও, গুরু-কৃপায় ও হরিসেবায় 'অসম্ভব' বলিয়া কোন শব্দ বৈষ্ণব-মঞ্জুষায় নাই"—যাঁহার শ্রীমুখের এইরূপ বজ্র-নির্ঘোষবাণী সেবকগণের উৎসাহকে সর্ব্বক্ষণ সতেজ ও জাগ্রত করিয়া রাখে, সেই আচার্য্যের জয়শ্রীর শোভাযাত্রার দীপক রাগের মধ্যে বাস্তবসত্যের বিপ্লব-পতাকা উড্ডীন হইয়াছে।

বাস্তব সত্যপথে বিঘ্ন

এত বড় উচ্চ কথা বুঝিবার লোক এই জগতে খুবই বিরল—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু কৃষ্ণসেবাকে জগতে সুদুর্লভ বলিয়াছেন। "কোটি মুক্ত-মধ্যে একজন" কৃষ্ণভক্ত হন বটে; কিন্তু 'দুর্লভ' বলিয়া পিছাইয়া যাওয়া, নৈরাশ্যে হাত-পা ছাড়িয়া দেওয়া, আদর্শকে ছোট করা—হৃদ্দৌর্ব্বল্যের পরিচয় মাত্র। এরূপ দুর্ব্বলতার কবল হইতে যাঁহার সঞ্জীবন-মন্ত্র নিয়ত রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারই কৃপা-বৈজয়ন্তী লইয়া মাধ্বগৌড়ীয়মঠ তাঁহার নিজের কার্য্য সাধিয়া যাইতে লাগিলেন।

যখন মনোধর্ম্মের পূর্ব্বোক্তরূপ বিশ্বমোহিনী বহুরূপিণী নটী বিষয়ী ও বহির্ম্মুখ-হৃদয়কে অধিকার করিতেছিল, তখন সত্যানুসন্ধিৎসুগণের কল্যাণের জন্য প্রভুপাদ ভগবদ্ভক্তের ভিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা মাধ্বগৌড়ীয়মঠে বসিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহারই কএকটি কথা লইয়া 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের দশম সংখ্যায় ১১শ পৃষ্ঠায় "ভক্তের ভিক্ষা কি?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। উহার কিয়দংশ উক্ত সমস্যা ও সন্দেহের উত্তর-রূপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।

বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥—ভাঃ ১১।২৮।

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান,— সব 'মনোধর্ম্ম'।

'এই ভাল, এই মন্দ',— এই সব ভ্রম ॥—চৈঃ চঃ অঃ ৪র্থ পঃ

ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ-মানবজ্ঞান শুদ্ধবৈষ্ণবকেও কেবল তপোবেশোপজীবী পেটুক বৈরাগীর সহিত সম-জ্ঞানে দর্শন করে—অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুকে পার্থিব জ্ঞান করে—বৈষ্ণবকে নিজের মত ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কাম, ক্রোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণার দাস বিবেচনা করিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপরাধ করে। প্রাকৃত বিচারে দেখিতে গেলে গঙ্গাজল ও সাধারণ জলে, মহাপ্রসাদে ও ডাল-ভাতে, শালগ্রামে ও রাস্তার প্রস্তর-খণ্ডে, শঙ্খে ও মৃত জন্তুর অস্থিতে, গোময়ে ও বিষ্ঠাতে কোন ভেদ নাই। বাহ্যদৃষ্টিতে উভয়বিধ বস্তুই দেখিতে এক প্রকার বটে।

আমাদের সাধারণের বিচারে ভিক্ষাবৃত্তির মত হেয়বৃত্তি জগতে আর নাই; ভিক্ষাবৃত্তিতে আর কুক্কুরবৃত্তিতে কোনও পার্থক্য নাই। ভিক্ষাবৃত্তি লোককে হীন করে, অলস করে, পরমুখাপেক্ষী করে ও স্বাধীনতারূপ অমূল্য রত্নকে হরণ করে। কিন্তু আমাদের আচার্য্যগণের বিচার লোকবিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন,—ভিক্ষাবৃত্তিই সাত্ত্বিক বৃত্তি। ব্রাহ্মণ উঞ্ছ-বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বাস করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভিক্ষাদ্বারা গুরুসেবা করিবেন। সন্ন্যাসী ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিবেন। বানপ্রস্থ-সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। আর গৃহস্থগণ উক্ত তিন আশ্রমকে ভিক্ষা দান করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিবেন।

তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥—গীঃ ৩।১২, ১৩

যিনি অন্নাদি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া নিজে ভোগ করেন, তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উদ্যম-জন্য অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, সেই পাপীসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে।

আমরা পাপ-ভোজনে রত, চৌর্য্য-অপরাধে-অপরাধী; শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আমাদের ন্যায় দুরাচারগণকে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া কত কটূক্তি সহ্য করিয়াও আমাদের মঙ্গল সাধনের জন্য আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান। কিন্তু জড়ীয় জ্ঞানে অন্ধ আমি দেখি—"শুদ্ধবৈষ্ণব আমার মত একটি মানুষ—আমার মত তাঁহার অভাব আছে—তিনি আমার নিকট হইতে তাঁহার কিছু অভাব পূরণ করিয়া লইবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥—ঈশোপনিষৎ

পরমেশ্বরই বিশ্বের অধিপতি। তাঁহার দ্বারাই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার উচ্ছিষ্টই গ্রহণ কর। অপর বস্তুকে আকাঙ্ক্ষা করিও না।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ যাঁহার হৃদয়ে নিত্যকাল বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, তাঁহার কি আর সামান্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অভাব বোধ থাকিতে পারে? তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা-স্বীকার, দ্বারে-দ্বারে আগমন কেবল আমার ন্যায় পামরকে উদ্ধার করিবার জন্য। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরি নিত্যানন্দ-প্রভু-সহ দ্বারে-দ্বারে গিয়া হরিনাম-প্রচার ও ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতেন:

একদিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি-স্থানে।

কৃপায় তাঁহার অন্ন মাগিল আপনে ॥—চৈঃ ভাঃ মধ্য

দেখ না,—শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।

অন্ন মাগি' খাইলেন ভক্তির কারণে॥—চৈঃ ভাঃ মধ্য

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—

হেন জাতি নাহি, না খাইলা যা'র ঘরে।—চৈঃ ভাঃ মধ্য

শ্রীগৌরসুন্দর—

মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান, ভোজন।—চৈঃ ভাঃ মধ্য

শুদ্ধবৈষ্ণবের কোনও অভাব নাই।

তবে—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।

নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥—চৈঃ ভাঃ মধ্য

কিন্তু—

বিষয়মদান্ধ সব কিছুই না জানে।

বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥—চৈঃ ভাঃ মধ্য

শুদ্ধবৈষ্ণব—গুরু-কৃষ্ণের দাস। তিনি যুক্ত-বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া জীবের মঙ্গলার্থ এ জগতে বিচরণ করেন। তিনি গুরু-কৃষ্ণের অবশেষ-মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তব নিজ-জন প্রসাদ সেবিয়া
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন পরম আনন্দে
প্রতিদিন হ'বে তাহা॥—শরণাগতি

ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রাণের উক্তি। তাঁহার জিহ্বার লালসা নাই, উদর-বেগ নাই।

তিনি জানেন—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।

শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥—চৈঃ চঃ অ ৬।২২৭

শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃপা করিয়া আমাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন, তাহাতে আমরা অনেক সময় মনে করি যে, আমরা বৈষ্ণবকে আমাদের অধিকারের কোনও বস্তু দিয়া তাঁহার কিছু উপকার করিয়া দিলাম; বাস্তবিক তাহা নহে। ধন-মন-তন প্রভৃতি সমস্তই সেই একমাত্র বিশ্বসম্রাট্ বিষ্ণুর সেবার উপকরণ; আমাদের একগাছা তৃণ সৃষ্টি বা বিনাশ করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব আমি ধনের মালিক নহি, ভোক্তাও নহি। তোমার আমার বৈষ্ণবের উপকার করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা কিছুই নাই; তুমি নিজে উপকৃত হইলে মাত্র। তুমি এই ভাবিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে কর যে, যাঁহার জিনিষ, তাঁহার ভোগেই উহা দিতে পারিলে। বৈষ্ণব গাহিয়াছেন, "তোমার কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" তুমি আমি বলিতে পারি,—"আমরা কি নিজে নিজে ভগবানের সেবায় জিনিষ অর্পণ করিতে পারি না যে, আবার বৈষ্ণবের হাত দিয়া দিতে হইবে?" তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন,—ভগবান্ শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অপরের হস্তে দ্রব্য গ্রহণ করেন না।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।—গীঃ ৯।২৬

ভাড়াটিয়া, জ্ঞানী, কর্ম্মী বা মিছাভক্তের নিবেদিত দ্রব্য কৃষ্ণ স্বীকার করেন না। কারণ, তাহারা সেবাপরাধী। এ বিষয় একটু অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভাড়াটিয়া—অর্থের দাস, ভগবানের দাস বলিয়া মুখে স্বীকার করে মাত্র। তাহার অনুরাগ নাই,—ভক্তির লেশমাত্রও নাই। সে বেতনভোগী, অর্থ দিলে বাহ্যে হরিসেবার অনুষ্ঠান দেখাইবে, বেতন বা অর্থ বন্ধ করিলে অনুষ্ঠানও বন্ধ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সে অর্থের লোভে ভগবানের কলেবর ভাগবতকে পাঠ করিবার ছলনায় বিক্রয় করিয়া থাকে, বিগ্রহ দেখাইয়া ভেট নেয়, দ্রবিণ বা অর্থ লইয়া কাণে ফুঁ দেয়, বেতন লইয়া পূজারীর কাজ স্বীকার করে। অতএব ভাড়াটিয়া—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সেবক। সুতরাং সে ভগবানের সেবক হইবে কি প্রকারে? জ্ঞানী—মোক্ষকামী, নিজেকেই ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করে; সুতরাং তাহার সেবাবৃত্তি থাকিতে পারে না, সে মোক্ষকামী হইয়া সময় সময় মিছাভক্তির আবাহন করিয়া থাকে। প্রাকৃত লোকে তাহাদের এই মিছাভক্তিকেই সেবা বলিয়া ধারণা করে। কিন্তু তাহাদের ভক্তির আবাহন—কৈতব বা কপটতাপূর্ণ। তাহারা সেবা করা দূরে থাকুক,—নিজে সেব্য হইয়া ভগবান্‌কে দিয়া সেবা করাইয়া লইতে প্রস্তুত। মুক্তিকামী বাহিরে কোনও কাম-বাঞ্ছা না করিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কামকামী। সে ভগবানের নিকট স্বর্গসুখ, ধন, জন প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য কামনা করে না সত্য, কিন্তু সে একেবারেই ভগবানের আসন গ্রহণ করিতে চায়। বোকা ভৃত্যই মনিবের নিকট হইতে জলখাবার পয়সা, কাপড়টা, জামাটা ইত্যাদি অকিঞ্চিৎকর ভোগ্যজিনিষ চাহিয়া মনিবকে বিরক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু যে ভৃত্য চতুর, সে মনে ভাবে ও বলে,—যদি একেবারে মনিব হইয়া যাইতে পারি, তবে আমার আর কিছুরই অভাব থাকিবে না, সমস্তই আমার করায়ত্ত হইবে, আমি সতত আনন্দে মগ্ন থাকিব। আর প্রভুভক্ত ভৃত্য মনে করে,—আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; আমি যেন নিত্যকাল আমার মনিবের সেবা করিয়া কেবল তাঁহার সুখ সম্পাদন করিতে পারি। শেষোক্ত ভাবটীই প্রকৃত সেবকের ভাব। শুদ্ধভক্তের ভাব সম্পূর্ণ কৈতব-বিরহিত অহৈতুকী সেবা। অতএব মুক্তিকামীর নিবেদিত দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু—

মদ্যপের ঘরে কৈলা স্নান, ভোজন।
নিন্দুক বেদান্তী না পাইল দরশন॥
—চৈতন্যভাগবত

ধিক্ তা'র কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥—শরণাগতি

তাহার ভক্তিচেষ্টা ভগবৎপ্রীতির জন্য নহে,—কেবল স্বার্থসিদ্ধি বা নিজ-মুক্তির জন্য। তাহার দ্রব্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না; কারণ, তাহার ভক্তিতে কপটতা বা অবান্তর উদ্দেশ্য আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৩।৫৬, ১।৫।১২) বলিতেছেন,—

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদ সেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে।

যে-কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় না, যে-ধর্ম্মে বিরাগ জন্মায় না এবং যে বিরাগে তীর্থপাদ ভগবানের প্রীতি বা সেবা উদ্দিষ্ট থাকে না, তাহা বৃথা। এইজন্যই গীতা প্রভৃতি ভগবৎশাস্ত্রে কায়িক, বাচিক, মানসিক—সমস্ত কর্ম্মই ভগবানে অর্পণের ব্যবস্থা আছে। হরিসেবানুকূল কর্ম্মই—ভক্তি। ভগবান্ একমাত্র শুদ্ধভক্তের দ্রব্যই স্বীকার করেন। শুদ্ধভক্তির লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন;
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে 'লক্ষণ'॥

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা, ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥
অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
—চৈঃ চঃ মঃ ১৯ পঃ

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা—পিশাচীসদৃশী। ভগবৎসেবার পক্ষে এরূপ প্রতিবন্ধক আর কিছুই নাই। শুদ্ধভক্তিতে এরূপ ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহার গন্ধও নাই।

শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি কেবল জীবের প্রতি দয়ার জন্য। তিনি প্রতি-দ্বারে গিয়া বলেন,—"প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি' এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥" এই কৃষ্ণশিক্ষা জীবকে ভোগের ক্লেশ হইতে মুক্ত করে। তিনি কৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের উদ্দেশে অর্থ-দ্রব্যাদি গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজে ভোগ করিয়া অন্যের ন্যায় বৃত্তিজীবিমাত্র হন না। কিন্তু নির্ব্বোধ লোক তাঁহার মাধুকরী বৃত্তিকে ভক্তিরই অনুষ্ঠানবিশেষ-রূপে বুঝিতে সমর্থ হয় না।

আধুনিক একদল লোকের অভিমত এই যে, ভিক্ষা-দ্বারা সংগৃহীত অর্থ যদি দরিদ্র-সেবায় কিংবা দেশ ও দশের শারীরিক বা মানসিক অভাব-মোচন-কল্পে নিযুক্ত হয়, তবেই ভিক্ষা দেওয়া বা নেওয়ার সার্থকতা; নতুবা ভিক্ষা গৃহস্থের উপর একটা করস্বরূপমাত্র। প্রথম-মুখে কথাটা বড়ই ঠিক বোধ হয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—দরিদ্র-সেবা বা দেশ ও দশের সেবা তুমি আমি কতটা কতক্ষণের জন্য করিতে পারি? কোন ধনবান্ ব্যক্তি হয় ত' দশ সহস্র দরিদ্রকে একমাস ধরিয়া অন্ন দান করিলেন। তাহাতেই বা তাহাদের অভাব মোচন হইল কৈ? তাহাদের অন্নের অভাব মোচন করিলে ত' বস্ত্রের অভাব রহিল। অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর করিলে ত' শারীরিক ব্যাধি হইল। শারীরিক ব্যাধির উপশম করিলে ত' মানসিক অশান্তি—যথা পরদ্রব্য, পরদেশকে আক্রমণ করিয়া নিজ বা নিজ-দেশের লোকের সম্ভোগ-বর্দ্ধন-প্রচেষ্টা, শোক-দুঃখ-ভয়-মৃত্যু ইত্যাদি কতই না নিত্য নূতন নূতন অভাব একটির পর আর একটি উপস্থিত হইতে লাগিল। এইজন্য যাঁহারা দূরদর্শী, নিত্যানিত্য বিবেকী, তাঁহারা বলেন,—তুমি জীবের অভাব এমনভাবে মোচনে প্রবৃত্ত হও, যেন তাহার আর কোনও দিন দ্বিতীয় অভাব উপস্থিত না হয়। তাহাকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত কর। জীব ভগবানের নিত্যদাস, সে তাহা ভুলিয়া নিজকে মায়ার দাস অভিমান করিতেছে, এইজন্যই তাহার অভাব,—

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥
—ভাঃ ৩।৯।৬

এই কথা তাহাকে পুনঃ পুনঃ জানাইতে জানাইতে তাহার সুপ্তচেতনবৃত্তিকে জাগাইয়া দাও। তাহাতে কীর্ত্তনকারী ও শ্রবণকারী উভয়েরই কল্যাণ হইবে। কীর্ত্তন করিতে করিতে তোমার প্রসুপ্ত আত্মাও জাগ্রত হইবে, অপর জীবও জাগরিত হইবে।

সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণব ভিক্ষা দ্বারা রিলিফ্ ওয়ার্ক বা সেবাশ্রম খুলিয়া চাক্ষুষ কোনও সাময়িক মঙ্গলমাত্র দেখাইয়া দেহাসক্ত বহির্ম্মুখ জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস পান না। জগতের মহত্তম আচার্য্যগণ চিরদিনই জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও জগজ্জীবকে এই আদেশ করিয়া গিয়াছেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

—চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮, ১২৯

যথার্থ আচার-পূর্ব্বক হরিনাম-প্রচারই পারমার্থিকগণের জীবে দয়া; ইহা হইতে জীবে দয়ার আর চরম আদর্শ হইতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ ভিক্ষার ছলে জগজ্জীবের দুয়ারে যাইয়া নিজে আচরণ-পূর্ব্বক ঐরূপ সৎকথা প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব শুদ্ধবৈষ্ণবের ভিক্ষাবৃত্তি—জীবে দয়া, জীবের উপর করস্বরূপ নহে। তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য—(১) মায়ামুগ্ধ জীব যে কৃষ্ণভোগ্য দ্রব্যকে নিজের ভোগ্য মনে করিয়া পাপ-ভোজনে রত ছিল, তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করা, (২) হরিকথা শুনাইয়া তাহাকে সৎপথে আনয়ন করা ও নিত্যমঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেওয়া, (৩) তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তাহার অজ্ঞাত সুকৃতি-সঞ্চয়ে সাহায্য করা। ইহাই জীবে দয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আচার্য্য ও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত

শ্রীল প্রভুপাদ আরও জানাইয়াছিলেন,—আধুনিক 'বৈষ্ণব'-নামধারী ধর্ম্মব্যবসায়িগণের শুল্কবিত্ত সংগ্রহ বা আপদ্ধর্ম্মের নামে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের শব্দাবতারস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীহরিনাম বা শ্রীহরিকথা বিক্রয় করিয়া বিনিময়ে অর্থাদি গ্রহণের চেষ্টা-সমূহ পতিত, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের অবৈধ অনুকরণ মাত্র, উহা কোন দিনই সাত্বত-শাস্ত্র বা গোস্বামি-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের বিধানানুসারেও ঐরূপ শাস্ত্রকথা-বিক্রেতৃগণ পতিত এবং 'আপদ্ধর্ম্মে'র নামেও উহা কোন পরমার্থী কোন দিন স্বীকার করিতে পারেন না। ইহার প্রমাণ-স্বরূপ প্রভুপাদ 'মনুসংহিতা' ও প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযামুনাচার্য্য-কৃত 'আগম-প্রামাণ্য' হইতে শাস্ত্র-বাক্যসমূহের বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কএকটি মাত্র কথা উদ্ধৃত হইল। এ বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসু সত্যানুসন্ধিৎসুগণ 'গৌড়ীয়'-পত্রে উহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ॥

—মনু ৩।১৫৬

যিনি বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা করেন, যে শিষ্য সেইরূপ গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করেন, যিনি শূদ্র-শিষ্য স্বীকার ও শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্ব্বদা নিষ্ঠুরভাষী, যে পিতৃবর্ত্তমানে জারজ সন্তান, যে পিতার মরণের পর পরোৎপন্ন সন্তান, তাহাদিগকে হব্যকব্যে নিযুক্ত করিবে না।

দেবলাদি 'ব্রাহ্মণ'-পদবাচ্য নহেন,—

অপি চাচারতস্তেষামব্রাহ্মণ্যং প্রতীয়তে।
বৃত্তিতো দেবতাপূজা-দীক্ষা-নৈবেদ্যভক্ষণম্॥
গর্ভাধানাদি-দাহান্ত-সংস্কারান্তর-সেবনম্।
শ্রৌতক্রিয়ানুষ্ঠানং দ্বিজৈঃ সম্বন্ধবর্জ্জনম্॥
ইত্যাদিভিরনাচারৈরব্রাহ্মণ্যং সুনির্ণয়ম্।

—শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত 'আগমপ্রামাণ্য'-ধৃত সাত্বত-শাস্ত্রবাক্য

বৃত্তি লইয়া দেবপূজা, দীক্ষা, নৈবেদ্যভোজন—এই সকল আচরণ হইতেই সেই সকল ব্যক্তির অব্রাহ্মণতা প্রতীয়মান হয়। গর্ভাধান হইতে দাহ পর্য্যন্ত অন্য সংস্কার গ্রহণ, শ্রৌতক্রিয়ার অনমুষ্ঠান, দ্বিজগণের সহিত সম্বন্ধ-পরিত্যাগ প্রভৃতি আচরণের দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে অব্রাহ্মণতা নির্ণীত হয়।

শাস্ত্রে দেবল-ব্রাহ্মণের নিন্দা,—

দেবকোশোপজীবী যঃ স দেবলক উচ্যতে।
বৃত্ত্যর্থং পূজয়েদ্দেবং ত্রীণি-বর্ষাণি যো দ্বিজঃ।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥

—শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত 'আগমপ্রামাণ্য'

যে ব্যক্তি দেব-সেবায় প্রদত্ত সম্পত্তি দ্বারা নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে 'দেবল' নামে কথিত হয়। যে দ্বিজ বৃত্তির নিমিত্ত তিন বৎসর যাবৎ দেবপূজা করে, সেই দেবলক সর্ব্বকর্ম্মে অত্যন্ত নিন্দিত।

যেষাং বংশক্রমাদেব দেবার্চ্চাবৃত্তিতো ভবেৎ।
তেষামধ্যয়নে যজ্ঞে যাজনে নাস্তি যোগ্যতা॥

—শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত 'আগমপ্রামাণ্য'-ধৃত সাত্বত-শাস্ত্রবাক্য

যাহারা বৃত্তি লইয়া বংশানুক্রমে দেবপূজা করে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও যাজন—এই সকল ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে যোগ্যতা নাই।

'আপদ্ধর্ম্মে'র নামে দেবলবৃত্তি চালাইবার চেষ্টা শাস্ত্র-গর্হিত,—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতো বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন॥

—শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত 'আগমপ্রামাণ্য'-ধৃত পরমসংহিতা-বাক্য

বহু কষ্ট দশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেবপূজা করিবে না।

গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষার মূল তাৎপর্য্য

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ মাধুকরী ভিক্ষা বা পঞ্চ প্রকার ভিক্ষার যে-কোন একটি দ্বারা উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা সংগ্রহ করেন, তাহার প্রত্যেকটি পাই পয়সা পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের নাম-প্রচারের উদ্দেশ্যেই সংগৃহীত ও ব্যয়িত হয়। তাঁহারা জীবনধারণের জন্য ভগবৎপ্রসাদরূপে যাহা কিছু গ্রহণ করেন, তাহার ফলস্বরূপ জীবনধারণও হরিকীর্ত্তন-প্রচারের উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হয়। হরিকীর্ত্তন-প্রচারের জন্যই জীবন; সুতরাং সেই জীবনরক্ষার জন্য যথাযোগ্য ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণ। তাঁহাদের গৃহে বাস, অট্টালিকায় বাস, বনে বাস, পদব্রজে গমন, কিম্বা দ্রুতগামী

যানে গমন, বিজ্ঞানের নানাপ্রকার অবদান-স্বীকার—সমস্তই অকৈতব হরিকীর্ত্তন-প্রচারের জন্য। তাঁহারা বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান ও যান্ত্রিকযুগের যাবতীয় আবিষ্কার, যাবতীয় অর্থ, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন—সমস্তই পরম-মুক্ত গুরুপাদপদ্মের নিয়ামকত্বে হরিকীর্ত্তন-প্রচারের বাহন করিবার জন্য নিত্য উন্মুখ। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তি যদি কখনও ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ঐ উদ্দেশ্য-ব্যতীত ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যে স্বপ্নেও ঐ সকলকে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্য সিংহবিক্রমে তাঁহাকে নিরস্ত করেন এবং তিনি যে মঠের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত ব্যক্তি,—ইহা সকলকে জানাইয়া দেন। পরিশিষ্টে গৌড়ীয়মঠের যে ব্যবহার-বিধি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতেই এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। যে-কেহ সহিষ্ণু হইয়া গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্য্যের সঙ্গ করিবেন, তিনিই সুদৃঢ়ভাবে বুঝিতে পারিবেন,—অর্থ, উপকরণ—সকলগুলিকেই একমাত্র হরিকীর্ত্তন-প্রচারে নিযুক্ত করা ব্যতীত গৌড়ীয়মঠের অন্তরে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

প্রভুপাদের আদর্শ ও শিক্ষা

আমরা প্রভুপাদকে তাঁহার উপদেশ, আচরণ ও অনুষ্ঠানের মধ্যে অসংখ্যবার বলিতে শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি,—"ঋণ করিয়াও তোমরা ভগবানের কীর্ত্তন প্রচার কর; তাহা হইলে তোমাদিগকে সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আরও অধিকতর সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। তোমাদের স্কন্ধে যখন উত্তমর্ণের তাগাদার চাপ আসিবে, তখন তোমরা বাধ্য হইয়া অধিকতর ভিক্ষা-সংগ্রহে নিযুক্ত হইবে। আবার তোমাদের চরিত্র ও আচার সুনির্ম্মল না থাকিলে তোমরা যখন সজ্জন-গৃহস্থের নিকট হইতে ভিক্ষা পাইবে না, তখন তোমরা বাধ্য হইয়া আচারময় পবিত্র জীবন সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ও যত্নবান হইবে। আমি তোমাদের জন্য এক পয়সাও রাখিয়া যাইব না,—যাহাতে তোমরা পরবর্ত্তিকালে অলসতার প্রশ্রয় না পাইয়া হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা ও সদাচারপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করিতে না পার।"

মঠ কি ?

মঠ—হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র, হরিকীর্ত্তনই জীবন ও চেতনতা; সেখানে যাহাতে কোন প্রকার আলস্য, অসদাচার, গ্রাম্যচিন্তা, গ্রাম্যকথা কিম্বা ইতর বাসনা বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়, এজন্য তোমাদিগকে দ্বারে দ্বারে গিয়া সাধারণের নিকট হরিকীর্ত্তনের পরীক্ষা দিতে হইবে। জনসাধারণ যখন নিজকে ভিক্ষা-দাতা, আর তোমাদিগকে ভিক্ষা-গ্রহীতা মনে করিয়া অর্থাৎ তোমাদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের পদবী বড়, তোমরা তাঁহাদের কৃপার পাত্র—এইরূপ বুদ্ধিতে তোমাদিগের নানাপ্রকার সমালোচনা করিবে, কেহ কেহ হয় ত' তোমাদিগকে অর্দ্ধচন্দ্র-প্রদানেও প্রস্তুত হইবে, তখন তোমরা একদিকে যেমন 'তৃণাদপি সুনীচ', ও 'মানদ' হইতে পারিবে, অপর দিকে তেমনি নিজেদের জীবন ও চরিত্রকে সর্ব্বদা পবিত্র ও আদর্শ করিবার জন্য যত্নবান হইবে। তোমাদের আরও উপকার হইবে এই যে,—লোকের সাধারণ ভ্রমগুলি সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবর্গের বাণীর দ্বারা প্রদর্শন-কালে তোমাদিগের সেই সকল সাধারণ ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

তোমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে কেহ কিছু বলিলে তোমরা তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কিন্তু তোমাদের গুরুবর্গ, শাস্ত্র, মহাজন—ইঁহারা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, পরম-মুক্ত, নিত্য ভগবৎপার্ষদ; কেহ অজ্ঞতাক্রমে তাঁহাদিগকে কিছু বলিলে প্রকৃত সত্য কীর্ত্তন করিয়া সমালোচনাকারীদিগের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবে, ইহাতে তোমাদের ও বালিশ ব্যক্তিগণের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। তোমরা যদি হরিকীর্ত্তনের উপায়ন-সংগ্রহের জন্য দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা-কার্য্যে আলস্য কর এবং আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া অনর্থযুক্তাবস্থায় অপরের সমালোচনা হইতে ছুটি পাইবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে নির্জ্জনভজনকে শ্রেয়ঃ মনে কর, তাহাতে তোমাদের চরিত্র সংশোধিত হইবে না—তোমরা আচারময় জীবন লাভ করিতে পারিবে না। নির্জ্জন ঘরে তোমরা যে ভাবের ঘরে চুরি করিবে, নির্জ্জনে তোমাদের কথা কেহ শুনিতে বা তোমাদিগকে কেহ দেখিতে আসিবে না বলিয়া তোমরা যে অন্তরে অন্তরে উচ্ছৃঙ্খল হইবার সুযোগ পাইবে, সেরূপ সুযোগ অনর্থময় তোমাদিগকে আমি কখনও দিব না। তোমরা আমার পরম বান্ধব; তোমরা অসুবিধায় পতিত হও, লোকের আপাত প্রতিষ্ঠা পাইয়া, আপাত নিন্দার ডালি তোমাদের অপ্রীতিকর ও অসহ্য মনে করিয়া তোমরা ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণের পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তদ্দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ কর,—ইহা আমি কিছুতেই তোমাদিগকে করিতে দিব না। তোমরা যে-দিন এই সকল বিচার হইতে স্বতন্ত্র হইবে, সে-দিন জানিব,—তোমরা প্রকৃত মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অমঙ্গলের পথ বরণ করিয়াছ।

কীর্ত্তনকারীর প্রতি উপদেশ

তোমাদের ভিক্ষা-সংগ্রহ ও ধর্ম্মব্যবসায়িগণের তদনুরূপ কার্য্যকলাপে বাহ্যদৃষ্টিতে সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে। তাঁহারা লোকনিন্দা এড়াইবার জন্য তোমাদের অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিতে পারেন, নিঃস্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার অনেক চলচ্চিত্রপট সাময়িকভাবে উপস্থিত করিতে পারেন এবং সাধারণ লোকও তাঁহাদের সেই সকল কথায় বঞ্চিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা দেখিয়া তোমাদের নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। সত্য—চিরদিনই সত্য, অকৃত্রিম —চিরদিনই অকৃত্রিম; উহা সাধারণ লোকে গ্রহণ করুক, আর না-ই করুক,—উহার আদর ও গৌরব লুপ্ত হইবার নহে। হয় ত' এমন সময়ও আসিবে—যখন গৌড়ীয়মঠের এই সকল অকৃত্রিমতা যুগ-যুগান্তরে একটিমাত্র অকৈতব সত্য-পিপাসু ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন। ঐরূপ একজন ব্যক্তিও অনন্তকোটি লোকের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। স্বামীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সতী-সাধ্বীর বেশ-রচনা ও বারবনিতার ঠিক সেইরূপ আনুকরণিক কার্য্য দেখিতে এক বটে, কিম্বা বেশ্যার বাহ্য-নৈপুণ্য সাধ্বী অপেক্ষাও অধিক প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্তু অন্তরের উদ্দেশ্য যিনি দেখিতে পারেন, তাঁহার নিকট উপরি-উক্ত উভয়ের বাহ্যচেষ্টা এক হইলেও অন্তরনিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ। প্রকৃত অকপট হরিসেবক বা বৈষ্ণবকে কেবল বাহ্যক্রিয়া-দ্বারা মাপিয়া লইতে গেলে বঞ্চিত হইতে হইবে।

অনুসরণ ও অনুকরণ —এক নহে

আমি জানি, যাঁহারা অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-অভিলাষে সম্পূর্ণভাবে দীক্ষিত হইতে না পারিবেন, তাঁহাদের কেহ কেহ, এ সকল কথা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পথ-ভ্রষ্ট হইবেন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারের ভিক্ষাকে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের রসদ-সংগ্রহ-কার্য্যের আনুকরণিক উপায়রূপে বরণ করিয়া কেবল বেশোপজীবী ও ভিক্ষোপজীবী হইয়া পড়িবেন। কিন্তু আমি উচ্চকণ্ঠে জানাইয়া দিতেছি,—তাঁহারা গৌড়ীয়মঠের কেহ নহেন, গৌড়ীয়মঠের সহিত তাঁহাদের কোন দিনই সংশ্রব হয় নাই; তাঁহারা অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ঐরূপ অনর্থময়ী চেষ্টার সঙ্গ-পরিত্যাগের সুবর্ণ-সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল সত্য; কিন্তু ভাগ্যদোষে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।"

দুষ্কৃতের আত্মবঞ্চনাই পুরস্কার

ভাড়াটিয়ার মুখে যে হরিকথা কীর্ত্তিত হয় না, ইহা সাধারণ অজ্ঞ লোক ত' দূরের কথা, ঢাকার ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রায় অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর এম্-বি-ই মহাশয়ের মত ব্যক্তিও বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না! অক্ষয় বাবু ঢাকায় তাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"ভৃতক পাঠকের পাঠাদি শূদ্রবৃত্তিই গোস্বামী ও ব্রাহ্মণের বৃত্তি!" এইরূপ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের ২২শ সংখ্যায় "অসত্যে আদর" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। এস্থলে ঐ প্রবন্ধের সকল শাস্ত্রযুক্তি ও বিস্তৃত আলোচনার পুনরুক্তি না করিয়া আমরা দুই একটি কথা-মাত্র জানাইতেছি,—

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর বিশুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম-প্রচার অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য বলিতেছেন,—"ধর্ম্মের আবরণে ভৃতক পাঠকাদির শূদ্রবৃত্তিকে ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের শুদ্ধবৃত্তি বলিয়া প্রচলন করা সনাতনধর্ম্ম ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। * * * শ্রীমদ্ভাগবত—সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি, অতএব শ্রীভাগবতের দ্বারা ব্যবসায় করিতে গেলে দেবকোষ হইতে জীবিকা-উপার্জ্জন-হেতু দেবল হইয়া যাইতে হয়, সুতরাং ইহাতে কখনও ব্রাহ্মণত্ব সংরক্ষিত হয় না। সাত্বত-সংহিতা বলিয়াছেন,—

মাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রচার

"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত।"* "ন চোপজীবেদ্ধেবেশম্।"
"বৃত্ত্যর্থং যৎ কৃতং কর্ম্ম তজ্জঘন্যমুদাহৃতম্।"

প্রকৃত ভক্তগণ কখনই গর্হিত কার্য্য করেন না; কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি এই ভৃতক ব্যবসায়ের প্রশ্রয় দিতে কেন প্রস্তুত হইয়াছেন, বুঝা যায় না। যদি শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ জীবিকা-নির্ব্বাহের যন্ত্র না হয়, তাহা হইলে পাঠকও ভাগবত-গ্রন্থের দ্বারা হরি-বিমুখতা সিদ্ধ করিতে উৎসাহবিশিষ্ট হন না। ভৃতক পাঠকেরও এইরূপ শূদ্রবৃত্তিকে ব্রাহ্মণ-বৃত্তি বলিয়া ভ্রমের উদয় হয় না।

* ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২ লঃ ৫২ শ্লোক

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া যদি কোন পাঠক ভাগবতের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি ভাগবত-পাঠকে পণ্যদ্রব্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গৌরপার্ষদগণ কোন দিনই ভাগবত পাঠ করিয়া নিজের জীবিকার্জ্জন করেন নাই; কিন্তু সেই প্রথা আজকাল বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়া ভৃতক পাঠককে কোথায় স্থান দিতেছে, একটুকু ভাবিয়া দেখিলে কি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ভাগবত-শ্রবণের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না? অনেক ভৃতক পাঠক ও গায়ক অপেক্ষা কলকণ্ঠী নর্ত্তকী বৃষলীর গীতি, কণ্ঠস্বর ও হাবভাবাদি চেষ্টা মানবের মনকে অধিকতর মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু নাট্যরাজ্যের সেই ভোগতাৎপর্য্যময় ব্যাপারকে কেহই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রম করেন না। যাহাতে হৃদয়-কর্ণ জড়রসবিশিষ্ট হইয়া সাংসারিক প্রবৃত্তিতে আমাদিগকে ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ কথা দ্বারা আমাদের কিরূপে ভোগ-বাসনা হইতে অবসর হইবে?

'ভাগবত' পণ্যদ্রব্য নহে

যাঁহারা 'ভাগবতসন্দর্ভে'র রচয়িতা আচার্য্যবর শ্রীজীব গোস্বামিপাদের শাসন অবজ্ঞা করিয়া প্রেমের নামে উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচার প্রচার করিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ সমাজকে পাপপঙ্কে প্রোথিত করিবার বাসনা করেন এবং তদ্দ্বারা নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের এই সাধু-বিগর্হিত এবং অব্রাহ্মণোচিত অনুষ্ঠানের আদরকারীর নিকট আমরা কি সত্য উপস্থাপিত করিতে পারি না? আমরা কি তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০।৩৩।৩০) লিখিত এই শ্লোকটি শ্রবণ করাইতে পারি না?—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

ভৃতক পাঠকগণ যদি আচার্য্যের বা উপদেশকের কার্য্য করেন, তাহা হইলে সমাজে কি বিষময় ফল উপস্থিত হয়, তাহা কি আমরা একবারও নিজ-হিতের জন্য বা সমাজের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিব না? ভৃতকগণ অর্থলোভে প্রমত্ত হইয়া অসতের চিত্তবিনোদন-জন্য কতই গর্হিত কার্য্য সমাধান করিতে পারেন। তাই বলিয়া কি তাঁহাদের এরূপ কার্য্যের সমর্থন করা আমাদের কর্ত্তব্য? শূদ্রবৃত্তি আদরণীয় নহে,—এ কথা আমরা যদি না বুঝি, তাহা হইলে অবরবর্ণ শূদ্রের বিশ্বাস-পোষণে রত আমাদেরও উহাই প্রার্থনীয় হইবে। ভৃতকগণ যখন জানিবে যে, শ্রোতৃবর্গ ভৃতক পাঠকদিগের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহারা ঐ অবৈধবৃত্তি ছাড়িয়া দিবে। বিদ্বৎসমাজ লোকহিতকরী চেষ্টার বিরোধী ভৃতকগণকে পরমার্থ-রাজ্যের পথিক নহে জানিলেই ভৃতক পাঠকগণ সাধারণ নটের ন্যায় পরমার্থ-জীবনের অবৈধ জীবিকাকে বহু মানন করিবে না।"

ঊনত্রিংশ-বৈভব

কুলিয়ায় বসন্ত-গান, "অপরাধ-ভঞ্জন-পাট" ও বিবিধ প্রসঙ্গ

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।—ভাঃ ১০।৩৩।৩০

"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা"—এই আচার্য্য-বাক্যে বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। অর্থলোভে ও ইন্দ্রিয়সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস-গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য।" *

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

কিছুকাল হইল, চুঁচুড়া-নিবাসী পরলোকগত মাধবদত্তের প্রবর্ত্তিত বসন্ত পঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী হইতে সঙ্কীর্ত্তনোৎসবের একটি প্রথা প্রতিবৎসর বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপে চলিয়া আসিতেছে। ইহা 'বসন্ত-গান' বা 'ধূলট্' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তখন কুলিয়া-নবদ্বীপের স্থানে-স্থানে, হাটে, বাটে, মাঠে ভাড়াটিয়াদের কৃষ্ণলীলারস (?) কীর্ত্তনের ছড়াছড়ি, লোকের ভাবে (দশায়) গড়াগড়ি ও হুড়াহুড়ি প্রভৃতি হইয়া থাকে! বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক (তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক) কুলিয়া-নবদ্বীপে সমবেত হইয়া বিভিন্ন ঠাকুর-বাড়ীতে ঐ সকল রস-গান শ্রবণ করে এবং প্রতি-বৎসরই নানাপ্রকার কুৎসিৎ কেলেঙ্কারীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক প্রভৃতিই এই সকল কীর্ত্তন-গান-শ্রবণে অধিকতর উৎসাহান্বিতা ছিল। আধুনিক সাহিত্য-প্রগতির যুগে কোন কোন শিক্ষিত সাহিত্যিকও নানা কারণে ঐ সকল গান-শ্রবণে উৎসুক হইয়াছেন ও হইয়া থাকেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল, রায় রামানন্দ প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণের রস-গান শ্রীমন্ মহাপ্রভু শুনিতেন,—এই নজির দেখাইয়া অনেক সাহিত্যিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিও ঐ গান শ্রবণ করা অন্যায় নহে বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ গোস্বামিগণের শাস্ত্র হইতে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার দাসগণের আচরণ হইতে, বিশেষতঃ 'বৈষ্ণব'নামধারী সমাজের গত কএকশত বৎসরের অবস্থা ও ইতিহাস হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, অনর্থযুক্তাবস্থায় ঐ সকল মুক্তপুরুষের ভজনের গীতি শ্রবণ-কীর্ত্তনের নামে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, 'ভক্ত', 'ভাবুক', 'রসিক' বলিয়া প্রতিষ্ঠার

অনর্থযুক্ত সাধারণের রসগান-শ্রবণ!

* সঃ তোঃ ৬ খঃ ২ সং ২৫ পৃঃ

অর্জ্জন, অবৈধ ব্যবসায় প্রভৃতির প্রশ্রয় দিলে পরম নির্ম্মল ও জীবের একমাত্র প্রয়োজন 'ভক্তিপথ' হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইতে হয়। অনর্থযুক্ত, কাম-ক্রোধাদি রিপু-তাড়িত ব্যক্তিগণ রোগীর কুপথ্যে অধিকতর রুচিবিশিষ্ট হওয়ার ন্যায় মুক্তপুরুষগণের ভজন-চেষ্টার অনুকরণে অধিক অনর্থ-বৃদ্ধিকর ইন্দ্রিয়তর্পণের আহরণকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ভজনের নামে বরণ করিয়া অধিকতর অপরাধে ও পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। উহার ফলে সাধারণ প্রাকৃত-নীতিবাদী সম্প্রদায়ও পরম নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মকে ব্যভিচার ও দুর্নৈতিকতারই আদর্শ-বিশেষ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করেন এবং সেই পরম চরম-প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত হন।

পরদুঃখদুঃখী প্রভুপাদ জীবকে এইরূপ অমঙ্গলের পথে প্রধাবিত দেখিয়া কুলিয়া-নবদ্বীপের বসন্ত-গানের প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। প্রভুপাদের বিপ্লবময়ী বাণী ধর্ম্মব্যবসায়ের আর এক শ্রেণীর দোকানের উপর লগুড়াঘাত করিল। কাজেই অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণ মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া বিরোধী হইয়া পড়িলেন। প্রভুপাদ ইতঃপূর্ব্বে "প্রাকৃতরস-শতদূষণী" নামক পুস্তকে এই সকল কথা গানের ছলে ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা স্বয়ং ও প্রচারকগণকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া প্রচার করিতেছিলেন। 'সজ্জনতোষণী' প্রভৃতি পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে এসকল কথার যথেষ্ট আলোচনা রহিয়াছে। 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের ২২শ সংখ্যায় "বসন্ত-গান" শীর্ষক প্রবন্ধেও এ বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হয়। সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন।

প্রভুপাদের কৃপা

১৩২৯ বঙ্গাব্দে কুলিয়া-নবদ্বীপে 'বসন্ত-গানে'র সময় কাশিমবাজারের সম্পর্কিত একটি সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সম্মিলনীর পুরোহিতগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন বলিয়াছিলেন, "আমাদের নিন্দা বাদ দিলে 'গৌড়ীয়ে'র সকল কথাই শিরোধার্য্য।" 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের ২৪শ সংখ্যায় এই বিষয়ে অনেক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়' বলিয়াছিলেন,—সত্যিকার দোষ-রূপ ক্ষত ঢাকিয়া রাখিলে কিছুদিন পরে তাহা ভীষণ নালি-ঘা'য় পরিণত হয়। আমরা যদি পাপিষ্ঠ না হই, মিথ্যাবাদী না হই, কপট না হই, তাহা হইলে পাপের দণ্ড, মিথ্যাবাদীর নিন্দা, কপটীর ধূর্ত্ততার কথা আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমরা সাবধান হইলে অভক্তের দোষ-সমূহ আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। 'গৌড়ীয়' কপটের ব্যক্তিত্বকে নিন্দা করেন না, কিন্তু কপটতা-বৃত্তিকে নিন্দা করেন। গৌড়ীয়গণ বৃত্তির নিন্দা না করিয়া যদি ব্যক্তিত্বকে অনন্তকালের দোষের আকর বলিয়া আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিত্বেই সদ্বৃত্তি পরিস্ফুট হইলে তাহাকে আর আদর করিতেন না। তটস্থা শক্তি যখন অপরাধ ও পাপবৃত্তিকে আগন্তুকরূপে বরণ করে, তখন সেই বৃত্তির নিন্দা না করিলে অর্থাৎ দুঃসঙ্গত্যাগ করিবার উপদেশ না দিলে ঐ বৃত্তির প্রতি ন্যূনাধিক আসক্তি আসিয়া পড়ে ও তাহার সঙ্গ হইয়া যায়। অসদ্বৃত্তিগুলিকে নিরাস করা এবং নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সজ্জন ও মহাভাগবতের সঙ্গ করিতে করিতে ভগবদনুশীলন করা মঙ্গলকামী মধ্যম ভাগবতের নিত্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য।

নবদ্বীপে কাশিমবাজার-সম্মিলনী

"শ্রীঅপরাধ-ভঞ্জন-পাট"

যাঁহারা অজ্ঞতা-বশতঃ এবং প্রকৃত মঙ্গলোপদেষ্টার অভাবে কর্ণেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য রসগান প্রভৃতি শ্রবণ করিতে নবদ্বীপ-সহরে আসিয়াছিলেন, পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য তাঁহাদিগকেও শুদ্ধহরিকথার কীর্ত্তন শ্রবণ করাইবার জন্য বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার কতিপয় প্রচারককে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া প্রথমে শ্রীবাস-অঙ্গনের ঘাটে, পরে রাণীঘাটের ধর্ম্মশালার পার্শ্বস্থিত অপর একটি দ্বিতল-গৃহে কিছু দিনের জন্য শ্রীহরি-কীর্ত্তনের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই শাখা-মঠ "অপরাধ-ভঞ্জনের পাট"-রূপে প্রায় দুই বৎসর কাল যাবৎ কুলিয়াবাসিগণকে শ্রীমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত নির্ম্মল ভাগবত-ধর্ম্মের কথা শুনিবার সৌভাগ্য-লাভের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছিল।

কুলিয়া-প্রচারকেন্দ্র

সাঁওতাল পরগণায় প্রভুপাদ

বঙ্গাব্দ ১৩২৯ সালের ৬ই মাঘ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মুরগামণ্ডা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবুলাল রাম মহাশয়ের একান্ত প্রার্থনা ও আগ্রহে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীজানকীবল্লভ রাম, লক্ষ্মণ ও মহাবীরজীউর অর্চ্চাবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী, শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কএকজন ভক্তের সহিত মধুপুর (ই-আই-আর) ষ্টেশন হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী মৌজুরী গ্রামে গমন করেন। প্রভুপাদ ৬ই হইতে ৯ই মাঘ পর্য্যন্ত চারি দিবস তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ৮ই মাঘ বসন্তপঞ্চমীর দিন শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশের তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

৮ই মাঘ তারিখের প্রদোষকালে একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবুলাল রাম মহাশয়ের একটি পঞ্চবর্ষ বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র খেলা করিতে করিতে হঠাৎ একটি প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত বাবুলাল রাম মহাশয় ও তাঁহার অনুজ ভ্রাতৃবৃন্দ—সকলেই প্রভুপাদের নিকট বসিয়া হরিকথা-শ্রবণে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। গৃহের অন্যান্য সকলে যখন শুনিতে পাইলেন,—শিশুটি এইরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হঠাৎ পতিত হইয়াছে, তখন সকলেই তাহার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। প্রভুপাদ সকলকে উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শিশুটি অদগ্ধ ও অক্ষত শরীরে হাসিতে হাসিতে অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠিয়া আসিল। তথাকার অধিবাসী সকলেই রামভক্ত শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের উপাসক। মাধুর্য্য-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণের নিকট ঐশ্বর্য্য যে অতি তুচ্ছ,—ইহা জানাইবার জন্য প্রভুপাদ তখন সেইরূপ একটি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না, কে জানেন? ইহার পরে সেই প্রদেশের রামভক্ত-সম্প্রদায় এবং আমন্ত্রিত বিভিন্ন দেশের রামোপাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয়

প্রভুপাদের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ

পণ্ডিত পরম শ্রদ্ধাসহকারে প্রভুপাদের মুখনিঃসৃত শ্রীগৌর-মহিমা শ্রবণ ও উপদেশামৃত-পানে সাতিশয় আনন্দ লাভ করেন এবং প্রভুপাদের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হন।

মধুপুর-ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানীয় রামসীতার মন্দিরের মহান্ত মহোদয়, শাঙ্কর-ভাষ্যে পণ্ডিত মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ ও সন্ত্ শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনদাস বাবাজী শ্রীল প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন প্রদান করেন। তাঁহারা প্রভুপাদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক সাম্প্রদায়িক তথ্য ও রহস্যাদি শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

পারমার্থিক বংশ-প্রণালী

যাঁহারা এতাবৎকাল শৌক্রবিচারপর বংশ-ধারাকেই ব্যবহারিক সমাজের ন্যায় পারমার্থিক সমাজেরও বংশ-প্রণালী বলিয়া ধারণা করিয়া আসিতেছিলেন, গৌড়ীয়মঠের প্রচারে পারমার্থিক আম্নায়ের তাৎপর্য্য-প্রকাশের ফলে তাঁহাদের সেই ধারণায় এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইল। পরমার্থ-রাজ্যে শৌক্রবিচারপর বংশ-প্রণালী যে কখনও কার্য্যকরী ও গ্রাহ্য নহে, সদ্‌গুরু ও সচ্ছিষ্যের পারম্পর্য্যই যে প্রকৃত-প্রস্তাবে পারমার্থিক বংশ ও পারমার্থিকতার পরিচায়ক, তাহা গৌড়ীয়মঠ বহুশাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা সকলকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিতে লাগিলেন।

লৌকিক ধারণায় বিপ্লব

এই সময় 'গৌড়ীয়ে'র প্রথম বর্ষের ২৫শ সংখ্যার স্তম্ভে এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে উহার কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত হইল,—

"বড় বৈষ্ণবের শৌক্র-বিচারপর পুত্র বড় বৈষ্ণব, মধ্যম বৈষ্ণবের শৌক্রবিচারপর পুত্র মধ্যম বৈষ্ণব ও কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের শৌক্রবিচারপর পুত্র কনিষ্ঠ বৈষ্ণব হইবে এবং শৌক্রপুত্রে পিতার ভজনশীলতা অক্ষুন্ন থাকিবে" —এইরূপ ধারণা সকলক্ষেত্রে ফলবতী হয় না। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভুর পুত্র বলরাম ও বলরামের পৌত্র রাধামোহন ত' আচার্য্য-প্রভুর ন্যায় ভজন-প্রবৃত্তি লাভ করেন নাই। অতুলনীয় আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পাংক্তেয় ব্রাহ্মণতার যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন, প্রপৌত্র রাধামোহন তাহার বিপর্য্যয় করিবার উদ্দেশে বন্দ্যঘটীয় হরিহরের তনয় স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতানুবর্ত্তিতাকেই বহুমানন করিলেন। আবার 'শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান' পরিচয় দিয়া কেহ কেহ বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধিরূপে আপনাকে প্রচার করিয়া পঞ্চরাত্র-দূষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পরমার্থ-বিদ্বেষকেই ভক্তগণের আদর্শ-সমাজ বলিয়া প্রচলন করিবার প্রবৃত্তি দেখাইয়াছেন! শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমার্থ-বিরোধী স্মার্ত্তের কুপ্রবৃত্তি-দমনের জন্য শ্রীসনাতন গোস্বামীকে 'শ্রীহরিভক্তি বিলাস' রচনা করিতে আদেশ করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর অর্দ্ধশতাব্দী যাইতে না যাইতে বঙ্গদেশে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পরমার্থ-বিরোধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তার জন্য রাধামোহন প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য-সন্তানগণ ভক্তিপথের বিরোধী হইয়াছিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থ দিন দিন বৈষ্ণব-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইল। আচার্য্য-সন্তানগণের গৃহেও পুনরায় পরমার্থ-প্রতিকূল স্মার্ত্তাচার প্রবল হইয়া উঠিল। পরমার্থ-বিচারের স্থান শৌক্র-বিধান ন্যূনাধিক বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লইল। এই প্রতিকূল বিধানের বিষময়-ফলে আজ বৈষ্ণবের শুদ্ধাচার বিপন্ন হইয়াছে।